বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২০ - ২০২১

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২০ - ২০২১

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

'অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠক ও মতবিনিময় সভায় বক্তৃতারত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ এনামুর রহমান।

প্রতিমন্ত্রী
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় প্রতি বছরের ধারাবাহিকতায় ২০২০-২১ অর্থ বছরেও মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম, গৃহীত কর্মসূচী ও অর্জনাবলীর গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উপাত্ত নিয়ে বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২১ প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। এটি সরকারের উন্নয়ন কর্মকান্ডকে জনসম্মুখে তুলে ধরার একটি অনন্য উদ্যোগ বলে আমি মনে করি।

বার্ষিক প্রতিবেদনের মাধ্যমে সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড ও মানবিক সহায়তামূলক কর্মকান্ডের তথ্য সংরক্ষিত হবে এবং এ ধরণের ধারাবাহিক প্রকাশনা মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কার্যক্রমের ক্রমবিবর্তন, পরিবর্তন, অগ্রগতি ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নেও সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আমি আশা করি।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও ডেল্টা প্ল্যান এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে, ২০১৮-১৯, ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অর্থবছরে ঘূর্ণিঝড় ফণী, আম্ফান, বুলবুল, ইয়াস মোকাবেলায় এ মন্ত্রণালয় অত্যন্ত আন্তরিকতা ও দক্ষতার সাথে কাজ করেছে। কোভিড ১৯ মোকাবেলায় এ মন্ত্রণালয় এর ম্যানডেট অনুযায়ী মানবিক সহায়তা কার্যক্রম গণমানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিয়েছে, যা ইতিহাসে বিরল।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় চিরাচরিত দুর্যোগকালীন সাড়াদান ও ত্রাণ কার্যক্রমের দৃষ্টি ভঙ্গি পরিবর্তন করে কৌশলগত ভাবে সরকারের ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রমের দিকে অধিক গুরুত্ব আরোপ করছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঝুঁকি হ্রাসের ধারনা প্রথম প্রবর্তন করেন। ফলশ্রুতিতে তিনি মুজিব কিল্লা ও সিপিপি সৃষ্টির উদ্যোগ নিয়ে দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস এবং জানমালের ক্ষয়-ক্ষতি সহনীয় পর্যায়ে নামিয়ে আনার কৌশল প্রবর্তন করেন। এর পাশাপাশি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বর্তমান সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি, অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি, দুর্যোগ সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান, SOD প্রনয়ন ও অবকাঠামো (বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র, ব্রীজ-কালভার্ট, মুজিব কিল্লা, এইচবিবি সড়ক) নির্মাণ দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে উল্লেখযোগ্য ভুমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে। তাছাড়াও দুর্যোগ মোকাবেলা সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয় ২২৭৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ভুমিকম্প ও অন্যান্য দুর্যোগকালে উদ্ধার অভিযান পরিচালনা এবং জরুরী যোগাযোগের জন্য যন্ত্রপাতি সংগ্রহ (৩য় পর্যায়) প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এছাড়াও, অতি সম্প্রতি বন্যা প্রবন জেলাসমূহে প্রতিবন্ধি ব্যক্তি, নারী, শিশু ও প্রবীনদের অভিগম্যতার ও উদ্ধারের জন্য ৬০ টি Multi-purpose Accesible Rescue Boat তৈরির সময়োপযোগী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে প্রতিনিয়ত সৃষ্ট প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দুর্যোগ সহনশীল বাংলাদেশ বিনির্মাণে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ধারাবাহিকভাবে যুগোপযোগী পদক্ষেপসমূহের বাস্তবায়ন অব্যাহত রাখবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করছি। বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২১ প্রকাশনায় সংশ্লিষ্ট সকলকে তাদের মহতী প্রচেষ্টার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ডাঃ মোঃ এনামুর রহমান, এম.পি

সচিব
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর মাহেন্দ্রক্ষণে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২১ প্রকাশিত হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বে প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সরকারের গুরুত্বপূর্ণ অর্জন, কর্ম সম্পাদন, সাফল্য এবং ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা এই প্রকাশনার মাধ্যমে তুলে ধরার প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকল্পে মুজিব কিল্লা, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র, বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র, ব্রিজ-কালভার্ট, গৃহহীনদের জন্য দুর্যোগ-সহনীয় বাসগৃহ নির্মাণ এবং মাটির রাস্তা হেরিংবন বন্ডকরণসহ অন্যান্য দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বাংলাদেশ সরকারের নীতি-পরিকল্পনায় ইতোমধ্যে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কৌশল অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে বাস্তবায়িত বিভিন্ন মানবিক সহায়তা ও উন্নয়ন কার্যক্রম মানুষের জীবনমান উন্নয়নে সহায়ক হয়েছে।

দুর্যোগ-পরবর্তী ত্রাণ ও পুনর্বাসন থেকে বেরিয়ে এসে দুর্যোগপূর্ব প্রস্তুতি, দুর্যোগকালীন সুরক্ষা ও দুর্যোগ-উত্তর পুনর্বাসনে মনোনিবেশ করার মাধ্যমে বাংলাদেশ একটি দুর্যোগ সহনশীল জাতি হিসেবে বিশ্ববাসীর মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে গৃহীত কার্যক্রম ও নানাবিধ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে প্রাকৃতিক দুর্যোগসৃষ্ট সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি ও জনসাধারণের প্রাণহানি ন্যূনতম পর্যায়ে রয়েছে।

দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় 'Whole of Society Approach' অনুসরণের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশকে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। প্রকাশিত এই প্রতিবেদনটি জনগণের নিকট অবাধ তথ্যপ্রবাহে সহায়ক এবং গবেষকদের গবেষণায় ভূমিকা রাখবে বলে প্রত্যাশা করছি।

মোঃ মোহসীন

সম্পাদকীয়

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০২০-২১ অর্থ বছরে সম্পাদিত কর্মকাণ্ডের সচিত্র বিবরণ বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২১ এ তুলে ধরার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। প্রতি বছরের ন্যায় মন্ত্রণালয়ের এ ফ্ল্যাগশিপ প্রকাশনা জনগণের কাছে বাংলাদেশে সংঘটিত প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগ মোকাবেলায় এ মন্ত্রণালয়ের তথা বংলাদেশ সরকারের গৃহীত কর্মকাণ্ডের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে ভূমিকা রাখবে বলে সম্পাদনা পর্ষদ মনে করে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে ভিশন-২০৪১ বাস্তবায়নে ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এবং এসডিজি'র লক্ষ্য অর্জনে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি মোকাবেলায় সময়োপযোগী কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় বংলাদেশ সরকারের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় সরকারের পক্ষে এ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন সময়োপযোগী পদক্ষেপের কারণে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী দিকনির্দেশনা এই মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কার্যক্রম সম্পাদনে অফুরন্ত অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০২০-২১ অর্থ বছরে প্রতি বছরের ন্যায় 'আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস' এবং 'জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস' পালিত হয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পাদন করেছে। গৃহহীন মানুষকে দুর্যোগ সহনীয় ঘর প্রদান, গ্রামে শহরের সুবিধা পৌঁছানোর লক্ষ্যে গ্রামীণ অবকাঠামো টেকসইভাবে নির্মাণের জন্য হেরিংবোন বন্ড রাস্তা নির্মাণ, সেতু-কালভার্ট নির্মাণ, দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র ও ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ, জেলা ত্রাণ গুদাম কাম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কেন্দ্র স্থাপন এবং মুজিব কিল্লা নির্মাণ, সংস্কার ও উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ সম্পর্কে বিস্তারিত বিষয়াদি এ প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হয়েছে।

মন্ত্রণালয়ের গঠিত সম্পাদনা পর্ষদ বিভিন্ন অনুবিভাগ ও সংস্থা থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদির সঠিকতা যাচাই করে এর গুণগত মান নিশ্চিত করতে নিরলস পরিশ্রম করেছে। যে সকল কর্মকর্তা প্রতিবেদনের জন্য তথ্যাদি সরবরাহসহ প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করে এর মানোন্নয়নে ভূমিকা রেখেছেন সম্পাদনা পর্ষদের পক্ষ থেকে তাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। মুদ্রণ প্রকাশনার কাজটি বাস্তবতার নিরিখে একটি চ্যালেঞ্জিং কাজ। ফলে মুদ্রণজনিত ভুল-ত্রুটি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার আহ্বান জানাই।

বার্ষিক প্রতিবদনের বিষয়বস্তু নির্ধারণ, তথ্যের গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ, কর্মকাণ্ডের বিবরণ ও আলোকচিত্র নির্বাচনসহ সার্বিক বিষয়ে দিকনির্দেশনা প্রদান এবং যথাসময়ে এ প্রতিবেদন প্রকাশের বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ মোহসীন এর সুচিন্তিত দিকনির্দেশনা আমরা গভীর কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করি। মন্ত্রণালয়ের কর্ণধার মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ডাঃ মোঃ এনামুর রহমান, এম.পি এর পরামর্শ ও নির্দেশনা ছিল আমাদের জন্য অফুরন্ত প্রেরণার উৎস।

২০২০-২১ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদনে উল্লিখিত তথ্যাদি অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার কর্মকাণ্ডে, আন্তঃসংস্থা সমন্বয়ে এবং গবেষকদের অনুসন্ধান কার্যক্রমে সহায়ক হলে এবং সর্বোপরি সাধারণ পাঠক জনগণের কাছে মন্ত্রণালয় তথা সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে ভূমিকা রাখলে এ পরিশ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

শাহ্ মোহাম্মদ নাছিম *এনডিসি*
অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
ও
আহ্বায়ক, বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২১ সম্পাদনা পর্ষদ

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২০-২০২১

প্রকাশকাল
ডিসেম্বর ২০২১

প্রকাশনায়
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

ডিজাইন ও মুদ্রণ
এ ওয়ান এন্টারপ্রাইজ
ফকিরাপুল, মতিঝিল
ঢাকা-১০০০

সম্পাদনা পর্ষদ

- ❖ শাহ্ মোহাম্মদ নাছিম *এনডিসি* : সভাপতি
  অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন, এনডিআরসিসি)

- ❖ রওশন আরা বেগম : সদস্য
  অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)

- ❖ শেখ মোঃ মনিরুজ্জামান : সদস্য
  অতিরিক্ত সচিব (ত্রাণ, সমন্বয় ও সংসদ)

- ❖ মোঃ হাসান সারওয়ার : সদস্য
  যুগ্মসচিব (প্রধান, শরণার্থী সেল)

- ❖ আ স ম আশরাফুল ইসলাম : সদস্য
  যুগ্মসচিব (সেবা)

- ❖ বেগম শায়লা ইয়াসমিন : সদস্য
  উপসচিব (প্রশাসন) ও কল্যাণ কর্মকর্তা

- ❖ আবু সাইদ মো: কামাল : সদস্য
  উপসচিব (ত্রাণ কর্মসূচি-২)

- ❖ মোহাম্মদ ওবায়দুল ইসলাম : সদস্য সচিব
  উপ সচিব (পরিকল্পনা-২)

সূচিপত্র

❖ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ২৩

১.০ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ২৫

২.০ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতি ও আইনগত কাঠামো উন্নয়ন ২৬

৩.০ মন্ত্রণালয়ের মৌলিক বিষয়াদি ২৭

৩.১ ভিশন ২৭

৩.২ মিশন ২৭

৩.৩ মন্ত্রণালয়ের কর্মবণ্টন ২৭

৩.৪ মন্ত্রণালয়ের প্রধান কার্যাবলি ২৮

৩.৫ মন্ত্রণালয়ের মধ্যমেয়াদী কৌশলগত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ২৮

৩.৬ সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল ২৯

ক. সাংগঠনিক কাঠামো

খ. জনবল

৩.৭ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এর মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও কর্মকর্তাগণের নাম ও পদবি ৩১

৪.০ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে গৃহীত কার্যক্রম ৩৪

৪.১ ত্রাণ কর্মসূচি ৩৪

৪.২ ত্রাণ প্রশাসন ৪২

৪.৩ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি ৪২

৪.৪ ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স কো-অর্ডিনেশন সেন্টার (NDRCC) ৪৩

৪.৫ প্রশাসন অনুবিভাগ ৪৬

৪.৫.১ সাধারণ প্রশাসন

৪.৫.২ অডিট অধিশাখা

৪.৬ বাজেট, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কার্যক্রম ৪৭

৪.৬.১ পরিকল্পনা অধিশাখা

৪.৬.২ প্রকৌশল সেল

৪.৬.৩ বাজেট অধিশাখা

৪.৭ আইন অধিশাখা ৪৮

৪.৮ প্রশিক্ষণ অধিশাখা ৪৯

৪.৯ সংসদ, সমন্বয় ও মিডিয়া অনুবিভাগ ৪৯

৪.১০ শরণার্থী বিষয়ক সেলের কার্যক্রম ৫০
৪.১০.১ ক্যাম্পে সংঘটিত দুর্যোগ
৪.১০.২ কক্সবাজার হতে নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলার ভাসানচরে স্থানান্তর
৪.১০.৩ শরণার্থী বিষয়ক সেলের ভূমিকা
৪.১০.৪ প্রত্যাবাসনেই স্থায়ী সমাধান

❖ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর ৫৭

৫.০ প্রশাসন অনুবিভাগ ৫৯
৫.১ জনবল কাঠামো ৫৯
৫.২ বাজেট বরাদ্দ ৬০
৫.৩ মুজিববর্ষ-২০২০ উপলক্ষ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম ৬৯

৬.০ ত্রাণ অনুবিভাগ ৭৩
৬.১ ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ত্রাণ কার্যক্রম ৭৩
৬.১.১ মানবিক সহায়তার ধরন ৭৩
৬.১.২ মানবিক সহায়তা কর্মসূচির প্রয়োগ এলাকা ৭৩
৬.১.৩ মানবিক সহায়তা কর্মসূচির বাস্তবায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত কমিটিসমূহ ৭৩
৬.১.৪ মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতাভূক্ত ব্যক্তি/পরিবার/প্রতিষ্ঠান/জনগোষ্ঠী/সম্প্রদায়সমূহ ৭৪
৬.১.৫ দু:স্থ ও অতিদরিদ্র ব্যক্তি/পরিবার ৭৪
৬.১.৬ ক্রয় ও বরাদ্দ কার্যক্রম ৭৪

৭.০ কাবিখা অনুবিভাগ ৮৯
৭.১ গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা-কাবিটা) ৮৯
৭.২ গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর) ৯৬

৮.০ গবেষণা ও প্রশিক্ষণ অনুবিভাগ ১২৫
৮.১ গবেষণা ও প্রশিক্ষণ অনুবিভাগে ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের সম্পাদিত কার্যক্রমের বিস্তারিত তথ্যাদি ১২৫
৮.১.১ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে নবনিয়োগপ্রাপ্ত কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ১২৫
৮.১.২ Delegates of Nepal Army Command and Staff College এর প্রতিনিধি দলের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে পরিদর্শনকালীন পারস্পারিক অভিজ্ঞতা বিনিময় ১২৬
৮.১.৩ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস (পিপিআর) ২০০৮ বিষয়ক প্রশিক্ষণ ১২৭
৮.১.৪ Introduction of Using ICT on Disaster Management & E-Filing প্রশিক্ষণ ১২৮
৮.১.৫ দক্ষতা ও নৈতিকতা উন্নয়নের জন্য শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন কৌশল, নিয়মিত উপস্থিতি বিধিমালা, সরকারি কর্মচারি বিধিমালা সচিবালয় নির্দেশমালা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ১২৮

৮.১.৬ ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে 'দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক' দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ ১২৯
৮.১.৭ ডিআরআরও এবং পিআইও-দের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স ১৩১
৮.১.৮ মার্কেট/বিপণী বিতানের দোকান মালিক ও অন্যান্য কর্মচারীদের "অগ্নি নিরাপত্তা/নির্বাপন ও ভূমিকম্প প্রস্তুতি" বিষয়ক প্রশিক্ষণ ১৩২
৮.১.৯ যুবক ও স্বেচ্ছাসেবকদের ত্রাণ ও মানবিক সহায়তা ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ১৩২
৮.১.১০ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের নাগরিক সেবা উদ্ভাবন (ইনোভেশন)বিষয়ক প্রশিক্ষণ ১৩৩
৮.১.১১ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের আওতায় দিনব্যাপী অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRS) বিষয়ক প্রশিক্ষণ ১৩৪
৮.১.১২ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের আওতায় প্রকল্প প্রণয়ন অনুমোদন ও বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ ১৩৪
৮.১.১৩ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের আওতায় বন্যা, বজ্রপাত, ঘূর্ণিঝড় বিষয়ক প্রশিক্ষণ ১৩৫
৮.১.১৪ যুবক ও স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য 'দুর্যোগ প্রস্তুতি ও জরুরী সাড়াদান' বিষয়ক প্রশিক্ষণ ১৩৬
৮.১.১৫ ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন এর Ward Disaster Management Committee-র সদস্যদের জন্য দিনব্যাপী "Orientation Course on Disaster Management" বিষয়ক প্রশিক্ষণ ১৩৭

৯.০ পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অনুবিভাগ ১৩৮
৯.১.১ পরিকল্পনা শাখার কার্যাবলী ১৩৮
৯.১.২ প্রশমন শাখার কার্যাবলী ১৩৮

১০.০ মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ অনুবিভাগ ১৪০
১০.১.০ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের উদ্দেশ্য ১৪০
১০.১.১ প্রকল্প অনুমোদন এবং বরাদ্দ আদেশ জারী ১৪০
১০.১.২ গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কর্মসুচীর আওতায় গৃহীত প্রকল্পের প্রাক-জরিপ সংক্রান্ত কার্যক্রম ১৪১
১০.১.৩ প্রাক-জরিপ যাচাই ১৪১
১০.১.৪ প্রাক-জরিপ যাচাইয়ের উদ্দেশ্য ১৪১
১০.১.৫ প্রকল্প পরিবীক্ষণ ১৪১
১০.১.৬ কর্মোত্তর জরিপ যাচাই ১৪১
১০.১.৭ কর্মোত্তর জরিপের উদ্দেশ্য নিম্নরূপ ১৪২
১০.১.৮ পরিবীক্ষণে পরিলক্ষিত অনিয়মসমূহের বিবরণ ১৪২

১০.১.৯ চূড়ান্ত প্রতিবেদন সম্পর্কিত বিশ্লেষণ ১৪৩
১০.১.১০ অব্যয়িত/আত্মসাৎকৃত অর্থ আদায় সম্পর্কিত ১৪৩
১০.১.১১ উপসংহার ১৪৩
১১.০ ভালনারেবল গ্রুপ ফিডিং (ভিজিএফ) কার্যক্রম ১৪৪
১১.১.০ ভিজিএফ অনুবিভাগের কার্যক্রম ১৪৪
১১.১.১ ভিজিএফ কার্যক্রম ১৪৪
১১.১.২ এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য ১৪৪
১১.১.৩ উপকারভোগী নির্বাচন পদ্ধতি ১৪৪
১১.১.৪ ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় খাদ্যশস্য বরাদ্দের বিবরণ ১৪৫
১২.০ পরিবীক্ষণ ও তথ্য ব্যবস্থাপনা (এমআইএম) অনুবিভাগ ১৪৭
১২.১.১ আইসিটি সম্পর্কিত কার্যক্রম ১৪৭
১২.১.২ দুর্যোগের আগাম বার্তা প্রেরণে মোবাইল ফোনে IVR (Interactive Vioce Response) প্রযুক্তি ব্যবহার ১৪৮
১২.১.৩ ওয়েব পোর্টাল (ddm.gov.bd) ১৪৮
১২.১.৪ ফেসবুক পেজ ও গ্রুপ ১৪৮
১২.১.৫ ই-ফাইল ১৪৮
১২.১.৬ ইন্টারনেট ও ওয়াইফাই সুবিধা ১৪৯
১২.১.৭ DDM MIS Software ১৪৯
১২.১.৮ ইজিপি (Electronic Government Procurement) ১৪৯
১২.১.৯ অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা ১৪৯
১২.১.১০ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে স্থাপিত MRVAMM (Multi Hazard Risk Vulnerability Assessment Modeling and Mapping) Cell ১৪৯
১৩.০ করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় ত্রাণ কার্যক্রম ১৫০
১৪.০ উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ ১৫৩
১৪.১ গ্রামীণ রাস্তায় ১৫ মিটার দৈর্ঘ্য পর্যন্ত সেতু/কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প ১৫৩
১৪.১.১ প্রকল্পের পটভূমি ১৫৩
১৪.১.২ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ১৫৩
১৪.১.৩ বরাদ্দ ও ব্যয়ের বিবরণ ১৫৩
১৪.২ উপকূলীয় ও ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকায় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প ১৬৯
১৪.২.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ১৬৯
১৪.২.২ প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা ১৬৯

১৪.২.৩ প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম ১৬৯
১৪.২.৪ প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ১৬৯
১৪.৩ বন্যা প্রবণ ও নদী ভাঙ্গন এলাকায় বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ (৩য় পর্যায়) প্রকল্প ১৭১
১৪.৪ আরবান রেজিলিয়েন্স প্রকল্প (ডিডিএম অংশ) ১৭৫
১৪.৫ গ্রামীণ মাটির রাস্তাসমূহ টেকসইকরণের লক্ষ্যে হেরিং বোন বন্ড (এইচবিবি) করণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প ১৭৯
১৪.৬ The Disaster Risk Management Enhancement Project (RMEP) ১৮২
১৪.৭ Strengthening of the Ministry of Disaster Management and Relief Program Administration (SMoDMRPA) প্রকল্প ১৮৫
১৪.৮ মুজিব কিল্লা নির্মাণ, সংস্কার ও উন্নয়ন প্রকল্প ১৮৮
১৪.৯ জেলা ত্রাণ গুদাম কাম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প ১৯০
১৪.১০ ন্যাশনাল রেজিলিয়েন্স প্রোগ্রাম (এনআরপি): ডিডিএম অংশ ১৯২
১৪.১১ ভূমিকম্প ও অন্যান্য দুর্যোগকালে অনুসন্ধান, উদ্ধার অভিযান পরিচালনা এবং জরুরি যোগাযোগের জন্য যন্ত্রপাতি সংগ্রহ প্রকল্প (৩য় পর্যায়) ১৯৮

❖ ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) ২০৩

১৫.০ ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) ২০৭
১৫.১ ভূমিকা ২০৭
১৫.২ ভিশন ২০৭
১৫.৩ উদ্দেশ্য ২০৭
১৫.৪ কর্মসূচির কর্ম এলাকা ২০৭
১৫.৫ সিপিপির কার্যক্রম ২০৮
১৫.৬ ঘূর্ণিঝড় পূর্ব এবং ঘূর্ণিঝড় চলাকালীন কার্যক্রম ২০৮
১৫.৭ সংকেত প্রচার প্রক্রিয়া ২০৮
১৫.৮ সিপিপির সাংগঠনিক কাঠামো ২০৯
১৫.৯ স্বেচ্ছাসেবক প্রশিক্ষণ ২০৯
১৫.১০ বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মায়ানমার নাগরিকদের ক্যাম্পসমূহে সিপিপি ২০৯
১৫.১১ ঘূর্ণিঝড় বিষয়ক মাঠ মহড়া ২১০
১৫.১২ সাংকেতিক যন্ত্রপাতি এবং স্বেচ্ছাসেবক গিয়ার সরবরাহ ও বিতরণ ২১০
১৫.১৩ স্বেচ্ছাসেবক ডাটা বেইজ ২১১
১৫.১৪ স্বেচ্ছাসেবক সমাবেশ/সভা ২১১
১৫.১৫ ঘূর্ণিঝড় 'ইয়াস' মোকাবিলা ২১১
১৫.১৬ কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে গৃহীত কার্যক্রম ২১২

১৫.১৭ সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক পুরস্কার প্রদান ২১৩
১৫.১৮ বাজেট ২১৪
১৫.১৯ অর্জন ২১৪

❖ শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার কার্যালয়, কক্সবাজার ২১৫

১৬.০ শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার কার্যালয়, কক্সবাজার ২১৭
১৬.১ ভূমিকা ২১৭
১৬.২ মানবিক সহায়তা কার্যক্রম ২১৭
১৬.২.১ আশ্রয় শিবিরের বিন্যাস ও আবাসন
১৬.৩ খাদ্য নিরাপত্তা ও খাদ্য বহির্ভূত আইটেম (NFI) ২১৮
১৬.৪ স্বাস্থ্য সেবা ২১৮
১৬.৫ পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন ২১৯
১৬.৬ অবকাঠামো ও বিদ্যুৎ ২২০
১৬.৭ শিক্ষা ২২০
১৬.৮ পুষ্টিমান উন্নয়ন ২২০
১৬.৯ পরিবেশ সংরক্ষণ ও বিকল্প জ্বালানী ২২১
১৬.১০ দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও ব্যবস্থাপনা ২২১
১৬.১১ প্রত্যাবাসন প্রস্তুতি ২২১

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের তথ্য

১.০ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে বাংলাদেশ একটি দুর্যোগ প্রবণ দেশ। প্রাকৃতিক পরিবেশ যেমন: ভূমিকম্প, বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ও জলবায়ু পরিবর্তন ইত্যাদির ঝুঁকি মোকাবিলা ছাড়াও জনসংখ্যার আধিক্য ও দারিদ্র্যের প্রকোপ এ অঞ্চলের জনগোষ্ঠীকে আরো বিপদাপন্ন করে তুলেছে। তাই বর্তমান সরকারের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হল প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগের ঝুঁকি মোকাবিলায় যুগোপযোগী ও সমন্বিত দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা। এ লক্ষ্যে দুর্যোগ মোকাবিলার পাশাপাশি গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি, জনগণের আয় বৃদ্ধি, খাদ্য সরবরাহের ভারসাম্য আনয়ন এবং দারিদ্র্য বিমোচনে গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা/কাবিটা), গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর) এবং অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান (ইজিপিপি) ইত্যাদি কর্মসূচি গ্রহণ ও তা সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ব্যাপক কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে এবং তা অব্যাহত আছে। গ্রামীণ রাস্তায় কম-বেশি (১৫মিটার দৈর্ঘ্য পর্যন্ত) সেতু/কালভার্ট নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৩৫৯৭৮২৫৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৩৪২৮টি (১৩৩২৪৮মিটার) ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে। বন্যা-প্রবণ ও নদী ভাঙ্গন এলাকায় বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ (১ম ও ২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ১৭৮.৬৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৫৫টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় বহুমূখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ (১ম পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ১৪৭.৬১ কোটি টাকা ব্যয়ে ১০০টি বহুমূখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে এবং বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৫৫৬০৬.৩১১ কোটি টাকা ব্যয়ে ২২০টি বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের কাজ আগামী জুন, ২০২২ সমাপ্ত হবে। গ্রামীণ মাটির রাস্তাসমূহ টেকসইকরণের লক্ষ্যে হেরিং বোন বন্ড (এইচবিবি) করণ (১ম পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ১২১৫.৬৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩১৪৫.৬০ কিলোমিটার হেরিং বোন বন্ড (এইচবিবি) করণ নির্মাণ করা হয়েছে। ১৫০৯৫.৮৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩০টি স্যালাইন ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্যান্ট (২টন ট্রাক

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর উপজেলার উজানচর কে.এন উচ্চ বিদ্যালয় বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ডাঃ মোঃ এনামুর রহমান এমপি

মাউন্টেড) এবং ২১টি Fixed type saline Water Treatment Plant নির্মাণের কাজ সম্পূন্ন হয়েছে। ভূমিকম্প পরবর্তী সময়ে উদ্ধার ও অনুসন্ধান কাজে ব্যবহারের জন্য ১৫৩.৫২ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩০৩৫টি বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে। ৭৮.৮৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ১২টি ইমার্জেন্সী পিকআপ ভ্যান, ৬টি মোবাইল এ্যাম্বুলেন্স বোট, ৪টি সী সার্চ এন্ড রেসকিউ বোট, ১২টি স্মল মেরিন রেসকিউ বোট, ৩৫টি মেগা সাইরেন, ১৬টি স্যাটেলাইট ফোন ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে। গ্রামীণ রাস্তায় ১৫ মিটার দৈর্ঘ্য পর্যন্ত সেতু/কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প আওতায় সারাদেশে ১৩,০০০টি সেতু/কালভার্ট (১,৫৬,০০০.০০ মিটার) নির্মাণের লক্ষমাত্রা ধার্য করা হয়েছে। এর মধ্যে বক্স টাইপ ৭,৮০০টি সেতু (৯৩,৬০০ মিটার) ও গার্ডার টাইপ সেতু ৫,২০০টি (৬২,৪০০ মিটার) নির্মাণের কাজ চলমান আছে। গ্রামীণ মাটির রাস্তাসমূহ টেকসইকরণের লক্ষ্যে হেরিং বোন বন্ড (এইচবিবি) করণ (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৩৩৪৭.২৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫৫৮৮.৭৮ কিলোমিটার হেরিং বোন বন্ড (এইচবিবি) করণ নির্মাণ কাজ চলমান আছে। "মুজিব কিল্লা নির্মাণ, সংস্কার ও উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ১৯৫৭.৪৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫৫০টি মুজিব কিল্লা নির্মাণে কাজ চলমান রয়েছে। জেলা ত্রাণ গুদাম কাম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্যকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় ১৪৩.৯৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬৬টি জেলা ত্রাণ গুদাম কাজ চলমান রয়েছে। বন্যা-প্রবণ ও নদী ভাঙ্গন এলাকায় বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ (১ম ও ২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ১৫০৭.৪৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪২৩টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে।

২.০ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতি ও আইনগত কাঠামো উন্নয়ন

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে একটি আইনি কাঠামোর মধ্যে আনয়নের লক্ষ্যে নিম্নে বর্ণিত আইন, নীতিমালা, বিধিমালা, নির্দেশমালা প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়:

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি (SOD), ২০১০ এর অধিকতর সংশোধন
- জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, ২০১৬-২০২০
- দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের লক্ষ্যে সেন্দাই কর্মকাঠামো (২০১৫-২০৩০) এর বঙ্গানুবাদ
- আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন ও প্রস্তুতি দিবস উদযাপন উপলক্ষে স্মরণিকা প্রকাশ
- বার্ষিক প্রতিবেদন
- বার্ষিক ইনোভেশন প্রতিবেদন

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ এনামুর রহমান মন্ত্রণালয়ের সম্মেলনকক্ষে বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড উদ্বোধন/ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন উপলক্ষ্যে সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন (শনিবার, ২২ মে ২০২১)।-পিআইডি

৩.০ মন্ত্রণালয়ের মৌলিক বিষয়াদি

৩.১ ভিশন

প্রাকৃতিক, জলবায়ু জনিত ও মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগের ক্ষতিকর প্রভাব জনগোষ্ঠীর সহণীয় পর্যায়ে নামিয়ে আনা; তবে এ কাজে গরীব ও দুঃস্থদেরকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৩.২ মিশন

প্রাকৃতিক, পরিবেশগত ও মনুষ্যসৃষ্ট সকল প্রকার দুর্যোগের ক্ষতিকর প্রভাব সহনীয় ও গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে এনে জনগণের, বিশেষ করে দরিদ্র ও দুর্দশাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস করা, জরুরি দুর্যোগ সাড়াদান ও পুনর্গঠন কার্যক্রমকে অধিকতর কার্যকর করা এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

৩.৩ মন্ত্রণালয়ের কর্মবণ্টন

১. সার্বিক দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস এবং দুর্যোগে সাড়া প্রদান ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পর্কিত আইন, নীতিমালা, আদেশাবলী পরিকল্পনা, নির্দেশনা প্রণয়ন, পুনর্বিবেচনা এবং বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম;

২. Vulnerability Group Feeding (VGF) এবং অন্যান্য সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ডাটাবেজ সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও MIS সংক্রান্ত কার্যাবলি;

৩. ত্রাণ ও দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসকরণ কর্মসূচি, পরিকল্পনা, গবেষণা এবং মনিটরিং সংক্রান্ত কার্যক্রম;

৪. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন অধিদপ্তর ও সংস্থার নন-ক্যাডার ও কারিগরী কর্মচারীদের কর্মী ব্যবস্থাপনা, নিয়ন্ত্রণ, কার্য মূল্যায়ন বিষয়ক কার্যাদি;

৫. দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস এবং জরুরি সাড়া প্রদান ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পর্কিত সব ধরনের কার্যক্রমের সমন্বয়সাধন;

৬. বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সংস্থা, এনজিও, সর্বস্তরের স্থানীয় সরকার, কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠন (CBO), সুশীল সমাজ, সকল স্বার্থ সংশ্লিষ্ট পক্ষকে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে মূল ধারায় সম্পৃক্তকরণ;

৭. জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবের ফলে সৃষ্ট দুর্যোগ মোকাবিলায় গৃহীত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন;

৮. জরুরি ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচির প্রকল্প প্রণয়ন, সম্মতি প্রদান, প্রশাসন, সমন্বয় এবং তত্ত্বাবধান সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম;

৯. সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি যথা- টিআর, ভিজিএফ, কাবিখা, স্কুল ফিডিং কর্মসূচি, গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণ, ঝুঁকিহ্রাস কর্মসূচি, রাস্তাঘাট রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি অনুমোদন, প্রশাসন এবং মনিটরিং সংক্রান্ত কার্যাবলি;

১০. দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসকরণে ছোট ছোট সেতু/কালভার্ট, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র, বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ;

১১. এ মন্ত্রণালয়ের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প/কর্মসূচি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন;

১২. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সাহায্য, ঋণ ও মঞ্জুরীর অনুসন্ধান এবং প্রশাসন ও সমন্বয়সাধন;

১৩. এ মন্ত্রণালয়ের জন্য নির্ধারিত বিষয়াবলি সম্পর্কে বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য দেশের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা;

১৪. দুর্যোগকালে দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ এবং জরুরি অবস্থা জারীর ঘোষণা এবং স্থানান্তরের (Evacuation) নির্দেশ প্রদান;

১৫. দুর্যোগে সাড়াপ্রদান কার্যক্রম স্থাপন, শক্তিশালীকরণ এবং উন্নয়ন;

১৬. দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি হালনাগাদকরণ এবং বাস্তবায়ন;

১৭. জাতীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কেন্দ্র (DMIC) স্থাপন, ব্যবস্থাপনা এবং পরিচালনা;

১৮. ভূমিকম্প, স্থাপনা ভেঙ্গে পড়া, সুনামী, অগ্নিকান্ড এবং যে সকল দুর্যোগে বহু মানুষের প্রাণহানি ঘটে সেক্ষেত্রে প্রতিকারমূলক এবং প্রস্তুতিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ;

১৯. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান ও সমন্বয়সাধন;

২০. এ মন্ত্রণালয়ের বাজেট, অর্থ সংস্থান সম্পর্কিত সকল বিষয়াবলি;

২১. শরণার্থী সম্পর্কিত কর্মসূচি বাস্তবায়ন;
২২. এ মন্ত্রণালয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সকল আইন এবং বিধি বিধান প্রণয়ন;
২৩. এ মন্ত্রণালয়ের জন্য নির্ধারিত সকল ধরনের তথ্য প্রদান ও অনুসন্ধান কার্যক্রম;
২৪. আদালতের নির্ধারিত ফি ব্যতীত এ মন্ত্রণালয়ের জন্য প্রযোজ্য সকল ধরনের ফি সম্পর্কিত বিষয়াবলি;
২৫. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত অন্যান্য সকল বিষয়।

৩.৪ মন্ত্রণালয়ের প্রধান কার্যাবলি

১. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত আইন, নীতি ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন;
২. জরুরি মানবিক সহায়তা ও পুনর্বাসন কার্যক্রম সংক্রান্ত নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং সংশ্লিষ্ট সকল সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ডাটাবেস প্রস্তুত ও সংরক্ষণ;
৩. দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস পরিকল্পনা প্রণয়ন, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ এবং এর সাথে সম্পৃক্ত স্থানীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগীদের মধ্যে সমন্বয় সাধন, পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ণ;
৪. গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা), গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টেস্ট রিলিফ), দুঃস্থদের খাদ্য সহায়তা (ভিজিএফ), জিআর (খাদ্য), নগদ অর্থ সহায়তা (জিআর), শীত বস্ত্র সহায়তাসহ এ ধরনের অন্যান্য কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে দুর্দশা লাঘবে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;
৫. অতিদরিদ্রদের ঝুঁকিহ্রাসকল্পে বছরের বিভিন্ন সময়ে কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ৪০ দিনের কর্মসূচি বাস্তবায়ন;
৬. বৈদেশিক উৎস্য হতে প্রাপ্ত খাদ্য এবং অন্যান্য জরুরি মানবিক সহায়তা ব্যবহার ও বিতরণে সমন্বয় সাধন, উন্নয়ন সহযোগী দেশ ও প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত কার্যাবলি বাস্তবায়ন;
৭. শরণার্থী বিষয়ক কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও সংশ্লিষ্ট জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সমন্বয় সাধন;
৮. দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস সহায়ক ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ;
৯. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ঝুঁকিহ্রাস ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণে সতর্ক সংকেতসহ মটিভেশন ও প্রশিক্ষণ বিষয়ক কার্যক্রম সম্পাদন।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ এনামুর রহমান এর অফিসকক্ষে তুরস্কের রাষ্ট্রদূত Mustafa Osman Turan সাক্ষাৎ করেন।

৩.৫ মন্ত্রণালয়ের মধ্যমেয়াদী কৌশলগত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

কৌশলগত মধ্যমেয়াদি উদ্দেশ্য	প্রধান কার্যক্রমসমূহ	বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থা
১. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ, পেশাদারিত্ব সৃষ্টি ও সক্ষমতা বৃদ্ধি।	• দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে দুর্যোগপ্রবণ এলাকার সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রশিক্ষণ প্রদান	মন্ত্রণালয়
	• দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসকল্পে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে সংস্থাভিত্তিক আপদকালীন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং দুর্যোগ প্রবণ ও অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত এলাকা চিহ্নিতকরণ • দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য উদ্ধারকারী যানবাহন ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিতরণ	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
২. দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের লক্ষ্যে অবকাঠামো সম্প্রসারণ ও মানোন্নয়ন	• দ্রুত পানি নিষ্কাশনের জন্য ছোট ও মাঝারী আকারের ব্রিজ, কালভার্ট নির্মাণ • উপকূলীয় এলাকায় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ • বন্যা প্রবণ এলাকায় বহুমুখী বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ • ঘূর্ণিঝড় সহনীয় গৃহ নির্মাণ, সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মাঠ উঁচুকরণ ও মাটির কিল্লা নির্মাণ	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
৩. বিপদাপন্ন ও দুর্দশাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর দুর্দশা লাঘব ও ঝুঁকিহ্রাসকরণ	• চিহ্নিত দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় অতি দরিদ্রদের বিশেষত দরিদ্র দুঃস্থ নারীদের কর্মসংস্থান • জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকিহ্রাসের জন্য অভিযোজন কার্যক্রম গ্রহণ • অন্তর্নিহিত ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ ও আগাম সংকেতের মাধ্যমে জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমানো	মন্ত্রণালয়
	• কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি বাস্তবায়ন • টি.আর.কর্মসূচি বাস্তবায়ন • ভি.জি.এফ. কর্মসূচি বাস্তবায়ন • জি.আর (খাদ্য) জি.আর (নগদ অর্থ), শাড়ী, লুঙ্গি, কম্বল, ঢেউটিন, গৃহনির্মাণ মুঞ্জুরি ইত্যাদি বিতরণ	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর

৩.৬ সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের নির্বাহী প্রধান হিসেবে রয়েছেন একজন মন্ত্রী। রুলস্ অব বিজনেস অনুযায়ী মাননীয় মন্ত্রী মন্ত্রণালয়ের কর্মকান্ড বাস্তবায়নের সার্বিক দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়া দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কর্মকান্ড বাস্তবায়নে সহায়তা করার জন্য একজন সচিব রয়েছেন। এ মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক ও আর্থিক প্রধান হিসেবে তিনি মন্ত্রণালয়ের এবং নিম্নোক্ত ২ (দুই) টি সংস্থা ও একটি কমিশনার কার্যালয়ের তত্ত্বাবধান করেন। এগুলো হলো:

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
- ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি
- শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনারের কার্যালয়

ক. সাংগঠনিক কাঠামো

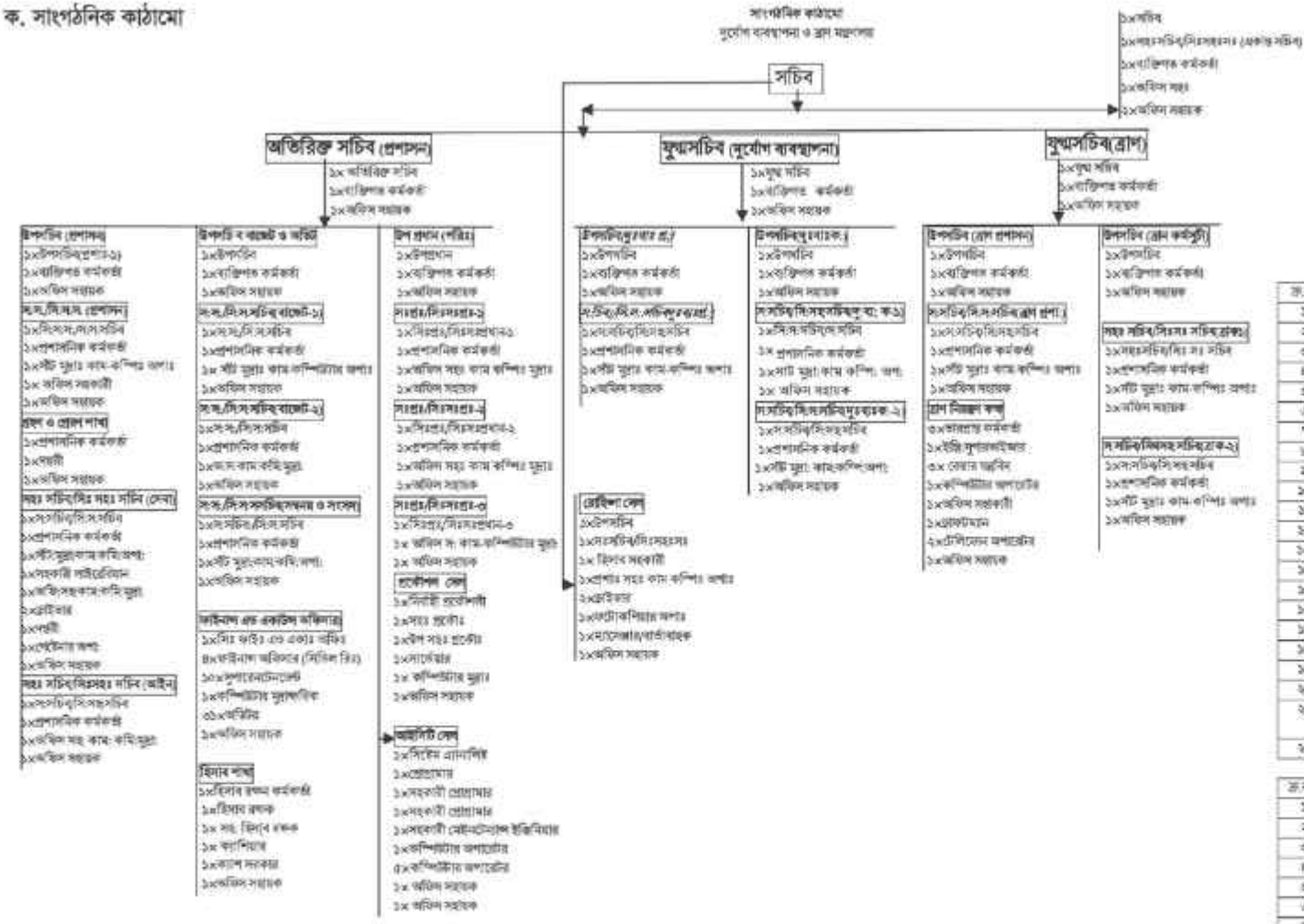

বিদ্যমান যানবাহন ও অফিস সরঞ্জামাদি

ক্র.নং	বিবরণ	সংখ্যা
১	মাইক্রোবাস/জীপ	৫
২	মোটর সাইকেল	১
৩	ডুপ্লিকেটিং মেঃ	১
৪	ফটোকপিয়ার	৬
৫	ফ্যাক্স মেশিন	৪
৬	কম্পিউটার	৪০
৭	প্রিন্টার	৩২
৮	আলমারি	৮
৯	সার্ভার	১
১০	প্রজেক্টর	১
১১	এয়ার কুলার	১
১২	ইন্টারনেট লাইন	১(৩২ লাইন)
১৩	ওয়াকিটকি সেট	১৬৪
১৪	নোট বুক কম্পিউটার	২
১৫	ডকুমেন্ট ক্যামেরা	১
১৬	ডিজিটাল ক্যামেরা	১
১৭	স্ক্যানার	১
১৮	নেটওয়ার্ক সুইচ	৪
১৯	ইউপিএস	৪১
২০	ওয়্যারলেস ব্রিজ	১
২১	ওয়্যারলেস এক্সেস পয়েন্ট	৬
২২	ক্যাবল মডেম	৬

জনবলের সারসংক্ষেপ

ক্র.নং	পদের নাম	সংখ্যা
১	সচিব	১
২	অতিরিক্ত সচিব	১
৩	যুগ্মসচিব	২
৪	উপসচিব	৬
৫	উপপ্রধান	১
৬	সিঃসহঃসচিব	১৩
৭	সিঃসহঃপ্রধান	৩৩
৮	অন্যান্য	১৬
৯	মোট ১ম শ্রেণী	৪৫
১০	মোট ২য় শ্রেণী	২৮
১১	মোট ৩য় শ্রেণী	৭৬
১২	মোট ৪র্থ শ্রেণী	৫৪
	সর্বমোট =	১৯৩

* বিদ্যমান অনুমোদিত পদ-১৭৩* যুক্তকৃত নতুন পদ - ২০টি, সিনিয়র সহকারী প্রধান-৫ এর অধীন জনবল প্রদর্শন সম্ভব হয় নি, জনবল প্রাপ্তি সাপেক্ষে সাংগঠনিক কাঠামো পুন: অনুমোদনের উদ্যোগ নেয়া হবে। রোহিঙ্গা সেলঃ জনবল সংস্থাপন মন্ত্রণালয়/উন্নয়ন খাতের আওতাভুক্ত হওয়ায় মন্ত্রণালয়ে কর্মরত জনবলের হিসাবের সাথে তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

খ. জনবল

সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মোট অনুমোদিত জনবল ১৭৩ জন। এর মধ্যে ১ম-৯ম গ্রেডের ৩৯ জন, ১০ম গ্রেডের ৩৬ জন, ১১-২০ গ্রেডের ৯৮ জন কর্মচারী।

৩.৭ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এর মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও কর্মকর্তাগণের নাম ও পদবি

ডাঃ মোঃ এনামুর রহমান, এম.পি
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী

মোঃ মোহসীন
সচিব

	নাম ও পদবি		নাম ও পদবি
	শাহ্ মোহাম্মদ নাছিম *এনডিসি* অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন, এনডিআরসিসি)		রঞ্জিৎ কুমার সেন, এনডিসি অতিরিক্ত সচিব (দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা-১, ত্রাণ প্রশাসন)
	জি. এম. আব্দুল কাদের অতিরিক্ত সচিব (প্রশিক্ষণ, আইন)		রওশন আরা বেগম অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন, বাজেট, সেবা, আইসিটি, অডিট এবং এপিএ)

	শেখ মোঃ মনিরুজ্জামান অতিরিক্ত সচিব (ত্রাণ, সমন্বয় ও সংসদ)		শিখা সরকার অতিরিক্ত সচিব (সিপিপি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা-২)
	রবীন্দ্রনাথ বর্ম্মন অতিরিক্ত সচিব (অডিট, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা-৩)		আবুল বায়েছ মিয়া যুগ্মসচিব (প্রশাসন)
	মোমেনা খাতুন যুগ্মসচিব (দুব্যক-১)		মোঃ হাসান সারওয়ার যুগ্মসচিব (প্রধান, শরণার্থী সেল)
	এবিএম সফিকুল হায়দার যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা)		আ স ম আশরাফুল ইসলাম যুগ্মসচিব (সেবা)
	আবু সালেহ মোঃ মহিউদ্দিন খাঁ যুগ্মসচিব (সমন্বয় ও সংসদ)		মো: জহুরুল আলম চৌধুরী উপসচিব (অডিট)
	কাজী শফিকুল আলম উপসচিব (ত্রাণ প্রশাসন-১)		এস এম ফেরদৌস উপসচিব (প্রশিক্ষণ, এনডিআরসিসি)
	শায়লা ইয়াসমিন উপসচিব (প্রশাসন) ও কল্যাণ কর্মকর্তা		লুৎফুন নাহার উপসচিব (ত্রান-১)
	মুনিরা সুলতানা উপসচিব (আইন, ত্রাণ প্রশাসন-২)		মো: কোরবান আলী উপসচিব (বাজেট)
	মোহাম্মদ ওবায়দুল ইসলাম উপ সচিব (পরিকল্পনা-২)		আবু সাইদ মো: কামাল উপসচিব (ত্রাণ কর্মসূচি-২)

	সেলিম আহমদ উপসচিব (ত্রাণ প্রশাসন-১)		কাজী তাসমীন আরা আজমিরী উপসচিব (দুব্য-২)
	মো: মজিবুর রহমান উপসচিব (সেবা)		মোহাম্মদ ফারুক হোসেন উপসচিব (বাজেট)
	মোছাঃ সুস্মিতা ইসলাম উপসচিব (সিপিপি)		আবু ইউসুফ মোহাম্মদ রাসেল সিনিয়র সহকারী সচিব (পরিকল্পনা-৩)
	ডা. শামীম রহমান সচিবের একান্ত সচিব ও সিনিয়র সহকারী সচিব (শরণার্থী সেল)		মো: অলিদ বিন আসাদ সিস্টেম এনালিস্ট
	মোঃ শাহজাহান সিনিয়র সহকারী সচিব (ত্রাক-১)		মোহাম্মদ আব্দুল কাদের প্রোগ্রামার
	মোঃ নূরুল ইসলাম সহকারী সচিব (বাজেট)		কে, এম আনিছুল ইসলাম সহকারী সচিব (ত্রাক-২)
	মো: হাবিব উল্যা সহকারী সচিব (সমন্বয় ও সংসদ)		মো: দলিল উদ্দিন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (এনডিআরসিসি)
	মোঃ আব্দুল লতিফ সিদ্দিকি হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা		মোঃ সফিউদ্দিন আহাম্মদ ফাইন্যান্স অফিসার সিভিল রিলিফ
	মোঃ ইমাম হোসেন ফাইন্যান্স অফিসার সিভিল রিলিফ		মোঃ নাসির খান ফাইন্যান্স অফিসার সিভিল রিলিফ
	মোঃ আখতার হোসেন ফাইন্যান্স অফিসার সিভিল রিলিফ		

৪.০ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে গৃহীত কার্যক্রম

৪.১ ত্রাণ কর্মসূচি

বাংলাদেশ পৃথিবীর প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবন দেশসমূহের মধ্যে একটি। প্রতি বছর এদেশে বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন ধরণের দুর্যোগ হয়ে থাকে যেমন- বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জ্বলোচ্ছাস, কালবৈশাখী ঝড়, পাহাড়ধস, টর্নেডো, ভূমিকম্প, খড়া, অগ্নিকান্ড, অতিবৃষ্টি, জলাবদ্ধতা ইত্যাদি। সংঘটিত দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের খাদ্য সহায়তা, ঘরবাড়ী নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। প্রতি বছর দুর্যোগ পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য (গ্রাচ্যুইশাস রিলিফ/মানবিক সহায়তা) জিআর চাল, জিআর ক্যাশ, গৃহ বাবদ মঞ্জুরী, ঢেউটিন, শুকনা খাবার, কম্বল, শীত বস্ত্রসহ বিভিন্ন ত্রাণ সামগ্রী মানবিক সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন নির্দেশিকা' মোতাবেক বিতরণ করা হয়ে থাকে।

১) ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ভিজিএফ জেলাওয়ারী চাল বরাদ্দের বিবরণ

ক্রমিক নং	জেলার নাম	উপকার ভোগীর সংখ্যা	উপকার ভোগীর সংখ্যা	মোট	বরাদ্দকৃত চাল	বরাদ্দকৃত চাল	মোট বরাদ্দ
		কার্ড (জেলা)	কার্ড (পৌরসভা)	কার্ড সংখ্যা	মেঃটন (জেলা)	মেঃটন (পৌর)	মেঃটন
১	বরগুনা	১১৪৭১৮	১৫৪০৪	১৩০১২২	১১৪৭.১৮	১৫৪.০৪	১৩০১.২২
২	বরিশাল	২৫৬০৭১	২১৫৬৫	২৭৭৬৩৬	২৫৬০.৭১	২১৫.৬৫	২৭৭৬.৩৬
৩	ভোলা	১০৮৮৭৩	২১৫৬৫	১৩০৪৩৮	১০৮৮.৭৩	২১৫.৬৫	১৩০৪.৩৮
৪	ঝালকাঠি	৩৮৫৪৭	৭৭০২	৪৬২৪৯	৩৮৫.৪৭	৭৭.০২	৪৬২.৪৯
৫	পটুয়াখালী	২৯৩৫৭২	২১৫৬৫	৩১৫১৩৭	২৯৩৫.৭২	২১৫.৬৫	৩১৫১.৩৭
৬	পিরোজপুর	৩৫৪৪৭	১৩৮৬৩	৪৯৩১০	৩৫৪.৪৭	১৩৮.৬৩	৪৯৩.১
৭	বান্দরবান	৫১৩৮০	৭৭০২	৫৯০৮২	৫১৩.৮	৭৭.০২	৫৯০.৮২
৮	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	১১৭৩৩৮	১৮৪৮৪	১৩৫৮২২	১১৭৩.৩৮	১৮৪.৮৪	১৩৫৮.২২
৯	চাঁদপুর	৭০৪১৮	৩০৮০৭	১০১২২৫	৭০৪.১৮	৩০৮.০৭	১০১২.২৫
১০	চট্টগ্রাম	১৩০৬৫৮	৫৬৯৯৪	১৮৭৬৫২	১৩০৬.৫৮	৫৬৯.৯৪	১৮৭৬.৫২
১১	কুমিল্লা	১৬১৮৭২	৩৩৮৮৯	১৯৫৭৬১	১৬১৮.৭২	৩৩৮.৮৯	১৯৫৭.৬১
১২	কক্সবাজার	১৫৯৩২৩	১৫৪০৪	১৭৪৭২৭	১৫৯৩.২৩	১৫৪.২২	১৭৪৭.৪৫
১৩	ফেনী	১৫২৩৫	২১৫৬৫	৩৬৮০০	১৫২.৩৫	২১৫.৬৫	৩৬৮.
১৪	খাগড়াছড়ি	২২৩৮৪	১০৭৮৩	৩৩১৬৭	২২৩.৮৪	১০৭.৮৩	৩৩১.৬৭
১৫	লক্ষীপুর	৫৮১১৫	১৬৯৪৪	৭৫০৫৯	৫৮১.১৫	১৬৯.৪৪	৭৫০.৫৯
১৬	নোয়াখালী	১৩৬৯৪৬	৩০৮০৭	১৬৭৭৫৩	১৩৬৯.৪৬	৩০৮.০৭	১৬৭৭.৫৩
১৭	রাঙ্গামাটি	২৫৩৪১	৬১৬১	৩১৫০২	২৫৩.৪১	৬১.৬১	৩১৫.০২
১৮	ঢাকা	১১২৯৯৪	১৩৮৬৩	১২৬৮৫৭	১১২৯.৯৪	১৩৮.৬৩	১২৬৮.৫৭
১৯	ফরিদপুর	১০৬৮৮১	২০০২৪	১২৬৯০৫	১০৬৮.৮১	২০০.২৪	১২৬৯.০৫
২০	গাজীপুর	১২০২৬৫	১২৩২৩	১৩২৫৮৮	১২০২.৬৫	১২৩.২৩	১৩২৫.৮৮
২১	গোপালগঞ্জ	৭২৪১৯	১৬৯৪৪	৮৯৩৬৩	৭২৪.১৯	১৬৯.৪৪	৮৯৩.৬৩
২২	জামালপুর	৩১৬২১১	২৪৬৪৬	৩৪০৮৫৭	৩১৬২.১১	২৪৬.৪৬	৩৪০৮.৫৭
২৩	কিশোরগঞ্জ	৮৩৮৪৪	২৬১৮৭	১১০০৩১	৮৩৮.৪৪	২৬১.৮৭	১১০০.৩১
২৪	মাদারীপুর	৬০৬২৫	১৫৪০৩	৭৬০২৮	৬০৬.২৫	১৫৪.০৩	৭৬০.২৮
২৫	মানিকগঞ্জ	১০০১৫১	৭৭০২	১০৭৮৫৩	১০০১.৫১	৭৭.০২	১০৭৮.৫৩
২৬	মুন্সিগঞ্জ	৫৩০৭৩	৯২৪২	৬২৩১৫	৫৩০.৭৩	৯২.৪২	৬২৩.১৫
২৭	নারায়ণগঞ্জ	৬০১৬৬	১৬৯৪৫	৭৭১১১	৬০১.৬৬	১৬৯.৪৫	৭৭১.১১

ক্রমিক নং	জেলার নাম	উপকার ভোগীর সংখ্যা	উপকার ভোগীর সংখ্যা	মোট	বরাদ্দকৃত চাল	বরাদ্দকৃত চাল	মোট বরাদ্দ
		কার্ড (জেলা)	কার্ড (পৌরসভা)	কার্ড সংখ্যা	মেট্রিন (জেলা)	মেট্রিন (পৌর)	মেট্রিন
২৮	নরসিংদী	১১৬০৯৪	২১৫৬৫	১৩৭৬৫৯	১১৬০.৯৪	২১৫.৬৫	১৩৭৬.৫৯
২৯	রাজবাড়ী	৬৩৬০১	১৩৮৬৩	৭৭৪৬৪	৬৩৬০১০	১৩৮.৬৩	৬৩৬.০১০
৩০	শরীয়তপুর	৬৪৯২৫	১৮৪৮৫	৮৩৪১০	৬৪৯.২৫	১৮৪.৮৫	৮৩৪.১
৩১	টাংগাইল	২২৫০৮৩	৪১৫৯০	২৬৬৬৭৩	২২৫০.৮৩	৪১৫.৯	২৬৬৬.৭৩
৩২	বাগেরহাট	১৫৯০৩৬	১৩৮৬৩	১৭২৮৯৯	১৫৯০.৩৬	১৩৮.৬৩	১৭২৮.৯৯
৩৩	চুয়াডাংগা	৩৮৪২১	১৫৪০৪	৫৩৮২৫	৩৮৪.২১	১৫৪.০৪	৫৩৮.২৫
৩৪	যশোর	২৭৯৯৯১	৩০৮০৭	৩১০৭৯৮	২৭৯৯.৯১	৩০৮.০৭	৩১০৭.৯৮
৩৫	ঝিনাইদহ	৭৭৩২৮	২৪৬৪৫	১০১৯৭৩	৭৭৩.২৮	২৪৬.৪৫	১০১৯.৭৩
৩৬	খুলনা	১৬৮৬৩০	৭৭০২	১৭৬৩৩২	১৬৮৬.৩	৭৭.০২	১৭৬৩.৩২
৩৭	কুষ্টিয়া	৬৩৫৯৭	১৬৯৪৪	৮০৫৪১	৬৩৫.৯৭	১৬৯.৪৪	৮০৫.৪১
৩৮	মাগুরা	৩২০১৯	৪৬২১	৩৬৬৪০	৩২০.১৯	৪৬.২১	৩৬৬.৪
৩৯	মেহেরপুর	৭৫৪৮	৭৭০২	১৫২৫০	৭৫.৪৮	৭৭.০১	১৫২.৪৯
৪০	নড়াইল	৬৬৮৩৬	৯২৪২	৭৬০৭৮	৬৬৮.৩৬	৯২.৪২	৭৬০.৭৮
৪১	সাতক্ষীরা	২৭৯৬৩৮	৭৭০২	২৮৭৩৪০	২৭৯৬.৩৮	৭৭.০২	২৮৭৩.৪
৪২	ময়মনসিংহ	৮২৫৫৩৯	৪১৫৮৯	৮৬৭১২৮	৮২৫৫.৩৯	৪১৫.৮৯	৮৬৭১.২৮
৪৩	নেত্রকোনা	১০২৩৩১	১৫৪০৩	১১৭৭৩৪	১০২৩.৩১	১৫৪.০২	১১৭৭.৩৩
৪৪	শেরপুর	৭২৬৩৬	১২৩২৩	৮৪৯৫৯	৭২৬.৩৬	১২৩.২৩	৮৪৯.৫৯
৪৫	বগুড়া	১৮০০১৩	৩৮৫০৮	২১৮৫২১	১৮০০.১৩	৩৮৫.০৮	২১৮৫.২১
৪৬	জয়পুরহাট	৬৪১৩২	২১৫৬৫	৮৫৬৯৭	৬৪১.৩২	২১৫.৬৫	৮৫৬.৯৭
৪৭	নওগাঁ	১৭৪৬৩৬	১২৩২৩	১৮৬৯৫৯	১৭৪৬.৩৬	১২৩.২৩	১৮৬৯.৫৯
৪৮	নাটোর	৯৩১০৬	২৭৭২৬	১২০৮৩২	৯৩১.০৬	২৭৭.২৬	১২০৮.৩২
৪৯	নবাবগঞ্জ	১০১১৫০	১৬৯৪৪	১১৮০৯৪	১০১১.৫	১৬৯.৪৪	১১৮০.৯৪
৫০	পাবনা	১৪৯৩৫৯	৪০০৪৯	১৮৯৪০৮	১৪৯৩.৫৯	৪০০.৪৯	১৮৯৪.০৮
৫১	রাজশাহী	১০৪৯৫৭	৪৬২১২	১৫১১৬৯	১০৪৯.৫৭	৪৬২.১১	১৪৩২.৫১
৫২	সিরাজগঞ্জ	২২৮৯৪৭	২৬১৮৬	২৫৫১৩৩	২২৮৯.৪৭	২৬১.৮৪	২৫৫১.৩১
৫৩	দিনাজপুর	১৬০৩৮৬	৩২৩৪৭	১৯২৭৩৩	১৬০৩.৮৬	৩২৩.৪৭	১৯২৭.৩৩
৫৪	গাইবান্ধা	১৫২১০৭	১৩৮৬৩	১৬৫৯৭০	১৫২১.০৭	১৩৮.৬৩	১৬৫৯.৭
৫৫	কুড়িগ্রাম	৪১৬২০২	১২৩২৩	৪২৮৫২৫	৪১৬২.০২	১২৩.২৩	৪২৮৫.২৫
৫৬	লালমনিরহাট	৬৭৬০১	৯২৪২	৭৬৮৪৩	৬৭৬.০১	৯২.৪২	৭৬৮.৪৩
৫৭	নীলফামারী	৩৯০৪৫২	১০৭৮২	৪০১২৩৪	৩৯০৪.৫২	১০৭.৮২	৪০১২.৩৪
৫৮	পঞ্চগড়	১০৮০৩৯	৯২৪২	১১৭২৮১	১০৮০.৩৯	৯২.৪২	১১৭২.৮১
৫৯	রংপুর	৪১৬৭৫৪	৬১৬১	৪২২৯১৫	৪১৬৭.৫৪	৬১.৬১	৪২২৯.১৫
৬০	ঠাকুরগাও	৭৯৬৬৮	১২৩২৩	৯১৯৯১	৭৯৬.৬৮	১২৩.২৩	৯১৯.৯১
৬১	হবিগঞ্জ	১১২৫৬৪	২৪৬৪৫	১৩৭২০৯	১১২৫.৬৪	২৪৬.৪৫	১৩৭২.০৯
৬২	মৌলভীবাজার	৫৯২২৮	২০০২৫	৭৯২৫৩	৫৯২.২৮	২০০.২৫	৭৯২.৫৩
৬৩	সুনামগঞ্জ	১৪৩৯২৭	১৫৪০৪	১৫৯৩৩১	১৪৩৯.২৭	১৫৪.০৪	১৫৯৩.৩১
৬৪	সিলেট	৪৯৮৫৫	১৩৮৬৩	৬৩৭১৮	৪৯৮.৫৫	১৩৮.৬৩	৬৩৭.১৮
	সর্বমোট =	৮৭৭৯২০৩	১২২৭৬৬৬	১০০০৬৮৬৯	৮৭৭৯২.০৩	১২২৭৬.৮৯	১০০০৬৮.৯২

২) ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ভিজিএফ জেলাওয়ারী বরাদ্দের বিবরণ (টাকা)

ক্রমিক নং	জেলার নাম	উপকারভোগীর সংখ্যা	উপকারভোগীর সংখ্যা	মোট উপকারভোগীর সংখ্যা	বরাদ্দকৃত টাকা (জেলা)	বরাদ্দকৃত টাকা	মোট টাকার পরিমান
		জেলা (পরিবার)	পৌরসভা (পরিবার)	(পরিবার)	নগদ অর্থ (জেলা)	নগদ অর্থ (পৌরসভা)	
১	বরগুনা	১১৪৭১৮	১৫৪০৪	১৩০১২২	৫১৬২৩১০০.	৬৯৩১৮০০.	৫৮৫৫৪৯০০.
২	বরিশাল	২৫৬০৭১	২১৫৬৫	২৭৭৬৩৬	১১৫২৩১৯৫০.	৯৭০৪২৫০.	১২৪৯৩৬২০০.
৩	ভোলা	১০৮৮৭৩	২১৫৬৫	১৩০৪৩৮	৪৮৯৯২৮৫০.	৯৭০৪২৫০.	৫৮৬৯৭১০০.
৪	ঝালকাঠি	৩৮৫৪৭	৭৭০২	৪৬২৪৯	১৭৩৪৬১৫০.	৩৪৬৫৯০০.	২০৮১২০৫০.
৫	পটুয়াখালী	২৯৩৫৭২	২১৫৬৫	৩১৫১৩৭	১৩২১০৭৪০০.	৯৭০৪২৫০.	১৪১৮১১৬৫০.
৬	পিরোজপুর	৩৫৪৪৭	১৩৮৬৩	৪৯৩১০	১৫৯৫১১৫০.	৬৯৩১৩৫০.	২২৮৮২৫০০.
৭	বান্দরবান	৫১৩৮০	৭৭০২	৫৯০৮২	২৩১২১০০০.	৩৪৬৫৯০০.	২৬৫৮৬৯০০.
৮	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	১১৭৩৩৮	১৮৪৮৪	১৩৫৮২২	৫২৮০২১০০.	৮৩১৭৮০০.	৬১১১৯০০.
৯	চাঁদপুর	৭০৪১৮	৩০৮০৭	১০১২২৫	৩১৬৮৮১০০.	১৩৮৬৩১৫০.	৪৫৫৫১২৫০.
১০	চট্টগ্রাম	১৩০৬৫৮	৫৬৯৯৪	১৮৭৬৫২	৫৮৭৯৬১০০.	২৩৫৬৭৮৫০.	৮২৩৬৩৯৫০.
১১	কুমিল্লা	১৬১৮৭২	৩৩৮৮৯	১৯৫৭৬১	৭২৮৪২৪০০.	১৩১৭০৬০০.	৮৬০১৩০০০.
১২	কক্সবাজার	১৫৯৩২৩	১৫৪০৪	১৭৪৭২৭	৭১৬৯৫৩৫০.	৬৯৩১৮০০.	৭৮৬২৭১৫০.
১৩	ফেনী	১৫২৩৫	২১৫৬৫	৩৬৮০০	৬৮৫৫৭৫০.	৯৭০৪২৫০.	১৬৫৬০০০০.
১৪	খাগড়াছড়ি	২২৩৮৪	১০৭৮৩	৩৩১৬৭	১০০৭২৮০০.	৪৮৫২৩৫০.	১৪৯২৫১৫০.
১৫	লক্ষীপুর	৫৮১১৫	১৬৯৪৪	৭৫০৫৯	২৬১৫১৭৫০.	৭৬২৪৮০০.	৩৩৭৭৬৫৫০.
১৬	নোয়াখালী	১৩৬৯৪৬	৩০৮০৭	১৬৭৭৫৩	৬১৬২৫৭০০.	১৩৮৬৩১৫০.	৭৫৪৮৮৮৫০.
১৭	রাঙ্গামাটি	২৫৩৪১	৬১৬১	৩১৫০২	১১৪০৩৪৫০.	২৭৭২৪৫০.	১৪১৭৫৯০০.
১৮	ঢাকা	১১২৯৯৪	১৩৮৬৩	১২৬৮৫৭	৫০৮৪৭৩০০.	৬২৩৮৩৫০.	৫৭০৮৫৬৫০.
১৯	ফরিদপুর	১০৬৮৮১	২০০২৪	১২৬৯০৫	৪৮০৯৬৪৫০.	৯০১০৮০০.	৫৭১০৭২৫০.
২০	গাজীপুর	১২০২৬৫	১২৩২৩	১৩২৫৮৮	৫৪১১৯২৫০.	৫৫৪৫৩৫০.	৫৯৬৬৪৯০০.
২১	গোপালগঞ্জ	৭২৪১৯	১৬৯৪৪	৮৯৩৬৩	৩২৫৮৮৫৫০.	৭৬২৪৮০০,	৪০২১৩৩৫০.
২২	জামালপুর	৩১৬২১১	২৪৬৪৬	৩৪০৮৫৭	১৪২২৯৪৯৫০.	১১৭৮৩৭০০.	১৫৪০৭৮৬৫০.
২৩	কিশোরগঞ্জ	৮৩৮৪৪	২৬১৮৭	১১০০৩১	৩৭৭২৯৮০০.	১১৭৮১৫০.	৪৯৫১৩৯৫০.
২৪	মাদারীপুর	৬০৬২৫	১৫৪০৩	৭৬০২৮	২৭২৮১২৫০.	৬৯৩১৩৫০.	৩৪২১২৬০০.
২৫	মানিকগঞ্জ	১০০১৫১	৭৭০২	১০৭৮৫৩	৪৫০৬৭৯৫০.	৩৪৬৫৯০০.	৪৮৫৩৩৮৫০.
২৬	মুন্সিগঞ্জ	৫৩০৭৩	৯২৪২	৬২৩১৫	২৩৮৮২৮৫০.	৪১৫৮৯০০.	২৮০৪১৭৫০.
২৭	নারায়ণগঞ্জ	৬০১৬৬	১৬৯৪৫	৭৭১১১	২৭০৭৪৭০০.	৭৬২৫২৫০.	৩৪৬৯৯৯৫০.
২৮	নরসিংদী	১১৬০৯৪	২১৫৬৫	১৩৭৬৫৯	৫২২৪২৩০০.	৯৭০৪২৫০.	৬১৯৪৬৫৫০.
২৯	রাজবাড়ী	৬৩৬০১	১৩৮৬৩	৭৭৪৬৪	২৮৬২০৪৫০.	৬২৩৮৩৫০.	৩৪৮৫৮৮০০.
৩০	শরীয়তপুর	৬৪৯২৫	১৮৪৮৫	৮৩৪১০	২৯২১৬২৫০.	৯০১১২৫০.	৩৮২২৭৫০০.
৩১	টাংগাইল	২২৫০৮৩	৪১৫৯০	২৬৬৬৭৩	১০১২৮৭৩৫০.	১৮৭১৫৫০০.	১২০০০২৮৫০.
৩২	বাগেরহাট	১৫৯০৩৬	১৩৮৬৩	১৭২৮৯৯	৭১৫৬৬২০০.	৬২৩৮৩৫০.	৭৭৮০৪৫৫০.
৩৩	চুয়াডাংগা	৩৮৪২১	১৫৪০৪	৫৩৮২৫	১৭২৮৯৪৫০.	৬৯৩১৮০০.	২৪২২১২৫০.
৩৪	যশোর	২৭৯৯৯১	৩০৮০৭	৩১০৭৯৮	১২৫৯৯৫৯৫০.	১৩৮৬৩১৫০.	১৩৯৮৫৯১০০.
৩৫	ঝিনাইদহ	৭৭৩২৮	২৪৬৪৫	১০১৯৭৩	৩৪৭৯৭৬০০.	১১০৯০২৫০.	৪৫৮৮৭৮৫০.
৩৬	খুলনা	১৬৮৬৩০	৭৭০২	১৭৬৩৩২	৭৫৮৮৩৫০০.	৩৪৬৫৯০০.	৭৯৩৪৯৪০০.

ক্রমিক নং	জেলার নাম	উপকারভোগীর সংখ্যা	উপকারভোগীর সংখ্যা	মোট উপকারভোগীর সংখ্যা	বরাদ্দকৃত টাকা (জেলা)	বরাদ্দকৃত টাকা	মোট টাকার পরিমান
		জেলা (পরিবার)	পৌরসভা (পরিবার)	(পরিবার)	নগদ অর্থ (জেলা)	নগদ অর্থ (পৌরসভা)	
৩৭	কুষ্টিয়া	৬৩৫৯৭	১৬৯৪৪	৮০৫৪১	২৮৬১৮৬৫০.	৭৬২৪৮০০.	৩৬২৪৩৪৫০.
৩৮	মাগুরা	৩২০১৯	৪৬২১	৩৬৬৪০	১৪৪০৮৫৫০.	২০৭৯৪৫০.	১৬৪৮৮০০০.
৩৯	মেহেরপুর	৭৫৪৮	৭৭০২	১৫২৫০	৩৩৯৬৬০০.	৩৪৬৫৯০০.	৬৮৬২৫০০.
৪০	নড়াইল	৬৬৮৩৬	৯২৪২	৭৬০৭৮	৩০০৭৬২০০.	৪১৫৮৯০০.	৩৪২৩৫১০০.
৪১	সাতক্ষীরা	২৭৯৬৩৮	৭৭০২	২৮৭৩৪০	১২৫৮৩৭১০০.	৩৪৬৫৯০০.	১২৯৩০৩০০০.
৪২	ময়মনসিংহ	৮২৫৫৩৯	৪১৫৮৯	৮৬৭১২৮	৩৭১৪৯২৫৫০.	১৮৭১৫০৫০.	৩৯০২০৭৬০০.
৪৩	নেত্রকোনা	১০২৩৩১	১৫৪০৩	১১৭৭৩৪	৪৬০৪৮৯৫০.	৬৯৩১৩৫০.	৫২৯৮০৩০০.
৪৪	শেরপুর	৭২৬৩৬	১২৩২৩	৮৪৯৫৯	৩২৬৮৬২০০.	৫৫৪৫৩৫০.	৩৮২৩১৫৫০.
৪৫	জামালপুর	১৮০০১৩	৩৮৫০৮	২১৮৫২১	৮১০০৫৮৫০.	১৭৩২৮৬০০.	৯৮৩৩৪৪৫০.
৪৬	ঝিনাইদহ	৬৪১৩২	২১৫৬৫	৮৫৬৯৭	২৮৮৫৯৪০০.	৯৭০৪২৫০.	৩৮৫৬৩৬৫০.
৪৭	নওগাঁ	১৭৪৬৩৬	১২৩২৩	১৮৬৯৫৯	৭৮৫৮৬২০০.	৫৫৪৫৩৫০.	৮৪১৩১৫৫০.
৪৮	নাটোর	৯৩১০৬	২৭৭২৬	১২০৮৩২	৪১৮৯৭৭০০.	১২৪৭৬৭০০.	৫৪৩৭৪৪০০.
৪৯	নবাবগঞ্জ	১০১১৫০	১৬৯৪৪	১১৮০৯৪	৪৫৫১৭৫০০.	৭৬২৪৮০০.	৫৩১৪২৩০০.
৫০	পাবনা	১৪৯৩৫৯	৪০০৪৯	১৮৯৪০৮	৬৭২১১৫৫০.	১৮০২২০৫০.	৮৫২৩৩৬০০.
৫১	রাজশাহী	১০৪৯৫৭	৪৬২১২	১৫১১৬৯	৪৭২৩০৬৫০.	২২৮৭৪৮৫০.	৭০১০৫৫০০.
৫২	সিরাজগঞ্জ	২২৮৯৪৭	২৬১৮৬	২৫৫১৩৩	১০৩০২৬১৫০.	১১৭৮৩৭০০.	১১৪৮০৯৮৫০.
৫৩	দিনাজপুর	১৬০৩৮৬	৩২৩৪৭	১৯২৭৩৩	৭২১৭৩৭০০.	১৩৫৫৬৬০০.	৮৬৭৩০৩০০.
৫৪	গাইবান্ধা	১৫২১০৭	১৩৮৬৩	১৬৫৯৭০	৬৮৪৪৮১৫০.	৬২৩৮৩৫০.	৭৪৬৮৬৫০০.
৫৫	কুড়িগ্রাম	৪১৬২০২	১২৩২৩	৪২৮৫২৫	১৮৭২৯০৯০০.	৬২৩৮৩৫০.	১৯৩৫২৯২৫০.
৫৬	লালমনিরহাট	৬৭৬০১	৯২৪২	৭৬৮৪৩	৩০৪২০৪৫০.	৪১৫৮৯০০.	৩৪৫৭৯৩৫০.
৫৭	নীলফামারী	৩৯০৪৫২	১০৭৮২	৪০১২৩৪	১৭৫৭০৩৪০০.	৬২৩৮৩৫০.	১৮১৯৪১৭৫০.
৫৮	পঞ্চগড়	১০৮০৩৯	৯২৪২	১১৭২৮১	৪৮৬১৭৫৫০.	৪১৫৮৯০০.	৫২৭৭৬৪৫০.
৫৯	রংপুর	৪১৬৭৫৪	৬১৬১	৪২২৯১৫	১৮৭৫৩৯৩০০.	২৭৭২৪৫০.	১৯০৩১১৭৫০.
৬০	ঠাকুরগাঁও	৭৯৬৬৮	১২৩২৩	৯১৯৯১	৩৫৮৫০৬০০.	৫৫৪৫৩৫০.	৪১৩৯৫৯৫০.
৬১	হবিগঞ্জ	১১২৫৬৪	২৪৬৪৫	১৩৭২০৯	৫০৬৫৩৮০০.	১১০৯০২৫০.	৬১৭৪৪০৫০.
৬২	মৌলভীবাজার	৫৯২২৮	২০০২৫	৭৯২৫৩	২৬৬৫২৬০০.	৯০১১২৫০.	৩৫৬৮৩৮৫০.
৬৩	সুনামগঞ্জ	১৪৩৯২৭	১৫৪০৪	১৫৯৩৩১	৬৪৭৬৭১৫০.	৬৯৩১৮০০.	৭১৬৯৮৯৫০.
৬৪	সিলেট	৪৯৮৫৫	১৩৮৬৩	৬৩৭১৮	২২৪৩৪৭৫০.	৬২৩৮৩৫০.	২৮৬৭৩১০০.
	সর্বমোট =	৮৭৭৯২০৩	১২২৭৬৬৬	১০০০৬৮৬৯	৩৯৫০৬৪১৩৫০.	৫৫৩৮৩৫৭০০.	৪৫০৪৪৭৭০৫০.

৩) আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পে পুনর্বাসিত পরিবারের মধ্যে বরাদ্দ ও ব্যয়ের বিবরণী নিম্নরূপ:

কর্মসূচির নাম	ভিজিএফ খাতে বরাদ্দের পরিমান (চাল)	ভিজিএফ খাতে ব্যয়ের পরিমান (চাল)	উপকারভোগীর সংখ্যা পরিবার	মন্তব্য
ভিজিএফ	৫৬.১০০	৫৬.১০০	১৮৭০ টি	

২০২০-২০২১ অর্থ বছরে দেশে কোভিড-১৯সহ বন্যা, নদী ভাংগন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় বরাদ্দকৃত ত্রাণ সামগ্রী জেলাওয়ারী বরাদ্দের হিসাব বিবরণঃ

ক্রমিক নং	জেলার নাম	ত্রাণ কার্য (চাল)	ত্রাণ কার্য (নগদ)	শুকনা ও অন্যান্য খাবার (কার্টুন)	ঢেউটিন (বান্ডিল)	গৃহ মেরামত মঞ্জুরি
১	ঢাকা	১৪৬০	৬৪৭০১৯৬১	২২৯৮০	৫২৫	১৫৭৫০০০
২	নারায়নগঞ্জ	৩৮৪	৩২৭৫৯২৬৬	১৯৫০	৫২৫	১৫৭৫০০০
৩	গাজীপুর	৬৯৯	৩৫২১৮২৬৮	৪৫৫০	৬৭৮	২০৩৪০০০
৪	মুন্সিগঞ্জ	১০৮৫	৫০৭৫৮৭৬৬	৯৪০০	৬৩০	১৮৯০০০০
৫	মানিকগঞ্জ	৯৮১	৪৮৬৬৬৫৬৪	৭২৫০	৭৩৫	২২০৫০০০
৬	টাংগাইল	২২৫৩	৯০৬০৫৩৮৫	২৫৪০০	১২৬০	৩৭৮০০০০
৭	নরসিংদী	৪০২	৫৩৮৭৭৮৮৩	৩৫৫০	৬৩০	১৮৯০০০০
৮	ফরিদপুর	১৪৩২	৬২০৩৬০১১	১৪০৫০	৯৪৫	২৮৩৫০০০
৯	মাদারীপুর	১০৯৩	৪৬৬৪৮১২৮	১১০০০	৪২০	১২৬০০০০
১০	গোপালগঞ্জ	১০৪৯	৫৪২৫৫০১৪	৯৩৫০	৫২৫	১৫৭৫০০০
১১	শরীয়তপুর	১২৭৬	৫০৯৭২৫০০	৭২৫০	১৪২৮	৪২৮৪০০০
১২	রাজবাড়ী	৯৪৫	৩৩২৪০২৯৮	৬১০০	৬২৫	১৮৭৫০০০
১৩	কিশোরগঞ্জ	৬৫২	৮২৪৮৩৭৬৬	৭৪০০	১৩৬৫	৪০৯৫০০০
১৪	ময়মনসিংহ	৭৮৫	১২১২৮৪১৮৬	১৬৫০০	১৩৮১	৪১৪৩০০০
১৫	নেত্রকোনা	১০১৯	৭৭৫৯০৯১৮	১৩৬০০	১৩৫০	৪০৫০০০০
১৬	জামালপুর	১৫৩৭	৫৯৮৪৭৫৯৬	২৩৯৫০	৯৩৫	২৮০৫০০০
১৭	শেরপুর	৪২৯	৪৫২৫১৬৪০	৫৩৫০	৫২৫	১৫৭৫০০০
১৮	চট্টগ্রাম	১৬৮৮	১৫৮৪১৭৩১২	০	১৯২৫	৫৭৭৫০০০
১৯	কক্সবাজার	৫৭৭	৬৭৩০৮০৯৮	০	১৮১৮	৫৪৫৪০০০
২০	রাংগামাটি	৭০৫	৪৭৫৫৮০৬৬	০	১০৫০	৩১৫০০০০
২১	খাগড়াছড়ি	৬৮৮	৪০৬৬২৪৭২	০	৯৪৫	২৮৩৫০০০
২২	কুমিল্লা	৭২০	১৪৬২৩১০৩২	১০০০	১৭৮৮	৫৩৬৪০০০
২৩	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	৭৪১	৭৯৪০৭৩৮৩	০	৯৪৫	২৮৩৫০০০
২৪	চাঁদপুর	১১৫২	৬৭৭৪৩৭৯৮	৮০০০	১০৪০	৩১২০০০০
২৫	নোয়াখালী	৫৮৭	৯০৫৮০৫৩২	৩৬৫০	১২৯৫	৩৮৮৫০০০
২৬	ফেনী	৩৫৩	৩৮২২৩৮৮৩	০	৬৩০	১৮৯০০০০
২৭	লক্ষীপুর	৪৬৯	৫৯৯৮৮৭৬৬	৩২০০	১০২৫	৩০৭৫০০০
২৮	বান্দরবান	৪৭৮	৪৩৭৩০২৭৮	০	৭৩৫	২২০৫০০০
২৯	রাজশাহী	৭২১	৭৭৪৮৩৪৩১	৯২০০	৯৪৫	২৮৩৫০০০
৩০	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	২৯৯	৪৪৩১২৪৩৮	৪৫০০	৫২৫	১৫৭৫০০০
৩১	নওগাঁ	৮৪৬	৮৮০৫১৭৪০	১৩৯০০	১১৫৫	৩৪৬৫০০০
৩২	নাটোর	৭৭৪	৫১৩৪০১০৭	১২২০০	৭৩৫	২২০৫০০০
৩৩	পাবনা	৫৭১	৫৮৮৬২০৪৩	৮৪০০	৯৪৫	২৮৩৫০০০
৩৪	সিরাজগঞ্জ	১২৯৬	৬৪৫৭৮৪১৫	১৮৩০০	৯৫৫	২৮৬৫০০০
৩৫	বগুড়া	১৩৪৩	৮১৫২০২১৩	১৬৮০০	১২৬০	৩৭৮০০০০
৩৬	জয়পুরহাট	৩৮৭	৩১৭০৯৬৮২	৩২০০	৫২৫	১৫৭৫০০০

ক্রমিক নং	জেলার নাম	ত্রাণ কার্য (চাল)	ত্রাণ কার্য (নগদ)	শুকনা ও অন্যান্য খাবার (কার্টুন)	ঢেউটিন (বান্ডিল)	গৃহ বাবদ মঞ্জুরি
৩৭	রংপুর	৯৭৪	৬১১০৯১৫১	১৪০০০	১১৪০	৩৪২০০০০
৩৮	কুড়িগ্রাম	১১৯০	৬৩৫৫০১৩৯	১৯০০০	৯৪৫	২৮৩৫০০০
৩৯	নীলফামারী	৯৫৩	৫২৬১৪৯৮১	১১০০০	৬৩০	১৮৯০০০০
৪০	গাইবান্ধা	১৩৪২	৬৩৬৬৮৪৮০	১৭০০০	৭৩৫	২২০৫০০০
৪১	লালমনিরহাট	১১০৯	৩৮৭১৭৫৪৩	৯০০০	৭২৫	২১৭৫০০০
৪২	দিনাজপুর	৯৪৩	১০২৪৫০৮১৩	১৩০০০	১৩৬৫	৪০৯৫০০০
৪৩	ঠাকুরগাঁও	৪৫৯	৪৯৬৯৩৯৩১	৫০০০	৫২৫	১৫৭৫০০০
৪৪	পঞ্চগড়	৪৭২	৩৮২৩৯০৫৫	৫০০০	৫২৫	১৫৭৫০০০
৪৫	খুলনা	৮৭৬	৮৬২৭৮৯১৯	১১৯১৭	১৭৪৫	৫২৩৫০০০
৪৬	বাগেরহাট	৭১৮	৮৬১৩৪০৭৬	১০৪০০	১৫৪৫	৪৬৩৫০০০
৪৭	সাতক্ষীরা	৮৯১	৮১৯৮২৪২৯	১৩৭৫০	২১৮৫	৬৫৫০০০
৪৮	যশোর	৬৪১	৮১৭৭৮৭৫৯	৯৩০০	১১৪০	৩৪২০০০০
৪৯	ঝিনাইদহ	৪৯২	৫৫৮৭২১৩৯	৬৭০০	৯৩০	২৭৯০০০০
৫০	মাগুরা	৫৪১	২৮৬০৫৬৬০	৭৬০০	৪২০	১২৬০০০০
৫১	নড়াইল	৫২১	৩২৫১২৬৭১	৩৯০০	৩১৫	৯৪৫০০০
৫২	কুষ্টিয়া	৪০৪	৫০৯৯১০৯৬	৬৫০০	৬৩০	১৮৯০০০০
৫৩	মেহেরপুর	২৯৩	২০৪২০৭২৪	২৮০০	৭১৫	২১৪৫০০০
৫৪	চুয়াডাঙ্গা	২২৯	৩৫১২০৭১৩	৩৮০০	৪২০	১২৬০০০০
৫৫	বরিশাল	৮৪১	৭০৫৯৭২৩৮	৪০০০	১২৫০	৩৭৫০০০০
৫৬	পটুয়াখালী	৫০৮	৮৭০৯৯৯১৫	৬৩০০	১৮৯০	৫৬৭০০০০
৫৭	ভোলা	৬৩৬	৭৪০৫৯৫০০	৭৭৫০	১০৩৫	৩১০৫০০০
৫৮	পিরোজপুর	৫৯৩	৫৯৮০৫৭৯৮	১১৫০	১২৩৫	৩৭০৫০০০
৫৯	বরগুনা	৫৯৩	৪৫২৮৫৭৬৬	৫৫০০	৯৩০	২৭৯০০০০
৬০	ঝালকাঠি	৩৫৬	২৫২৫৩১৪৯	১০০০	৪২০	১২৬০০০০
৬১	সিলেট	৮৮৬	৮৭৫৮৭৫৭৫	৫০০০	১৩৬৫	৪০৯৫০০০
৬২	মৌলভীবাজার	৮৯৯	৬১০৭০৪২০	৪০০০	৭৩৫	২২০৫০০০
৬৩	হবিগঞ্জ	১০০৭	৬৬৬৭৮৮০৯	২০০০	৯৪৫	২৮৩৫০০০
৬৪	সুনামগঞ্জ	১০০৮	৭৪৮৪৮১০৭	৮৬০০	১২০৫	৩৬১৫০০০
	সর্বমোট	৫২২৫১	৪০২৯৯০৫৩৯৫	৫০৬৯৪৭	৬২৩৬৮	১৮৭১০৪০০০

ক্রমিক নং	জেলার নাম	তাঁবু (সেট)	কম্বল (পিস)	শিশু খাদ্য (টাকা)	গো-খাদ্য (টাকা)	শীতবস্ত্র (কম্বল) ক্রয় (টাকা)	উপকারভোগীর সংখ্যা (পরিবার)
১	ঢাকা	০	২৩০০	১১১০০০০০	১৫০০০০০	৬১০০০০০	৩৩৮৬০৮
২	নারায়ণগঞ্জ	০	০	৩০০০০০০	৫০০০০০	৪৩০০০০০	৮৩৫৯৩
৩	গাজীপুর	০	২০০	৩৩০০০০০	৭০০০০০	৪০৫০০০০	১৬১৮৬৪
৪	মুন্সিগঞ্জ	০	০	১৩০০০০০	২০০০০০০	৪৫০০০০০	২৩৫৬৪৭
৫	মানিকগঞ্জ	০	০	১৪০০০০০	২২০০০০০	৫০৫০০০০	২২০৭১৮
৬	টাংগাইল	০	০	২১০০০০০	৩১০০০০০	১০১০০০০০	৩৭৩১৬৫
৭	নরসিংদী	০	২০০০	৬০০০০০	৬০০০০০	৫৬০০০০০	১৬৭৭৩৫
৮	ফরিদপুর	০	০	১৭০০০০০	২২০০০০০	৮১৫০০০০	৩০৬৩৬৭
৯	মাদারীপুর	০	০	১৩০০০০০	১৯০০০০০	৩৬০০০০০	২২৭৬১৬
১০	গোপালগঞ্জ	০	০	৭০০০০০	৭০০০০০	৪২৫০০০০	২৩৪৫৮৫
১১	শরীয়তপুর	০	০	১৩০০০০০	২০০০০০০	৫২৫০০০০	২৫৫৩২৩
১২	রাজবাড়ী	০	০	৮০০০০০	১৯০০০০০	৪৩০০০০০	১৮১৭০৫
১৩	কিশোরগঞ্জ	০	০	১৫০০০০০	২০০০০০০	৯৫৫০০০০	২৬৫০৩২
১৪	ময়মনসিংহ	০	০	২৮০০০০০	১৯০০০০০	১০৬৫০০০০	৩৬৯৬৫৯
১৫	নেত্রকোনা	০	০	১৪০০০০০	২২০০০০০	৮০৫০০০০	২৯৫৩৩১
১৬	জামালপুর	০	০	১৬০০০০০	২৭০০০০০	৬০০০০০০	৩১৮৮৮০
১৭	শেরপুর	০	০	৫০০০০০	৫০০০০০	৪১০০০০০	১৪৯৪৭৮
১৮	চট্টগ্রাম	০	০	৬৫০০০০০	২১৫০০০০	১২০৫০০০০	৫২৮৯৫৯
১৯	কক্সবাজার	০	০	৮০০০০০	২১০০০০০	৬০৫০০০০	২১২০৩৪
২০	রাংগামাটি	০	০	১০০০০০০	১০০০০০০	৬৮০০০০০	১৮৪২৬৬
২১	খাগড়াছড়ি	০	০	৯০০০০০	৯০০০০০	৬৪০০০০০	১৬৭৪৬৯
২২	কুমিল্লা	০	০	৪২০০০০০	১৭০০০০০	১২০৫০০০০	৪৩৪৫৫০
২৩	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	০	০	৯০০০০০	১১০০০০০	৭৪৫০০০০	২৫২৭৫৯
২৪	চাঁদপুর	০	০	১৫০০০০০	২৫০০০০০	৬৬৫০০০০	২৮১০২৭
২৫	নোয়াখালী	০	০	১১০০০০০	২১৫০০০০	৭৩০০০০০	২৬৫৯০৬
২৬	ফেনী	০	০	৬০০০০০	৬০০০০০	৫৫৫০০০০	১২৫৮৭৭
২৭	লক্ষ্মীপুর	০	০	৯০০০০০	২৬০০০০০	৪২৫০০০০	১৮৬৬০২
২৮	বান্দরবান	০	০	৭০০০০০	৭০০০০০	৫০৫০০০০	১৪৮৮৯৫
২৯	রাজশাহী	০	০	৩৬০০০০০	১১০০০০০	৯৩৫০০০০	২৬৫৩১১
৩০	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	০	০	৫০০০০০	৫০০০০০	৪৪৫০০০০	১৩৪৪৪৯
৩১	নওগাঁ	০	০	১৫০০০০০	১৮০০০০০	৭৬৫০০০০	২৯৭৬৫৮
৩২	নাটোর	০	০	১৪০০০০০	১৮০০০০০	৬০০০০০০	২১১৪১৫
৩৩	পাবনা	০	০	৯০০০০০	১২০০০০০	৭৬৫০০০০	২০৩৬৬৯
৩৪	সিরাজগঞ্জ	০	০	১৬০০০০০	২৩০০০০০	৭১০০০০০	৩০০০১১
৩৫	বগুড়া	০	০	১৭০০০০০	২৪০০০০০	৯৫৫০০০০	৩৪২৭০০
৩৬	জয়পুরহাট	০	০	৫০০০০০	৫০০০০০	৪৪৫০০০০	১১৬৭৪৪
৩৭	রংপুর	০	০	৩০০০০০০	১৭০০০০০	৯৫০০০০০	২৬৩১৫৮
৩৮	কুড়িগ্রাম	০	০	২০০০০০০	২৬০০০০০	১০৩০০০০০	২৯৫৮৪৫
৩৯	নীলফামারী	০	০	১০০০০০০	১৪০০০০০	৮৫৫০০০০	২৩৪০৫৯

ক্রমিক নং	জেলার নাম	ঔষুধ (সেট)	কম্বল (পিস)	শিশু খাদ্য (টাকা)	গো-খাদ্য (টাকা)	শীতবস্ত্র (কম্বল) ক্রয় (টাকা)	উপকারভোগীর সংখ্যা (পরিবার)
৪০	পাইবান্ধা	০	০	১৫০০০০০	২৩০০০০০	৯৬০০০০০	৩০৬০৭১
৪১	লালমনিরহাট	০	০	১২০০০০০	২০০০০০০	৬৬৫০০০০	২১৭৭৮০
৪২	দিনাজপুর	০	০	১৩০০০০০	১৩০০০০০	১৪৯৫০০০০	৩৪৮৬৬৬
৪৩	ঠাকুরগাঁও	০	০	৫০০০০০	৫০০০০০	৬৭০০০০০	১৬৬২১২
৪৪	পঞ্চগড়	০	০	৫০০০০০	৫০০০০০	৬১০০০০০	১৪৩৪০৩
৪৫	খুলনা	০	০	৩৭০০০০০	৩৭৫০০০০	৬৯৫০০০০	৩০২৬১৯
৪৬	বাগেরহাট	০	০	৯০০০০০	২৫০০০০০	৬৫০০০০০	২৭৫৮১৩
৪৭	সাতক্ষীরা	১০০০	০	১০০০০০০	৩৭০০০০০	৫৫৫০০০০	২৮৯৪৯৯
৪৮	যশোর	০	৫০০	৮০০০০০	৮০০০০০	৭৮০০০০০	২৫৭৩৯৭
৪৯	ঝিনাইদহ	০	০	৬০০০০০	৬০০০০০	৫২০০০০০	১৮১৩৭৪
৫০	মাগুরা	০	০	৪০০০০০	৪০০০০০	৩১০০০০০	১২৭১৩১
৫১	নড়াইল	০	০	৩০০০০০	৩০০০০০	২৭৫০০০০	১২৮০৪০
৫২	কুষ্টিয়া	০	০	৬০০০০০	৬০০০০০	৪৯০০০০০	১৬১৭১২
৫৩	মেহেরপুর	০	০	৩০০০০০	৩০০০০০	২৮৫০০০০	৮০৫৫৬
৫৪	চুয়াডাংগা	০	০	৪০০০০০	৪০০০০০	৪১০০০০০	১০৭১৬১
৫৫	ঝিনাইদহ	০	০	২৫০০০০০	১০০০০০০	৭৯০০০০০	২৫৩৩৪৪
৫৬	পটুয়াখালী	০	০	৮০০০০০	৪০৫০০০০	৬৬০০০০০	২৫৬০৮৯
৫৭	ভোলা	০	০	৯০০০০০	২২০০০০০	৫৬৫০০০০	২৩৮০০৪
৫৮	পিরোজপুর	০	০	৭০০০০০	২০০০০০০	৫৭০০০০০	১৯৮০৯৬
৫৯	বরগুনা	০	০	৬০০০০০	৬০০০০০	৪৮৫০০০০	১৬৮৩০১
৬০	ঝালকাঠি	০	০	৪০০০০০	৪০০০০০	৩২৫০০০০	৯৫৬২৬
৬১	সিলেট	০	০	৩০০০০০০	২১০০০০০	৯০৫০০০০	২৯৮৪৪০
৬২	মৌলভীবাজার	০	০	৯০০০০০	৯০০০০০	৫৯০০০০০	২৩২১৭৫
৬৩	হবিগঞ্জ	০	০	১১০০০০০	১৫০০০০০	৭০০০০০০	২৫৬২০২
৬৪	সুনামগঞ্জ	০	০	১৭০০০০০	১৯০০০০০	৮০০০০০০	২৮৩৫০১
	সর্বমোট=	১০০০	৫০০০	৯৯৮০০০০০	######	৪২৫৩৫০০০০	১৫০১১৯৫১

৪.২ ত্রাণ প্রশাসন

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি, চাকরি স্থায়ীকরণ, অবসর গ্রহণের অনুমতি, পেনশন মঞ্জুরিসহ সকল প্রশাসনিক কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। ২০২০-২১ অর্থ বছরে এ শাখা হতে নিম্নের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমসমূহ সম্পাদিত হয়েছেঃ

(১) (১০+৫)=১৫ জন ১ম শ্রেণির উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তাকে জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

(২) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়, জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার কার্যালয় এবং উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয়ের শূন্য পদে সরাসরি নিয়োগের নিমিত্ত ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির বিভিন্ন পদে মোট= (১৪০+৬২) ২০২ টি পদের ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে।

(৩) অধিদপ্তরাধীন ১৯ জন কর্মকর্তার পেনশন/পারিবারিক পেনশন মঞ্জুর করা হয়েছে। ১৭ জন কর্মকর্তার ল্যাম্পগ্র্যান্ট এবং ১৫ জন কর্মকর্তার অবসরোত্তর ছুটি (পিআরএল) মঞ্জুর করা হয়েছে।

(৪) অধিদপ্তরাধীন ১১ জন কর্মকর্তার জিপিএফ-এর অর্থ অগ্রিম/চূড়ান্ত উত্তোলনের মঞ্জুরি প্রদান করা হয়েছে।

(৫) ইজিপিপি প্রকল্পের ৪০ জন উপসহকারী প্রকৌশলীকে অধিদপ্তরের ২য় শ্রেণির প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা পদে আত্মীকরণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

(৬) এ ছাড়াও অধিদপ্তরের অন্যান্য প্রশাসনিক কার্যাবলী সম্পন্ন করা হয়েছে।

৪.৩ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি

এ অনুবিভাগ হতে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে যেসব কার্যাবলি সম্পাদিত হয়েছে তা নিম্নরূপঃ

১। ১৩ অক্টোবর ২০২০ আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস উদযাপন করা হয়েছে।

২। ১০ মার্চ ২০২১ জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস উদযাপন করা হয়েছে।

৩। কোভিড-১৯ চলাকালীন ঘূর্ণিঝড় আম্পান মোকাবিলায় গত ২০/০৫/২০২০ খ্রিঃ তারিখ ভার্চুয়ালি পদ্ধতিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল (NDMC) এর বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

৪। দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি-২০১৯ সংশোধিত আকারে প্রকাশিত হয়েছে। নভেম্বর ২০১৯ মাসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মন্ত্রিসভায় SOD এর মোড়ক উন্মোচন করা হয়। এ প্রকাশনায় টেকসই উন্নয়ন অভিলক্ষ্য (SDG), Sendai Framework for Disaster risk Reduction (SFDRR) ও আন্তর্জাতিক চুক্তি ও সনদে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকারসমূহ প্রতিপালন গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় আনা হয়েছে। এ আদেশাবলিতে জাতীয় পর্যায় থেকে শুরু করে স্থানীয় সরকারের সকল পর্যায়ের অংশীজনের দায়িত্ব ও কার্যাবলী বিধৃত হয়েছে। 'কাউকে বাদ দিয়ে নয়' (Leaving no one behind) সামাজিক অন্তর্ভুক্তিমূলক এ নীতির আলোকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সকল পর্যায়ে অন্যদের পাশাপাশি নারী, শিশু, প্রবীণ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৫। Disability inclusive Disaster Risk Management' সংক্রান্ত জাতীয় টাস্কফোর্সের ৫ম সভা ১৬ মার্চ ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় বন্যাপ্রবণ জেলাসমূহে Multipurpose Accessible Rescue Boat সরবরাহের লক্ষ্যে ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সঙ্গে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী ০৪ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে চুক্তি সম্পাদনপূর্বক প্রতি বছর ২০টি করে ৩ বছরে মোট ৬০ টি Multipurpose Accessible Rescue Boat বন্যাপ্রবণ জেলাসমূহে সরবরাহ করা হবে। ডিসেম্বর ২০২১ এর মধ্যে ২০ টি বোট হস্তান্তর করা হবে এবং সেপ্টেম্বর ২০২১ এর মধ্যে ৮টি জেলায় তৈরিকৃত বোট হস্তান্তর করা হবে।

৬। Disability inclusive Disaster Risk Management' সংক্রান্ত জাতীয় টাস্কফোর্সের সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 'প্রতিবন্ধিতা বান্ধব দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস বিষয়ক প্রশিক্ষণ মডিউল' এবং 'দুর্যোগ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সাথে কার্যকর যোগাযোগ স্থাপন এবং নিরাপদ উদ্ধার ও অপসারণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ মডিউল' প্রণয়ন করা হয়েছে।

৭। People's Republic of China এর বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের মধ্যে স্বাক্ষরিত MOU এর আলোকে চীন সরকারের অর্থায়নে ন্যাশনাল ইমারজেন্সি অপারেশন সেন্টার (NEOC) প্রতিষ্ঠার জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে গত ০৯/০২/২০১৬ খ্রিস্টাব্দ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল সভায় (NDMC) খাদ্য মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন কেন্দ্রীয় খাদ্য গুদামের অভ্যন্তরে ০১ (এক) একর জমি প্রদানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে এবং জমি হস্তান্তর প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

৮। জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (NPDM) ২০২১-২০২৫ এর খসড়া প্রণয়নপূর্বক মার্চ ২০২০ মাসে ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।

৯। "অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুত ব্যবস্থাপনা বিষয়ক জাতীয় কৌশলপত্র" ফেব্রুয়ারি ২০২১ এ চূড়ান্ত করা হয়েছে এবং কৌশলপত্র বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা হচ্ছে যা ডিসেম্বর ২০২১ এর মধ্যে সম্পন্ন হবে।

১০। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের যৌথ উদ্যোগে ২৭-৩১ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে ঢাকা এবং রংপুরে একযোগে ডিজাস্টার রেসপন্স এক্সারসাইজ এন্ড এক্সচেঞ্জ (DREE)-এ বাংলাদেশর সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসমূহ, ১৮ টি দেশের প্রতিনিধিবৃন্দ এবং সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর এর প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন।

১১। টাঙ্গাইল পৌরসভার ১৩ নং ওয়ার্ড এবং রংপুর সিটি কর্পোরেশনের ১৯ নং ওয়ার্ডের জন্য আর্থকোয়েক কন্টিনজেন্সি প্যান প্রণয়ন করে মার্চ ২০২০ মাসে ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।

১২। ২৫ জন ভিকটিমকে দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে সাইকোসোশ্যাল কাউন্সিলিং প্রদান করা হয়েছে।

১৩। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্সিটিউট অব ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট এন্ড ভালনারিবিলিটি স্টাডিজ এর ৪০ জন শিক্ষার্থীর ইন্টার্নশীপের আওতায় ০৫টি বিষয়ে সমীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে এবং মাননীয় মন্ত্রির উপস্থিতিতে এগুলোর ফিডব্যাক নিয়ে চূড়ান্ত করা হয়েছে।

১৪। বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (WFP) এর সহায়তায় ২-৩ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে ২ দিনব্যাপী "Adaptive Social Protection, Technical and Policy Consideration" শীর্ষক সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

১৫। বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (WFP) এর সহায়তায় ০৭ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে "Building Resilience to Achieve Zero Hunger (BRAZH)" এর Launching Ceremony আয়োজন করা হয়েছে।

১৬। কোভিড-১৯ এর প্রথমাবস্থায় মার্চ ২০২০ মাসে করোনার অভিঘাত মোকাবিলায় বিশেষত প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীসহ সকলের সুরক্ষার জন্য সার্বিক প্রস্তুতি গ্রহণের নিমিত্ত SOD অনুযায়ী ওয়ার্ড, ইউনিয়ন এবং উপজেলা কমিটিগুলোকে দ্রুত কার্যকর করার জন্য সকল জেলা প্রশাসককে পত্র দেয়া হয়েছে।

৪.৪ ন্যাশনাল ডিজাষ্টার রেসপন্স কো-অর্ডিনেশন সেন্টার (NDRCC)

দুর্যোগ মানে প্রকৃতি বা মনুষ্যসৃষ্ট অথবা জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট যেকোন ঘটনা যার ব্যাপকতা ও ভয়াবহতা আক্রান্ত এলাকার জনগোষ্ঠীর জীবন ও জীবিকা, গবাদি পশু, পাখি ও মৎস্যসম্পদ, স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ও পরিবেশের এরুপ ক্ষতিসাধন করে অথবা এরুপ মাত্রায় ভোগান্তির সৃষ্টি করে, যা মোকাবিলায় ঐ জনগোষ্ঠীর নিজস্ব সম্পদ, সামর্থ্য ও সক্ষমতা যথেষ্ট নয় এবং যা মোকাবিলার জন্য আক্রান্ত এলাকার বাইরে থেকে মানবিক ও অন্যান্য সহায়তার প্রয়োজন হয়। দুর্যোগ দুর্ঘটনাবশত অকস্মাৎ অথবা জটিল ও দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়ার ফলস্বরূপ সংঘটিত হতে পারে। সাম্প্রতিককালে বন্যা, খরা, জলোচ্ছ্বাস, ভূমিধ্বস, দাবানলের মত নানা দুর্যোগে সারা পৃথিবীর ন্যায় বাংলাদেশও হুমকির মুখে। তদুপরি অতিমারী করোনা (COVID-19) সংক্রমণ ও মৃত্যু ঝুঁকিতে বাংলাদেশ অন্যতম।

বাংলাদেশ নিঃসন্দেহে বিশ্বের অন্যতম দুর্যোগপ্রবণ একটি দেশ। দুর্যোগ এ দেশে বিশেষ করে দরিদ্র মানুষের অর্থনৈতিক সংস্থানের ভিত্তিকে বিপন্ন করে দেয় এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি রুদ্ধ করে। মানুষের জীবন ও জীবিকা তথা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে কার্যকর সমন্বয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দারিয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ বিশ্বজুড়ে বিশ্বাসযোগ্যতা এবং খ্যাতি অর্জন করেছে। এক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক প্রয়াস ও আইনি প্রচেষ্টা বাংলাদেশের দুর্যোগকবলিত মানুষের দুর্ভোগ ও বিরম্বনা প্রশমনের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখছে।

দুর্যোগ মোকাবেলায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বিভাগ, এজেন্সি, স্থানীয় সরকার সংস্থা এবং জনগণের মধ্যে যথাযথ সমন্বয় বজায় রাখতে এবং দুর্যোগ আক্রান্ত জনগণের ভোগান্তি হ্রাস করার লক্ষ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ সরকার জাতীয় থেকে তৃণমূলের স্তর পর্যন্ত আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা নিশ্চিত করেছে। এ প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে স্ট্যান্ডিং অর্ডার অন ডিজাস্টার (এসওডি) নির্দেশকের ভূমিকা পালন করে। এসওডি অনুসারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল থেকে শুরু করে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি (ইউডিএমসি) ও ইউনিয়ন ওয়ার্ড সদস্যের সভাপতিত্বে ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি পর্যন্ত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় ভূমিকা পালন করছে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় দুর্যোগ সংক্রান্ত তথ্য ব্যবস্থাপনা (Disaster Information Management) অধিক গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। দুর্যোগব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে দুর্যোগের আগাম তথ্য অর্থাৎ পূর্বাভাস পাওয়া জরুরী। যে কোন দুযোগের পূর্বাভাস ব্যবস্থাপনার উপর দুর্যোগে জনজীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি নির্ভর করে। বাংলোদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর এবং বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রাপ্ত দুর্যোগ সংক্রান্ত আগাম বার্তা বা দুর্যোগের পূর্বাভাসসমূহ সঠিক সময় দ্রুত জাতীয় পর্যায় থেকে ওয়ার্ড পর্যায়ে অবস্থিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিসমূহ ও দুর্যোগে সাড়াদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট পৌঁছে দেয়া এবং তৃণমূল পর্যায়ের জনগণের মাঝে প্রচার করা হয়। এতে সাড়াদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ ও স্বেচ্ছাসেবকদলসহ রেডক্রিসেন্ট, বাংলাদেশ স্কাউট ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এবং জননেত্রীবৃন্দ দ্রুত সাড়াদান করতে সক্ষম হয়, পাশাপাশি জনগণ সম্ভাব্য দুর্যোগ মোকাবেলায় প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে। সরকারের পক্ষেও দুর্যোগ মোকাবেলায় পুর্বপ্রস্তুতি গ্রহণে দিকনির্দেশনা প্রদানসহ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ সহজতর হয়। এক্ষেত্রে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের জাতীয় দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় কেন্দ্র (NDRCC) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একই সাথে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রাপ্ত দুর্যোগ সংক্রান্ত তথ্য সংশিষ্ট স্থানীয় (জেলা/উপজেলা) প্রশাসন, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এবং অপরাপর সরকারী সংস্থা থেকে সমন্বয়ের মাধ্যমে দৈনিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করে।

এ প্রতিবেদন দুর্যোগ মোকাবিলা ও যথা সম্ভব জরুরি ভিত্তিতে সংঘটিত দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের বিরম্বনা নিরসনে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশিষ্ট দপ্তরে প্রেরণ করা হয়। সম্ভাব্য দুর্যোগ মনিটরিংসহ সতর্ক প্রদানকারী সংস্থা ও সংশিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থার মধ্যে তথ্য আদান প্রদান নিশ্চিত করে। এছাড়াও NDRCG এর পক্ষে দুর্যোগ ও তৎসংক্রান্ত সাড়াদান বিষয়ক আনুষ্ঠানিক তথ্য ভান্ডার হিসাবে কাজ করে। মাঠ পর্যায় থেকে দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি এবং ত্রাণ বিতরণ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করে NDRCC হতে প্রতিদিন নিয়মিত প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়।

- দুর্যোগের আগাম সতর্ক বার্তা প্রচারের মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে সাড়াদান করা সম্ভব হয়।
- জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে তথ্য বিনিময় ও দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে দুর্যোগে কার্যকর প্রস্তুতি এবং সাড়াদানে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হয়।
- প্রযুক্তি ও তথ্য ব্যবহারের মাধ্যমে পূর্বপ্রস্তুতি ও সাড়াদান দক্ষতার সাথে বাস্তবায়নের ফলে দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি বহুলাংশে কমিয়ে উন্নয়ন টেকসইকরণে ভূমিকা রাখা সম্ভব।
- জাতীয় দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় কেন্দ্রের মাধ্যমে সংকলিত দুর্যোগ সংক্রান্ত তথ্য "সরকারের তথ্যসূত্র" হিসেবে দেশী ও বিদেশী বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় ব্যবহার করা হয়।

পাশাপাশি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় দুর্যোগ পরবর্তী ক্ষয়ক্ষতির তথ্যসমূহ সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে প্রক্রিয়াকরণ এবং সংরক্ষণ করা প্রয়োজন মনে করছে। এ জন্য online এ software ব্যবস্থার উন্নয়ন করে জাতীয় পর্যায় থেকে ইউনিয়ন পর্যায়ের সংশ্লিস্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে অন্তর্ভূক্ত করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। বাংলাদেশে দুর্যোগের পূর্বাভাস/আগাম তথ্য প্রদান, দুর্গতদের উদ্ধার, মানবিক সহায়তা এবং পুনর্বাসন কার্যক্রমসহ এ সংক্রান্ত তথ্য ব্যবস্থাপনার জন্য software development এর কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে।

NDRCC'র কার্যক্রমসমূহঃ

১) বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর ও বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র থেকে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের পূর্বাভাস/আগাম তথ্য টেলিফোন, ফ্যাক্স, ইমেইল/ ক্ষুদে বার্তা এর মাধ্যমে সংগ্রহ এবং সংশিষ্ট ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বরাবরে দ্রুতপ্রেরণ করণ। একই সাথে সরকারের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনাসমুহও প্রেরণ করণ।

২) দুর্যোগের পূর্বাভাস ও দেশের সকল নদ-নদীর অবস্থা সংক্রান্ত তথ্য সমন্বিত প্রতিবেদন তৈরী এবং বিভিন্ন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করণ।

৩) ঘূর্ণিঝড়, বন্যা ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতির তথ্য সংগ্রহপূর্বক জেলাওয়ারী ক্ষয়ক্ষতির বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রণয়ন ও এ মন্ত্রণালয় হতে ত্রাণ সামগ্রী বরাদ্দের বিবরণ তৈরী করাসহ সরকারের উচ্চ পর্যায়ে অবহিতকরণ সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পন্ন করণ।

৪) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রনালয়ের বিভিন্ন শাখা কর্তৃক জারীকৃত ত্রাণ সামগ্রী / অর্থের বরাদ্দের তথ্য বেতার/ টেলিফোন/ ফ্যাক্স/ইমেইল/ক্ষুদে বার্তা' এর মাধ্যমে জেলা পর্যায়ে প্রেরণ।

৫) বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর, স্পারসো, বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রে, ডিজাষ্টার ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সেন্টার, ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, সিটি কর্পোরেশন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সাথে দুর্যোগ সংক্রান্ত তথ্যের আদান প্রদান সমন্বয় করণ।

৬) ঘূর্ণিঝড়/ জলোচ্ছ্বাস/ সুনামী/ ভূমিকম্প/ অগ্নিকান্ড/ খরা/ বন্যা প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংক্রান্ত তথ্য বেতার/টেলিফোন/ফ্যাক্স/ইমেইল/ক্ষুদে বার্তা'র মাধ্যমে সংগ্রহ এবং সংশিষ্ট ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বরাবরে প্রেরণ সংক্রান্ত কার্যাবলী।

৭) বন্যার পূর্বাভাস ও দেশের সকল নদ-নদীর অবস্থা সংক্রান্ত প্রতিবেদন তৈরী এবং বিভিন্ন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করণ।

৮) ভূমিকম্প সংঘটিত হওয়ার সংবাদ প্রাপ্তির সাথে সাথে সংশিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ পূর্বক উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট অবহিতকরণ।

৯) সুনামী পূর্বাভাস এবং এ সংক্রান্ত তথ্যাদি গ্রহণের সাথে সাথে উর্ধ্বতন ও সংশ্লিষ্ট স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে অবহিতকরণ।

১০) আবহাওয়ার পূর্বভাস/ বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপের সৃষ্টি হলে নিম্নচাপ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করতঃ তাৎক্ষনিকভাবে উর্দ্ধতন ও সংশিষ্ট স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে অবহিতকরণ এবং এই বিষয়ে সরকারের উচ্চ পর্যায়ের নির্দেশ/ সিদ্ধান্তসমূহ সংশ্লিষ্ট দপ্তর/জেলাসমূহে প্রেরণ।

১১) ঘূর্ণিঝড়/ সুনামী/ ভূমিকম্প/ বন্যা ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতির তথ্য সংগ্রহ পূর্বক জেলাওয়ারী ক্ষয়ক্ষতির বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রণয়ন ও এ মন্ত্রণালয় হতে ত্রাণ সামগ্রী বরাদ্দের বিবরণ তৈরী করাসহ সরকারের উচ্চ পর্যায়ে অবহিতকরণ সংক্রান্ত কার্যাবলী।

১২) ই-মেইল/ ফ্যাক্সের মাধ্যমে দেশ বিদেশে দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ উত্তর সময়ে দুর্যোগ সংক্রান্ত তথ্য বিনিময়।

১৩) COVID-19 সংক্রমনের ক্ষয়ক্ষতি সংক্রান্ত তথ্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিতকরণ।

১৪) NDRCG- National Disaster Response Co-ordination Group-কে সাচিবিক সহায়তা প্রদান এবং প্রয়োজনে সভা আহ্বান করা।

১৫) সিভিল মিলিটারী Co-ordination এ সহায়তা প্রদান (জরুরী ত্রাণ কার্য সম্পাদনের সময়)।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ এনামুর রহমান ঢাকায় দৈনিক কালের কণ্ঠের সম্মেলন কক্ষে 'ভূমিকম্পের ঝুঁকি ও প্রস্তুতি' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে বক্তৃতা করেন (বুধবার, ১৬ জুন ২০২১)-পিআইডি

৪.৫ প্রশাসন অনুবিভাগ

৪.৫.১ সাধারণ প্রশাসন

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন অধিশাখা তথ্য অধিকার আইন, মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তরে ন্যস্তকৃত কর্মকর্তাদের (প্রেষণে/সংযুক্তি) অভ্যন্তরীন পদায়ন/অবমুক্তি, ১১-২০ তম গ্রেডের কর্মচারী নিয়োগ, ঋণ মঞ্জুরী, ভবিষ্য তহবিল হতে অগ্রিম উত্তোলন মঞ্জুরী, পদোন্নতি, বিভাগীয় ব্যবস্থা, শ্রান্তি বিনোদন ছুটি ও ভাতা মঞ্জুরী, ছুটি লিয়েন, বাসা বরাদ্দ, লাম্প গ্রান্ট এমাউন্ট মঞ্জুরী, না-দাবী প্রত্যয়নপত্র প্রদান, পেনশন ও আনুতোষিক ভাতা মঞ্জুরী এবং অবসর প্রদানসহ জনপ্রশাসন বিষয়ক যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে। এছাড়া তাৎক্ষণিকভাবে কর্তৃপক্ষের আদেশক্রমে অন্যান্য কার্যাদি নিষ্পন্ন করা হয়ে থাকে।

২০২০-০২১ অর্থ বছরে এ অধিশাখা হতে নিম্নবর্ণিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমসমূহ সম্পাদিত হয়েছে-

১. বিভিন্ন গ্রেডের (১১ তম হতে ২০ তম) ৩৯ জন কর্মচারী নিয়োগ প্রদানের লক্ষ্যে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে।

২. প্রশাসনিক কর্মকতা পদে ০৫ জন, ব্যক্তিগত কর্মকতা পদে ০৪ জন, সুপারিনটেনডেন্ট পদে ০৪ জন, অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদে ০২ জন এবং ক্যাশ সরকার পদে ০১ জন কর্মচারীকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া জাতীয় বেতন স্কেল ২০১৫ অনুযায়ী চাকুরির ১০ বছর পূর্তিতে অডিটর ০৬ জন, ড্রাইভার ০২ জন এবং অফিস সহায়ক ০৩ জন কর্মচারীকে উচ্চতর গ্রেডে প্রদান করা হয়েছে।

৩. ১ম শ্রেণীর ০৩ জন কর্মকর্তার অনুকূলে পেনশন ও আনুতোষিক মঞ্জুরীর লক্ষ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে অগ্রায়ন করা হয়।

৪. মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের ৫২ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর অনুকূলে শ্রান্তি বিনোদন ছুটি এবং মন্ত্রণালয়ের ২ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর অনুকূলে অর্জিত ছুটি মঞ্জুর করা হয়েছে।

৪.৫.২ অডিট অধিশাখা

নিরীক্ষা কার্যক্রমের বার্ষিক বিবরণী

ক্রমিক নং	মন্ত্রণালয়/বিভাগ সমূহের নাম	অডিট আপত্তি (নতুন আপত্তি সহ)			নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
		সংখ্যা	টাকার পরিমান (কোটি টাকায়)	ব্রডশীটে জবাবের সংখ্যা	সংখ্যা	টাকার পরিমান (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	টাকার পরিমান (কোটি টাকায়)
	১	২	৩	৬	৭	৮	৯	১০
০১	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় (সংবিধিবদ্ধ অডিট আপত্তি)	২০১৭	২২১৮.৮৮	৩৫	৭৩৯	৮৯.৫৬	১২৭৮	২১২৯.৩২
০২	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় (অভ্যন্তরীণ অডিট আপত্তি)	৪০৭৯	২১৩.৪৬	১০৪	৯৪২	২৯.৮২	৩১৩৭	১৮৩.৬৪
	সর্বমোট	৬০৯৬	২৪৩২.৩৪	১৩৯	১৬৮১	১১৯.৩৮	৪৪১৫	২৩১২.৯৬

৪.৬ বাজেট, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কার্যক্রম

৪.৬.১ পরিকল্পনা অধিশাখা

২০২০-২১ অর্থ বছরে পরিকল্পনা অধিশাখা হতে এ মন্ত্রণালয়ের ০১ (একটি) টি নতুন প্রকল্প অনুমোদিত হয়। পরিকল্পনা অধিশাখা হতে ২০২০-২১ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্প এবং অনুন্নয়ন বাজেটে অন্তর্ভুক্ত কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতির ওপর ১২টি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। মাসিক ও ত্রৈমাসিক রিপোর্ট IMED তে যথাসময়ে প্রেরণ করা হয়। বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের ষ্টিয়ারিং কমিটির সভা নিয়মিত আহ্বান করা হয় এবং সভায় সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ করা হয়। এ ছাড়া এ অধিশাখার কর্মকর্তারা নিয়মিত প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করেন, পরিদর্শন প্রতিবেদন দাখিল এবং অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করেন ।

২০২০-২১ অর্থ বছরে মূল ADP তে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের ১৩ টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ ছিল ১৬৮৯ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা। যার মধ্যে জিওবি ১৩৯৮ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা ও প্রকল্প সাহায্য ২৯১ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকা। অপরদিকে, জুন ২০২১ পর্যন্ত মোট ব্যয় হয়েছে ১৫৩৮ কোটি ০৮ লক্ষ টাকা, যার মধ্যে জিওবি ১৩২৬ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা ও প্রকল্প সাহায্য ২১১ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা এবং মন্ত্রণালয়ের আর্থিক অগ্রগতি ৯১.০২%, যার মধ্যে জিওবি ৯৭.০২% ও প্রকল্প সাহায্য ৭২.৫৬%।

৪.৬.২ প্রকৌশল সেল

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর কর্তৃক ৬টি অবকাঠামো নির্মাণধর্মী প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে। এগুলো হলোঃ (১) "গ্রামীণ রাস্তায় ১৫ মিটার দৈর্ঘ্য পর্যন্ত সেতু/কালভার্ট নির্মাণ, (২) গ্রামীণ মাটির রাস্তাসমূহ টেকসই করণের লক্ষ্যে হেরিং বোন বন্ড (এইচবিবি) করণ (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প, (৩) বাংলাদেশ উপকূলীয় ও ঘূর্ণিঝড় প্রবণ এলাকায় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প, (৪) বন্যা প্রবণ ও নদী ভাংগন এলাকায় বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ (৩য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প, (৫) "জেলা ত্রাণ গুদাম কাম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্যকেন্দ্র নির্মাণ"-শীর্ষক প্রকল্প এবং (৬) "মুজিব কিল্লা নির্মাণ, সংস্কার ও উন্নয়ন"- শীর্ষক প্রকল্প। এ প্রকল্পগুলির ড্রইং, ডিজাইন, প্রাক্কলন ও এলজিইডি/পিডব্লিউডি এর রেট সিডিউল অনুযায়ী ঠিক আছে কি না তা পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়। প্রতি মাসে মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প পরিদর্শন করে প্রকল্পের নির্মাণ কাজের গুণগতমান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করে সুপারিশ করা হয়। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রেও প্রকল্প স্থান নির্বাচন, মাটি পরীক্ষা ও নকশা প্রণয়ন

সংক্রান্ত সুপারিশ করা হয়। বন্যা ও ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের নির্মাণ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাবলী সংগ্রহ করা হয়। জাতীয় সংসদের পশ্নোত্তরসহ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। বিভাগ ও জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের প্রকল্প পরিদর্শনের সুপারিশের ভিত্তিতে প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কাজ হচ্ছে কিনা তা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিকট প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয় এবং তা যাচাই করা হয়।

৪.৬.৩ বাজেট অধিশাখা

২০২০-২১ অর্থবছরে মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দ এবং তার বিপরীতে প্রকৃত ব্যয়

মন্ত্রণালয়/বিভাগ: ৪৯- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

প্রতিষ্ঠানিক কোড	পরিচালন ইউনিট	বিবরণ	বাজেট	সংশোধিত	অর্থ বিভাজন	প্রকৃত ব্যয়
১৪৯০১০১	সচিবালয়	অফিসার বেতন	৭,০০,০০	৭,০০,০০	৭,০০,০০	৬,৬৭,২৮
		প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের বেতন	২,১০,০০	২,১০,০০	২,১০,০০	১,৫৫,৪১
		ভাতাদি	৬,৩৫,০৬	৫,৩৮,৩৯	৫,৩৮,৩৯	৪,৭৫,৯৩
		সরবরাহ ও সেবা	১১,৪৩,০০	১৪,০৬,০০	১৪,০৬,০০	৫,১৬,৯৮
		মেরামত ও সংরক্ষণ	৩৮,১৬১	৪০,০৬১	৪০,০৬১	৩০,১৬৩
উপমোট			৩০,৬৯,৬৭	৩২,৫৫,০০	৩২,৫৫,০০	২১,১৬,৯৪
মূলধন		সম্পদ সংগ্রহ/ক্রয়	৯৮,৫০০	১১০,০০০	০০	০০
		সরকারি কর্মচারীদের জন্য ঋণ ও অগ্রিম	১৩,০০	৫,০০	০০	০০
মোট মূলধন			৯৯,৮০০	১১০,৫০০	০০	০০
মোট			৪০,৬৭,৬৭	৪৩,৬০,০০	৩২,৫৫,০০	২১,১৬,৯৪

৪.৭ আইন অধিশাখা

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মামলা সংক্রান্ত বিবরণীঃ

ক্রমিক নং	মামলার ধরণ	পুঞ্জিভূত মামলার সংখ্যা	২০২০-২১ অর্থ বছরে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	মোট মামলার সংখ্যা	মোট নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	২০২০-২১ অর্থ বছরে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	বর্তমানে অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১।	রীট পিটিশন	৬৭টি	১২টি	৭৯টি	৫টি	৬টি	৭৩টি	
২।	সিপিএলএ	২৪টি	-	২৪টি	-	-	২৪টি	
৩।	প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল	১২টি	৩টি	১৫টি	৫টি	৬টি	৯টি	
৪।	প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনাল	৫টি	১টি	৬টি	১টি	১টি	৫টি	
৫।	কনটেম্পট মামলা	৭টি	৪টি	১১টি	০	০	১১টি	
	মোট	১১৫টি	২০টি	১৩৫টি	১১টি	১৩টি	১২২টি	

৪.৮ প্রশিক্ষণ অধিশাখা

মন্ত্রণালয়ের বৈদেশিক ও অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত সময়ে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ ও অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীগণের সংখ্যা নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	মাস	অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ		মন্তব্য
		বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	
০১।	জুলাই/২০২০	অনলাইন প্রশিক্ষণ ০২ জন	০০	
০২।	আগস্ট/২০২০		৭২	
০৩।	সেপ্টেম্বর/২০২০		৮৫	
০৪।	অক্টোবর/২০২০		৮৯	
০৫।	নভেম্বর/২০২০	অনলাইন প্রশিক্ষণ ০২ জন	-	
০৬।	ডিসেম্বর/২০২০		২৩০	
০৭।	জানুয়ারি/২০২১		৩৯	
০৮।	ফেব্রুয়ারি/২০২১		১১৭	
০৯।	মার্চ/২০২১		৫৫	
১০।	এপ্রিল/২০২১		০০	
১১।	মে/২০২১		৫৪	
১২।	জুন/২০২১		৬৪	
	মোট=	০৪	৮০৫	

৪.৯ সংসদ, সমন্বয় ও মিডিয়া অনুবিভাগ

সমন্বয়, সংসদ ও মিডিয়া অনুবিভাগ হতে এ মন্ত্রণালয়ের মাসিক সমন্বয় সভা আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন অনুবিভাগের মধ্যে সমন্বয়যোগ্য বিষয়াদি নিস্পত্তি করা, এ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তসমূহ, জেলা প্রশাসক সম্মেলনের সিদ্ধান্তসমূহ, সচিব সভার সিদ্ধান্তসমূহ প্রভৃতির বাস্তবায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুত ও সংশ্লিষ্ট অফিসে প্রেরণ, প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা ও সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন, জাতীয় সংসদের প্রশ্নোত্তর সংগ্রহ ও জবাব প্রস্তুত, রাষ্ট্রপতির ভাষণের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি, অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতা প্রভৃতির তথ্যাদি সংগ্রহ, প্রতিবেদন প্রস্তুত এবং প্রেরণ করা এ অনুবিভাগের কাজ। এ ছাড়া দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভার সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতির ওপর প্রতিবেদন প্রস্তুত ও প্রেরণ এ অনুবিভাগ থেকেই করা হয়ে থাকে।

১১ম জাতীয় সংসদে এ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির বৈঠক/ সভা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়েছে। সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া জেলা প্রশাসক সম্মেলনের স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে স্বল্পমেয়াদী সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং দীর্ঘমেয়াদী সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা ও সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ অনুবিভাগের মিডিয়া সেলের মাধ্যমে "দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বার্তা" প্রকাশ করা হচ্ছে।

৪.১০ শরণার্থী বিষয়ক সেলের কার্যক্রম

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কক্সবাজার ও নোয়াখালী জেলার ভাসানচরে অবস্থানরত বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের মানবিক সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনা করে। Allocation of Business among the Different Ministries and Divisions (Schedule I of the Rules of Business, 1996)-এ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের ২১ নম্বর ক্রমিকে বর্ণিত "Implementation of the refugee related programmes" অনুসারে এ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। মন্ত্রণালয়ের শরণার্থী বিষয়ক সেলের মাধ্যমে এ কার্যক্রম তদারকি, পরিবীক্ষণ ও নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়ে থাকে। মাঠপর্যায়ে এ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত সংস্থা শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনারের কার্যালয় মানবিক সহায়তার এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে।

১৯৯১-৯২ সাল হতে ২৫ আগস্ট ২০১৭ এবং এর পরবর্তী সময়ে মিয়ানমার হতে আগত প্রায় ১১ লক্ষ বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিক কক্সবাজারের উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলার প্রায় ৬৫০০ একর জায়গায় ৩৪ টি ক্যাম্পে বসবাস করছে। বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পরম মমতায় এ সকল নাগরিকদের আশ্রয় দিয়ে বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম মানবিক বিপর্যয় রোধ করেন। আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা রক্ষা ও মানবিক বিপর্যয় রোধ করে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মানবিকতা, কুটনৈতিক বিচক্ষণতা ও মানবসৃষ্ট এ দুর্যোগ মোকাবিলায় সফল নেতৃত্ব সারা বিশ্ব অকুণ্ঠচিত্তে প্রশংসা করে এবং বাংলাদেশকে উদার সমর্থন দেয়। সুইজারল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম, তুরস্ক, আমেরিকা, জার্মানি, কানাডা, মালয়েশিয়া, সৌদি আরবসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান, সরকার প্রধান, মন্ত্রীবর্গ এবং জাতিসংঘ, বিশ্বব্যাংক, বিশ্ব খাদ্য সংস্থা, ইউএনএইচসিআর, আইওএমসহ পৃথিবীর প্রধান প্রধান আন্তর্জাতিক সংস্থার কর্ণধারগণ বাংলাদেশ সফর করেন ও শেখ হাসিনা সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বাংলাদেশের অবস্থানের প্রতি তাঁদের দৃঢ় সমর্থন ব্যক্ত করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় নির্দেশনা অনুসারে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এ সকল 'বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিক'-দের মানবিক সহায়তার কার্যক্রম সমন্বয় ও সম্পাদন করে আসছে। বাংলাদেশ সরকার জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সহযোগিতায় প্রায় ১১ লক্ষ বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের নিত্যদিনের সকল প্রকার মৌলিক চাহিদা, নিরাপত্তা ও মানবিক মর্যাদা নিশ্চিত করে আসছে। শরণার্থী বিষয়ক সেলের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনারের কার্যালয় এ দায়িত্ব পালন করছে। কক্সবাজারের বিভিন্ন ক্যাম্পে অবস্থানরত বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের জন্য মানবিক সহায়তা পরিচালনা বিষয়ে ১৯৯২ সাল হতে বাংলাদেশ সরকার ও ইউএনএইচসিআর এর মধ্যে প্রতিবছর Project Partnership Agreement (PPA) স্বাক্ষর করা হয়। এ চুক্তির আলোকেই শরণার্থী বিষয়ক সেলের মাধ্যমে বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের জন্য মানবিক সহায়তা কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে।

৪.১০.১ ক্যাম্পে সংঘটিত দুর্যোগ

কক্সবাজারের টেকনাফ ও উখিয়া উপজেলায় মাত্র ৬৫০০ একর জমিতে প্রায় ১১ লক্ষ বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিক বসবাস করে। জনসংখ্যার অতি ঘনবসতি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রতিনিয়ত এখানে দুর্ঘটনা ঘটে। বিগত ২২ মার্চ ২০২১ তারিখে আগুনে বালুখালী ক্যাম্পে প্রাণহানি ঘটে এবং বহু শেল্টার পুড়ে যায়। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয় তাৎক্ষনিক দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

২২ মার্চ ২০২১ তারিখে বালুখালি ক্যাম্পে সংঘটিত অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্ত ক্যাম্পের চিত্র

বালুখালি ক্যাম্পে সংঘটিত অগ্নিকান্ডে ক্যাম্পের অবস্থা পরিদর্শনে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ মোহসীন

৪.১০.২ কক্সবাজার হতে নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলার ভাসানচরে স্থানান্তর

কক্সবাজারে অতি ঘনবসতির কারণে ঝুঁকিপূর্ণভাবে বসবাসরত ১,০০,০০০ বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের নোয়াখালী জেলার ভাসানচরে স্থানান্তরের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এজন্য বাংলাদেশ সরকার নিজস্ব অর্থায়নে আশ্রয়ন-৩ প্রকল্পের (বাংলাদেশ নৌবাহিনী) মাধ্যমে প্রায় ৩ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত আশ্রয়কেন্দ্র গড়ে তুলেছে। এখানে ১২০টি ক্লাস্টারে সকল সুযোগসুবিধা সম্বলিত ১ লক্ষ লোকের বাসস্থান এবং ৪ তলা বিশিষ্ট ১২০ টি বহুমুখী সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণ করা হয়েছে। গত ০৩ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে মোট ১৬৮০ জন বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত নাগরিকদের ভাসানচরে স্থানান্তর করা হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রায় মোট ১৯ হাজার বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের ভাসানচরে স্থানান্তর করা হয়েছে।

ভাসানচরে স্থানান্তর কার্যক্রম

ভাসানচরে জাতিসংঘ সংস্থাসমূহকে সম্পৃক্তকরণের অংশ হিসেবে বিগত ০৩ এপ্রিল ২০২১ তারিখ পররাষ্ট্র সচিব (সিনিয়র সচিব), পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে বাংলাদেশস্থ যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া সহ মোট ১০ সদস্যের একটি কুটনৈতিক প্রতিনিধিদল ভাসানচর পরিদর্শন করেন।

ভাসানচরে কূটনৈতিক প্রতিনিধিবৃন্দের হস্তশিল্প কার্যক্রম পরিদর্শন

ভাসানচরের সুযোগ-সুবিধা এবং অন্যান্য বিষয়াদি পর্যবেক্ষণের জন্য বিগত ১৬-২০ মার্চ ২০২১ তারিখে বাংলাদেশস্থ জাতিসংঘ সংস্থাসমূহের ১৮ সদস্যের একটি দল ভাসানচর পরিদর্শন করে। ২৮ মার্চ ২০২১ তারিখে OIC-এর একটি প্রতিনিধিদল ও ৩১ মে ২০২১ তারিখে জাতিসংঘের ২ জন শরণার্থী বিষয়ক সহকারী হাই কমিশনার Ms. Gillian Triggs ও Mr. Raouf Mazou ভাসানচর পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনের পর কক্সবাজার থেকে ভাসানচরে রোহিঙ্গাদের স্থানান্তর বিষয়ে সকলেই ইতিবাচক মনোভাব ব্যক্ত করেন।

মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন কর্তৃক জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সহকারী হাই কমিশনার Ms. Gillian Triggs ও Mr. Raouf Mazou-এঁর উপস্থিতিতে প্রেস ব্রিফ

ভাসানচরে 'বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিক'দের মানবিক সহায়তা কার্যক্রমে জাতিসংঘের সংস্থাসমূহকে সম্পৃক্তকরণের নিমিত্ত প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে গঠিত কমিটির কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং ভাসানচর বিষয়ে বাংলাদেশ সরকার ও জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাই কমিশনার কার্যালয়ের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

৪.১০.৩ শরণার্থী বিষয়ক সেলের ভূমিকা

- বিভিন্ন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে যোগাযোগ রক্ষা ও প্রয়োজনীয় চুক্তি/সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরকরণ।
- মাঠ পর্যায়ে চলমান মানবিক সহায়তা কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও সমন্বয় সাধন।
- মাঠ পর্যায়ে চলমান কার্যক্রম পরিচালনায় প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান।
- বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিদের জন্য প্রেরিত খাদ্য ও ত্রাণ সহায়তার শুল্কমুক্ত ছাড়করণের জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশ/অনুমতি প্রদান।
- মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশনাবলি প্রতিপালন।
- শরণার্থী বিষয়ক সেলে এবং শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনারের কার্যালয়ে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশাসনিক কার্যক্রম।

কক্সবাজারের ক্যাম্প পরিদর্শনে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ মোহসীন

৪.১০.৪ প্রত্যাবাসনেই স্থায়ী সমাধান

মিয়ানমারের সাথে ২০১৭ ও ২০১৮ সালে বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের প্রত্যাবাসন বিষয়ে ২টি দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়। চুক্তি অনুসারে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের তালিকা হস্তান্তরসহ সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা স্বত্ত্বেও মিয়ানমার পক্ষ প্রত্যাবাসনের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টিতে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। বিভিন্ন অজুহাতে তারা প্রত্যাবাসনকে বিলম্বিত করছে। মিয়ানমারের সাথে দ্বি-পাক্ষিকভাবে এ সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টার পাশাপাশি সংকটের স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে মিয়ানমারের উপর চাপ সৃষ্টির জন্য জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক অঙ্গনের সকল পর্যায়ে বাংলাদেশ নিবিড়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত এ সকল মিয়ানমার নাগরিকদের এ সংকটের স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭২তম, ৭৩তম ও ৭৪ তম অধিবেশনে জোরালো বক্তব্য রাখেন। তিনি জানান, মিয়ানমারে এ সমস্যার সৃষ্টি। মিয়ানমারকেই এ সমস্যার সমাধান করতে হবে। বিশ্ব শান্তি নিশ্চিত করার জন্য মিয়ানমারকে অবশ্যই তাদের এ সকল নাগরিকদের ফেরত নিতে হবে।

বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের সংকটে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অসামান্য মানবিকতার স্বীকৃতিস্বরূপ আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম কর্তৃক তাঁকে Mother of Humanity উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে। দূরদর্শী নেতৃত্ব, মানবিকতা ও সুবিবেচনাপ্রসূত নীতি গ্রহণের জন্য তিনি Inter Press Service (IPS) International Achievement Award এবং 2018 Special Distinction Award for Leadership-এ ভূষিত হন।

জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থা ইউএনএইচসিআর এর সহকারী হাইকমিশনার Gillian Triggs ও Raouf Mazou এর নেতৃত্বে প্রতিনিধিদল ভাসানচরে বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের সাথে কথা বলেন।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর

প্রশাসন অনুবিভাগ

৫.১ জনবল কাঠামো

একটি কার্যকর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাঠামো তৈরি করার বিষয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২ তে নির্দেশনা রয়েছে। সে লক্ষ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর সৃষ্টি হওয়ার পর অধিদপ্তরের সংশোধিত জনবল কাঠামো তৈরির নিমিত্ত জনবল কাঠামোর একটি খসড়া দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। বর্তমানে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়, জেলা এবং উপজেলা কাঠামোতে সর্বমোট ২,৭১২ জন কর্মকর্তা/ কর্মচারীর পদ রয়েছে; তা নিম্নের ছকে দেয়া হলোঃ

ক্রমিক নং	পদের নাম	মঞ্জুরকৃত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্যপদ	
১.	মহাপরিচালক	০১	০১	০০	■ মামলা জনিত জটিলতার কারণে ১ম শ্রেণির উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তাদের ৫৫টি শূন্য পদে পদোন্নতি দেয়া সম্ভব হচ্ছেনা। ■ ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির (৮৩০+৬১)=৮৯১টি শূন্য পদের মধ্যে ৪৮৪টি কার্যসহকারির পদ মঞ্জুরি থাকলেও নিয়োগ বিধিতে উল্লেখ না থাকায় নিয়োগ কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছেনা। তবে কোভিড-১৯ মহামারি ক্রমান্বয়ে উন্নতি হওয়ায় ২০২টি শূন্য পদ পূরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষে ১৭-০৯-২০২১ খ্রি. চাকরি প্রার্থিদের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ক্রমান্বয়ে অবশিষ্ট শূন্য পদ পূরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।
২.	পরিচালক	০৮	০৬	০২	
৩.	উপপরিচালক	১৯	১৪	০৫	
৪.	নির্বাহী প্রকৌশলী	০২	০০	০২	
৫.	প্রোগ্রামার	০২	০১	০১	
৬.	জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা	৬৪	৫৫	১৩	
৭.	সহকারী পরিচালক	১৩	০১	১২	
৮.	কমিউনিকেশন মিডিয়া স্পেশালিস্ট	০১	০১	০০	
৯.	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	০১	০০	০১	
১০.	গবেষণা কর্মকর্তা	০২	০০	০২	
১১.	সহকারী প্রকৌশলী	০২	০১	০১	
১২.	প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (১ম শ্রেণি)	২০০	১৪৫	৫৫	
১৩.	প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (২য় শ্রেণি)	৩০৭	৩২০	শূন্য নাই (অতিরিক্ত ১৩ জন)	
১৪.	তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারী	১৩৮৯	৫৫৯	৮৩০	
১৫.	৪র্থ শ্রেণির কর্মচারী	৬৯৭	৬৩৬	৬১	
	সর্বমোট	২৭১২	১৭৪০	(৯৮৫-১৩)=৯৭২	

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের ২৬-০৮-২০২০ খ্রি. তারিখের ৫১.০১.০০০০.০০৪.১২.০০৭.১৯.৪৬৭ নং অফিস আদেশ মূলে ২১ জন এবং ২৪-১১-২০২০ খ্রি. তারিখের ৫১.০১.০০০০.০০৪.১২ .০০৭.১৯.৬৮১ নং অফিস আদেশ মূলে ১৭ জন অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিককে উচ্চমান সহকারী পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়।

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের ৩১-০৩-২০২১ খ্রি. তারিখের ৫১.০১.০০০০.০০৪.১১.০০৮.১৯.১৮৭ নং অফিস আদেশ মূলে ০৭ জন অফিস সহায়ক-কে অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়।

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের ০৯-১১-২০২০ খ্রি. তারিখের স্মারক নং- ৫১.০১.০০০০.০০৪.১১. ০৩৯.২০.৬৩৪ মূলে ০৮ জন উচ্চমান সহকারী, ৫১.০১.০০০০.০০৪.১১.০৩৯.২০.৬৩৫ স্মারক মূলে ০৯ জন বেতার যন্ত্রচালক, ৫১.০১.০০০০.০০৪.১১.০৩৯.২০.৬৩৬ স্মারক মূলে ৫২ জন অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, ৫১.০১.০০০০.০০৪.১১.০৩৯.২০.৬৩৭ স্মারক মূলে ০১ জন গাড়িচালক, ৫১.০১.০০০০.০০৪.১১.০৩৯.২০.৬৩৮ স্মারক মূলে ১৭ জন অফিস সহায়ক ও ৫১.০১.০০০০.০০৪.১১.০৩৯.২০.৬৩৯ স্মারক মূলে ১৮ জন নিরাপত্তা প্রহরী মোট ১০৫ জন কর্মচারী নিয়োগ করা হয়।

- শূন্য পদের ব্যাখ্যাঃ সহকারী পরিচালক এর ১২টি পদের মধ্যে ২০% হিসেবে ২টি পদ প্রশাসন ক্যাডার হতে প্রেষণে পূরণযোগ্য। অবশিষ্ট ১০টি পদের মধ্যে ৩য় শ্রেণির কর্মচারিদের মধ্যে হতে ৪০% হিসেবে ৫ জন এবং ২য় শ্রেণির উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তাদের মধ্যে হতে ৪০% হিসেবে ৫ জন পূরণযোগ্য। ইতোমধ্যে ১০ জন সহকারী পরিচালক এর শূন্য পদ পূরণের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।

  মামলা জনিত জটিলতার কারণে ১ম শ্রেণির উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তাদের ৫৫টি শূন্য পদে পদোন্নতি দেওয়া সম্ভব হচ্ছেনা।

  ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির (৮৩০+৬১)=৮৯১টি শূন্য পদের মধ্যে ৪৮৪টি কার্যসহকারীর পদ মজুরি থাকলেও নিয়োগ বিধিতে উল্লেখ না থাকায় নিয়োগ কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছেনা। তবে কোভিড-১৯ মহামারি ক্রমান্বয়ে উন্নতি হওয়ায় ২০২টি শূন্য পদ পূরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষে ১৭-০৯-২০২১ খ্রি. চাকরি প্রার্থিদের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ক্রমান্বয়ে অবশিষ্ট শূন্য পদ পূরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

৫.২ বাজেট বরাদ্দ

৫.২.১ ২০২০-২১ অর্থ বছরে বাজেটের বিভিন্ন খাতে বরাদ্দ প্রাপ্ত অর্থ, ব্যয়িত অর্থ ও অবশিষ্ট/ অনুত্তোলিত অর্থের বিবরণ ১৪৯০২০১-প্রধান কার্যালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরঃ

(অংক সমূহ হাজার টাকায়)

কোড নম্বর ও খাত	২০২০-২০২১ অর্থ বছরের বাজেট	২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ছাড়কৃত অর্থ	ibas++ ব্যয়	অবশিষ্ট/অনুত্তোলিত অর্থ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
৩১১১১০১ -মূল বেতন (অফিসার)	৫,৯৫,০০	৪,৯৫,১৮	৪,৯৫,১৮	৯৯,৮২	
৩১১১২০১- মূল বেতন (কর্মচারী)	৪,৯৫,০০	৩,৪৯,৭৭	৩,৪৯,৭৭	১,৪৫,২৩	
৩১১১৩০১- দায়িত্ব ভাতা	৩,০০	৭০	৭০	২,৩০	
৩১১১৩০২- যাতায়াত ভাতা	৫,৫০	৪,৪৫	৪,৪৫	১,০৫	
৩১১১৩০৬- শিক্ষা ভাতা	২০,০০	১৫,৪৫	১৫,৪৫	৪,৫৫	
৩১১১৩১০- বাড়ীভাড়া ভাতা	৪,০০,০০	৩,৪০,৮৫	৩,৪০,৮৫	৫৯,১৫	
৩১১১৩১১- চিকিৎসা ভাতা	৫৫,০০	৩৯,৪২	৩৯,৪২	১৫,৫৮	
৩১১১৩১২- মোবাইল/সেলফোন ভাতা	৩,৫০	২,১১	২,১১	১,৩৯	

(অংক সমূহ হাজার টাকায়)

কোড নম্বর ও খাত	২০২০-২০২১ অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দ	২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ছাড়কৃত অর্থ	ibas++ ব্যয়	অবশিষ্ট/অনুত্তোলিত অর্থ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
৩১১১৩১৩- আবাসিক টেলিফোন নগদায়ন ভাতা	৬,৫০	৫,০২	৫,০২	১,৪৮	
৩১১১৩১৪- টিফিন ভাতা	৫,৫০	২,৯৮	২,৯৮	২,৫২	
৩১১১৩১৬- ধোলাই ভাতা	২,০০	৭৬	৭৬	১,২৪	
৩১১১৩২৫- উৎসব ভাতা	১,৫০,০০	১,২২,৭৫	১,২২,৭৫	২৭,২৫	
*৩১১১৩২৭- অধিকাল ভাতা	৮০,০০	৬৫,৬০	৬৫,৬০	১৪,৪০	
৩১১১৩২৮- শ্রান্তি ও বিনোদন ভাতা	২৩,০০	১০,৭২	১০,৭২	১২,২৮	
৩১১১৩৩১- আপ্যায়ন ভাতা	১,৫০	৪২	৪২	১,০৮	
৩১১১৩৩২- সম্মানী ভাতা	২৫,০০	২১,৫৫	২১,৫৫	৩,৪৫	
৩১১১৩৩৫- বাংলা নববর্ষ ভাতা	১৫,০০	১১,৯৯	১১,৯৯	৩,০১	
৩১১১৩৩৮- অন্যান্য ভাতা	৫০	১৯	১৯	৩১	
৩১১১৩৪৪- খোরপোষ ভাতা (সাসপেনশন)	১০,০০	০	০	১০,০০	
উপমোট-নগদ মজুরী ও বেতনঃ	১৮,৯৬,০০	১৪,৮৯,৯১	১৪,৮৯,৯১	৪,০৬,০৯	
৩২১১১০২- পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী	৪,০০	৪,০০	৪,০০	০	
৩২১১১০৬- আপ্যায়ন ব্যয়	১০,০০	৪,১৪	৪,১৪	৫,৮৬	
৩২১১১১০- আইন সংক্রান্ত ব্যয়	১০,০০	১,৩৭	১,৩৭	৮,৬৩	
*৩২১১১১১- সেমিনার/কনফারেন্স ব্যয়	৩৫,০০	৯,০৭	৯,০৭	২৫,৯৩	
*৩২১১১১৩- বিদ্যুৎ	৪৫,০০	৪০,৮২	৪০,৮২	৪,১৮	
৩২১১১১৪- উপযোগ সেবা (Utility service) চার্জ	১,০০	২৪	২৪	৭৬	
*৩২১১১১৫- পানি	২০,০০	১৫,৩৩	১৫,৩৩	৪,৬৭	
৩২১১১১৬- কুরিয়ার	১,০০	০	০	১,০০	
৩২১১১১৭- ইন্টারনেট/ফ্যাক্স/ টেলেক্স	৫,০০	৪,৮৪	৪,৮৪	১৬	
*৩২১১১১৯- ডাক	৫০	৫০	৫০	০	
*৩২১১১২০- টেলিফোন	৫,০০	২,৭৫	২,৭৫	২,২৫	
*৩২১১১২৫- প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়	২০,০০	৯,৬৯	৯,৬৯	১০,৩১	
৩২১১১২৭- বইপত্র ও সাময়িকী	৪,০০	৩,৮১	৩,৮১	১৯	
৩২১১১৩০- যাতায়াত ব্যয়	৩,৮০	৮৫	৮৫	২,৯৫	
৩২১১১৩৪- শ্রমিক (অনিয়মিত) মজুরি	৬০,০০	৪৯,৮৯	৪৯,৮৯	১০,১১	
৩২১১১৩৫- নিয়োগ পরীক্ষা	১,৫০,০০	১,১৩,৪৩	১,১৩,৪৩	৩৬,৫৭	
উপমোট- প্রশাসনিক ব্যয়ঃ	৩,৭৪,৩০	২,৬০,৭৩	২,৬০,৭৩	১,১৩,৫৭	
৩২২১১০২- লাইসেন্স ফি	৩,০০	১৮	১৮	২,৮২	

(অংক সমূহ হাজার টাকায়)

কোড নম্বর ও খাত	২০২০-২০২১ অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দ	২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ছাড়কৃত অর্থ	ibas++ ব্যয়	অবশিষ্ট/অনুত্তোলিত অর্থ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
৩২২১১০৫- টেস্টিং ফি	১৫,০০	১৪,৮৯	১৪,৮৯	১১	
৩২২১১০৭- অনুলিপি ব্যয়	৫০	১৩	১৩	৩৭	
উপমোট- ফি, চার্জ ও কমিশন	১৮৫০	১৫,২০	১৫,২০	৩,৩০	
৩২৩১৩০১- প্রশিক্ষণ	২,০০,০০	১,৭১,৯৯	১,৭১,৯৯	২৮,০১	
উপমোট-প্রশিক্ষণঃ	২,০০,০০	১,৭১,৯৯	১,৭১,৯৯	২৮,০১	
৩২৪৩১০১- পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট	৬৩,২৫	৫৩,৯২	৫৩,৯২	৯,৩৩	
৩২৪৩১০২- গ্যাস ও জ্বালানী	৬০,০০	৫০,৭৮	৫০,৭৮	৯,২২	
উপমোট-পেট্রোল ওয়েল ও লুব্রিকেন্টঃ	১,২৩,২৫	১,০৪,৭০	১,০৪,৭০	১৮,৫৫	
৩২৪৪১০১- ভ্রমণ ব্যয়	৩২,৫০	২৯,৪২	২৯,৪২	৩,০৮	
উপমোট- ভ্রমণ ও বদলীঃ	৩২,৫০	২৯,৪২	২৯,৪২	৩,০৮	
৩২৫৫১০১- কম্পিউটার সামগ্রী	১০,০০	৬,৪৭	৬,৪৭	৩,৫৩	
৩২৫৫১০২- মুদ্রণ ও বাঁধাই	৬,০০	৫,৫৯	৫,৫৯	৪১	
৩২৫৫১০৪- স্ট্যাম্প ও সীল	৩০	২৭	২৭	৩	
৩২৫৫১০৫- অন্যান্য মনিহারি	১৭,০০	১৫,৫৮	১৫,৫৮	১,৪২	
উপমোট- মুদ্রণ ও মনিহারিঃ	৩৩,৩০	২৭,৯১	২৭,৯১	৫,৩৯	
৩২৫৬১০১- সাধারণ সরবরাহ	০	০			
২৫৬১০৬- পোশাক	১০,৭০	৭,৫২	৭,৫২	৩,১৮	
উপমোট- সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রীঃ	১০,৭০	৭,৫২	৭,৫২	৩,১৮	
৩২৫৭১০৩- গবেষণা ব্যয়	৩,০০	০	০	৩,০০	
৩২৫৭১০৫- উদ্ভাবন	৫,০০	৭৮	৭৮	৪,২২	
৩২৫৭১০৬- শুদ্ধাচার	৫,০০	২,৮২	২,৮২	২,১৮	
৩২৫৭৩০১- অনুষ্ঠান/উৎসবাদি	১৫,০০	১৩,৫২	১৩,৫২	১,৪৮	
উপমোট-পেশাগত সেবা সম্মানী ও বিশেষ ব্যয়ঃ	২৮,০০	১৭,১২	১৭,১২	১০,৮৮	
৩২৫৮- মেরামত ও সংরক্ষণ					
৩২৫৮১০১- মোটরযান	৩০,০০	২৯,৯৩	২৯,৯৩	৭	
৩২৫৮১০২- আসবাবপত্র	১,৫০	১,৪৭	১,৪৭	৩	
৩২৫৮১০৩- কম্পিউটার	৪,০০	৭১	৭১	৩,২৯	
৩২৫৮১০৫- অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	২,০০	১,০৩	১,০৩	৯৭	
৩২৫৮১০৭-অনাবাসিক ভবন	৩৪,৩১	২৯,৩৬	২৯,৩৬	৪,৯৫	
৩২৫৮১১৫-স্বাস্থ্য বিধান ও পানি সরবরাহ	২,০০	৫৬	৫৬	১,৪৪	
৩২৫৮১১৯- বৈদ্যুতিক স্থাপনা	৭,০০	৫,৯১	৫,৯১	১,০৯	

(অংক সমূহ হাজার টাকায়)

কোড নম্বর ও খাত	২০২০-২০২১ অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দ	২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ছাড়কৃত অর্থ	ibas++ ব্যয়	অবশিষ্ট/অনুত্তোলিত অর্থ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
৩২৫৮১৪০- মোটরযান রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়	১,১৫,০০	৮১,০০	৮১,০০	৩৪,০০	
উপমোট-মেরামত ও সংরক্ষণঃ	১,৯৫,৮১	১,৪৯,৯৭	১,৪৯,৯৭	৪৫,৮৪	
উপমোট-পণ্য ও সেবার ব্যবহারঃ	১০,১৬,৩৬	৭,৮৪,৫৬	৭,৮৪,৫৬	২,৩১,৮০	
*৩৮২১১০২- ভূমি উন্নয়ন কর	১৪,০০	০৫	০৫	১৩,৯৫	
*৩৮২১১০৩- গৌর কর	৭০,০০	৭০,০০	৭০,০০	০	
উপমোট-আবর্তক স্থানান্তর যা অন্যত্র শ্রেণিবদ্ধ নয়ঃ	৮৪,০০	৭০,০৫	৭০,০৫	১৩,৯৫	
উপমোট-আবর্তক ব্যয়ঃ	২৯,৯৬,৩৬	২৩,৪৪,৫২	২৩,৪৪,৫২	৬,৫১,৮৪	
৪১১২২০১- তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি সরঞ্জামাদি	২০,০০	১২,৯৪	১২,৯৪	৭,০৬	
৪১১২২০২- কম্পিউটার ও আনুষাংগিক	১২,৮৭	৫,৭৪	৫,৭৪	৭,১৩	
৪১১২৩০৪- প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি	৩,০০	০০	০০	৩,০০	
৪১১২৩০৫- অগ্নিনির্বাপক সরঞ্জামাদি	৩,০০	১,৯২	১,৯২	১,০৮	
৪১১২৩১০- অফিস সরঞ্জামাদি	৩,৫০	২৫	২৫	৩,২৫	
৪১১২৩১৪- আসবাবপত্র	৫,০০	৩,১৬	৩,১৬	১,৮৪	
উপমোট-যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদিঃ	৪৭,৩৭	২৪,০১	২৪,০১	২৩,৩৬	
উপমোট-অআর্থিক সম্পদঃ	৩০,৪৩,৭৩	২৩,৬৮,৫৩	২৩,৬৮,৫৩	৬,৭৫,২০	
মোট-প্রধান কার্যালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরঃ	৩০,৪৩,৭৩	২৩,৬৮,৫৩	২৩,৬৮,৫৩	৬,৭৫,২০	

১.২.২ ২০২০-২১ অর্থ বছরে বাজেটের বিভিন্ন খাতে বরাদ্দপ্রাপ্ত অর্থ, ব্যয়িত অর্থ ও অবশিষ্ট/ অনুত্তোলিত অর্থের বিবরণ ১৪৯০২০৩-উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসসমূহ:

(অংক সমূহ হাজার টাকায়)

কোড নম্বর ও খাত	২০২০-২০২১ অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দ	২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ছাড়কৃত অর্থ	ibas++ ব্যয়	অবশিষ্ট/অনুত্তোলিত অর্থ	মন্তব্য
১	২	৩		৪	৫
৩১১১১০১- মূলবেতন (অফিসার)	১৯,৫০,০০	১৯,৫০,০০	১২,৮৭,৩৮	৬,৬২,৬২	
৩১১১২০১- মূল বেতন (কর্মচারী)	১৪,৫০,০০	১৪,৫০,০০	৯,১৩,৮৪	৫,৩৬,১৬	
৩১১১৩০১- দায়িত্ব ভাতা	১,৫০	১,৫০	২৯	১,২১	
৩১১১৩০৬- শিক্ষা ভাতা	৭৭,০০	৭৭,০০	৩৫,০০	৪২,০০	
৩১১১৩০৯- পাহাড়ি ভাতা	৩৫,০০	৩৫,০০	১০,৫৩	২৪,৪৭	
৩১১১৩১০- বাড়ীভাড়া ভাতা	১১,৩০,০০	১১,৩০,০০	৮,০৮,৭৮	৩,২১,২২	
৩১১১৩১১- চিকিৎসা ভাতা	১,৯০,০০	১,৯০,০০	১,৩০,০৮	৫৯,৯২	
৩১১১৩১৪- টিফিন ভাতা	১৩,০০	১৩,০০	৬,৫০	৬,৫০	
৩১১১৩২৫- উৎসব ভাতা	৪,৫০,০০	৪,৫০,০০	৩,৩৩,৫১	১,১৬,৪৯	
০১১১৩২৮- শ্রান্তি ও বিনোদন ভাতা	৫০,০০	৫০,০০	৩৮,৩৯	১১,৬১	
৩১১১৩৩২- সম্মানী ভাতা	২,০০	২,০০	০	২,০০	
৩১১১৩৩৫- বাংলা নববর্ষ ভাতা	৫০,০০	৫০,০০	৩২,২৯	১৭,৭১	
৩১১১৩৩৮- অন্যান্য ভাতা	১,০০	১,০০	০৩	৯৭	
৩১১১৩৪৩- হাওড়/দ্বীপ/চরভাতা	১৫,০০	১৫,০০	৭,২২	৭,৭৮	
৩১১১৩৪৪- খোরপোষ ভাতা (সাসপেনশন)	৫০,০০	৫০,০০	৪,৮১	৪৫,১৯	
উপমোট-নগদ মজুরি ও বেতনঃ	৫৪,৬৪,৫০	৫৪,৬৪,৫০	৩৬,০৮,৬৫	১৮,৫৫,৮৫	
উপমোট-কর্মচারীদের প্রতিদান: (Compensation)	৫৪,৬৪,৫০	৫৪,৬৪,৫০	৩৬,০৮,৬৫	১৮,৫৫,৮৫	
*৩২১১১১৩- বিদ্যুৎ	৫৫,৪০	৫৫,৪০	৪৩,১৪	১২,২৬	
৩২১১১১৭- ইন্টারনেট/ফ্যাক্স/টেলেক্স	৩০,০০	০	০	৩০,০০	
*৩২১১১১৯- ডাক	১,৫০	১,৫০	৩৩	১,১৭	
*৩২১১১২০- টেলিফোন	১৫,০০	১৫,০০	১০,০৪	৪,৯৬	
৩২১১১৩১-আউট সোর্সিং	৯,৯৪,০০	৯,৯৪,০০	৮,৯৮,৫৩	৯৫,৪৭	
উপমোট- প্রশাসনিক ব্যয়:	১০,৯৫,৯০	১০,৬৫,৯০	৯,৫২,০৪	১,৪৩,৮৬	
৩২৪৪- ভ্রমণ ও বদলি					
৩২৪৪১০১- ভ্রমণ ব্যয়	২,৯৫,০০	২,৯৫,০০	২,৪৫,৩১	৪৯,৬৯	
উপমোট- ভ্রমণ ও বদলিঃ	২,৯৫,০০	২,৯৫,০০	২,৪৫,৩১	৪৯,৬৯	
৩২৫৫- মুদ্রণ ও মনিহারি					
৩২৫৫১০১- কম্পিউটার সামগ্রী	২১,২৫	২১,২৫	১৮,৩৩	২,৯২	
৩২৫৫১০৫-অন্যান্য মনিহারি	৪,০০,০০	৪,০০,০০	৩,৮৭,০৪	১২,৯৬	
উপমোট-মুদ্রন ও মনিহারিঃ	৪,২১,২৫	৪,২১,২৫	৪,০৫,৩৭	১৫,৮৮	

(অংক সমূহ হাজার টাকায়)

কোড নম্বর ও খাত	২০২০-২০২১ অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দ	২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ছাড়কৃত অর্থ	ibas++ ব্যয়	অবশিষ্ট/অনুত্তোলিত অর্থ	মন্তব্য
১	২	৩		৪	৫
৩২৫৮- মেরামত ও সংরক্ষণ					
৩২৫৮১০২- আসবাবপত্র	৩২,০০	৩২,০০	২৯,০৫	২,৯৫	
৩২৫৮১০৩-কম্পিউটার	১,১২,৫৯	১,১২,৫৯	৯৩,০৯	১৯,৫০	
উপমোট-মেরামত ও সংরক্ষণঃ	১,৪৪,৫৯	১,৪৪,৫৯	১,২২,১৪	২২,৪৫	
উপমোট-পণ্য ও সেবার ব্যবহারঃ	১৯,৫৬,৭৪	১৯,২৬,৭৪	১৭,২৪,৮৬	২,৩১,৮৮	
উপমোট- আবর্তক ব্যয়:	৭৪,২১,২৪	৭৩,৯১,২৪	৫৩,৩৩,৫১	২০,৮৭,৭৩	
৪০- মূলধন ব্যয়					
৪১- আর্থিক সম্পদ					
৪১১২- যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি					
৪১১২৩১৪- আসবাবপত্র	১,৩৫,০০	১,৩৫,০০	৯৬,৩৯	৩৮,৬১	
উপমোট- যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদিঃ	১,৩৫,০০	১,৩৫,০০	৯৬,৩৯	৩৮,৬১	
মোট-উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসসমূহ:	৭৫,৫৬,২৪	৭৫,২৬,২৪	৫৪,২৯,৯০	২১,২৬,৩৪	

৫.২.৩ ২০২০-২১ অর্থ বছরে বাজেটের বিভিন্ন খাতে বরাদ্দ প্রাপ্ত অর্থ, ব্যয়িত অর্থ ও অবশিষ্ট/ অনুত্তোলিত অর্থের বিবরণ ১৪৯০২০২- জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার কার্যালয়সমূহ:

(অংকে সমূহ হাজার টাকায়)

কোড নম্বর ও খাত	২০২০-২০২১ অর্থ বছরের বাজেট	২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ছাড়কৃত অর্থ	ibas++ ব্যয়	অবশিষ্ট/অনুত্তোলিত অর্থ	মন্তব্য
১	২	৩		৪	৫
৩১১১১০১- মূলবেতন (অফিসার)	৬,০৮,০০	৬,০৮,০০	৫,৫৯,৫৬	৪৮,৪৪	
৩১১১২০১- মূল বেতন (কর্মচারী)	৮,৭৫,০০	৮,৭৫,০০	৭,৬৮,৭০	১,০৬,৩০	
৩১১১৩০১- দায়িত্ব ভাতা	৩,০০	৩,০০	৩৬	২,৬৪	
৩১১১৩০২- যাতায়াত ভাতা	৩,০০	৩,০০	২,১১	৮৯	
৩১১১৩০৬- শিক্ষা ভাতা	৪০,০০	৪০,০০	২৪,৮৪	১৫,১৬	
৩১১১৩০৯- পাহাড়ি ভাতা	১০,০০	১০,০০	৫,৮০	৪,২০	
৩১১১৩১০- বাড়ীভাড়া ভাতা	৪,৮০,০০	৪,৮০,০০	৪,৩১,৬০	৪৮,৪০	
৩১১১৩১১- চিকিৎসা ভাতা	১,০৫,০০	১,০৫,০০	৭১,০৯	৩৩,৯১	
৩১১১৩১৪- টিফিন ভাতা	১২,০০	১২,০০	৭,৩৭	৪,৬৩	
৩১১১৩১৬- ধোলাই ভাতা	১০,০০	১০,০০	২,১৩	৭,৮৭	
৩১১১৩২৫- উৎসব ভাতা	১,৮৫,০০	১,৮৫,০০	১,৭১,৩৮	১৩,৬২	
৩১১১৩২৭- অধিকাল ভাতা	১,০০,০০	১,০০,০০	৯৭,২৩	২,৭৭	
০১১১৩২৮- শ্রান্তি ও বিনোদন ভাতা	৩০,০০	৩০,০০	১৯,৬৭	১০,৩৩	
৩১১১৩৩২- সম্মানী ভাতা	২,০০	২,০০	৩৯	১,৬১	
৩১১১৩৩৫- বাংলা নববর্ষ ভাতা	২৫,০০	২৫,০০	১৭,৫৫	৭,৪৫	
৩১১১৩৩৮- অন্যান্য ভাতা	১,০০	১,০০	২৭	৭৩	
৩১১১৩৪৩- হাওর/দ্বীপ/চরভাতা	১০,০০	১০,০০	০	১০,০০	
৩১১১৩৪৪- খোরপোষ ভাতা (সাসপেনশন)	৫,০০	৫,০০	০	৫,০০	
উপমোট-নগদ মজুরি ও বেতনঃ	২৫,০৪,০০	২৫,০৪,০০	২১,৮০,০৫	৩,২৩,৯৫	
উপমোট-কর্মচারীদের প্রতিদান (compensation)	২৫,০৪,০০	২৫,০৪,০০	২১,৮০,০৫	৩,২৩,৯৫	
৩২১১১১৩- বিদ্যুৎ	৩,০০	৩,০০	১,৫৩	১,৪৭	
৩২১১১১৭- ইন্টারনেট/ফ্যাক্স/টেলেক্স	১০,০০	০	০	১০,০০	
৩২১১১১৯- ডাক	২,০০	২,০০	১,৩১	৬৯	
৩২১১১২০- টেলিফোন	৫,০০	৫,০০	৫,০০	০	
উপমোট- প্রশাসনিক ব্যয়:	২০,০০	১০,০০	৭,৮৪	১২,১৬	
৩২৪৩- পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট					
৩২৪৩১০১- পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট	৭০,০০	৭০,০০	৬৪,০৫	৫,৯৫	
উপমোট- পেট্রোল, ওয়েল এন্ড লুব্রিকেন্ট:	৭০,০০	৭০,০০	৬৪,০৫	৫,৯৫	
৩২৪৪- ভ্রমণ ও বদলি					

(অংকে সমূহ হাজার টাকায়)

কোড নম্বর ও খাত	২০২০-২০২১ অর্থ বছরের বাজেট	২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ছাড়কৃত অর্থ	ibas++ ব্যয়	অবশিষ্ট/অনুত্তোলিত অর্থ	মন্তব্য
১	২	৩		৪	৫
৩২৪৪১০১- ভ্রমণ ব্যয়	৬৫,০০	৬৫,০০	৫৮,০৪	৬,৯৬	
উপমোট- ভ্রমণ ও বদলিঃ	৬৫,০০	৬৫,০০	৫৮,০৪	৬,৯৬	
৩২৫৫- মুদ্রণ ও মনিহারি					
৩২৫৫১০১- কম্পিউটার সামগ্রী	২০,৩৫	২০,৩৫	২০,০০	৩৫	
৩২৫৫১০৫- অন্যান্য মনিহারি	৪৩,০০	৪৩,০০	৪১,৪০	১,৬০	
উপমোট- মুদ্রন ও মনিহারি:	৬৩,৩৫	৬৩,৩৫	৬১,৪০	১,৯৫	
৩২৫৬- সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী					
৩২৫৬১০৬- পোশাক	৯,০০	৯,০০	৮,৮৫	১৫	
উপমোট-সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রীঃ	৯,০০	৯,০০	৮,৮৫	১৫	
৩২৫৮- মেরামত ও সংরক্ষণ					
৩২৫৮১০১- মোটরযান	৩০,০০	৩০,০০	২৮,৭১	২,২৯	
৩২৫৮১০২- আসবাবপত্র	১০,০০	১০,০০	৯,৩১	৬৯	
৩২৫৮১০৩- কম্পিউটার	২০,০০	২০,০০	১৭,০৩	২,৯৭	
৩২৫৮১০৮- অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা	৫০,০০	৫০,০০	২৪,৯৯	২৫,০১	
উপমোট- মেরামত ও সংরক্ষণঃ	১,১০,০০	১,১০,০০	৮০,০৪	২৯,৯৬	
উপমোট-পণ্য ও সেবার ব্যবহারঃ	৩,৩৭,৩৫	৩,২৭,৩৫	২,৮০,২২	৫৭,১৩	
৩৮- অন্যান্য ব্যয়					
৩৮২১- আবর্তক স্থানান্তর যা অন্যত্র শ্রেণীবদ্ধ নয়:					
*৩৮২১১০২- ভূমি উন্নয়ন কর	৯৫,০০	৯৫,০০	৯১,৭২	৩,২৮	
উপমোট- আবর্তক স্থানান্তর যা অন্যত্র শ্রেণী শ্রেণীবদ্ধ নয়:	৯৫,০০	৯৫,০০	৯১,৭২	৩,২৮	
উপমোট-অন্যান্য ব্যয়ঃ	৪,৩২,৩৫	৪,৩২,৩৫	৩,৭১,৯৪	৬০,৪১	
উপমোট- আবর্তক ব্যয়:	২৯,৩৬,৩৫	২৯,২৬,৩৫	২৫,৫১,৯৯	৩,৮৪,৩৬	
৪০- মূলধন ব্যয়					
৪১- অআর্থিক সম্পদ					
৪১১২- যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি					
৪১১২৩১৪- আসবাবপত্র	২০,০০	২০,০০	১৯,৫০	৫০	
উপমোট- যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদিঃ	২০,০০	২০,০০	১৯,৫০	৫০	
মোট-জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার কার্যালয়সমূহঃ	২৯,৫৬,৩৫	২৯,৪৬,৩৫	২৫,৭১,৪৯	৩,৮৪,৮৬	

৫.২.৪ ২০২০-২১ অর্থ বছরে বাজেটের বিভিন্ন খাতে বরাদ্দপ্রাপ্ত অর্থ, ব্যয়িত অর্থ ও অবশিষ্ট/ অনুত্তোলিত অর্থের বিবরণ ১৪৯০২০৪-মেট্রোথানা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসসমূহ:

(অংক সমূহ হাজার টাকায়)

কোড নম্বর ও খাত	২০২০-২০২১ অর্থ বছরের বাজেট	২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ছাড়কৃত অর্থ	ibas++ ব্যয়	অবশিষ্ট/অনুত্তোলিত অর্থ	মন্তব্য
১	২	৩		৪	৫
৩১১১১০১- মূলবেতন (অফিসার)	১৮,৩৫	১৮,৩৫	৭,৫৩	১০,৮২	
৩১১১২০১- মূল বেতন (কর্মচারী)	১৫,৯০	১৫,৯০	৫,৮০	১০,১০	
৩১১১৩০২- যাতায়াত ভাতা	৭৫	৭৫	১১	৬৪	
৩১১১৩০৬- শিক্ষা ভাতা	১,৪০	১,৪০	১২	১,২৮	
৩১১১৩১০- বাড়ীভাড়া ভাতা	১১,৮০	১১,৮০	৬,৭৫	৫,০৫	
৩১১১৩১১- চিকিৎসা ভাতা	২,২০	২,২০	৯০	১,৩০	
৩১১১৩১৪- টিফিন ভাতা	৩৫	৩৫	০৭	২৮	
৩১১১৩২৫- উৎসব ভাতা	৬,৬০	৬,৬০	১,৯৬	৪,৬৪	
০১১১৩২৮- শ্রান্তি ও বিনোদন ভাতা	১,০০	১,০০	০	১,০০	
৩১১১৩৩৫- বাংলা নববর্ষ ভাতা	১,৬০	১,৬০	১৯	১.৪১	
৩১১১৩৩৮- অন্যান্য ভাতা	৫	৫	০	০৫	
৩১১১৩৪৪- খোরপোষ ভাতা (সাসপেনশন)	৩৫	৩৫	০	৩৫	
উপমোট-নগদ মজুরি ও বেতনঃ	৬০,৩৫	৬০,৩৫	২৩,৪৩	৩৬,৯২	
উপমোট-কর্মচারীদের প্রতিদানঃ (Compensation)	৬০,৩৫	৬০,৩৫	২৩,৪৩	৩৬,৯২	
*৩২১১১১৩- বিদ্যুৎ	৩০	৩০	০	৩০	
*৩২১১১১৯- ডাক	১০	১০	০	১০	
*৩২১১১২০- টেলিফোন	১০	১০	৭	০৩	
৩২১১১৩১- আউট সোর্সিং	৬,০০	৬,০০	৯৭	৫,০৩	
উপমোট- প্রশাসনিক ব্যয়:	৬,৫০	৬,৫০	১,০৪	৫,৪৬	
৩২৪৪-ভ্রমণ ও বদলি					
৩২৪৪১০১- ভ্রমণ ব্যয়	২,৫০	২,৫০	২,৪১	০৯	
উপমোট- ভ্রমণ ও বদলিঃ	২,৫০	২,৫০	২,৪১	০৯	
৩২৫৫- মুদ্রণ ও মনিহারি					
৩২৫৫১০৫- অন্যান্য মনিহারি	৪,০০	৪,০০	২,৩২	১,৬৮	
উপমোট- মুদ্রন ও মনিহারিঃ	৪,০০	৪,০০	২,৩২	১,৬৮	
৩২৫৮- মেরামত ও সংরক্ষণ					
৩২৫৮১০২- আসবাবপত্র	১,৫০	১,৫০	১,৫০	০	
৩২৫৮১০৩-কম্পিউটার	৭৪	৭৪	৭২	০২	
উপমোট-মেরামত ও সংরক্ষণঃ	২,২৪	২,২৪	২,২২	০২	
উপমোট-পণ্য ও সেবার ব্যবহারঃ	১৫,২৪	১৫,২৪	৭,৯৯	৭,২৫	
উপমোট- আবর্তক ব্যয়:	৭৫,৫৯	৭৫,৫৯	৩১,৪২	৪৪,১৭	
৪০- মূলধন ব্যয়					
৪১- আর্থিক সম্পদ					
৪১১২- যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি					
৪১১২২০২- কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	৪,৭৬	২,৭০	৯০	৩,৮৬	
৪১১২৩১৪- আসবাবপত্র	১,০০	১,০০	৭৫	২৫	
উপমোট- যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি:	৫,৭৬	৩,৭০	১,৬৫	৪,১১	
সোট-মেট্রোথানা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসসমূহ:	৮১,৩৫	৭৯,২৯	৩৩,০৭	৪৮,২৮	

৫.৩ মুজিববর্ষ-২০২০ উপলক্ষ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম

৫.৩.১ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মশতবার্ষিকীতে এ অধিদপ্তরে মুজিব কর্ণার স্থাপন করা হয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থসহ তাঁর কর্ম ও মুক্তিযুদ্ধের সংগ্রামী জীবনের উপর ৫১৭টি বই ক্রয় করে মুজিব কর্নারে রাখা হয়েছে।

চিত্রঃ ০১ ডাঃ মোঃ এনামুর রহমান এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে স্থাপিত মুজিব কর্নার এর শুভউদ্বোধন।

চিত্রঃ ০২ ডাঃ মোঃ এনামুর রহমান এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও জনাব মোঃ মোহসীন, সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং জনাব মোঃ আতিকুল হক, মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর কর্তৃক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে স্থাপিত মুজিব কর্নার পরিদর্শন।

চিত্রঃ ০৩ ডাঃ মোঃ এনামুর রহমান এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে স্থাপিত মুজিব কর্নারের পরিদর্শন বইতে স্বাক্ষর।

চিত্রঃ ০৪ Delegates of Nepal Army Command and Staff College এর প্রতিনিধি দলের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে স্থাপিত মুজিব কর্নার পরিদর্শন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন এ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, জনাব মোঃ আতিকুল হক।

চিত্রঃ ০৫ Delegates of Nepal Army Command and Staff College এর প্রতিনিধি দলের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে স্থাপিত মুজিব কর্নার পরিদর্শন এবং দলনেতা কর্তৃক পরিদর্শন বইতে স্বাক্ষর। এ সময় উপস্থিত ছিলেন এ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, জনাব মোঃ আতিকুল হক ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

৫.৩.২ অধিদপ্তরের মিলনায়তনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে কর্মময় জীবন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে এ অধিদপ্তর ও মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের উপস্থিতিতে দোয়া ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

চিত্রঃ ০৬ জনাব মোঃ মোহসীন, সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ও জনাব মোঃ আতিকুল হক, মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর কর্তৃক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন।

চিত্রঃ ০৭ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে আলোচনা সভায় উপস্থিত জনাব মোঃ মোহসীন, সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ও জনাব মোঃ আতিকুল হক, মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর (বামে) এবং সভায় উপস্থিত কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণ।

ত্রাণ অনুবিভাগ

৬.১ ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ত্রাণ কার্যক্রম

বাংলাদেশ একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ দেশ। প্রতি বছর কোন না কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয়ে থাকে। এদেশে বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন দুর্যোগ হয়ে থাকে। কালবৈশাখি ঝড়, ভূমিকম্প, ভবন ধস, পাহাড় ধস, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, টর্নেডো, বজ্রপাত, ভূমিকম্প, খরা, বন্যা, অগ্নিকান্ড, অতিবৃষ্টি, জলাবদ্ধতা ইত্যাদি প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগ প্রতিনিয়ত সংঘটিত হয়। সংঘটিত দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত দু:স্থ জনগণের পাশে উপস্থিত হয়ে খাদ্য সহায়তা প্রদান ও গৃহহারা মানুষের ঘরবাড়ি নির্মাণ ও পুন:নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী সময় এবং কৃষি ক্ষেত্রে কর্মহীন সময় (Lean period) এ জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশকে তাদের জীবন ও জীবিকা নির্বাহের জন্য সরকার এবং অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা বিভিন্ন প্রকার মানবিক সহায়তা দিয়ে থাকে। এ সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়নে সরকার বিভিন্ন সময়ে আলাদা আলাদা পরিপত্র জারী করে থাকে। বিভিন্ন সময়ে জারীকৃত পরিপত্রসমূহ সরকারের জারীকৃত দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী, ২০১৯ বা Standing Order on Disaster (SOD), 2019 এর আদেশাবলীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রতি বছর জেলা পর্যায়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগ পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য জিআর চাল, জিআর ক্যাশ, ঢেউটিন, ঢেউটিনের সাথে গৃহনির্মাণ মজুরী, শুকনা ও অন্যান্য খাবার, গোখাদ্য, শিশুখাদ্য, কম্বল, শীতবস্ত্রসহ বিভিন্ন ত্রাণসামগ্রীর বরাদ্দ প্রদান করা হয় এবং স্থানীয় প্রশাসন/ জনপ্রতিনিধির মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্থদের মাঝে বিদ্যমান মানবিক সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন নির্দেশিকা' ২০১২-২০১৩ মোতাবেক বিতরণ করা হয়ে থাকে।

৬.১.১ মানবিক সহায়তার ধরন

মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় বর্তমানে চলমান নিম্নলিখিত সহায়তাসমূহ অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে:

(ক) দুঃস্থদের খাদ্য সহায়তা/নগদ টাকা (ভি.জি.এফ)
(খ) নগদ অর্থ সহায়তা (জি.আর.)
(গ) খাদ্যশস্য সহায়তা (জি.আর)
(ঘ) শীতবস্ত্র/কম্বল সহায়তা (জি.আর.)
(ঙ) ঢেউটিন সহায়তা (জি.আর)
(চ) গৃহ নির্মাণ বাবদ নগদ মজুরী সহায়তা (টাকা)
(ছ) শুকনা ও অন্যান্য খাবার
(জ) গোখাদ্য সহায়তা (নগদ টাকা)
(ঝ) শিশু খাদ্য সহায়তা (নগদ টাকা)

উল্লেখ্য, সরকার যদি প্রয়োজনের নিরিখে অন্য কোনরূপ সহায়তা প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং তার জন্য যদি পৃথক কোন নির্দেশমালা জারী করা না হয়, সেক্ষেত্রেও এ নির্দেশিকাই প্রযোজ্য হবে।

৬.১.২ মানবিক সহায়তা কর্মসূচির প্রয়োগ এলাকা

বাংলাদেশের সকল জেলা, সিটি করপোরেশন, উপজেলা, পৌরসভা, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড এলাকায় সংশ্লিষ্ট ত্রাণ কার্য সম্পাদনের জন্য মানবিক সহায়তা বাস্তবায়ন নির্দেশিকা' ২০১২-২০১৩ প্রযোজ্য হবে।

৬.১.৩ মানবিক সহায়তা কর্মসূচির বাস্তবায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত কমিটিসমূহ

এ নির্দেশিকায় উল্লিখিত জাতীয় পর্যায়, জেলা/উপজেলা/পৌরসভা/ইউনিয়ন/ওয়ার্ড পর্যায়ে মানবিক সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন কমিটিসমূহ স্ব স্ব অধিক্ষেত্রে নির্দেশনায় বর্ণিত নিয়ম নীতি অনুসরণে কর্মসূচি বাস্তবায়নের দায়িত্বে থাকবে।

৬.১.৪ মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতাভূক্ত ব্যক্তি/পরিবার/প্রতিষ্ঠান/জনগোষ্ঠী/সম্প্রদায়সমূহ

এ কর্মসূচির আওতায় সহায়তা প্রাপ্তির জন্য নিম্নোক্ত ব্যক্তি /পরিবার/প্রতিষ্ঠান/জনগোষ্ঠী/সম্প্রদায়সমূহ অন্তর্ভূক্ত হবে:

(ক) স্বাভাবিক অবস্থায় দুঃস্থ ও অতিদরিদ্র ব্যক্তি/পরিবারসমূহ;
(খ) দুর্যোগকালে ও দুর্যোগের অব্যবহিত পরে দুর্দশাগ্রস্ত ও অস্বচ্ছল ব্যক্তি/পরিবার/প্রতিষ্ঠানসমূহ;
(গ) সাময়িক খাদ্য সংকটে পতিত বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত দরিদ্র সম্প্রদায়;
(ঘ) অপুষ্টির ঝুঁকিতে থাকা প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীবৃন্দ;
(ঙ) ধর্মীয় উৎসব পালনের জন্য বিভিন্ন ধর্মের অনুসারী দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর আহার্য বিষয়াদি।

এছাড়াও প্রয়োজনের নিরিখে/বিশেষ বিবেচনায় সরকার সহায়তার ক্ষেত্র সম্প্রসারণ করে অন্য যে কোন ব্যক্তি/পরিবার/প্রতিষ্ঠান/জনগোষ্ঠী/সম্প্রদায়কে এ কর্মসূচির অন্তর্ভূক্ত করতে পারবে।

৬.১.৫ দু:স্থ ও অতিদরিদ্র ব্যক্তি/পরিবার

নিম্নোক্ত শর্তাবলীর মধ্যে কমপক্ষে ৪টি শর্ত পূরণকারী ব্যক্তি/পরিবার এ মানবিক সহায়তা কর্মসূচিসমূহের আওতায় দুঃস্থ/অতিদরিদ্র ব্যক্তি/পরিবার হিসেবে গণ্য হবে:

১. যে পরিবারের মালিকানায় কোন জমি নেই বা ভিটাবাড়ি ছাড়া কোন জমি নেই;
২. যে পরিবার দিনমজুরের আয়ের উপর নির্ভরশীল;
৩. যে পরিবার মহিলা শ্রমিকের আয় বা ভিক্ষাবৃত্তির উপর নির্ভরশীল;
৪. যে পরিবারে উপার্জনক্ষম পূর্ণবয়স্ক কোন পুরুষ সদস্য নেই এবং পরিবারটি অস্বচ্ছল;
৫. যে পরিবারে স্কুলগামী শিশুকে উপার্জনের জন্য কাজ করতে হয়;
৬. যে পরিবারে উপার্জনশীল কোন সম্পদ নেই;
৭. যে পরিবারের প্রধান স্বামী পরিত্যক্তা, বিচ্ছিন্ন বা তালাকপ্রাপ্তা মহিলা এবং পরিবারটি অস্বচ্ছল;
৮. যে পরিবারের প্রধান অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা;
৯. যে পরিবারের প্রধান অস্বচ্ছল ও অক্ষম প্রতিবন্ধী;
১০. যে পরিবার কোন ক্ষুদ্র ঋণ প্রাপ্ত হয়নি;
১১. যে পরিবার প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার হয়ে চরম খাদ্য/অর্থ সংকটে পড়েছে;
১২. যে পরিবারের সদস্যরা বছরের অধিকাংশ সময় দুবেলা খাবার পায় না।

৬.১.৬ ক্রয় ও বরাদ্দ কার্যক্রম

(ক) শুকনা ও অন্যান্য খাবার ক্রয় : ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ৫০.০০ কোটি টাকায় ৪,২৩,২৫৫ প্যাকেট শুকনা ও অন্যান্য খাবার ক্রয় করা হয়েছে। ক্রয়কৃত শুকনা অন্যান্য খাবারের ত্রাণ সামগ্রীর বিবরণ :

ক্রমিক নং	অর্থ বছর	বাজেট বরাদ্দ	প্রকৃত ব্যয়	ক্রয়কৃত শুকনা খাবারের পরিমাণ (ব্যাগ/বক্স)	অগ্রগতি (%)
১	২০২০-২০২১	৫০.০০ কোটি	৫০.০০ কোটি	৪,২৩,২৫৫	১০০%

(খ) শুকনা ও অন্যান্য খাবার বিতরণ : ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের মজুদ এবং ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের ক্রয়কৃত শুকনা ও অন্যান্য খাবার জেলা ভিত্তিক বরাদ্দের বিবরণ :

ক্রমিক নং	জেলার নাম	শুকনা ও অন্যান্য খাবার ব্যাগ/বস্তা
১	ঢাকা	২২৯৮০
২	নারায়নগঞ্জ	১৯৫০
৩	গাজীপুর	৪৫৫০
৪	মুন্সিগঞ্জ	৯৪০০
৫	মানিকগঞ্জ	৭২৫০
৬	টাংগাইল	২৫৪০০
৭	নরসিংদী	৩৫৫০
৮	ফরিদপুর	১৪০৫০
৯	মাদারীপুর	১১০০০
১০	গোপালগঞ্জ	৯৩৫০
১১	শরীয়তপুর	৭২৫০
১২	রাজবাড়ী	৬১০০
১৩	কিশোরগঞ্জ	৭৪০০
১৪	ময়মনসিংহ	১৬৫০০
১৫	নেত্রকোনা	১৩৬০০
১৬	জামালপুর	২৩৯৫০
১৭	শেরপুর	৫৩৫০
১৮	চট্টগ্রাম	০
১৯	কক্সবাজার	০
২০	রাংগামাটি	০
২১	খাগড়াছড়ি	০
২২	কুমিল্লা	১০০০
২৩	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	০
২৪	চাঁদপুর	৮০০০
২৫	নোয়াখালী	৩৬৫০
২৬	ফেনী	০
২৭	লক্ষীপুর	৩২০০
২৮	বান্দরবান	০
২৯	রাজশাহী	৯২০০
৩০	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৪৫০০
৩১	নওগাঁ	১৩৯০০
৩২	নাটোর	১২২০০
৩৩	পাবনা	৮৪০০
৩৪	সিরাজগঞ্জ	১৮৩০০
৩৫	বগুড়া	১৬৮০০
৩৬	জয়পুরহাট	৩২০০

ক্রমিক নং	জেলার নাম	শুকনা ও অন্যান্য খাবার ব্যাগ/বস্তা
৩৭	রংপুর	১৪০০০
৩৮	কুড়িগ্রাম	১৯০০০
৩৯	নীলফামারী	১১০০০
৪০	গাইবান্ধা	১৭০০০
৪১	লালমনিরহাট	৯০০০
৪২	দিনাজপুর	১৩০০০
৪৩	ঠাকুরগাঁও	৫০০০
৪৪	পঞ্চগড়	৫০০০
৪৫	খুলনা	১১৯১৭
৪৬	বাগেরহাট	১০৪০০
৪৭	সাতক্ষীরা	১৩৭৫০
৪৮	যশোর	৯৩০০
৪৯	ঝিনাইদহ	৬৭০০
৫০	মাগুরা	৭৬০০
৫১	নড়াইল	৩৯০০
৫২	কুষ্টিয়া	৬৫০০
৫৩	মেহেরপুর	২৮০০
৫৪	চুয়াডাংগা	৩৮০০
৫৫	বরিশাল	৪০০০
৫৬	পটুয়াখালী	৬৩০০
৫৭	ভোলা	৭৭৫০
৫৮	পিরোজপুর	১১৫০
৫৯	বরগুনা	৫৫০০
৬০	ঝালকাঠি	১০০০
৬১	সিলেট	৫০০০
৬২	মৌলভীবাজার	৪০০০
৬৩	হবিগঞ্জ	২০০০
৬৪	সুনামগঞ্জ	৮৬০০
	সর্বমোট	৫০৬৯৪৭

(গ) কম্বল ক্রয় : ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ক্রয়কৃত কম্বলের বিবরণ :

ক্রমিক নং	অর্থ বছর	বাজেট বরাদ্দ	প্রকৃত ব্যয়	ক্রয়কৃত কম্বলের পরিমাণ	অগ্রগতি (%)	মন্তব্য
১	২০১৯-২০২০	৫৫,০০,০০,০০০/-	২০,০০,০০০/-	৫৩৩২ পিছ	১০০%	কেন্দ্রীয়ভাবে ২০,০০,০০০/- টাকার কম্বল ক্রয় করা হয়েছে।
			নগদ ৪২,৫৩,৫০,০০০/-		৯০%	কম্বল ক্রয়ের জন্য জেলা প্রশাসকগণের অনুকূলে নগদ ৪২,৫৩,৫০,০০০/- টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

(ঘ) কম্বল বিতরণ : ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ক্রয়কৃত কম্বল এবং শীতবস্ত্র (কম্বল) ক্রয়ের জন্য নগদ টাকা জেলায় বরাদ্দের বিবরণঃ

ক্রমিক নং	জেলার নাম	কম্বল (পিছ)	শীতবস্ত্র (কম্বল) ক্রয় (টাকা)	প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ভান্ডার হতে বরাদ্দকৃত কম্বল
১	ঢাকা	২৩০০	৬১০০০০০	৮৯৩০০
২	নারায়নগঞ্জ	০	৪৩০০০০০	৪৫৬০০
৩	গাজীপুর	২০০	৪০৫০০০০	৮৬৫০০
৪	মুন্সিগঞ্জ	০	৪৫০০০০০	৪০১০০
৫	মানিকগঞ্জ	০	৫০৫০০০০	৫৩৪০০
৬	টাংগাইল	০	১০১০০০০০	৪১৯০০
৭	নরসিংদী	২০০০	৫৬০০০০০	৫৯৪০০
৮	ফরিদপুর	০	৮১৫০০০০	৩৫৫০০
৯	মাদারীপুর	০	৩৬০০০০০	৩০৯০০
১০	গোপালগঞ্জ	০	৪২৫০০০০	৩২২০০
১১	শরীয়তপুর	০	৫২৫০০০০	৩২৭০০
১২	রাজবাড়ী	০	৪৩০০০০০	৩২৭০০
১৩	কিশোরগঞ্জ	০	৯৫৫০০০০	৩৫০০০
১৪	ময়মনসিংহ	০	১০৬৫০০০০	৩২৭০০
১৫	নেত্রকোনা	০	৮০৫০০০০	২০৭০০
১৬	জামালপুর	০	৬০০০০০০	২৫৮০০
১৭	শেরপুর	০	৪১০০০০০	২৯৫০০
১৮	চট্টগ্রাম	০	১২০৫০০০০	১১৩৭০০
১৯	কক্সবাজার	০	৬০৫০০০০	৩৪৫০০
২০	রাংগামাটি	০	৬৮০০০০০	২৪০০০
২১	খাগড়াছড়ি	০	৬৪০০০০০	১৮৯০০
২২	কুমিল্লা	০	১২০৫০০০০	১০৪৯০০
২৩	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	০	৭৪৫০০০০	৪৮৩০০
২৪	চাঁদপুর	০	৬৬৫০০০০	৪৪৭০০
২৫	নোয়াখালী	০	৭৩০০০০০	৪৬০০০
২৬	ফেনী	০	৫৫৫০০০০	২২১০০
২৭	লক্ষ্মীপুর	০	৪২৫০০০০	২৮৬০০
২৮	বান্দরবান	০	৫০৫০০০০	১৬১০০
২৯	রাজশাহী	০	৯৩৫০০০০	৫৩৪০০
৩০	চাঁগাইনবাবগঞ্জ	০	৪৪৫০০০০	৪৭০০০
৩১	নওগাঁ	০	৭৬৫০০০০	৩৮২০০
৩২	নাটোর	০	৬০০০০০০	৪১৪০০
৩৩	পাবনা	০	৭৬৫০০০০	৫৫২০০
৩৪	সিরাজগঞ্জ	০	৭১০০০০০	২৭৬০০
৩৫	বগুড়া	০	৯৫৫০০০০	২২৬০০
৩৬	জয়পুরহাট	০	৪৪৫০০০০	১৭১০০

ক্রমিক নং	জেলার নাম	কম্বল (পিছ)	শীতবস্ত্র (কম্বল) ক্রয় (টাকা)	প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ভান্ডার হতে বরাদ্দকৃত কম্বল
৩৭	রংপুর	০	৯৫০০০০০	৫১৬০০
৩৮	কুড়িগ্রাম	০	১০৩০০০০০	৫১৬০০
৩৯	নীলফামারী	০	৮৫৫০০০০	৩৫০০০
৪০	গাইবান্ধা	০	৯৬০০০০০	২৫৮০০
৪১	লালমনিরহাট	০	৬৬৫০০০০	২১২০০
৪২	দিনাজপুর	০	১৪৯৫০০০০	২৯৫০০
৪৩	ঠাকুরগাঁও	০	৬৭০০০০০	৩৯১০০
৪৪	পঞ্চগড়	০	৬১০০০০০	২১৭০০
৪৫	খুলনা	০	৬৯৫০০০০	৪৬৫০০
৪৬	বাগেরহাট	০	৬৫০০০০০	৩৫৯০০
৪৭	সাতক্ষীরা	০	৫৫৫০০০০	৪৬৫০০
৪৮	যশোর	৫০০	৭৮০০০০০	৩২৭০০
৪৯	ঝিনাইদহ	০	৫২০০০০০	৩৬৮০০
৫০	মাগুরা	০	৩১০০০০০	৩৩৬০০
৫১	নড়াইল	০	২৭৫০০০০	১৭১০০
৫২	কুষ্টিয়া	০	৪৯০০০০০	১৯৪০০
৫৩	মেহেরপুর	০	২৮৫০০০০	৯২০০
৫৪	চুয়াডাংগা	০	৪১০০০০০	২০৭০০
৫৫	বরিশাল	০	৭৯০০০০০	৫৬৬০০
৫৬	পটুয়াখালী	০	৬৬০০০০০	৩৬৮০০
৫৭	ভোলা	০	৫৬৫০০০০	২৫৩০০
৫৮	পিরোজপুর	০	৫৭০০০০০	৩৪৫০০
৫৯	বরগুনা	০	৪৮৫০০০০	২১২০০
৬০	ঝালকাঠি	০	৩২৫০০০০	১৫৭০০
৬১	সিলেট	০	৯০৫০০০০	৬২৬০০
৬২	মৌলভীবাজার	০	৫৯০০০০০	৩৮৭০০
৬৩	হবিগঞ্জ	০	৭০০০০০০	৪২৪০০
৬৪	সুনামগঞ্জ	০	৮০০০০০০	৩৩৭০০
	সর্বমোট	৫০০০	৪২৫৩৫০০০০	২৪৬৯৬০০

(ঙ) ঢেউটিন ক্রয় : ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ক্রয়কৃত ঢেউটিনের বিবরণ :

ক্রমিক নং	অর্থ বছর	বাজেট বরাদ্দ	প্রকৃত ব্যয়	ক্রয়কৃত ঢেউটিনের পরিমাণ (বান্ডেল)	অগ্রগতি (%)	মন্তব্য
১	২০২০-২০২১	৯৫,০০,০০,০০০/-	৩০,০০,০০,০০০/-	৩২,৮৮৫	৩৫%	ক) টেন্ডারে ১০,০০,০০,০০০/- টাকার সরবরাহকৃত ঢেউটিন নমুনা পরীক্ষায় অধিদপ্তরের যাচিত মানের হয়নি বিধায় উক্ত ঢেউটিন গ্রহণ করা হয়নি এবং বিল পরিশোধ করা হয়নি। খ) অবশিষ্ট ৫৫,০০,০০,০০০/- টাকার মধ্যে ৪০ কোটি টাকার ঢেউটিন ক্রয় করার জন্য দরপত্র/ পুন:দরপত্র আহবান করা হলে প্রতিযোগীতামূলক দরপত্র এবং প্রাক্কলিত দর না পাওয়ায় ঢেউটিন ক্রয় করা যায়নি।

(চ) ঢেউটিন ও গৃহনির্মাণ মঞ্জুরী বরাদ্দ ও বিতরণ:

ক্রমিক নং	জেলার নাম	ঢেউটিন (বান্ডিল)	গৃহ বাবদ মঞ্জুরি
১	ঢাকা	৫২৫	১৫৭৫০০০
২	নারায়নগঞ্জ	৫২৫	১৫৭৫০০০
৩	গাজীপুর	৬৭৮	২০৩৪০০০
৪	মুন্সিগঞ্জ	৬৩০	১৮৯০০০০
৫	মানিকগঞ্জ	৭৩৫	২২০৫০০০
৬	টাংগাইল	১২৬০	৩৭৮০০০০
৭	নরসিংদী	৬৩০	১৮৯০০০০
৮	ফরিদপুর	৯৪৫	২৮৩৫০০০
৯	মাদারীপুর	৪২০	১২৬০০০০
১০	গোপালগঞ্জ	৫২৫	১৫৭৫০০০
১১	শরীয়তপুর	১৪২৮	৪২৮৪০০০
১২	রাজবাড়ী	৬২৫	১৮৭৫০০০
১৩	কিশোরগঞ্জ	১৩৬৫	৪০৯৫০০০
১৪	ময়মনসিংহ	১৩৮১	৪১৪৩০০০
১৫	নেত্রকোনা	১৩৫০	৪০৫০০০০
১৬	জামালপুর	৯৩৫	২৮০৫০০০
১৭	শেরপুর	৫২৫	১৫৭৫০০০
১৮	চট্টগ্রাম	১৯২৫	৫৭৭৫০০০
১৯	কক্সবাজার	১৮১৮	৫৪৫৪০০০
২০	রাংগামাটি	১০৫০	৩১৫০০০০
২১	খাগড়াছড়ি	৯৪৫	২৮৩৫০০০
২২	কুমিল্লা	১৭৮৮	৫৩৬৪০০০
২৩	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	৯৪৫	২৮৩৫০০০
২৪	চাঁদপুর	১০৪০	৩১২০০০০

ক্রমিক নং	জেলার নাম	ঢেউটিন (বান্ডিল)	গৃহ বাবদ মঞ্জুরি
২৫	নোয়াখালী	১২৯৫	৩৮৮৫০০০
২৬	ফেনী	৬৩০	১৮৯০০০০
২৭	লক্ষীপুর	১০২৫	৩০৭৫০০০
২৮	বান্দরবান	৭৩৫	২২০৫০০০
২৯	রাজশাহী	৯৪৫	২৮৩৫০০০
৩০	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৫২৫	১৫৭৫০০০
৩১	নওগাঁ	১১৫৫	৩৪৬৫০০০
৩২	নাটোর	৭৩৫	২২০৫০০০
৩৩	পাবনা	৯৪৫	২৮৩৫০০০
৩৪	সিরাজগঞ্জ	৯৫৫	২৮৬৫০০০
৩৫	বগুড়া	১২৬০	৩৭৮০০০০
৩৬	জয়পুরহাট	৫২৫	১৫৭৫০০০
৩৭	রংপুর	১১৪০	৩৪২০০০০
৩৮	কুড়িগ্রাম	৯৪৫	২৮৩৫০০০
৩৯	নীলফামারী	৬৩০	১৮৯০০০০
৪০	গাইবান্ধা	৭৩৫	২২০৫০০০
৪১	লালমনিরহাট	৭২৫	২১৭৫০০০
৪২	দিনাজপুর	১৩৬৫	৪০৯৫০০০
৪৩	ঠাকুরগাঁও	৫২৫	১৫৭৫০০০
৪৪	পঞ্চগড়	৫২৫	১৫৭৫০০০
৪৫	খুলনা	১৭৪৫	৫২৩৫০০০
৪৬	বাগেরহাট	১৫৪৫	৪৬৩৫০০০
৪৭	সাতক্ষীরা	২১৮৫	৬৫৫৫০০০
৪৮	যশোর	১১৪০	৩৪২০০০০
৪৯	ঝিনাইদহ	৯৩০	২৭৯০০০০
৫০	মাগুরা	৪২০	১২৬০০০০
৫১	নড়াইল	৩১৫	৯৪৫০০০
৫২	কুষ্টিয়া	৬৩০	১৮৯০০০০
৫৩	মেহেরপুর	৭১৫	২১৪৫০০০
৫৪	চুয়াডাংগা	৪২০	১২৬০০০০
৫৫	বরিশাল	১২৫০	৩৭৫০০০০
৫৬	পটুয়াখালী	১৮৯০	৫৬৭০০০০
৫৭	ভোলা	১০৩৫	৩১০৫০০০
৫৮	পিরোজপুর	১২৩৫	৩৭০৫০০০
৫৯	বরগুনা	৯৩০	২৭৯০০০০
৬০	ঝালকাঠি	৪২০	১২৬০০০০
৬১	সিলেট	১৩৬৫	৪০৯৫০০০
৬২	মৌলভীবাজার	৭৩৫	২২০৫০০০
৬৩	হবিগঞ্জ	৯৪৫	২৮৩৫০০০
৬৪	সুনামগঞ্জ	১২০৫	৩৬১৫০০০
	সর্বমোট	৬২৩৬৮	১৮৭১০৪০০০

(ছ) তাঁবু ক্রয় : ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে তাঁবু ক্রয় করা হয়নি:

বি: দ্র: তাঁবু বরাদ্দ দেয়া হয় না। তবে দুর্যোগের সময় ধারে বরাদ্দ প্রদানপূর্বক তাঁবু ব্যবহার করা হয়ে থাকে এবং উক্ত তাঁবু তেজগাঁও সিএসডি ত্রাণ গুদাম, ঢাকা, চট্টগ্রাম আঞ্চলিক ত্রাণ গুদাম, চট্টগ্রাম এবং খুলনা আঞ্চলিক ত্রাণ গুদাম, খুলনা-তে মজুদ রাখা হয়েছে।

(জ) শিশু খাদ্য (টাকা) : জেলা প্রশাসকগণের অনুকূলে সরাসরি বরাদ্দ দেয়া হয়েছে:

ক্রমিক নং	জেলার নাম	শিশু খাদ্য (টাকা)
১	ঢাকা	১১১০০০০০
২	নারায়নগঞ্জ	৩০০০০০০
৩	গাজীপুর	৩৩০০০০০
৪	মুন্সিগঞ্জ	১৩০০০০০
৫	মানিকগঞ্জ	১৪০০০০০
৬	টাংগাইল	২১০০০০০
৭	নরসিংদী	৬০০০০০
৮	ফরিদপুর	১৭০০০০০
৯	মাদারীপুর	১৩০০০০০
১০	গোপালগঞ্জ	৭০০০০০
১১	শরীয়তপুর	১৩০০০০০
১২	রাজবাড়ী	৮০০০০০
১৩	কিশোরগঞ্জ	১৫০০০০০
১৪	ময়মনসিংহ	২৮০০০০০
১৫	নেত্রকোনা	১৪০০০০০
১৬	জামালপুর	১৬০০০০০
১৭	শেরপুর	৫০০০০০
১৮	চট্টগ্রাম	৬৫০০০০০
১৯	কক্সবাজার	৮০০০০০
২০	রাংগামাটি	১০০০০০০
২১	খাগড়াছড়ি	৯০০০০০
২২	কুমিল্লা	৪২০০০০০
২৩	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	৯০০০০০
২৪	চাঁদপুর	১৫০০০০০
২৫	নোয়াখালী	১১০০০০০
২৬	ফেনী	৬০০০০০
২৭	লক্ষীপুর	৯০০০০০
২৮	বান্দরবান	৭০০০০০
২৯	রাজশাহী	৩৬০০০০০
৩০	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৫০০০০০
৩১	নওগাঁ	১৫০০০০০
৩২	নাটোর	১৪০০০০০
৩৩	পাবনা	৯০০০০০

ক্রমিক নং	জেলার নাম	শুকনা ও অন্যান্য খাবার ব্যাগ/বস্তা
৩৪	সিরাজগঞ্জ	১৬০০০০০
৩৫	বগুড়া	১৭০০০০০
৩৬	জয়পুরহাট	৫০০০০০
৩৭	রংপুর	৩০০০০০০
৩৮	কুড়িগ্রাম	২০০০০০০
৩৯	নীলফামারী	১০০০০০০
৪০	গাইবান্ধা	১৫০০০০০
৪১	লালমনিরহাট	১২০০০০০
৪২	দিনাজপুর	১৩০০০০০
৪৩	ঠাকুরগাঁও	৫০০০০০
৪৪	পঞ্চগড়	৫০০০০০
৪৫	খুলনা	৩৭০০০০০
৪৬	বাগেরহাট	৯০০০০০
৪৭	সাতক্ষীরা	১০০০০০০
৪৮	যশোর	৮০০০০০
৪৯	ঝিনাইদহ	৬০০০০০
৫০	মাগুরা	৪০০০০০
৫১	নড়াইল	৩০০০০০
৫২	কুষ্টিয়া	৬০০০০০
৫৩	মেহেরপুর	৩০০০০০
৫৪	চুয়াডাংগা	৪০০০০০
৫৫	বরিশাল	২৫০০০০০
৫৬	পটুয়াখালী	৮০০০০০
৫৭	ভোলা	৯০০০০০
৫৮	পিরোজপুর	৭০০০০০
৫৯	বরগুনা	৬০০০০০
৬০	ঝালকাঠি	৪০০০০০
৬১	সিলেট	৩০০০০০০
৬২	মৌলভীবাজার	৯০০০০০
৬৩	হবিগঞ্জ	১১০০০০০
৬৪	সুনামগঞ্জ	১৭০০০০০
	সর্বমোট	৯,৯৮,০০,০০০

(ঝ) গো-খাদ্য (টাকা) বরাদ্দ ও বিতরণ : জেলা প্রশাসকগণের অনুকূলে সরাসরি বরাদ্দ দেয়া হয়েছে:

ক্রমিক নং	জেলার নাম	গো-খাদ্য (টাকা)
১	ঢাকা	১৫০০০০০
২	নারায়নগঞ্জ	৫০০০০০
৩	গাজীপুর	৭০০০০০
৪	মুন্সিগঞ্জ	২০০০০০০
৫	মানিকগঞ্জ	২২০০০০০
৬	টাংগাইল	৩১০০০০০
৭	নরসিংদী	৬০০০০০
৮	ফরিদপুর	২২০০০০০
৯	মাদারীপুর	১৯০০০০০
১০	গোপালগঞ্জ	৭০০০০০
১১	শরীয়তপুর	২০০০০০০
১২	রাজবাড়ী	১৯০০০০০
১৩	কিশোরগঞ্জ	২০০০০০০
১৪	ময়মনসিংহ	১৯০০০০০
১৫	নেত্রকোনা	২২০০০০০
১৬	জামালপুর	২৭০০০০০
১৭	শেরপুর	৫০০০০০
১৮	চট্টগ্রাম	২১৫০০০০
১৯	কক্সবাজার	২১০০০০০
২০	রাংগামাটি	১০০০০০০
২১	খাগড়াছড়ি	৯০০০০০
২২	কুমিল্লা	১৭০০০০০
২৩	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	১১০০০০০
২৪	চাঁদপুর	২৫০০০০০
২৫	নোয়াখালী	২১৫০০০০
২৬	ফেনী	৬০০০০০
২৭	লক্ষ্মীপুর	২৬০০০০০
২৮	বান্দরবান	৭০০০০০
২৯	রাজশাহী	১১০০০০০
৩০	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৫০০০০০
৩১	নওগাঁ	১৮০০০০০
৩২	নাটোর	১৮০০০০০
৩৩	পাবনা	১২০০০০০
৩৪	সিরাজগঞ্জ	২৩০০০০০
৩৫	বগুড়া	২৪০০০০০
৩৬	জয়পুরহাট	৫০০০০০
৩৭	রংপুর	১৭০০০০০

ক্রমিক নং	জেলার নাম	শুকনা ও অন্যান্য খাবার ব্যাগ/বস্তা
৩৮	কুড়িগ্রাম	২৬০০০০০
৩৯	নীলফামারী	১৪০০০০০
৪০	গাইবান্ধা	২৩০০০০০
৪১	লালমনিরহাট	২০০০০০০
৪২	দিনাজপুর	১৩০০০০০
৪৩	ঠাকুরগাঁও	৫০০০০০
৪৪	পঞ্চগড়	৫০০০০০
৪৫	খুলনা	৩৭৫০০০০
৪৬	বাগেরহাট	২৫০০০০০
৪৭	সাতক্ষীরা	৩৭০০০০০
৪৮	যশোর	৮০০০০০
৪৯	ঝিনাইদহ	৬০০০০০
৫০	মাগুরা	৪০০০০০
৫১	নড়াইল	৩০০০০০
৫২	কুষ্টিয়া	৬০০০০০
৫৩	মেহেরপুর	৩০০০০০
৫৪	চুয়াডাংগা	৪০০০০০
৫৫	বরিশাল	১০০০০০০
৫৬	পটুয়াখালী	৪০৫০০০০
৫৭	ভোলা	২২০০০০০
৫৮	পিরোজপুর	২০০০০০০
৫৯	বরগুনা	৬০০০০০
৬০	ঝালকাঠি	৪০০০০০
৬১	সিলেট	২১০০০০০
৬২	মৌলভীবাজার	৯০০০০০
৬৩	হবিগঞ্জ	১৫০০০০০
৬৪	সুনামগঞ্জ	১৯০০০০০
	সর্বমোট	১০০০০০০০০

(ঞ) ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে উদ্ধারকারী নৌযানের জ্বালানী ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত অর্থ বরাদ্দ:

ক্রমিক নং	জেলার নাম	পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট খাতে বরাদ্দের পরিমাণ (টাকা)	মেরামত ও সংরক্ষণ খাতে বরাদ্দের পরিমাণ (টাকা)
০১	নারায়ণগঞ্জ	৪০,০০০/-	৬০,০০০/-
০২	কিশোরগঞ্জ	৪০,০০০/-	৩০,০০০/-
০৩	বরগুনা	৪০,০০০/-	৪০,০০০/-
০৪	নোয়াখালী	৫০,০০০/-	৩০,০০০/-
০৫	বরিশাল	৪০,০০০/-	৫০,০০০/-
০৬	চাঁদপুর	৭০,০০০/-	৭০,০০০/-
০৭	রাজবাড়ী	৩০,০০০/-	৩০,০০০/-

ক্রমিক নং	জেলার নাম	পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট খাতে বরাদ্দের পরিমাণ (টাকা)	মেরামত ও সংরক্ষণ খাতে বরাদ্দের পরিমাণ (টাকা)
০৮	সাতক্ষীরা	৫০,০০০/-	-
০৯	সুনামগঞ্জ	৪০,০০০/-	৩০,০০০/-
১০	রাঙ্গামাটি	৩০,০০০/-	৩০,০০০/-
১১	ভোলা	৫০,০০০/-	৫০,০০০/-
১২	জামালপুর	৪০,০০০/-	৫০,০০০/-
১৩	ঝালকাঠি	৭০,০০০/-	৭০,০০০/-
১৪	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	৩০,০০০/-	৩০,০০০/-
১৫	মুন্সিগঞ্জ	৫০,০০০/-	৫০,০০০/-
১৬	সিরাজগঞ্জ	৭০,০০০/-	৭০,০০০/-
১৭	পিরোজপুর	৩০,০০০/-	৭০,০০০/-
১৮	নড়াইল	৪০,০০০/-	৪০,০০০/-
১৯	পটুয়াখালী	১,৯০,০০০/-	২,০০,০০০/-
	সর্বমোট	১০,০০,০০০/-	১০,০০,০০০/-

(ট) ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে কোভিড-১৯ এর কারণে দেশের ৬৪ জেলায় বরাদ্দকৃত ত্রাণকার্য (নগদ) এর জেলাওয়ারী বরাদ্দের হিসাব বিবরণীঃ

ক্রমিক নং	জেলার নাম	ত্রাণকার্য (নগদ) অর্থ বরাদ্দ	শুকনা ও অন্যান্য খাবার বরাদ্দ (ব্যাগ/বস্তা)
১	ঢাকা	৫৩১১৬০০০	৪৯০০
২	নারায়নগঞ্জ	২৭২৬৪৫০০	-
৩	গাজীপুর	২৭৪১৪৫০০	১৬০০
৪	মুন্সিগঞ্জ	৪২৮১৪০০০	-
৫	মানিকগঞ্জ	৪০১৮৭৫০০	-
৬	টাংগাইল	৭৩০৭৯০০০	৫০০
৭	নরসিংদী	৪৫৬০৫৫০০	-
৮	ফরিদপুর	৫১৩৫৫৫০০	-
৯	মাদারীপুর	৩৭৭৯০০০০	-
১০	গোপালগঞ্জ	৪১৯১৮৫০০	-
১১	শরীয়তপুর	৪১৩২২৫০০	-
১২	রাজবাড়ী	২৭৩৫৬০০০	-
১৩	কিশোরগঞ্জ	৬৭৫৩৯০০০	-
১৪	ময়মনসিংহ	৯৮৪৬৭৫০০	-
১৫	নেত্রকোনা	৬০৮৭৩০০০	-
১৬	জামালপুর	৪৮৬২৯০০০	-
১৭	শেরপুর	৩৭১৬১০০০	-
১৮	চট্টগ্রাম	১৩০২০০৫০০	--
১৯	কক্সবাজার	৫১২৩৫৫০০	-
২০	রাংগামাটি	৩৯৬৭৫০০০	-
২১	খাগড়াছড়ি	৩১৯৪৪০০০	-
২২	কুমিল্লা	১২৪৯৯১৫০০	১০০০

ক্রমিক নং	জেলার নাম	ত্রাণকার্য (নগদ) অর্থ বরাদ্দ	শুকনা ও অন্যান্য খাবার বরাদ্দ (প্যাকেট/বস্তা)
২৩	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	৬৮০৩৫০০০	-
২৪	চাঁদপুর	৫৬০৮৪৫০০	-
২৫	নোয়াখালী	৬৭০৯১০০০	-
২৬	ফেনী	৩২৯০১৫০০	--
২৭	লক্ষ্মীপুর	৪২১৪৪০০০	-
২৮	বান্দরবান	২৭১১১৫০০	-
২৯	রাজশাহী	৬১২৩১০০০	-
৩০	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৩৬২৮৭৫০০	-
৩১	নওগাঁ	৬৭৯৮৪৫০০	-
৩২	নাটোর	৪২৬৪১০০০	৩০০০
৩৩	পাবনা	৫১২৪২০০০	-
৩৪	সিরাজগঞ্জ	৫২৯১৬৫০০	-
৩৫	বগুড়া	৬৭৬৭৪০০০	-
৩৬	জয়পুরহাট	২৬২৫১০০০	-
৩৭	রংপুর	৪৮৫৩৮০০০	-
৩৮	কুড়িগ্রাম	৫২৬৬১৫০০	-
৩৯	নীলফামারী	৪২২৭০০০০	-
৪০	গাইবান্ধা	৫০২৭৫৫০০	-
৪১	লালমনিরহাট	৩২০৯৭৫০০	-
৪২	দিনাজপুর	৭৪৫৩৬৫০০	-
৪৩	ঠাকুরগাঁও	৩৭৬৪১৫০০	-
৪৪	পঞ্চগড়	৩১১৩৬৫০০	-
৪৫	খুলনা	৫৩০০৯০০০	-
৪৬	বাগেরহাট	৫৬৪৭২৫০০	-
৪৭	সাতক্ষীরা	৫০৮৩৪০০০	-
৪৮	যশোর	৬৭৭০৬৫০০	-
৪৯	ঝিনাইদহ	৪৭৩৮৩৫০০	-
৫০	মাগুরা	২৩৯৫৮০০০	২২০০
৫১	নড়াইল	২৬৯৮৪৫০০	-
৫২	কুষ্টিয়া	৪৩১৭২৫০০	-
৫৩	মেহেরপুর	১৭২৯৪০০০	১০০০
৫৪	চুয়াডাংগা	৩০১৪৯৫০০	-
৫৫	বরিশাল	৫৬২৩৪০০০	১০০০
৫৬	পটুয়াখালী	৫৬৩৩৮০০০	-
৫৭	ভোলা	৫১৫০৯৫০০	-
৫৮	পিরোজপুর	৪১৫২১৫০০	-
৫৯	বরগুনা	৩৩৭২১০০০	-
৬০	ঝালকাঠি	২১১৩৬০০০	-
৬১	সিলেট	৭৪৬২৮০০০	-
৬২	মৌলভীবাজার	৪৭৪৯৮৫০০	-
৬৩	হবিগঞ্জ	৫৬৪১৪০০০	-
৬৪	সুনামগঞ্জ	৬২৩৯৯০০০	৬০০
	সর্বমোট	৩১৮৭০৫৫০০০	১৫৮০০

(ঠ) ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে কোভিড-১৯ এর কারণে শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ নগদ অর্থ বরাদ্দের হিসাব বিবরণীঃ

ক্রমিক নং	সিটি কর্পোরেশন	শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ নগদ টাকা বরাদ্দের পরিমান
০১	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন	৫০,০০,০০০/-
০২	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন	৫০,০০,০০০/-
০৩	গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন	২৫,০০,০০০/-
০৪	নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন	২৫,০০,০০০/-
০৫	রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন	২৫,০০,০০০/-
০৬	খুলনা সিটি কর্পোরেশন	২৫,০০,০০০/-
০৭	কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন	২৫,০০,০০০/-
০৮	রংপুর সিটি কর্পোরেশন	১৫,০০,০০০/-
০৯	সিলেট সিটি কর্পোরেশন	১৫,০০,০০০/-
১০	বরিশাল সিটি কর্পোরেশন	১৫,০০,০০০/-
১১	ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন	১৫,০০,০০০/-
	মোট	৩,৪০,০০,০০০/-

(ঢ) ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ভূমি উন্নয়ন কর বাবদ বরাদ্দের হিসাব বিবরণী:

ক্রমিক নং	জেলার নাম	ভূমি উন্নয়ন কর বাবদ বরাদ্দে পরিমাণ (টাকা)
১	ময়মনসিংহ	১২০০০
২	রংপুর	১০১৩৮৯২
৩	ফরিদপুর	২৫৪৭৬১
৪	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	২২৫৭১৯
৫	কুমিল্লা	১৪৪১৫২
৬	জয়পুরহাট	১০৩৮৯
৭	রাজশাহী	২৫২৫২
৮	চুয়াডাংগা	১৮১৭৪
৯	রাজবাড়ী	১৯৮৯৮৪৩
১০	কুষ্টিয়া	১১৯২
১১	নোয়াখালী	১৫৯৫
১২	গাইবান্ধা	১৫৩৩০৫
১৩	দিনাজপুর	২৫৫৯৩২
১৪	সিলেট	২৫,৫০,৮৬৬
১৫	নীলফামারী	১১,০০,৫৭৯
১৬	কুড়িগ্রাম	৩৩,৫২৪
১৭	যশোর	১,৩৫,৩৮৮
১৮	চট্টগ্রাম	৭,০৭,৯৩১
১৯	কক্সবাজার	৩৪,৬৫২
২০	ফেনী	৪৩,৯৭০
২১	সাতক্ষীরা	৩৪,২০০
২২	বরিশাল	৮৩,২২৮
২৩	বরগুনা	১৭০২
	সর্বমোট	৯৫,০০,০০০

চিত্র ০১ ডাঃ মোঃ এনামুর রহমান এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক সাভার উপজেলা স্বাস্থ্যকমপ্লেক্স চত্বরে দুঃস্থদের মাঝে শীতবস্ত্র ও করোনা সুরক্ষা সরঞ্জাম বিতরণ।

চিত্রঃ ০২ ডাঃ মোঃ এনামুর রহমান এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক দুঃস্থদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ।

কাবিখা অনুবিভাগ

৭.১ গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা-কাবিটা):

৭.১.১ গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা-কাবিটা) কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

ক. কর্মসূচির উদ্দেশ্য: সামগ্রিকভাবে দুর্যোগ ঝুঁকি-হ্রাস এবং গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন।

১. প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণ/পুন:নির্মাণ;

২. স্বাভাবিক অবস্থায় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য এই কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং

৩. গ্রামীণ জনগোষ্ঠির জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সোলার ষ্ট্রিট লাইট ও দুর্যোগ সহনীয় বাসগৃহে সোলার হোম সিস্টেম স্থাপন।

খ. কর্মসূচির মূল লক্ষ্য: গ্রামীণ দরিদ্র জনগণের দুর্যোগ-ঝুঁকিহ্রাস এবং জলবায়ু পরিবর্তন জনিত অভিযোজনে সামাজিক ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সহায়তার জন্য-

১. গ্রামীণ এলাকায় কর্মসংস্থান সৃষ্টি;

২. গ্রামীণ দরিদ্র জনগণের আয় বৃদ্ধি;

৩. দেশের সর্বত্র খাদ্য সরবরাহের ভারসাম্য আনয়ন;

৪. দারিদ্র্য বিমোচনে ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি এবং

৫. গ্রামীণ এলাকায় শহরের সুবিধা প্রদান, কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ সামগ্রিকভাবে জীবনমান উন্নয়ন।

৭.১.২ গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা-কাবিটা) কর্মসূচির আওতায় গৃহিত প্রকল্পের কাজের ধরণ/পরিধি:

(ক) এই কর্মসূচিতে পুকুর/খাল খনন/পুনর্খনন, রাস্তা নির্মাণ/ পুনর্নির্মাণ, জলাবদ্ধতা দূরীকরণের জন্য নালা ও সেচনালা খনন/পুনর্খনন, বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের মাঠে মাটি ভরাট, মাটির কিল্লা নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ কাজ এবং মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে সোলার প্যানেল (স্ট্রিট লাইট এবং দুর্যোগ সহনীয় বাসগৃহে সোলার হোম সিস্টেম) প্রকল্প গ্রহণ করা যাইবে;

(খ) ব্যক্তি মালিকানাধীন ও বিরোধপূর্ণ জমির উপরে উল্লিখিত প্রকল্প গ্রহণ করা যাইবে না;

(গ) ব্যক্তি মালিকানাধীন পুকুর যাহার পানি জনগণ অবাধে ব্যবহার করিতে পারে বা পুকুর সংস্কার করার পরও তাহা অব্যাহত থাকিবে এমন নিশ্চয়তা পাওয়া গেলে প্রকল্পটি গ্রহণের বিষয়ে উপজেলা কমিটি বিবেচনা করিতে পারিবে;

(ঘ) সম্পূর্ণ নতুন প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে জমির প্রাপ্যতা সংক্রান্ত সনদপত্র সংশিষ্ট জমির মালিক/ওয়ারিশ, ইউপি চেয়ারম্যানের প্রত্যয়নপত্র এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারের প্রতিস্বাক্ষরসহ প্রকল্প প্রস্তাবের সহিত আবশ্যিকভাবে দাখিল করিতে হইবে;

(ঙ) বর্ষণের ফলে নির্মিত রাস্তার মাটি যাহাতে সরিয়া যাইতে না পারে তাহার জন্য রাস্তার উভয় দিকে পাকা ওয়াল (রাস্তার উচ্চতার সমান অথবা যেই উচ্চতা পর্যন্ত নির্মাণ করা হইলে রাস্তার মাটি ধরিয়া রাখা সম্ভব হইবে সেই উচ্চতা পর্যন্ত) নির্মাণের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা যাইবে। এইরুপ মাটির কাজের প্রকল্পের ক্ষেত্রে ৬০% পর্যন্ত খাদ্যশস্য নগদায়ন করিয়া নগদ টাকা বরাদ্দের ব্যবস্থা করা যাইবে।

(চ) মাটির কাজের প্রকল্পের অংশ হিসাবে প্রয়োজনে HBB (ইটের রাস্তা নির্মাণ), CC (Cement Concrete), WBM (Water Bound Macadam) করণের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা যাইবে। এইরুপ মাটির কাজের প্রকল্পের ক্ষেত্রে ৬০% পর্যন্ত খাদ্যশস্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থ বা নগদ অর্থ ব্যয় করা যাইবে।

(ছ) নির্মাণাধীন রাস্তার সীমানা এবং খননাধীন পুকুর/জলাশয়ের পাড় বরাবর খাঁচা স্থাপনসহ বৃক্ষ রোপণ করা যাইবে।

(জ) সকল প্রকল্পের স্থায়ী নাম ফলক (Indentification Number-সহ) থাকিতে হইবে।

৭.১.৩ কাবিখা-১ শাখার কার্যাবলীঃ

১. মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত বরাদ্দের প্রেক্ষিতে মাঠ পর্যায়ে বরাদ্দ পত্র জারী।

২. কাবিখা কর্মসূচির চূড়ান্ত প্রতিবেদন জেলা হতে সংগ্রহ এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।

৩. কাবিখা কর্মসূচির আওতায় গৃহিত প্রকল্প পরিদর্শন ও তদারকি সংক্রান্ত কার্যক্রম।

৪. প্রকল্প বাস্তবায়নে কোন অভিযোগ উত্থাপিত হলে তদন্তক্রমে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ।

৫. বরাদ্দ এবং বরাদ্দ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য প্রদান এবং বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রেরণ।

৬. প্রকল্প তালিকা জেলা হতে সংগ্রহ এবং ওয়েবসাইটে প্রকাশ।

৭.১.৪ ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিটা) কর্মসূচির আওতায় জেলাওয়ারী বরাদ্দ সংক্রান্ত তথ্যঃ

ক্রমিক নং	কার্যক্রম/সূচক	জেলার নাম	মোট বরাদ্দ	জেলাভিত্তিক উপকারভোগীর সংখ্যা (লক্ষ জন)
১	[১.১] গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন (কাবিখা-কাবিটা) [১.১.১] উপকারভোগী	দিনাজপুর	২৮,৫১,৭১,৫৭৯.৮৭৯	০.৩৩০৯
২		ঠাকুরগাঁও	১২,৭১,৫৬,২৮২.০০০	০.১৪৭৫
৩		পঞ্চগড়	৯,২৩,৬৪,৫৮৩.৬৩০	০.১০৭২
৪		রংপুর	২৪,১৯,৯৭,২৯২.০৭০	০.২৮০৮
৫		লালমনিরহাট	১২,৩৮,৩১,৯৪১.০১০	০.১৪৩৭
৬		নীলফামারী	২৪,০১,৪৬,৬১৭.৫৮১	০.২৯
৭		কুড়িগ্রাম	২০,১৬,১৯,৩১৮.৪৮০	০.২২২১
৮		গাইবান্ধা	২২,০৫,৮৭,৭২১.০০০	০.২৫৫৯
৯		বগুড়া	২৭,০৯,৮১,৩০০.০৭০	০.৩১৪৪
১০		জয়পুরহাট	৮,৬৩,০৯,৮৬১.০১০	০.১০০১
১১		রাজশাহী	২১,১৪,৩৪,৮১৫.৭৫৯	০.২৪৫৩
১২		নওগাঁ	২৪,৭৬,৪৩,০৯৫.১৫০	০.২৮৭৩
১৩		নাটোর	১৭,৩১,৫৮,৭৮৬.২১৯	০.২০২৯
১৪		চাঁপাইনবাবগঞ্জ	১৩,২৬,৯৪,৪২৫.৪৪৯	০.১৫২৩
১৫		পাবনা	২১,৩৮,৮৮,৭৩৫.৮৭০	০.২৪৬২
১৬		সিরাজগঞ্জ	২৫,৪০,৬৩,৯৪৫.৪৪০	০.২৯৪৮
১৭		কুষ্টিয়া	১৫,৬৮,৭৮,৫২৯.৪১৯	০.১৮২
১৮		চুয়াডাংগা	৮,৮৬,৪১,৮০৯.০৬০	০.১০২৮
১৯		মেহেরপুর	৭,০১,৪৩,০১৮.২০০	০.০৮১৪
২০		যশোর	২৪,৭২,২১,৭১৫.৭৫০	০.২৮৬৮
২১		ঝিনাইদহ	১৬,১৩,৮০,৮৪৯.৯০০	০.১৮৮৯
২২		মাগুরা	৯,৩৬,১১,২৮৪.৫৭০	০.১০৮৬
২৩		নড়াইল	৭,৫৫,৩৫,৭৮৬.৭০০	০.০৮৭৬
২৪		খুলনা	২২,০৪,১৯,৯১৫.৪৫৯	০.২৫৬৪
২৫		সাতক্ষীরা	২০,৮৮,৫৫,১৪২.৭২০	০.২৪২৩
২৬		বাগেরহাট	২০,৯৮,১৫,৮৯৩.৭৫০	০.২৪৩৪
২৭		বরিশাল	২৭,৯৬,৬৬,৯৮১.৪৬৮	০.৩২৪৫

ক্রমিক নং	কার্যক্রম/সূচক	জেলার নাম	মোট বরাদ্দ	জেলাভিত্তিক উপকারভোগীর সংখ্যা (লক্ষ জন)
২৮		ঝালকাঠি	৮,৫০,৩৫,৩২৬.২২০	০.০৯৮৪
২৯		পিরোজপুর	১৪,৮৩,১১,৬৮৯.৬৪৯	০.১৭২১
৩০		ভোলা	১৯,৩৫,৮৯,৪১৩.০২০	০.২২৪৬
৩১		পটুয়াখালী	১৮,৭১,০৪,৯০৫.০৭৯	০.২১৭৪
৩২		বরগুনা	১০,৩০,৬৭,৮৭৮.২০৯	০.১১৯৭
৩৩		জামালপুর	২২,০৯,০৭,৯৩১.৬৭৯	০.২৫৬৩
৩৪		শেরপুর	১৩,৩০,৪১,৩৪৪.৪৯০	০.১৫৪৪
৩৫		ময়মনসিংহ	৪৬,৭৮,৯১,২১২.৪৬৯	০.৫৪২৯
৩৬		নেত্রকোনা	২৩,৬৭,৩৬,৫৪৪.৫৫৯	০.২৭২৭
৩৭		কিশোরগঞ্জ	২৬,০৯,৪৪,৩৮২.৯৯০	০.৩০২৭
৩৮		টাংগাইল	৩৪,২৭,০৩,৫৮৭.৭৩৭	০.৩৯৯৪
৩৯		ঢাকা	২০,৩৯,১৯,৭৪৩.২০৮	০.২১৫৭
৪০		গাজীপুর	১৩,০৮,৭০,০৪২.০৫৮	০.১৭২১
৪১		নরসিংদী	১৮,১৭,৬৮,১২৩.৩৫৯	০.২১৪৯
৪২		নারায়নগঞ্জ	১৭,৪০,৮১,১৬৬.৭৭৯	০.২০০৩
৪৩		মুন্সিগঞ্জ	১৩,৪৫,৮৪,৯৩৯.৪৪০	০.১৫৬৯
৪৪		মানিকগঞ্জ	১২,৩৮,১৩,২০৩.২৮০	০.১৪৩৬
৪৫		ফরিদপুর	১৮,৫৩,৪৩,৮২৫.৭৩০	০.২১৫
৪৬		রাজবাড়ী	১১,২৫,৯২,২৬৩.৫৩৮	০.১২৯৪
৪৭		মাদারীপুর	১৩,১৯,২৭,৫২১.৮৬৮	০.১৫৩১
৪৮		গোপালগঞ্জ	১৩,৮১,২৮,৭৫৭.৮৬০	০.১৫৭৩
৪৯		শরীয়তপুর	১৪,৩৫,৩৮,৮৭২.২৯৯	০.১৬৬৫
৫০		সিলেট	২৫,৮৬,০৭,২৬১.১৩০	০.৩
৫১		মৌলভীবাজার	১৮,৫৯,২৩,২৩৭.০৯৯	০.২১৬২
৫২		হবিগঞ্জ	১৮,১৬,৫৮,২২৬.১৭০	০.২১০৩
৫৩		সুনামগঞ্জ	২৩,৯৬,৬০,১১৩.৯৯৯	০.২৭৮১
৫৪		কুমিল্লা	৪৭,৭৫,৫৬,৫৪৮.৯২৬	০.৫৫৪৩
৫৫		বি-বাড়ীয়া	২৪,৪৭,৬৮,৯০৯.৫৫৯	০.২৮৫৪
৫৬		চাঁদপুর	২১,৮১,৭৮,৯৮৫.৯৫০	০.২৫৩১
৫৭		নোয়াখালী	২৫,৬৩,৪৬,৭৪৩.৭৭৯	০.২৯৭৪
৫৮		লক্ষীপুর	১৫,৬৫,৪৯,৮৮৫.৬১০	০.১৮৩৩
৫৯		ফেণী	১২,১৪,৭১,০৬৫.০১০	০.১৪০৯
৬০		চট্টগ্রাম	৪৬,৬৫,৩৩,৩৫৩.৬৭৭	০.৫৩৯৫
৬১		কক্সবাজার	১৯,৫১,৪৮,৯৬১.৫২৯	০.২২৬৪
৬২		রাংগামাটি	১২,৫৮,২৭,৫৭৭.০০০	০.১৪৬
৬৩		খাগড়াছড়ি	৯,৪৪,৯৮,৭২৫.৫৪৯	০.১০৯৬
৬৪		বান্দরবান	১১,০২,৬৮,৩৪৮.৮২০	০.১২৭৯
		মোট	১২৩০,৮১,২১,৮৪৬.৯৪০	১৪.২৮

রুপসী মাঠের আকবর আকন্দের জমি হতে ধলাগাড়ীর দিকে রাস্তা সংস্কার, উপজেলাঃ ভাঙ্গুরা, জেলাঃ পাবনা।

ছাতিহাটি জমিরের বাড়ি হতে ছাতিহাটি গোরস্থান হয়ে ঈদগাহ পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মাণ, উপজেলাঃ কালিহাতি, জেলাঃ টাঙ্গাইল।

৭.১.৬ জেলাওয়ারী ২০২০-২১ অর্থ বছরে গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিটা-টাকা) কর্মসূচির আওতায় বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্পের সারাংশসীটঃ

ক্রমিক নং	জেলার নাম	বাস্তবায়িত প্রকল্প সংখ্যা			প্রকল্পে দৈর্ঘ্য/আয়তন			বরাদ্দকৃত টাকা	উত্তোলিত টাকা	ব্যয়িত টাকা	অব্যয়িত টাকা	অনুত্তোলিত টাকা	উপকারভোগীর সংখ্যা		অগ্রগতির শতকরা হার (%)
		রাস্তা সংখ্যা	মাঠ সংখ্যা	অন্যান্য প্রকল্প সংখ্যা	রাস্তার দৈর্ঘ্য (কিঃমিঃ)	মাঠের ক্ষেত্রফল (বঃমিঃ)	অন্যান্য (ঘঃ মিঃ)						পুরুষ	মহিলা	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
বিভাগঃ ঢাকা															
১	ঢাকা	৩৬২	৭৫	৯	১৬৮.৯৬৬	২৮৯৭৮.৬২	০০	১৮৬৫৭৫৮০৬.৫১	১৮৬৫৭৫৮০৬.৫১	১৮৬৫৭৫৮০৬.৫১	০০	০০	৯৯৯৩৯	৫৮৫৬১	১০০%
২	গাজীপুর	৪৪৩	২৯	০০	১১৪	২০৮৪	০০	১৪৮৬৪৪৯৫৯	১৪৮৫১৪৯৫৯	১৪৮৫১৪৯৫৯	০০	১৫০০০০	২৭৭৬৬১	১০২০০৫	৯৯.৯৭%
৩	নারায়নগঞ্জ	৪৪৮	৭৪	৬	১৩৩.৪৮৪	৫৮৩৬৮	৩৩৫০	১৭৪০৮১১৬৬.৭৬	১৭৪০৮১১৬৬.৭৬	১৭৪০৮১১৬৬.৭৬	০০	০০	৫১৮২৫০	৩৮৪৭৬৬	১০০%
৪	মানিকগঞ্জ	৩১৯	৬৫	২	১৪৫.৮০৫	৮৫২৪৪.৪	১৩৩.৭৩	১২৩৮১১২৭৮.৯৫	১২৩৮১১২৭৮.৯৫	১২২৮৩৯০৭৪	৯৭২২০২	০০	১৬৪৬৪২	২১৯৮২৮	৯৯.৬৫%
৫	টাঙ্গাইল	১৫০২	১৮	৩	৪৩০.৮৮৫	১২৭৮৮.৮০	০.৫০০	৩৪২৭০৩৫৮৭.০৮	৩৪২৭০৩৫৮৭.০৮	৩৪২৭০৩৫৮৭.০৮	০০	০০	২৩৬২৮১	৮৯৭৭৯	১০০%
৬	কিশোরগঞ্জ	৭৪২	৪৩১	৩৩	৩৩৬.০৪১	২৮৩২৫৮.৩৫৯	২৬৭১৩৮৮	২৬০৯৩৪৩৮২.৯৯	২৬০৯৩৪৩৮২.৯৯	২৬০৯৩৪৩৮২.৯৯	০০	০০	'১৫৩৯৩৬	৭২৯৩৪	১০০%
৭	ফরিদপুর	৬৭৪	৫২	০০	২১৩.২৮৮	৮০০৫	০০	১৮৫৩৪৩৮২৫.৬৯	১৮৫৩৪৩৮২৫.৬৯	১৮৫৩৪৩৮২৫.৬৯	০০	০০	১৫৬১৭৫	১০৩৩৩৩	১০০%
৮	নরসিংদী	৪২৭	১১৯	১৯	৯২.৯৪১	১২৮৯২৩	১৩	১৮১৭৬৮১২৩	১৮১৭৬৮১২৩	১৮১৭৬৮১২৩	০০	০০	৬৩৪৭৮	২৬০৯৭	১০০%
৯	মুন্সিগঞ্জ	৪৩০	৯১	২৯	৭২.৮৮৫	৭১৩১.২৪	১১৫৩০	১৩৪৫৮৪৯৪০.১৭	১৩৪৫৮৪৯৪০.১৭	১৩২২৫১৬৩৪.১৭	২৩৩৩২৮৬	০০	৯৪৬০৩	১৫৮৫০	৯৭.৮৮%
১০	মাদারীপুর	৪২০	১৩৭	৩	১২৮.৪৯১৪	২২০৩৩৯.৫৫	০০	১৩১৯২৭৫২১.৮৫	১৩১৯২৭৫২১.৮৫	১৩১৭৭৬৯০৬.০৮	১৫০৬১৫.৭৭	০০	৪০২৩৫১	২০১৩০১	৯৯.৮৩%
১১	শরিয়তপুর	৫২৪	৮৪	১৪	১৪১	৭৮৩৫১	৩৩০৭	১৪৩৪৯৫০৪৪	১৪৩৪৯৫০৪৪	১৪৩৪৯৫০৪৪	০০০	০০	৩১২৯৩৮৮	৫২৪৪০	১০০%
১২	গোপালগঞ্জ	৪৬৪	১৪৬	৭	১৩৪২৫১.৮৭	২১৯১৭৪.৪৫	৭২৭০.৫০	৫২৯৬৩৬৬৯০.৮৬	৫০৭৩১৪৭৮৭.৩৬	৫০৭৩১৪৭৮৭.৩৬	০০	২২৩২১৬০৭.৫০	৭৪৯৩৬	২৭৫৮৩	৯৭.১৬%
১৩	রাজবাড়ী	৩৩১	৬৫	১৩	১৪০.৫২২	২৫৬০৭.৫০	৫৫৭৭	১১২৫৯২২৬৩.৫৩	১১২৫৯২২৬৩.৫৩	১১২৫৯২২৬৩.৫৩	০০	০০	২০২৯৩৮৮	৫২৪৪০	১০০%
	সর্বমোট=	৭৪৮৬	১৩৩৬	১৩৮	১৩৫৩৬৯.১৮১৪	১১৫৮৩৪৪.৯১৯	২৭০২৯১৬.৭৬	২৬৫৬১১৭২৯০.৩৯	২৬৩৩৬৪৪৫৬৮৬.৯৯	২৬৫০১৮৬৫৮০.২৭	৩৪৫৬১০৩.৭৭	২২৪৭১৬০৭.৫	৫৯৫০৩৯৬	১৪০৯৯৭৮	
বিভাগঃ ময়মনসিংহ															
১৪.	ময়মনসিংহ	১২৪৭	৭২	২৫	৯২৪.৪৯৫	৮৭৩৭০.৪৮	২৭৫৫.৭৫	৪৬৭৮৯০৬১১	৪৬৭৮৯০৬১১	৪৬৭৬২০৬১১	২৭০০০০	০০	৪৪৩৬৭৯	২৬৪৫০২	৯৯.৯৫%
১৫.	নেত্রকোনা	৭৭৯	৫২	২৩	৩০৭.৯২৭	৪৭৬৭.১১	৭০৪.৩২	২৩৫৬৭৪৯৪২.৭৫	২৩৫৬৭৪৯৪২.৭৫	২৩৫৬৭৪৯৪২.৭৫	০০	০০	১৮৬৪৪০	১৩৯৮৮১	১০০%
১৬.	জামালপুর	৪৬৫	১৩২	২৬	২৩৩.৭৬৪	১৩৬৯০৭.৬০৪	২০০৬.০৭	২১৭৯০৭৯৩০৩২২	২১৭৯০৭৯৩০৩২২	২১৭৯০৭৯৩০৩২২	০০	০০	৩৫৩১৬৮	৯৬৫৫৫	১০০%
১৭.	শেরপুর	২০৯	৪৩	৪৫	২০০.৮৮৫	৪১২৮৬.০৩	৪৭০৩২.৮১	১৩৩০৪১৩৩৮.২৬	১৩৩০৪১৩৩৮.২৬	১৩৩০৪১৩৩৮.২৬	০০	০০	১৫৩৭৫১	৪৫৪৭৩	১০০%
	সর্বমোট=	২৭৩০	২৯৯	১১৯	১৬৬৭.০৬১	২৭২৩১১.২২৪	৫২৭৯৮.৯৫	২১৮৭৪৪৫৩৭২১৪.০১	২১৮৭৪৪৫৩৭২১৪.০১	২১৮৭৪৪২৬৭২১৪.০১	২৭০০০০	০০	১১১৪৪৩৮	৫৪৬৪১১	
বিভাগঃ বরিশাল															
১৮.	বরিশাল	৮৪৭	৭৮	১৩	৩১৪.০৬৫	৬৬৮৪৭.৪৯৬	৯৭২.৬০৫	২৭৯৬৬৬৯৭৭.৭১	২৭৮৬৬৩৪০৪.৭১	২৭৮৩৯৪৩০৪.৭১	১১৭২০৭৩	০০	৩৮২০৮৫	১১১১৯৯	৯৯.৫৫%
১৯.	পিরোজপুর	৪৮৩	৫৯	১২৮	২০৯.২৪৬	১৮৭৯৩১.৭	১০৫৬২৮	১১২৪৯২৭৯৭.৯২	১১২৪৯২৭৯৭.৯২	১১২৩২৪৮৯১.৯২	১৬৮১০৬	০০	৩৯৭৩০২	২৪৪৭৩০	৯৯.৬৫%
২০.	ঝালকাঠি	৩১০	৭৪	২৪	১০৬.৩৪৪	৮১১৭১.৮৬৫	৫২৭১.৬০	৮৫০৩৫২৮৫.৪৫	৮৪০৮৮৭৮৫.৪২	৮৪০৮৮৭৮৫.৪৫	০০	০০	৩৯৪৩৮১	১৫২৯৬৭	৯৯.৪৯%
২১.	ভোলা	১৭৪	২৩	০	১৯১.০৯২	৩৪০৪১	০	১৯৩৫৮৯৪০৬	১৪৫২৮৭৫২১	১৪৫২৮৭৫২১	০	৫০৩০১২২৫	১৬৭১৬৬	৯৬৯৪০	১০০%
২২.	বরগুনা	৩৩৫	৩৬	১৫	২০০.১০৯	২৪৫২২.৩	৯২৭.০২২	১০৩০৩৭৮৩৪	১০৩০৩৭৮৩৪	১০৩০৩৭৮৩৪	০০	০০	১৫৫৩৮৪	১০৮৪১৮	১০০%
২৩.	পটুয়াখালী	৬২৫	৬৩	৬	২৪৬.০৬২	১৮৫৪৩০.৪৬৭	৮৪৫০.৫০	২৬৬৭৯৪১৯১.১৯২	২৬৬৭৯৪১৯১.১৯২	২৬৬৭৯৪১৯১.১৯২	০০	০০	৩০৭৪৪২	১৪২৭৯১	১০০%
	সর্বমোট=	২৭৯৪	৩৩৩	১৮৬	১২৩৪.৯২	৫৮০০৫০	১২১২৫০	১০৪০৬৪৪৪৯২	৯৮৮৩৯২০৩৬	৯৮৭৯৫৫৯২৮	১৪৪০১৭৯	৫০৩০১২২৫	১৭৭২৪৬৮	৮৩৭০২৫	

ক্রমিক নং	জেলার নাম	বাস্তবায়িত প্রকল্প সংখ্যা			প্রকল্পের দৈর্ঘ্য/আয়তন			বরাদ্দকৃত টাকা	উত্তোলিত টাকা	ব্যয়িত টাকা	অব্যয়িত টাকা	অনুত্তোলিত টাকা	উপকারভোগীর সংখ্যা		অগ্রগতির শতকরা হার (%)
		রাস্তা সংখ্যা	মাঠ সংখ্যা	অন্যান্য প্রকল্প সংখ্যা	রাস্তার দৈর্ঘ্য (কিঃমিঃ)	মাঠের ক্ষেত্রফল (বঃমিঃ)	অন্যান্য (বঃ মিঃ)						পুরুষ	মহিলা	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
বিভাগঃ রাজশাহী															
২৪.	রাজশাহী	৪৭৩	১৮৪	২	২৬৪.৪৬	১৬৪৯৭৪.৫০	১০০	২০৯৭৫৫২৬৩.৮৬	২০৬৮৫৫২৬৩.৮৬	২০৬৮৫৫২৬৩.৮৬	০০	৮৮০০০০	৩৬০১৩০	১৮৯৯০৬	৯৯.৩৫%
২৫.	চাপাইনবাবগঞ্জ	৩৩৭	৩৮২	৪০	১৪৩.৮৬৪	৯৫৬১৪.৮৮৮৬	৫১২৯৫০০৩	১৩২৬৯৪৪২৫.৪৮৩	১৩২৬৯৪৪২৫.৪৮৩	১৩২৬৯৪৪২৫.৪৮৩	০০	০০	২১৫২৬৭	১৩৮৩৪২	১০০%
২৬.	নওগাঁ	৬১০	৮৮	১০৮	২৫৪.১৬৭	১২৪০২০.১৬৭	৫৩৫৫৪	২৪৭৬৩৪৩৬২.৯	২৪৭২৬৮৩৬২.৯	২৪৭২৬৮৩৬২.৯	০০	৩৭৫০০০	৪৩৩৭৫৮	৩০৭৬৩৪	৯৮.৮৪%
২৭.	নাটোর	৩৭	৩৬৮	১৬	৩১.৬১৭	৩৯২৮.২	১০২০.৫০	১৭৫১৩৬৭৮৬.২১	১৭৫১৩৬৭৮৬.২১	১৭৫১৩৬৭৮৬.২১	০০	০০	১৬৯৬৬৪	৬৯৪৬৮	১০০%
২৮.	সিরাজগঞ্জ	৬২৯	১১৪	১১	২৩৩.৫০	৭৮৩১৮	৩৫৬০	২৫৫০৬৩৯৪৪.৬১৬	২৪৯২৪৪৮৯৭.৬৩৬	২৪৯২৪৪৮৯৭.৬৩৬	০০	৪৮১৯০৪৬.৯৮	৩০৩৩৬৭	৩২৭৬৪৬	৯৮.১৪৫%
২৯	বগুড়া	৯৯৪	৭৬	২৫	২৪৯২১.২৭৪৬	৯৮৪০১.৪৮৬	৫৬৪	২৮৪৩৩৪৮৮৯০.৪৩	২৮৪২৩৪৮৮৯০.৪৩	২৮৪২৩৪৮৮৯০.৪৩	০০	১০০০০০	৫৪১৮৫০	১০৫৫১৫	৯৯.৮৪%
৩০.	জয়পুরহাট	৩৬৯	৭০	৫২	৮৫৩	১০২৮৬১.৯৩	৩৭০১৪	৮৬৩০৯৮৫৭.৪৬	৮৬৩০৯৮৫৭.৪৬	৮৬৩০৯৮৫৭.৪৬	০০	০০	২০২৫২০	১৪৩৬২৫	১০০%
৩১.	পাবনা	২৪৩	২৪০	২০০	৩৩.৩৩	৬৭২৪৩.২১	১৩৪২	২৫১২৯৭৭৫০.৬৭	২৫১২৯৭৭৫০.৬৭	২৫১২৯৭৭৫০.৬৭	০০	০০	৪১৪২৩	৪৮০৪	১০০%
	সর্বমোট=	৩৬৯২	১৩৪২	৪৫৬	২৬৭৬৩	৭৬৫৩৫২	৫১৩৯২০৫৭	১৬২৯৪২২৬৯৯২	১৬১৩৩০৬৩৯৪৫	১৬১৩৩০৬৩৯৪৫	০	৬১৭৪০৫৭	২২৬৮২৩৬	১২৮৯৭৪০	
বিভাগঃ রংপুর															
৩২.	রংপুর	৬৬৮	১৯৩	৩	৫৮৩৬	১৩৫৬৫০	০০	২৫০০০০০৭৮	২৫০০০০০৭৮	২৫০০০০০৭৮	০০	০০	৪৪৯০০০	১৫০০০০	১০০%
৩৩.	গাইবান্ধা	৭২০	৯৩	১	৩৭৩.৫৯৬	১১১৩৪০.১৫	০০	২২০৫৮৭৭০৬.৯২	২২০৫৮৭৭০৬.৯২	২২০৫৮৭৭০৬.৯২	০০	০০	৩৮০৪৩৬	১৩৫২৪৪	১০০%
৩৪.	পঞ্চগড়	৪৮৯	৪৮৯	৩৭৪	২০৫	১০৬৪১৪	১১	৯২৩৬৪৫৮৩.৬১৭	৯২৩৬৪৫৮৩.৬১৭	৯২৩৬৪৫৮৩.৬১৭	০০	০০	১৬২৬০৯	৩০১১৫	১০০%
৩৫.	নীলফামারী	৪৮৬	২৯১	০০	১১০৩.৭২৯৩	৩৩৪৭৭৬.৫২	৪৮৩	২৩৪৮৩৯৬৫৩.১৯৮	২৩৪৮৩৯৬৫৩.১৯৮	২৩৪৮৩৯৬৫৩.১৯৮	০০	০০	৩৮৫৮৩৯	২০০৯৭৯	১০০%
৩৬.	দিনাজপুর	৭১৪	১৮৩	২৬	৪১২.৫৫৬	২০০৭২৮	৫২০১৪.১	২৮৫১৭৫৫১.৮৯	২৮৫১৭১৪৯৭.১৭	২৮৫১৭১৪৯৭.১৭	০.০০	৪২.০	১৩৯৭৩০৩	১০৭৮০১	১০০%
৩৭.	ঠাকুরগাঁও	৫১৩	৫৮	০	৩৭১.৯৯৯	১৫৩৯৬৮৯	০০	১১৯২৮১০৯১.০৭	১১৯০৮১০৯১.০৭	১১৯০৮১০৯১.০৭	০০	২০০০০০	২১২৮১৭	১০৮২৬৮	৯৯.৯৫০%
৩৮.	কুড়িগ্রাম	১০২৪	৩২০	৪৬	২৭২	২৩৪৫০৮	১৩৫৮৮	৬৩১৮৩৩১১০.৮৩০	৬২৭১৩৫৬৯৪.৬২০	৬২৭১৩৫৬৯৪.৬২০	০	৪৬৮১৪১৬	৮৩৭৩৪৬	২৪৪০৩৪	১০০%
৩৯.	লালমনিরহাট	৩৮০	৬৩	০	২৫৭.৭১০	১৩০৩৫৮	০০	১২৩৮৩১৯৪০.০৪	১২৩৮৩১৯৪০.০৪	১২৩৮৩১৯৪০.০৪	০০	০০	৬৪১৯৪	৫৮৭৪৬	১০০%
	সর্বমোট=	৪৯৯৪	১৬৭০	৪৫০	৮৮৩২.৫৯০৩	১৪১৩৩১৩.৮৭	৪৬০৯৯.১	১৯৫৭৪১০০১৭.৫৩৫	১৯৫৫০২৮৪৪৬.৯৩৩	১৯৫৫০২৮৪৪৬.৯৩৩	০.০	৪৮৮১৪৫৮	৩৭২৩৪৪৪	১১০৫২৩৯	
বিভাগঃ চট্টগ্রাম															
৪০.	চট্টগ্রাম	১৩৬৫	২৭৬	১৪৫	৪১২.৭৪	১৭৫৫৭৩.৬	০	৪৬৪৯১৫৫৬০৩.৭	৪৬৪৭১৫৫৬০৩.৭	৪৬৪৭১৫৫৬০৩.৭	০০	২০০০০০	২২৪৬৮৮	৫৩৪৬৯	৯৯.৯৬%
৪১.	কক্সবাজার	৬৯৯	৯২	৭৫	১৬৪.৫১৪	১২৫৭৮৮	৮৬৭৬৫.৭	১৯৫১৪৮৯৬১.২	১৯৫১৪৮৯৬১.২	১৯৫১৪৮৯৬১.২	০০	০০	১২৬৪১৬	৬৪৭১৩	১০০%
৪২.	রাঙ্গামাটি	৪২০	০০	০০	৫৯৪.৪৫	০০	০০	১২৫৮২৭৫৭৭.৩	১২৫৮২৭৫৭৭.৩	১২৫৮২৭৫৭৭.৩	০০	০০	২১১৯৪২	১৩৩৫৭৯	১০০%
৪৩.	খাগড়াছড়ি	৩১৮	১১	২৭	৩০৫.৪৮৯	১৩৯০২	১২০২	৯৪৪২৮৭৮০.৬২	৯৪৪২৮৭৮০.৬২	৯৪৪২৮৭৮০.৬২	০০	০০	৩৫৫৮৬	১৪৩৩২	১০০%
৪৪.	বান্দরবান	৩১৩	৫৩	৩৪	৩৪৪.৭৪৬	২৭৩৪৭৫.৮৮৩	২৬১৭৮.৯৬৮	১১০২৬৮৩৪৮.৮	১১০২৬৮৩৪৮.৮	১১০২৬৮৩৪৮.৮	০০	০০	৮৮২১২	৪৯৬০৯	১০০%
৪৫.	কুমিল্লা	১৫৩৫	৩১৪	৯৭	৭১৮.২৪৩	২৩৫৬০৮.৪৭	৪৯১৪২.৩	৪৭১৬৩৪৪২২.৮	৪৬৮৩৯৯৩০৮.৫	৪৬৮৩৯৯৩০৮.৫	০০	৩২৬৫১১৪.৩	৪৬২৫৪০	৩২৫৮৫৭	৯৯.৫%
৪৬.	চাঁদপুর	৬৬৭	১৪৮	১৮	২১৪.৪৮৩	১০৫০৮২.৮৮	৬৬৫	২১৮১৭৮৮৮৬	২১৮১৭৮৮৮৬	২১৮১৭৮৮৮৬	০০	০০	৪৫৩০৪৪	১৬৩৩৮৭	১০০%
৪৭.	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	৬১৩	১৭৯	১৫	২৬৫৩.৯৩	২১০২৪৮.১৬২	৭৪০.৯৩	২৪৪৭৬৬৬৩০২.৫	২৪৪৬৬৬৬৩০২.৫	২৪৪৩৩৮৭৭০.৫	৩৩৮১৩২	১০০০০০	৩২১৯৬২	৭২৫৯৮	৯৯.৭৯%
৪৮.	নোয়াখালী	৮৭৬	১০৪	৪৫	৪৬২.২৭	১৬৭৭২৪	১১৯৩	২৫৬৩৪৬৭৪৩.৭	২৫৬৩৪৬৭৪৩.৭	২৫৬৩৪৬৭৪৩.৭	০০	০০	২৮৭৪৪৮	১৩৪৬২২	১০০%
৪৯.	লক্ষ্মীপুর	৩৭২	১৭৯	১৫৪	১৮৬	১২৬০০০	১০৮০০০	১৩৫২৭২৭৮৭.২	১৩৫২৭২৭৮৭.২	১৩৫২৭২৭৮৭.২	০০	০০	৩৪৪১৭৪	৮০০৭	১০০%
৫০.	ফেনী	৩৩৮	৯২	৭৯	১০৫.০৩৯১	৩৭৫০৬.৩৮৩৩	৫৫৮৬.০৯২৩	১২১৪৬৯৯৪৪.১	১২১৪৬৯৯৪৪.১	১২১৪৬৯৯৪৪.১	০০	০০	২১৬২৪৭	৮৯০০৮	১০০%
	সর্বমোট =	৭৫৪৬	১৬৪৮	৬৮৯	৬১৬১.৯০৪১	১৫০০৭০৯.৫৭৮	২৮২৪৫.৯৭০৫	২৪৫৬২৫৯০৫৬	২৪৫৪৬৬৬৯৪২	২৪৫৪৩৩৩৭৬০	৩৩৮১৩২	৩৫৬৫১১৪	২৭৭৩৩৬২	১১২৭০০১	

ক্রমিক নং	জেলার নাম	বাস্তবায়িত প্রকল্প সংখ্যা			প্রকল্পে সৈর্ঘ্য/আয়তন			বরাদ্দকৃত টাকা	উত্তোলিত টাকা	ব্যয়িত টাকা	অব্যয়িত টাকা	অনুমোদিত টাকা	উপকারভোগীর সংখ্যা		অগ্রগতির শতকরা হার (%)
		ব্রীজ সংখ্যা	মাটি সংখ্যা	অন্যান্য প্রকল্প সংখ্যা	রাস্তার সৈর্ঘ্য (কিঃমিঃ)	মাটির কাজের পরিমাণ (ঘনমিঃ)	অন্যান্য (বহু মিঃ)						পুরুষ	মহিলা	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
বিভাগঃ খুলনা															
৫১.	খুলনা	৫৭০	২৪৩	১৪০	২১৯.৯০৯	৩১৪৩৪৮	৫৮৮৮৮	২২০৪১৯৯০৬.৪৫	২২০৪১৯৯০৬.৪৫	২১৮৬০১৬৫৬.৪৫	১৮১৮২৫০	০	৫১৬২৬৫	৩৯৪১৩৯	৯৯.৯৯%
৫২.	বাগেরহাট	৬৪৫	১৫৯	১১৮	২১৪.৫৫১	২৩৫৭১৯	২৭৮৭২	২০৯৬১৫৭৯৩.৭৪	২০৯১১৪২৫০.৭২	২০৮৯৬৪২৫০.৭২	১৫০০০০	৭০১৫৪৫.০২	৩৮৭০৬৯	২৫৯৭১৪	৯৯.৯৯%
৫৩.	সাতক্ষীরা	৫৬৩	১১৭	৭২	২৩২.০০	১০৮৫৬১.৪২	৪৪৩৪.৮১	২০৮৮৫৫১৩৭.৪৩	২০৮৩০৫১৩৭.৪৩	২০৮৩০৫১৩৭.৪৩	০	৫৫০০০০.০০	১৯৩৬৭৩	১০২৩৭১	১০০%
৫৪.	যশোর	৫৬৮	৭৫	১৮	২১৪.৬৬২	১১১৬৩৭.৫	৫৭৩০	২৪৭২২১৭১৫.৭৫	২৪৭২২১৭১৫.৭৫	২৪৭২২১৭১৫.৭৫	০	০	১০৫৬১১	১৯০৬৪	১০০%
৫৫.	ঝিনাইদহ	৫৩১	৬৭	০	১২৪.৯০৯	১৮০৭৯	১৫.৮৪	১৬১৩৭১৭১৫.৬৬	১৬১৩৭১৭১৫.৬৬	১৬১৩৭১৭১৫.৬৬	০	০	৬০৫০	৯৩৩	১০০%
৫৬.	নড়াইল	২৪৭	৩৩	৫	১৯০.৮৭২	৬৫৪৫২	০	৭৫৫৩৫৭৮৬.৬৯	৭৫৫৩৫৭৮৬.৬৯	৭৫৫৩৫৭৮৬.৬৯	০	০	২৫৫৭৭	৭০৪৩	১০০%
৫৭.	মাগুরা	৩৬৭	৪৯	৪৬	১০৫.৬৭৩	২৬৪৫০.৫	৪৩৪৪৬.৮৯	৯৩৬১১২৮৪.৫৭	৯৩৬১১২৮৪.৫৭	৯৩৬১১২৮৪.৫৭	০	০	৬২৫৭২	১৫২৭৮	১০০%
৫৮.	চুয়াডাঙ্গা	২১৫	২১	০৭	১৩৫.২৭৩	২১৩৭৩.০০	৩৫৮৯৬	৮৮৬৪৩৮০৮.৯৫	৮৮৬৪৩৮০৮.৯৫	৮৮৬৪৩৮০৮.৯৫	০	০	১৫৬৬৩৯	৩৭৪৫০	১০০%
৫৯.	কুষ্টিয়া	৪১৪	১০৬	৪৫	১১৬.৮০৩	৭১৪৬৪	২০৭০০	১৫৬৮৭৮৫২৯.৫৯	১৫৬৮৭৮৫২৯.৫৯	১৫৬৮৭৮৫২৯.৫৯	০	০	১৫১৫৪৯	৩৭১৯৫	১০০%
৬০.	মেহেরপুর	৩৮৯	১	৫	৩৬.১২৫	৩৪৫	০	৭০১০৩০১৯.২১	৭০১০৩০১৯.২১	৭০১০৩০১৯.২১	০	০	১২২৯৭৪	৫৩০১৯	১০০%
	সর্বমোট =	৪৫০৯	৮৭১	১০৮	১৫৯০.৪৭৭	৯৭৩৭২৯.৪২	১৯৭১৮৩.৫৪	১৫৩২৪৫৬৯৯৭.৮৪	১৫৩১২০৫১৫৪.৮৩	১৫২৯২৩৬৯০৪.৮২	১৯৬৮২৫০	১২৫১৫৪৫.০২	১৭২৭১৬৪৯	৯২৬২০৩	
বিভাগঃ সিলেট															
৬১.	সিলেট	৮৩০	১৪৯	২০	২৭৫.৮৬৫	১৮৫৮২৩.৩৭	২৯৯৭৯.৪৯	২৫৮৬০৭২৬১.১২	২৫৫৩২০১২৩.৩৯	২৫৫০৩৫৪৫৭.৩৯	২৮৬৬৬৬	৩২৮৭১৩৭.৭৩	২১১৬২৭	১৩১৩৬২	৯৮.৬২
৬২.	মৌলভীবাজার	৫০৪	৫৪	১৫	১৮২.৭৮৪	৬৯৭১১.৯২২	২৩০৩৬.০৬	১৮৫৯২৫২৪০.১৭	১৮৫৯২৫২৪০.১৭	১৮৫৯২৫২৪০.১৭	০০	০০	৫০৩১৭	১৬৪১৫	১০০%
৬৩.	হবিগঞ্জ	৬৬৭	৪৮	৯০	৩৭৭.১৪৯	৩১০৩১.৫০৬	১৯৭৮৩.২	১৮১৬৫৮২১৬.৫৯	১৮০১৪৪৩২৭.৯৪	১৮০১৪৪৩২৭.৯৪	০০	১৫১৩৮৮৮.৬৫	২০৪৭৮৭	১৫৭৬৯৭	১০০%
৬৪.	সুনামগঞ্জ	৯৩০	৪৬	০	২৭৯.০০	৩২২০০	০	২৩৯৬৬০০১১.২২	২৩৯৬৬০০১১.২২	২৩৯৬৬০০১১.২২	০০	০০	২৭০০০	২০৯৩৩	১০০%
	সর্বমোট =	২৯৩১	২৯৭	১২৩	১১১৪.৭৯৮	৩১৯৭৬৫.৭৯৮	৭২৭৮৮.৭৫	৮৩৫৮৪৮৭২৯.১	৮৬১০৪৭৭০২.৭২	৮৬০৭৩১০৩৬.৭২	২৮৬৬৬৬	৪৯০১০২৬.৩৮	৪৭৩৭৩১	৩২৬৪০৭	

৭.২ গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর:

৭.২.১ কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

(ক) সামগ্রিকভাবে দুর্যোগ ঝুঁকি-হ্রাসের জন্য গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন;

(খ) গ্রামীণ দরিদ্র জনগণের দুর্যোগ-ঝুঁকিহ্রাস এবং জলবায়ু পরিবর্তন জনিত অভিযোজনে সামাজিক নিরাপত্তা ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সহায়তার জন্য;

(১) গ্রামীণ এলাকায় অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও দরিদ্র জনগণের কর্মসংস্থান সৃষ্টি;

(২) গ্রামীণ এলাকায় খাদ্যশস্য সরবরাহ ও জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;

(৩) দারিদ্র্য বিমোচনে ইতিবাচক প্রভাবসৃষ্টি;

(৪) সোলার স্ট্রীট লাইট ও দুর্যোগ সহনীয় বাসগৃহে সোলারহোম সিস্টেম স্থাপন এবং সরকারি বিশেষ নির্দেশনার প্রেক্ষিতে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমানের উন্নয়ন;

৭.২.২ গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর) প্রকল্পের কাজের ধরণ/পরিধি:

(ক) গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচির আওতায় নিম্নবর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদন করা যাইবে:

(১) বিগত বছরের বাস্তবায়িত কাবিখা প্রকল্পের রক্ষণাবেক্ষণ কাজ;

(২) বাঁধ ও রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ;

(৩) নালা নির্মাণ/সংস্কার, নর্দমা খনন এবং সংরক্ষণ;

(৪) ধর্মীয়/শিক্ষা/জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ মেরামত/উন্নয়ন;

(৫) সেনিটারী ল্যাট্রিন নির্মাণসহ জনস্বাস্থ্য এবং পরিবেশ উন্নয়নকল্পে জনহিতকর কার্য সম্পাদন;

(৬) গ্রামীণ যাতায়াত ব্যবস্থার সুবিধার্থে বাঁশ/কাঠের সাঁকো নির্মাণ;

(৭) বিশুদ্ধ খাবার পানি প্রাপ্তির জন্য এলাকা ভিত্তিক গভীর নলকূপ প্রতিষ্ঠা;

(৮) ব্যক্তি মালিকানাধীন ও বিরোধপূর্ণ জমির উপরে উল্লিখিত প্রকল্প গ্রহণ করা যাইবে না;

(৯) ব্যক্তি মালিকানাধীন পুকুর যাহার পানি জনগণ অবাধে ব্যবহার করিতে পারে বা পুকুর সংস্কার করিবার পরও তাহা অব্যাহত থাকিবে এমন নিশ্চয়তা পাইলে প্রকল্পটি গ্রহণের বিষয়ে উপজেলা কমিটি বিবেচনা করিতে পারে;

(১০) সম্পূর্ণ নতুন প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে জমির প্রাপ্যতা সংক্রান্ত সনদপত্র সংশিষ্ট জমির মালিক/ওয়ারিশ, ইউপি চেয়ারম্যানের প্রত্যয়নপত্র এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারের প্রতিস্বাক্ষরসহ প্রকল্প প্রস্তাবের সহিত আবশ্যিকভাবে দাখিল করিতে হইবে;

(১১) বর্ষণের ফলে নির্মিত রাস্তার মাটি যাহাতে ধুইয়া সরিয়া যাইতে না পারে তাহার জন্য রাস্তার উভয় পার্শ্বে পাকা ওয়াল (রাস্তার উচ্চতার সমান অথবা রাস্তার মাটি রক্ষা করিতে পারে এমন উচ্চতা পর্যন্ত) নির্মাণের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা যাইবে। এইরূপ প্রকল্পের ক্ষেত্রে ৭৫% পর্যন্ত খাদ্যশস্য বিক্রয়লব্ধ অর্থ বা বরাদ্দকৃত নগদ অর্থ এই ওয়াল নির্মাণ কাজে ব্যয় করা যাইবে;

(১২) পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপ চুক্তির আওতায় স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বেসরকারী সংস্থা (এনজিও), বেসরকারী প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিবিশেষের সহিত আর্থিক ও বাস্তব উভয় ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ সহযোগে জনকল্যাণমূলক প্রকল্প গ্রহণ করা যাইবে;

(১৩) স্বল্প খরচে দরিদ্রতম পরিবারের জন্য জলোচ্ছ্বাস/বন্যা সীমার উর্ধে ঝড়/ঘূর্ণিঝড়/সাইক্লোন সহনীয় গৃহনির্মাণ;

(১৪) কাবিখা নির্মিত ব্রীজ-কালভার্ট মেরামত;

(১৫) আধুনিক ও উন্নত শিক্ষা সম্প্রসারণে সহায়তার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা উপকরণ হিসেবে ল্যাপটপ ও মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর সরবরাহকরণ;

(১৬) মেরামতাধীন/সংস্কারাধীন সরকারি পুকুর/জলাশয় অবৈধ দখল রোধে প্রয়োজনীয় সীমানা পিলার স্থাপন;

(১৭) মেরামতাধীন রাস্তার সীমানা এবং সংস্কারাধীন পুকুর/জলাশয়ের পাড় বরাবর খাঁচা স্থাপনসহ বৃক্ষ রোপণ;

(১৮) গ্রামীণ রাস্তায় জনসমাগম হয় এমন স্থানে প্রয়োজনে সোলার স্ট্রীট লাইট এবং নির্মিত দুর্যোগ সহনীয় বাসগৃহে সোলার হোম সিস্টেম স্থাপন করা যাইবে।

(১৯) বজ্র নিরোধক দন্ড, বজ্র নিরোধক যন্ত্র (Lightning Arrester) এবং বজ্র নিরোধকছাউনী স্থাপন;

(২০) জনগুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা/ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং জনবহুল স্থানে জনসাধারণের জানমালসহ সার্বিক নিরাপত্তা এবং সরকারি সম্পদ রক্ষার্থে 'ক্লোজড সার্কিট ক্যামেরা স্থাপন' প্রকল্প গ্রহণ করা যাইবে।

৭.২.৩ কাবিখা-২ শাখার কার্যাবলীঃ

১. মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত বরাদ্দের প্রেক্ষিতে মাঠ পর্যায়ে বরাদ্দ পত্র জারী।
২. কাবিখা কর্মসূচির চূড়ান্ত প্রতিবেদন জেলা হতে সংগ্রহ এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
৩. কাবিখা কর্মসূচির আওতায় গৃহিত প্রকল্প পরিদর্শন ও তদারকি সংক্রান্ত কার্যক্রম।
৪. প্রকল্প বাস্তবায়নে কোন অভিযোগ উত্থাপিত হলে তদন্তক্রমে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ।
৫. বরাদ্দ এবং বরাদ্দ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য প্রদান এবং বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রেরণ।
৬. প্রকল্প তালিকা জেলা হতে সংগ্রহ এবং ওয়েবসাইটে প্রকাশ।

৭.২.৪ ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষেণ (টিআর) কর্মসূচির আওতায় জেলাওয়ারী বরাদ্দ সংক্রান্ত তথ্য:

ক্রমিক নং	কার্যক্রম/সূচক	জেলার নাম	মোট বরাদ্দ	জেলাভিত্তিক উপকারভোগীর সংখ্যা (লক্ষ জন)
১	[১.২] গ্রামীণ অবকাঠামোসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ (টি.আর)।	দিনাজপুর	২৬০৬৬৭৬৭২.১৭	০.৩২৩
২		ঠাকুরগাঁও	১১৪৯৭৭৪২৬.২৪	০.১৪৪৮
৩		পঞ্চগড়	৮৪৭৯৪৩৮৫.১২	০.১০৬
৪		রংপুর	২৪৪৮২৭৩২৬.৮৪	০.৩০৬২
৫	[১.২.১] উপকারভোগী	লালমনিরহাট	১১৩৪০৪০৫০.৫৪	০.১৪১৮
৬		নীলফামারী	১৫৬৩৩৩৯৩২.০৯	০.১৯৬৬
৭		কুঁড়িগ্রাম	২০০৯৯৭৬৪৮.৬৮	০.২৪৬৭
৮		গাইবান্ধা	১৯৮৮৭৫৪১৪.১৫	০.২৪৬৪
৯		বগুড়া	২৪৮৩৩০৬৮৭.৯৭	০.৩১৩৮
১০		জয়পুরহাট	৮৩১৩৮৮৮৬.৩৭	০.১০৪৮
১১		রাজশাহী	২৪০৯৭০৫৪৯	০.২৮২৭
১২		নওগাঁ	২১৪৯৫২৩২৯.৬১	০.২৬৮৫
১৩		নাটোর	১৫৬০৫৬৪৪৬.১৬	০.১৯৩৩
১৪		চাঁপাইনবাবগঞ্জ	১২১৮২৬৬১২.৪৮	০.১৫২৮
১৫		পাবনা	১৯৭৫২৪৮৭৪.৫০	০.২৪৭
১৬		সিরাজগঞ্জ	২৩৪৯৪০২১৮.৩২	০.২৯৩৯
১৭		কুষ্টিয়া	১৩২৬৯৩০১৯.৮৩	০.১৬৬১
১৮		চুয়াডাংগা	৮৪৮৩৯০৮২.১৭	০.১০৭১
১৯		মেহেরপুর	৬৫৬৬১৭০৫.৬৮	০.০৮৩৯
২০		যশোর	২২৬৫৬৯৮১১.১১	০.২৮৩৭
২১		ঝিনাইদহ	১৪৯৯৯৪৬৪৯.১৬	০.১৯০৫
২২		মাগুরা	৮৮৩৫৮৩৫০.৮০	০.১১
২৩		নড়াইল	৭১১৯৫৫০৫.২২	০.০৯০৬
২৪		খুলনা	২৫০১০৪৫৫৯.৭৫	০.২৮৫২
২৫		সাতক্ষীরা	১৮১৪৬৬৫৩০.১৪	০.২২৩১
২৬		বাগেরহাট	১৮৫১৭৪৫৬২.০৮	০.২২৬২

ক্রমিক নং	কার্যক্রম/সূচক	জেলার নাম	মোট বরাদ্দ	জেলাভিত্তিক উপকারভোগীর সংখ্যা (লক্ষ জন)
২৭		বরিশাল	২৭৮১৪১৯৯৫.৭৮	০.৩৪২৫
২৮		ঝালকাঠি	৮১০৭৭৬২৯.২৭	০.১০১৫
২৯		পিরোজপুর	১৩৯৯৩২৩৭৯.৫৮	০.১৭৩৮
৩০		ভোলা	১৬৫৬৬০১৪৬.১৯	০.২০৪৮
৩১		পটুয়াখালী	১৬৩০১৬৭২৯.৬৪	০.২০৩৪
৩২		বরগুনা	৯২২৮৩৯৩৫.২৫	০.১১৫৫
৩৩		জামালপুর	২০৯৭২৯৯৬২.৮৬	০.২৬৩২
৩৪		শেরপুর	১২৪৪৯১৪২৭.৫৬	০.১৫৫৩
৩৫		ময়মনসিংহ	৪২৯১৫০২১৭.৪৫	০.৫৩৬১
৩৬		নেত্রকোনা	২১৫১৫২২৯৬.৯৫	০.২৬৭৫
৩৭		কিশোরগঞ্জ	২৩৯৫৬১৯৮৬.৬২	০.২৯৯১
৩৮		টাংগাইল	৩১০৭৬০৭৭১.৭১	০.৩৯০৪
৩৯		ঢাকা	৫৭৮৬৪৭২১৩.৭৩	০.৭৪৮
৪০		গাজীপুর	১৬৪৬২৮৫১৫.৩২	০.২১০২
৪১		নরসিংদী	১৬৮৪১৩৮৫২.৮২	০.২১৬৮
৪২		নারায়নগঞ্জ	১৫৯২৩৬৯৬১.৫৩	০.২০৩৩
৪৩		মুন্সিগঞ্জ	১২০৯৩০৩৯৭.৫৩	০.১৫১৩
৪৪		মানিকগঞ্জ	১১৩০৭৭৫২৬.৫৬	০.১৪১৯
৪৫		ফরিদপুর	১৭১৭৮৬৩১৪.২৮	০.২১৩৪
৪৬		রাজবাড়ী	১০৪৯০৮৮৮৭.৮৭	০.১২৯৬
৪৭		মাদারীপুর	১২৪৫২১৪৮৪.৭৯	০.১৫৮
৪৮		গোপালগঞ্জ	১২০৫২১৯২৭.১৬	০.১৪৯৮
৪৯		শরীয়তপুর	১৩৪৭০৮১০০.৯৫	০.১৬৯৭
৫০		সিলেট	২৪৮৮২৮৫১৪.৫৮	০.৯১৮১
৫১		মৌলভীবাজার	১৬২৮৬৯৬৮০.৪৫	০.২০৩৩
৫২		হবিগঞ্জ	১৬০৮৭৩৮৪৮.১১	০.১৯৯৭
৫৩		সুনামগঞ্জ	২০৯৬৮৫৫৯১.১৫	০.২৬০১
৫৪		কুমিল্লা	৪৩১৩১৩৭৯৩.০০	০.৫৩৭
৫৫		ব্রাহ্মণবাড়িয়া	২২১৬৬৪৫৯৫.১৮	০.২৭৯৫
৫৬		চাঁদপুর	২০৮০৩০৫৩৫.৫১	০.২৫৯৬
৫৭		নোয়াখালী	২২৩৭১২২২১.৫১	০.২৮১১
৫৮		লক্ষীপুর	১৪১২৩২০২২.৫৯	০.১৭৮৬
৫৯		ফেনী	১১৬৫৩৭৬৪২.৩৭	০.১৪৬৯
৬০		চট্টগ্রাম	৫২৪৮৮৫৯৬৯.০৪	০.৬৮৭৪
৬১		কক্সবাজার	১৭৪৮৪৯৫১১.৮৮	০.২১৭১
৬২		রাংগামাটি	১০২১৭১৫৯৬.৩৪	০.১২৪
৬৩		খাগড়াছড়ি	৮৬৯৯২৩৩৮.১৮	০.১০৭
৬৪		বান্দরবান	৯৩০৩৫১৮৮.৫৩	০.১১২২
		মোট	১১৮২৫৭০০০০০.০০	১৪.৮৪

৭.২.৫ গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর):

ছাতিহাটি বাজার টয়লেট নির্মাণ, উপজেলাঃ কালিহাতি, জেলাঃ টাঙ্গাইল।

৭.২.৬ জেলাওয়ারী ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর)কর্মসূচির আওতায় বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্পের সারাংশসীটঃ

ক্রমিক নং	জেলাওয়ারী	রাস্তা সংস্কার	মাঠ ভরাট	অন্যান্য প্রকল্প	রাস্তার দৈর্ঘ্য (কিঃমিঃ)	মাঠের ক্ষেত্রফল (বঃমিঃ)	অন্যান্য (বঃ মিঃ)	বরাদ্দকৃত টাকা	উত্তোলিত টাকা	ব্যয়িত টাকা	অব্যয়িত টাকা	অননুমোদিত টাকা	পুরুষ	মহিলা	অগ্রগতির শতকরা হার(%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
বিভাগঃ ঢাকা															
১.	ঢাকা	১০৮৩	২৭	২৬৬৩	২৫৯.৬৬৪	২২২২০.১১	২৪০০	৫৫৯৮৩৩৪৫৯.৭৬	৫৫৯৮৩৩৪৫৯.৭৬	৫৫৯৮৩৩৪৫৯.৭৬	০০	০০০	১৭২৬২৬	২২৮৬৯৫	১০০%
২.	গাজীপুর	৫২৩	৫১	১৯২৭	৫৩	৩৬৭১৪	৭৪১৬১	১৬৫১৮৩৫১৫	১৬৫০১৮৮৭১৫	১৬৫০১৮৮৭১৫	০০	৯৫০০০	২০৭৩৪৪	৩০৬৭৭১	৯৯.৯৬%
৩.	নারায়ণগঞ্জ	৬২৭	৫৬	৬৮৬	১০১.৩১১	৩২৭৩৮	২৫৫৫০	১৬৩৩১৩৯৬১.৪৯	১৬৩৩১৩৯৬১.৪৯	১৬৩৩১৩৯৬১.৪৯	০০	০০	৪২৯১৮১	৩৪৮৫১২	৯৯.৬৮%
৪.	মানিকগঞ্জ	৭০২	৮২	৭২৫	১৯৯.১৩৮	১৭৭৪৭.৩	৫৬৪২৬.০৪	১১৩৭৭৫৮৫৮.৮৯	১১৩৭৭৫৮৫৮.৮৯	১১৩৪০১৩৫৭.৮৯	২৪৮৫০০	০০	১৫৬৪২০	১৯২৯৪৫	৯৯.৯%
৫.	টাঙ্গাইল	২১০০	২১৭	১৬১৪	৩৮৬.৬৩৪	৪৩৭০৬	০০	৩১৪০৩৩২০৪.৭১	৩১৪০৩৩২০৪.৭১	৩১৪০৩৩২০৪.৭১	০০	০০	৭৫৭৩৬	৩৬৫৩০	১০০%
৬.	কিশোরগঞ্জ	১৮৭৪	১৬৯	১২২৫	২৫২.৫১৩৪	১১৬০০৬.৪৪	২৩২১১৮.১১	২৪১৭০৬৯৮৬.৬২	২৪১৭০৬৯৮৬.৬২	২৪১৭০৬৯৮৬.৬২	০০	০০	১৬২১৮৩	৭৫১২৪	১০০%
৭.	ফরিদপুর	১১৬৫	৬৮	৬৫১	১৫৭.১৫১	৮০০৭.৯৯	১০১৯৬.৭	১৭৯৮১৬৬১৩.৬০	১৭৯৭৬৬৩১৩.৬০	১৭৯৭৬৬৩১৩.৬০	০০	৫০০০০	১৯৯১৮৭	১২৭৬৩১	৯৯.৯৯%
৮.	নরসিংদী	১২৪৮	১৫৯	৮৮৩	২৬০.৩৬৪	৪৯৯০৪	৪৩০৬৪	১৭১৪০৮৮৫৬	১৭১৩০৩৮৫৬	১৭১৩০৩৮৫৬	০০	৪০৫০০০	৪৬৮৭৭	২১৯২১	৯৯.৭৬%
৯.	মুন্সিগঞ্জ	৪৫৮	৬৯	৫৭৬	৬৪.২৩৮	৪৫৮৭১	১২৩৩০৪	১২২০০০৩৯৬.৫৩	১২২০০০৩৯৬.৫৩	১২১৬৪৯৯৫৯.৫০	৩৫০৪৩৭	০০	৭০৪৬৫	২৬১৩০	৯৯.৮৮%
১০.	মাদারীপুর	১০১৪	১২৫	১০৬২	১৪৪.৩৯৬৮	৪৬৮৪৯	০০	১২৮১২১৪৮৪.৭৯	১২৮১২১৪৮৪.৭৯	১২৮১২১৪৮৪.৭৯	০০	০০০	৬১০৬২৬	৫৬৭৫৮৪	১০০%
১১.	শরীয়তপুর	৫৩৭	৫১	১০৮৯	৬০	২৮০৬০	১৫০৬৪০	১০৫০৬৮১৯৫	১০৫০৬৮১৯৫	১০৫০৬৮১৯৫	০০	০০	৩০০৪৪৯	৪৫২৪২	১০০%
১২.	গোপালগঞ্জ	৫০৪	২২৮	৮৯৪	৬৬.৫৮৫	২০৭৭৬.৫	১৫১৮৩০.১৭৫	১২৩০৪৬৯২৭.১৭	১২৩০২২৬৯২৭.১৭	১২৩০২২৬৯২৭.১৭	০০	১২০০০০	৪৬১১৪	২৬৬১৪	৯৯.৯০%
১৩.	রাজবাড়ী	৫০৯	৪২	৬৯১	৫৯.৫৬৮	১১১৭৪	৪২৮৪৪.৪২৫	১০৬২৫৮৮৮৭.৮৭	১০৬২৫৮৮৮৭.৮৭	১০৬২৫৮৮৮৭.৮৭	০০	০০	৯২৩০৪	২২৬৪৭	১০০%
	সর্বমোট =	১২০৭৪	১০৭৪	১৪৮৮৯	২০৬১.৪০৩২	৪৮৩০৭৫.৩৪	৯১১৫৩৮.৪৫	২৫২৩৯২৮০৪৭.৪৩	২৫২৩২৫৮০৪৭.৪৩	২৫২২৫০৩১০৯.৪	৬২৮৯৩৭	৬৭০০০০	২৬০০১৯৩	২০০০৩৪৬	
বিভাগঃ ময়মনসিংহ															
১৪.	ময়মনসিংহ	২৮৮৮	২৭০	১৮০৭	১০১২.৪৪১	২৫৩০৮৫	৫৩১৩৩	৪২৬৪৩৬৩০০.৪৫	৪২৬৪৩৬৩০০.৪৫	৪২৬৩০৭০০০.৪৫	১৩২০০০	০০	৪৪২২৬২	২৮৮১৯৯	৯৯.৯৮%
১৫.	নেত্রকোনা	১৭২২	৩৮	৯০৮	৩৫৩.৫৮৪	১৫৩৩২	২১৩১২	২১৫০৮৪৮৮১.০৮	২১৫০৮৪৮৮১.০৮	২১৫০৮৪৮৮১.০৮	০০	০০	১৫৪১৯৯	১১৪১৩১	১০০%
১৬.	জামালপুর	৫১৮	৭৭	৪৭৭	১৯৪.৩৬৩	৪৮০৬৩.৮০	৭৯০৯৮.৫৭	১২৬০৫৪৪৬.০৮	১২৬০৫৪৪৬.০৮	১২৬০০৫৪৪৬.০৮	১০০০০	০০	১৫৬০০৩	৪১৮০৮	৯৯.৯৯%
১৭.	শেরপুর	১৩৪২	২৮৩	১০২৬	৭১৯৮.৩০৯	২১৭৪৩৩.৯৯	২২০৫৩১.২৮	২১২৪৯৪৩৩৬.৩৫	২১২৪৯৪৩৩৬.৩৫	২১২৪৯৪৩৩৬.৩৫	০০	০০	২১২২১৬	১২৭৯২৫	১০০%
	সর্বমোট =	৬৪৭০	৬৬৮	৪০৪৮	৯০৫৮.৬৯৭	৫৩৩৮৯৪.৭৯	৩৭৪০৭৪.৮৫	৯৮০০৬৩৯৮৩.৯৬	৯৮০০৬৩৯৮৩.৯৬	৯৭৯৯২১৯৮৩.৯৬	১৪২০০০	০০	৯৬৪৬৮৩	৫৬২০৬৩	
বিভাগঃ বরিশাল															
১৮.	বরিশাল	১৯৭৮	১৯৫	৮২৬	২৬৬.৬৫৪	৫৬৯৯৭.৬১	৮৮৬.৮৮	২৬৮১৭৪০৫১.৮৬	২৬৭১৪৮০৬০.৮৬	২৬৭১৪৮০৬০.৮৬	০০	১০২৬২৯১	৩৩০৫৫৫	৯৮৮১	৯৯.৬১%
১৯.	পিরোজপুর	৮৭৯	৬২	১০২৯	১৫৩.৪১৮	৯১০৮০	১১১৫৩১	১০৬৭৮২০৫৪.৬৬	১০৬৭৮২০৫৪.৬৬	১০৬৭৮২০৫৪.৬৬	০০	০০	৪৬৬৬৭০	২৮৩৩২৯	১০০%
২০.	ঝালকাঠি	৮৫৫	৬৮	৪৫৩	১২৩.১৯৬	১০৪০৬.৬৬	৬০৯৫৬.৮৭	৮২২৩৭৬০৯.৩৩	৮১৮৩৭০৭৬.৩৩	৮১৮৩৭০৭৬.৩৩	০০	০০	২৮৩৬৬৫	১১৯২৮৩	৯৯.৬৮%
২১.	ভোলা	৩৮৯	১২৫	৫৮৩	২০১.৮৯৭	৩১০০৯	০০	১৬৬৫৮৫১৩৫	১২৫১৯৮০৭১	১২৫১৯৮০৭১	০০	৪১০৮৭০৬৪	০০	০০	১০০%
২২.	বরগুনা	৩৯৫	৭৯	৬১২	৩৮৪.৯৩৩	২২৪৯৯.৮	২০৩৩৮	৯৩৪৫৮৮৯১	৯৩৪৫৮৮৯১	৯৩৪৫৮৮৯১	০০	০০	১৪৩৩৪৫	১০১৫৮৩	১০০%
২৩.	পটুয়াখালী	৬১৫	৯৫	৯৮৩	২০৭.০১	২৫৮০২	৭৫৯৪৪	১৬৮৪৭৮৯৪	১৬৮৪৭৮৯৪৯	১৬৮৪৭৮৯৪৯	০০	০০	১৪৪৬৯৫	৯৬৫৭১	১০০%
	সর্বমোট =	৫১১১	৬২৪	৪৫১৬	৩২১৪৪.২১৪	২০৭৭৯৫.০৭	২৭২৬৫৬.৭৫	৭৩৪০৮৫৬৩৫.৮৫	৮৪২৯০৩১০২.৮৫	৮৪২৯০৩১০২.৮৫	১০২৬২৯১	৪২৪১৩৩৫৫	১৩৬৯২৩৩	৫৯১২৪৭	
বিভাগঃ চট্টগ্রাম															
২৪.	চট্টগ্রাম	২৪৬৩	২৫৩	২৬৬২	৩৩৬.৫১	১৯৯৫৮৬.১৪	০	৫০০০৬১১৫৬.৮৭	৪৯৯৩০৩৬২৬৩.৮৭	৪৯৯৩০৩৬২৬৩.৮৭	০০	১০২৪৮৯৩	৩৭৩০৬৫১	৬৬৪৯৫	৯৯.৮০%
২৫.	কক্সবাজার	৬৫২	৭১	৮৯২	৬৭.২	৩৭৭৩৭	৩৬০১০৯.৮	১৭৮৭৮৬৫১৫.৮৮	১৭৭২৮৬৫১৫.৮৮	১৭৭২৮৬৫১৫.৮৮	০০	১৫০০০০০	১৩৮৫৯০	৯২২২৩	৯৯.১৬%
২৬.	রাঙামাটি	৫৫০	৪০	৪৮৯	২৫৪.৩৪	১০৭৯৫	০	১০৯৭৬০২২৫.৬০	১০৯৭৬০২২৫.৬০	১০৯৭৬০২২৫.৬০	০০	০০	১৭৬৩৪৯	৩৪৮৬০	১০০%
২৭.	খাগড়াছড়ি	২৬০	২৩	৬৫২	১১৩.২৫	২০৬৭৮.৯৮	২৮৪০৬.১৮	৮৮৪৯২০২৭.৮৮	৮৮৩৫৯৮১২.৮৮	৮৮২৪২০১২.৮৮	১১৭৫০০	১০২৫১৫	৫২০৫৯	১০৫৫৪	১০০%
২৮.	বান্দরবান	৯৭	১০	৬১৫	৩৮.৩৪	৩৬৪৪.০৫	২১৪৮.৭২	৯৪৫১০১৮৮.৪৭	৯৪৫১০১৮৮.৪৭	৯৪৫১০১৮৮.৪৭	০০	০০	৪৩১০০	২৫৬৮২	১০০%
২৯.	কুমিল্লা	২৫৭২	৪০৮	৩৩০১	৬০৪.৭১৪	৮০২৯২.৪৯	৩৭১৯৮৪	৪০১৫৭১৬৭৪.২	৪০০৮১৩৪৫৫.২	৪০০৮১৩৪৫৫.২	০০	৭৫৮২১৯	৩৮৭৯৪৫	২২৭০০৮	৯৯.৮১%
৩০.	চাঁদপুর	১৬৬৬	১৭৮	৮৮৩	২০২.৮৩৫	৪২৫৩৭	৬৯০৫০	২১০৪৮০৫৩৫.৫৩	২১০৪৮০৫৩৫.৫৩	২০৯৯৮০৫৩৫.৫৩	৫০০০০০	০০	৬৭৮৫৪৮	৩৭১১৫২	৯৯.৯৪%
৩১.	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	১৪০৭	৩০৩	৭৫৫	১৬২.৬০৬	২৫২৫৬১.০৬	৪৯৯০৯.৫০	২৩০৯৯০০৮৮.৮৭	২৩০৯৪৫০৮৮.৮৭	২৩০৯৪৫০৮৮.৮৭	০০	৪৫০০০	৩৯৯৮৭৬	২৭৫০৫০	৯৯.৯৯%
৩২.	নোয়াখালী	১৪০০	১১৬	৬৮৮	২০০.১৪	৫৭৩৭২	১০৯২২৪	২২৫৭৯২২২১.৫১	২২৫৭৯২২২১.৫১	২২৫৭৯২২২১.৫১	০০	০০	২৪১৪৭০	১২৪৯৬৪	১০০%
৩৩.	লক্ষীপুর	৮১	৩৪	১১০১	২৫.৫৭০	২৮০০	২৮১০০	১৫৭৮০৫৮০৩.৫৯	১৫৭৮০৫৮০৩.৫৯	১৫৭৮০৫৮০৩.৫৯	০০	০০	২৭২৮৭০	৫৬৩৯৬	১০০%
৩৪.	ফেনী	৪৭৯	৬৫	৭৩৬	১০১.৪০২	৫৭৮০২.৯৪	৪৮০৩৬.৬১৫	১২৪৫০১৬৬৪.৩৫	১২৪৫০১৬৬৪.৩৫	১২৪৫০১৬৬৪.৩৫	০০	০০	২৫৩৭৬৪	১০৮৩১৫	১০০%
	সর্বমোট =	১১৪৫৭	১৫০১	১৩০৭১	২১০৭.১৫৭	৭৬৬৮১৬.৬৬	১০৬৬৯৭৮.৮১৫	২০৫২৭৭২৪০৩	২০৪৯২৬১৭৭৬	২০৪৮৬৪৪২৭৬	৬১৭৫০০	৩৪৪০৬২৭	৩০১৫২৬৫	১৩৫১৪৯	

ক্রমিক নং	জেলাওয়ারী	বাস্তবায়িত প্রকল্প সংখ্যা			প্রকল্পে দৈর্ঘ্য/আয়তন			বরাদ্দকৃত টাকা	উত্তোলিত টাকা	ব্যয়িত টাকা	অব্যয়িত টাকা	অনুত্তোলিত টাকা	উপকারভোগীর সংখ্যা		অগ্রগতির শতকরা হার (%)
		রাস্তা সংস্কার	মাঠ ভরাট	অন্যান্য প্রকল্প	রাস্তার দৈর্ঘ্য (কিঃমিঃ)	মাঠের ক্ষেত্রফল (বর্গমিঃ)	অন্যান্য (ঘঃ মিঃ)						পুরুষ	মহিলা	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
বিভাগঃ রাজশাহী															
৩৫.	রাজশাহী	৩০৫	৩৭	১৮০৯	৭৫.৩৩২	৩০১৯০	৬৩২১১৮.১২	২২৭৫৮৭০৬৪.৮০	২২৭১৯৭০৬৪.৮০	২২৭১৯৭০৬৪.৮০	০০	৩৮০০০০	৫৬০৯২০	৩৩৩৮২	৯৯.৯২%
৩৬.	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	১৯২	৫৭০	৫৩৫	৯৫৮৩.২৩৭	২৫৭৫০	১২৫২৪	১২৩৫৫১৬১০. ৪৮	১২৩৩৫১৬১০. ৪৮	১২৩৩৫১৬১০. ৪৮	০০	২০০০০০	১৮৮০৮৭	১৬৫৭৫৭	৯৯.৮৩%
৩৭.	নওগাঁ	৬১৭	৫৪	২১৭৮	৫২৩৯.০৯২	২০৫৩৫.৬	১৭২২০৭.৮৪	২১৩৮৫১০৭৯.৫	২১৩৬৭৬৪০৭৯.৫	২১৩৬৫৮৬০৭৯.৫	১৭৫০০০	০০	৪০০১০০	২৯৪০০৭	৯৯.৯৭%
৩৮.	নাটোর	৩৯৪	৩৪	৪৫২	৮১.৯৪৬	২৫২৮.২৬	৪৫০০১	১৫৮৬৩৪৪৬.১৬	১৫৭৮৭৮৬২৮.১৬	১৫৭৮৭৮৬২৮.১৬	০০	২৫২৮১৮	১৭২৪০৬	৪৭৭৬০	৯৯.৯৪%
৩৯.	পাবনা	৩০০	২০০	২০০	৪৯৪	৪৯২২৩	৪৫২৪৩.২০	১৯৯৫৪০৬২৪.৫২	১৯৯৫৪০৬২৪.৫২	১৯৯৫৪০৬২৪.৫২	০০	০০	১১৯৭২৬	৩৯৯৩৭	১০০%
৪০.	বগুড়া	৮২০	২০২	১৯৬৩	২৬১৯.১৯২৬৮	২৯৩৭৬.৩৫	২৪৮৭৫.৯	২৫০২৫০৬৮৮.০৯৪	২৫০২৫০৬৮৮.০৯৪	২৫০২৫০৬৮৮.০৯৪	০০	০০	৪৮৫২০৮	৮৬৫০২	১০০%
৪১.	জয়পুরহাট	২৫১	৭০	৮১১	১২৬.৭৯৪	১৯৬৩.১	১৪৫৮৩৪	৮৪৮৬৩৮৮৬.৩৫	৮৪৮৬৩৮৮৬.৩৫	৮৪৮৬৩৮৮৬.৩৫	০০	০০	২১১৪২৭	১৫১৫৮৮	১০০%
৪২.	সিরাজগঞ্জ	৯৬০	১৮৪	১০৩৭	১২৬.৩১৬	২৯৭৩১০	৯৬০৭৯৮	২৫৫২০৩২৭০.৩১	২৫৪৪৭০১৭১.৩১	২৫৪৪৭০১৭১.৩১	০০	৭৩৩০৩৯	৩৫৯৪৪২	২০৬৬২৯	৯৯.৫৫%
	সর্বমোট =	৩৮৩৯	১০৮১	৮৯৮৫	১৮৩৭৫.৯০৯৬৮	৪৬০০৭৫.৩১	১৪৩৯৬৫০.৯৪	১১৬৪৮২৩৯৯৪.৯০৪	১১৬৩৬৬৩০৭৭.৯০৪	১১৬৩৫৭৭০৭৭.৯০৪	১৭৫০১১	১৫৭৫৯১৭	২৪৯৭৩৩৬	১০২৫৫৯২	
বিভাগঃ রংপুর															
৪৩.	রংপুর	৩৩৮	৩৩৯	২১২৩	৩১৫	১৬০৫৫০	২২১১৪০	২৩০৯৮৮৭৪৪	২৩০৯৮৮৭৪৪	২৩০৯৮৮৭৪৪	০০	০০	৯৪১৮১	৩১৬৯১	১০০%
৪৪.	দিনাজপুর	৪৪৫	২২৭	২৯৫৪	২০৫.৩৬০	২৩৯২২৬	০.০	২৬৫৩৬৭৬৭২.২২	২৬৫৩৬৭৩৬৫.৭৫	২৬৫৩৬৭৩৬৫.৭৫	৫০	৩০৬.৪৭	৫১৩৯৪১	২২০০৮৬	১০০%
৪৫.	ঠাকুরগাঁও	১৯৭	৭৮	১৫৫৫	৭৬.৬০	৭৮৪০১.২০	০০	১১২২৪৭৪০৮.২৩	১১২১১২৪০৮.২৩	১১২১১২৪০৮.২৩	০০	১৩৫০০০	১১০৬৩২	৫৭৯০৮	৯৯.৯৭%
৪৬.	পঞ্চগড়	৯৩৪	২৫৭	৬৫	১৭৯	৪৭৫১৫	২৮	৫১৪২৭০৫৭.১৯	৫১৪২৭০৫৭.১৯	৫১৬২৭০৫৭.১৯	০.০০	০.০০	১৪৯২৭৮	৩৭০২৯	১০০%
৪৭.	লালমনিরহাট	৬১০	৯১	৬৯৪	১৭৯.৯০	১৭৪৫৯.৭২	১৬৮৫৮৭.৪৬	১১৪৯৫৪০৫০.৫৯	১১৪৯৫৪০৫০.৫৯	১১৪৯৫৪০৫০.৫৯	০০	০০	৮৮৯১৯	৫৮৫৮৭	১০০%
৪৮.	গাইবান্ধা	৯৭১	১৭৩	১২৬৭	২৮২.৩৮০	১১০০৮৭.০৫০	৩২৫৫	২০০০৭৫৩৯৩.২২	২০০০৭৫৩৯৩.২২	২০০২২৫৮৯২.৫৩	১৪৩৫০০	০০	৪৪৭৪৫০	১৭৬৩২১	৯৯.৯৭%
৪৯.	কুড়িগ্রাম	১০২২	২৭৮	২৮২০	১৬২	৭২২৭৮	১৯৪৪৯৮	২০৯৭৫১৯০২.৩২০	৪০২৮৪৭৫৮২.৬৪০	৪০২৮৪৭৫৮২.৬৪০	২৯০৪০৬০	৪৫৮৬২২	২৪৬২৭২	১০২২	৯৯.৯৭%
৫০.	নীলফামারী	৫৪৭	১৮৪	১৪৪৮	১৪৫.৭০৮	৬৯৯৭১.৩৯০	৫৮৫৯	১৫৭২৩৩৯৩১.৩২	১৫৭২৩৩৯৩১.৩২	১৫৭২৩৩৯৩১.৩২	০০	০০	১৭৭৬০৮	১৬৭৭৬২	১০০%
	সর্বমোট =	৫০৮৪	১৬২৭	১২৯৫৮	১৫৪৪.৯৭৮	৭৯৫০৯৮.৩৭	৫৯৪০৭৭.৪৬	১৩৪২৫৪৫১৫৯.০৯	১৫৩৫৫০৩৬৫৩.৯৪	১৫৩৫৩০৫৭৩০৪.২৫	৩০৫৩৩৫৬০	৫৯৩৯২৮.৪৭	১৭৯৮৮৫১	৭৭২৪১৬	
বিভাগঃ খুলনা															
৫১.	খুলনা	৪২০	১১৯	২৭১৬	৯১.০৯০৯	৫৮৯৫৬.৫৬	২৪৬২০৪.৫৮	২৩৬৬১২২৮০.১২	২৩৬৬১২২৮০.১২	২৩৬৪৮৬৯৬১৪.১২	১৪২৬৬৬	০	৮১১৩৫১	৪৯৭৩৮১	৯৯.৯৯%
৫২.	বাগেরহাট	৯৭৩	৬৮	১৫১০	১৯২.৩১৯	১১৯৯৩০	১৬৩৪৬২	১৮৭৬৭৪৫৬২.০৮	১৮৭২৪৫৬৬৮.৬০	১৮৭২৪৫৬৬৮.৬০	০	৪২৮৮৯৩.৪৮	৫৯৯৫৫৫	৩৪৫০৪২	১০০%
৫৩.	সাতক্ষীরা	৮৭১	১৮২	১৩৭৭	১১৭২৫.৩৫১	১২১৭৭.৭৫	৯১৬৭৪.৭৫	১৮৮৩৬৬৪২৪.৫৫	১৮৮২৬৬৪২৪.৫৫	১৮৮২৬৬৪২৪.৫৫	০	১০০০০০.০০	২০৯৮৯৩	১৪৫২০৯	১০০%
৫৪.	যশোর	৯৩২	১০৪	১৫৩৫	১১৪.৬৫১	৬০১৫৭	২৩৯১৯০	২২৮৭০৪০৬৮.১১	২২৮৭০৪০৬৮.১১	২২৮৭০৪০৬৮.১১	০	০	১২৯১১৩	৩০৪৮৮	১০০%
৫৫.	ঝিনাইদহ	৩২৫	১০৪	১৪৮৬	১৫৬.২৯	৬৯৭৬২	৬০	১৫১২৪৭৭৮৩.৫১	১৫১২৪৭৭৮৩.৫১	১৫১২৪৭৭৮৩.৫১	০	০	২১৩৬৯	১০২৪৯	১০০%
৫৬.	নড়াইল	২৮৪	৪৪	৫৭৪	৫১৪.১৭৯	১৭২৩	১৭০৪.৯৭৩	৭২৩৩৫৫০৫.২২	৭২৩৩৫৫০৫.২২	৭২৩৩৫৫০৫.২২	০	০	২৩৬৭৩	৯৭৪৬	১০০%
৫৭.	মাগুরা	৮৩০	৭৫	৪৬৯	১৬২.৪২৪	১৩২৪০	১৬৬৮৬.২৮	৮৬৮৩৩৩৫০.৮	৮৬৮৩৩৩৫০.৮	৮৬৮৩৩৩৫০.৮	০	০	৭০৬৬৯	১৪৬৫৪	১০০%
৫৮.	চুয়াডাঙ্গা	২২১	৬২	৭০৪	১২৯.২৬৮	৫৮২৬৬.৮৬	৬৬২৬২.৩৬	৯০৯৯০২০১.৮৫	৯০৯৯০২০১.৮৫	৯০৯৯০২০১.৮৫	০	০	১৮৭৫৭৮	১৪৫৬৯০	১০০%
৫৯.	কুষ্টিয়া	২০৭	২৭	২৭০	৪৫.৮৯৬	৯০১৫	৩০৪৭০	৫৩৯৬৬৬৮৬.৫২	৫৩৯৬৬৬৮৬.৫২	৫৩৯৬৬৬৮৬.৫২	০	০	৫৮৮৭৭	১৮৬৯৬	১০০%
৬০.	মেহেরপুর	৩১৩	২৪	৮২	১৮.৫৩৫	১৮০০	০	৬৬৭৫১৭০৫.৬৩	৬৬৭৫১৭০৫.৬৩	৬৬৭৫১৭০৫.৬৩	০	০	৬৩৮৮০	২৭৪৩৩	১০০%
	সর্বমোট =	৫০৭৬	৮০৯	১০৭৫৩	১৩১৪৬.৯৮৩৯	৪২৫০৩১.১৭	৮৬১৭৪৪.৯৪৩	১৩৬৬৭৭৯৫৫৮.০৯	১৩৬৬২৫০৬৭৪.৯১	১৩৬৬১৩০৮০৮.৯১	১৪২৬৬৬	৫২৮৮৯৩.৪৮	২১৭৫৮১৬	১২৪২৭৯৮	
বিভাগঃ সিলেট															
৬১.	সিলেট	১৪৬৫	২২২	৯৮৭	১৭৮.১৬২	৮৬৮৮৯.৪৯	১২২৭৯৬.৭	২৪১০৪৩০৭৯.৫৭	২৪০৪১৩৮৫৪.৭০	২৪০০১৪০৮৮.৭০	৩৩৪৭৬৬	৬২৯২২৪.৮৪	৩৫৭২৩০	১৪২৮৮২	৯৯.৭৩%
৬২.	মৌলভীবাজার	৭১৯	১১০	৬৩৭	১০৫.০৮৭	৩৭২৭৪.৪৮	১৪৮১৯১.২৫	১৬৪০৭০৭৪০.৪৮	১৬৪০৭০৭৪০.৪৮	১৬৪০৭০৭৪০.৪৮	০	০	২৫৬৯৯	৬৩৩১	১০০%
৬৩.	হবিগঞ্জ	৬৭৯	১৫৩	১২২৯	২৭৫.১৭৪	১৮৬১৯.২	৮৪৮৩৩	১৬৪২৯৬৯৫৮.১১	১৬০৬৪৮৫৪০.২	১৬০৬৪৮৫৪০.২	০	৬৫১০৫৭.৯১	২৯১২২২	২০২৪৪৫	১০০%
৬৪.	সুনামগঞ্জ	১৯৮	২০	২১০১	৯২.৫০০	১৩০০০	০	২১২৫১০৫৪৮৪.০৪	২১২৫১০৫৪৮৪.০৪	২১২৫১০৫৪৮৪.০৪	০	০	২৪১০০	১৮৩৯৯	১০০%
	সর্বমোট =	৩৩৯১													

৭.২.৭ ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে 'ভূমিহীন ও গৃহহীন' 'ক' শ্রেণির পরিবার পুনর্বাসনে গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিটা) ও গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর) কর্মসূচির আওতায় গৃহহীন মানুষের জন্য গৃহনির্মাণে বরাদ্দ সংক্রান্ত তথ্য:

ক্রমিক নং	বিভাগের নাম	জেলার নাম	মোট গৃহের সংখ্যা	মোট বরাদ্দ	উপকারভোগীর সংখ্যা
১	রাজশাহী	নওগাঁ	১৪৭১	২৫৯৪২৬০০০	৫৮৮৪
২		সিরাজগঞ্জ	১২৭৭	২২৭৫০৬০০০	৫১০৮
৩		জয়পুরহাট	২৭৫	৪৯২১০০০০	১১০০
৪		রাজশাহী	১৪৬১	২৬৪৪৪২০০০	৫৮৪৪
৫		বগুড়া	২২৬৪	৪০২৫৭২০০০	৯০৫৬
৬		নাটোর	১৮১৪	৩৩৪০৫৮০০০	৭২৫৬
৭		পাবনা	১৪২৩	২৪৯৭৩৬০০০	৫৬৯২
৮		চাপাইনবাবগঞ্জ	২৭৩৮	৪৯৫১৫৯০০০	১০৯৫২
৯	খুলনা	ঝিনাইদহ	৬৪৩	১১৪৪৩৭০০০	২৫৭২
১০		চুয়াডাঙ্গা	৩০৯	৫৬১৬৪০০০	১২৩৬
১১		সাতক্ষীরা	১৩৬৩	২৩৭১৫৮০০০	৫৪৫২
১২		যশোর	১১৮১	২০৪০০৩০০০	৪৭২৪
১৩		মেহেরপুর	৯৫	১৭০৮১০০০	৩৮০
১৪		কুষ্টিয়া	৫০২	৮৮৯৭৭০০০	২০০৮
১৫		খুলনা	২২৭৩	৪১৪৩৫২০০০	৯০৯২
১৬		মাগুরা	৪১৫	৭৩৮১৫০০০	১৬৬০
১৭		নড়াইল	৪১০	৭১৭২৫০০০	১৬৪০
১৮		বাগেরহাট	১০০৩	১৮২৩৪৩০০০	৪০১২
১৯	সিলেট	সিলেট	৪২৯৩	৭৩৬২৮৮০০০	১৭১৭২
২০		মৌলভীবাজার	২২৭৭	৪১১২৩৬০০০	৯১০৮
২১		হবিগঞ্জ	১১৪২	২০২০২৭০০০	৪৫৬৮
২২		সুনামগঞ্জ	৪০৪৩	৬৯৩৯১৮০০০	১৬১৭২
২৩	চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	১৭৮৫	৩১৭৫৬৬০০০	৭১৪০
২৪		কক্সবাজার	১০৬৩	১৮৯৪৪৯০০০	৪২৫২
২৫		রাঙ্গামাটি	৭৯১	১৩৯৮৭৮০০০	৩১৬৪
২৬		বান্দরবান	২১৬৯	৩৮০৬৮৪০০০	৮৬৭৬
২৭		খাগড়াছড়ি	২৫৯৭	৪৭৮৭৪৩০০০	১০৩৮৮
২৮		চাঁদপুর	১৫৪	২৮৬৯০০০০	৬১৬
২৯		ব্রাহ্মণবাড়িয়া	৩৮৯৬	৭২৩২১৬০০০	১৫৫৮৪
৩০		লক্ষ্মীপুর	১৪০৬	২৫২৩৯৬০০০	৫৬২৪
৩১		নোয়াখালী	১০৯০	১৯৪২৭৫০০০	৪৩৬০
৩২		কুমিল্লা	১৬৯৩	৩১৪০৩২০০০	৬৭৭২
৩৩		ফেনী	২২০	৩৮৮৭৪০০০	৮৮০
৩৪	ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	১৬৮০	২৯৯১৫৫০০০	৬৭২০
৩৫		নেত্রকোনা	১৫৭৫	২৮৪৮১০০০০	৬৩০০
৩৬		শেরপুর	৪০৮	৭২৯৪১০০০	১৬৩২
৩৭		জামালপুর	২০৫৩	৩৬৬৮৩৩০০০	৮২১২

ক্রমিক নং	বিভাগের নাম	জেলার নাম	মোট গৃহের সংখ্যা	মোট বরাদ্দ	উপকারভোগীর সংখ্যা
৩৮	ঢাকা	ফরিদপুর	১৬২৮	২৯৮৫৮৫০০০	৬৫১২
৩৯		গোপালগঞ্জ	৮৭৬	১৬৫১২৯০০০	৩৫০৪
৪০		কিশোরগঞ্জ	৭২৬	১৩৫৬৬০০০০	২৯০৪
৪১		নারায়নগঞ্জ	২৭১	৫০৪৪৫০০০	১০৮৪
৪২		ঢাকা	১১১	২১০৯০০০০	৪৪৪
৪৩		শরীয়তপুর	১২০০	২২৮০০০০০০	৪৮০০
৪৪		গাজীপুর	১৮৭	৩৫৫৩০০০০	৭৪৮
৪৫		নরসিংদী	৬২	১১৭৮০০০০	২৪৮
৪৬		টাংগাইল	১০১১	১৯২০৯০০০০	৪০৪৪
৪৭		মানিকগঞ্জ	২৫৫	৪৮৪৫০০০০	১০২০
৪৮		রাজবাড়ী	৪৩০	৮১৭০০০০০	১৭২০
৪৯		মুন্সিগঞ্জ	৩০৫	৫৭৯৫০০০০	১২২০
৫০		মাদারীপুর	১৯৫	৩৭০৫০০০০	৭৮০
৫১	বরিশাল	ভোলা	৩৩৮	৫৭৭৯৮০০০	১৩৫২
৫২		ঝালকাঠি	৪২৪	৭২৫০৪০০০	১৬৯৬
৫৩		পটুয়াখালী	৭৯৩	১৩৫৬০৩০০০	৩১৭২
৫৪		বরগুনা	৫০	৮৫৫০০০০	২০০
৫৫		পিরোজপুর	৮০০	১৩৬৮০০০০০	৩২০০
৫৬	রংপুর	ঠাকুরগাঁও	১৩৫৭	২৩২০৪৭০০০	৫৪২৮
৫৭		কুড়িগ্রাম	২০	৩৪২০০০০	৮০
		সর্বমোট	৬৬২৯১	১১৮৭৭৩৫৬০০০	২৬৫১৬৪

৭.২.৮ মুজিব শতবর্ষে ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার পুনর্বাসনে গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিটা) ও গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর) কর্মসূচির আওতায় দুর্যোগ সহনীয় বাসগৃহ নির্মাণ

মুজিব শতবর্ষে 'ভূমিহীন ও গৃহহীন' 'ক' শ্রেণির পরিবার পুনর্বাসনে দুর্যোগ সহনীয় বাসগৃহ, উপজেলাঃ সুজানগর, জেলাঃ পাবনা।

৭.২.৯ জেলাওয়ারী ২০২০-২১ অর্থ বছরে মুজিবশতবর্ষে "ভূমিহীন ও গৃহহীন" "ক" শ্রেণীর পরিবার পুনর্বাসনে গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা) আওতায় 'দুর্যোগ সহনীয় বাসগৃহ নির্মাণ সংক্রান্ত সারাংশসীটঃ

ক্রমিক নং	বিভাগ	জেলার নাম	নির্মিত বাসগৃহের সংখ্যা	বরাদ্দকৃত পরিমাণ	উত্তোলিত টাকা	ব্যয়িত টাকা	অব্যয়িত টাকা	অনুভোলিত টাকা	উপকারভোগী লোক সংখ্যা
১.	ঢাকা	কিশোরগঞ্জ	১৩১	২২৯৬৯০০০	২২৯৬৯০০০	২২৯৬৯০০০	০০	০০	৫৯৫
২.		ফরিদপুর	৫৬৫	৯৬৬১৫০০০	৯৬৬১৫০০০	৯৬৬১৫০০০	০০	০০	২৮২৫
৩.		নারায়নগঞ্জ	৫৫	৯৪০৫০০০	৯৪০৫০০০	৯৪০৫০০০	০০	০০	১৩৮
		মোট=	৭৫১	১২৮৯৮৯০০০	১২৮৯৮৯০০০	১২৮৯৮৯০০০	০০	০০	৩৫৫৮
৪.	ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	১৬৮০	২৯৯১৫৫০০০	২৯৯১৫৫০০০	২৯৯১৫৫০০০	০০	০০	৮৪০০
৫.		নেত্রকোনা	১৫৭৫	২৮৫৫২৭০০০	২৬৬২৯৬১৭৫	২৬৬২৯৬১৭৫	০০	১৯২৩০৮২৫	২৫৬৩
৬.		জামালপুর	১২২৩	২১৪০২৫০০০	২১৪০২৫০০০	২১৪০২৫০০০	০০	০০	১৬১২
৭.		শেরপুর	৪০৩	৭২৯০০০০০	৭২৯০০০০০	৭২৯০০০০০	০০	০০	১৬৮৮
		মোট=	৪৮৮১	৮৭১৬০৭০০০	৮৫২৩৭৬১৭৫	৮৫২৩৭৬১৭৫	০০	১৯২৩০৮২৫	১৪২৬৩
৮.	চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	১৫৩৮	২৭৭৫২০০০০	২৭৭৫২০০০০	২৭৭৫২০০০০	০০	০০	৭৬৯০
৯.		কক্সবাজার	১০৬৩	১৮৯৪৪৯০০০	১৮৯৪৪৯০০০	১৮৯৪৪৯০০০	০০	০০	৩১৮৯
১০.		রাঙ্গামাটি	৭৯১	১৩৯৮৭৮০০০	১৩৯৮৭৮০০০	১৩৯৮৭৮০০০	০০	০০	৩৭৬৫
১১.		খাগড়াছড়ি	২৩৯৬	৪৪৫১৫১০০০	৪৪৫১৫১০০০	৪৪৫১৫১০০০	০০	০০	১১৪৪৮
১২.		বান্দরবান	১৮৬৪	৩৮৫১৩৫০০০	৩৮৫১৩৫০০০	৩৭২৫১০০০০	১২৬২৫০০০	০০	৯৩২০
১৩.		কুমিল্লা	১৬৯৩	৩১৪০৩২০০০	৩১৪০৩২০০০	৩১৪০৩২০০০	০০	০০	৮৪৬৫
১৪.		চাঁদপুর	১৫৪	২৪০৮৬০০০	২১২৩৬০০০	২০০৯৬০০০	১১৪০০০০	২৮৫০০০০	৭৭০
১৫.		ব্রাহ্মণবাড়িয়া	২২২৯	৭২৩২১৬০০০	৪০৬৪৮৬০০০	৪০৬৪৮৬০০০	০০	৩১৬৭৩০০০০	৯৯৩৩
১৬.		নোয়াখালী	১০৯০	১৯৪২৭৫০০০	১৯৪২৭৫০০০	১৯৪২৭৫০০০	০০	০০	৫৪৬৩
১৭.		লক্ষীপুর	৯৫৬	১৬৬৮৯৬০০০	১৬৬৮৯৬০০০	১৬৬৮৯৬০০০	০০	০০	৪৭৮০
১৮.		ফেনী	২২০	৩৮৮৭৪০০০	৩৫২৬৪০০০	৩৫২৬৪০০০	০০	৩৬১০০০০	৮৮০
		মোট=	১৩৯৯৪	২৮৯৮৫১২০০০	২৫৭৫৩২২০০০	২৫৬১৫৫৭০০০	১৩৭৬৫০০০	৩২৩১৯০০০০	৬৫৭০৩
১৯.	রাজশাহী	রাজশাহী	৬৯২	১২১২১৫০০০	১২১২১৫০০০	১২১২১৫০০০	০০	০০	২৭৬৮
২০.		চাপাইনবাবগঞ্জ	১৩১৯	২২৫৫৪৯০০০	২২৫৫৪৯০০০	২২৫৫৪৯০০০	০০	০০	৫২৭৬
২১.		নাটোর	১২৫৬	১৮০৫৭৬০০০	১৮০৫৭৬০০০	১৮০৫৭৬০০০	০০	০০	২১১২
২২.		নওগাঁ	১০৫৬	১৮০৫৭৬০০০	১৮০৫৭৬০০০	১৮০৫৭৬০০০	০০	০০	২১১২
২৩.		সিরাজগঞ্জ	৭৯৬	১৩৬১১৬০০০	১৩৬১১৬০০০	১৩৬১১৬০০০	০০	০০	৩১৮৪
২৪.		পাবনা	১০৮৬	১৮৫৭০৬০০০	১৮৫৭০৬০০০	১৮৫৭০৬০০০	০০	০০	৪৩৪৪
২৬.		জয়পুরহাট	১৬০	৩০৩৬০০০০	৩০৩৬০০০০	৩০৩৬০০০০	০০	০০	২৯৫
২৭.		বগুড়া	১৪৫২	২৪৮২৯২০০০	২৪৮২৯২০০০	২৪৮২৯২০০০	০০	০০	৭০০
		মোট=	৭০৬৮	১০৮৪৯৮৮০০০	১০৮৪৯৮৮০০০	১০৮৪৯৮৮০০০	০০	০০০	১৫৮২৭
২৮.	রংপুর	ঠাকুরগাঁও	১৩৫৭	২৩৭৪৭৫০০০	২৩৭৪৭৫০০০	২৩৭৪৭৫০০০	০০	০০	৫৪২৮
		মোট=	১৬২৪২	২৬৩০৮৫৩০০০	২৬৩০৮৫৩০০০	২৬৩০৮৫৩০০০	০০	০০	৪২০৪৬
২৯.	খুলনা	খুলনা	৯২২	১৫৭৬৬২০০০	১৫৭৬৬২০০০	১৫৭৬৬২০০০	০০	০০	৩৬৮৮
৩০.		বাগেরহাট	৫৭০	১০৮৩০০০০০	১০৮৩০০০০০	৯৪২৪০০০০	০০	০০	২৮৫০
৩১.		সাতক্ষীরা	১১৪৮	১৯৯৬০৪০০০	১৯৯৪১৬১৫৪	১৯৯৪১৬১৫৪	০০	১৮৭৮৪৬	৫৮০০
৩২.		যশোর	১০৭৩	১৮৭৯১০০০০	১৮৭৯১০০০০	১৮৭৯১০০০০	০০	০০	৪২৯২
৩৩.		ঝিনাইদহ	৪০৭	৬৯৫৯৭০০০	৬৯৫৯৭০০০	৬৯৫৯৭০০০	০০	০০	২৫৭২
৩৪.		মাগুরা	৩২৫	৫৬৯০৫০০০	৫৬৯০৫০০০	৫৬৯০৫০০০	০০	০০	১১৪০
৩৫.		মাগুরা	১১৫	১৯৬৬৫০০০	১৯৬৬৫০০০	১৯৬৬৫০০০	০০	০০	৩৪৫
৩৬.		চুয়াডাংগা	১৩৪	২২৯১৪০০০	২২৯১৪০০০	২২৯১৪০০০	০০	০০	৬৭০
৩৭.		কুষ্টিয়া	৩৩৭	৫৭৬২৭০০০	৫৭৬২৭০০০	৫৭৬২৭০০০	০০	০০	১৬৮৫

ক্রমিক নং	বিভাগ	জেলার নাম	নির্মিত বাসগৃহের সংখ্যা	বরাদ্দকৃত পরিমাণ	উত্তোলিত টাকা	ব্যয়িত টাকা	অব্যয়িত টাকা	অনুত্তোলিত টাকা	উপকারভোগী লোক সংখ্যা
৩৮.		মেহেরপুর	৫১	৮৭২১০০০	৮৭২১০০০	৮৭২১০০০	০০	০০	৩০৬
		মোট=	৫০৮২	৮৮৮৯০৫০০০	৮৮৮৭১৭১৫৪	৮৭৪৬৫৭১৫৪	১৪০৬০০০০	১৮৭৮৩৬	২৩৩৪৮
৩৯.	বরিশাল	পিরোজপুর	৮০০	১৪০০০০০০০	১৪০০০০০০০০	১৪০০০০০০০	০০	০০	১৬৫০০
৪০.		ঝালকাঠি	৪২৪	৭৪২০০০০০	৭৪২০০০০০	৭৪২০০০০০	০০	০০	১৬৯৬
৪১.		বরগুনা	৫০	৮৭৫০০০০	৮৭৫০০০০	৮৭৫০০০০	০০	০০	১৩
৪২.		ভোলা	৪৯০	৮৩৭৯০০০০	৮৩৭৯০০০০	৮৩৭৯০০০০	০০	০০	১২৫০
		মোট=	১৭৬৪	৩০৬৭৪০০০০	১৫৬৬৭৪০০০০	৩০৬৭৪০০০০	০০	০০	১৯৪৫৯
৪৩.	সিলেট	সিলেট	৪১৭৮	৭৩১১৫০০০০	৫৫৫৪৫০০০০	৫৪৮৯৭৫০০০	৬৪৭৫০০০.০০	১৭৫৭০০০০০.০০	১৫৬৮৫
৪৪.		মৌলভীবাজার	১১২৬	১৯২৫৪৬০০০	১৯২৫৪৬০০০	১৯২৫৪৬০০০	০০	০০	৪৪৯
৪৫.		হবিগঞ্জ	৭৮৭	১৩৭৮৪০০০০	১৩৭৮৪০০০০	১৩৭৮৪০০০০	০০	০০	৩৯৩৫
৪৬.		সুনামগঞ্জ	৩৯০৮	৬৮৪০৫৫২০৩	৬৮৪০৫৫২০৩	৬৮৪০৫৫২০৩	০০	০০	১৯৫৪০
		মোট	৯৯৯৯	১৭৪৫৫৯১২০৩	১৫৬৯৮৬১২০৩	১৫৬৩৪১৬২০৩	৬৪৭৫০০০	১৭৫৭০০০০০	৩৯৬০৯
		সর্বমোট	৫৯৭৮১	১০৫৫৬১৮৫২০৩	১১২৯৭৮৭৬৫৩২	১০০০৩৫৭৬৫৩২	৩৪৩০০০০০	৫১৮৩০৮৬৭১	২২৩৮১৩

৭.২.১০ জলাওয়ারী ২০২০-২১ অর্থ বছরে মুজিবশতবর্ষে "ভূমিহীন ও গৃহহীন" "ক" শ্রেণীর পরিবার পুনর্বাসনে গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর) ও গ্রামীণ অবকাঠামো কর্মসূচির আওতায় 'দুর্যোগ সহনীয় বাসগৃহ নির্মাণ সংক্রান্ত সারাংশসীটঃ

ক্রমিক নং	বিভাগ	জেলার নাম	নির্মিত বাসগৃহের সংখ্যা	বরাদ্দকৃত পরিমাণ	উত্তোলিত টাকা	ব্যয়িত টাকা	অব্যয়িত টাকা	অনুমোদিত টাকা	উপকারভোগী লোক সংখ্যা
১	ঢাকা	ঢাকা	৬৪	২১০৯০০০০	১২১৬৫০০০	১২১৬৫০০০	০০	৮৯২৫০০০	৫৫০
২		গাজীপুর	১৮৭	৩৩৮২০০০০	৩৩৮২০০০০	৩৩৮২০০০০	০০	০০	৮০৩
৩		নারায়নগঞ্জ	১৩৬	৫১০৪০০০০	২৫৮৪০০০০	২৫৮৪০০০০	০০	০০	৩৪০
৪		মানিকগঞ্জ	২৫৫	৪৮৪৫০০০০	৪৮৪৫০০০০	৩৬১০০০০০	৮৫৫০০০০	০০	৪৯৪
৫		টাংগাইল	১০১১	১৯২০৯০০০০	১৯২০৯০০০০	১৯২০৯০০০০	০০	০০	৯৪৬
৬		কিশোরগঞ্জ	৪১৭	৭৯৯৬৪০০০	৭৬৬৪৯০০০	৭১৬০৩০০০	৮৩৬১০০০	০০	১৭৬৯
৭		মাদারীপুর	১০৬৩	২০১৯৭০০০০	২০১৯৭০০০০	২০১৯৭০০০০	০০	০০	৫৩১৫
৮		নরসিংদী	৬২	১১৭৮০০০০	১১৭৮০০০০	১১৭৮০০০০	০০	০০	৩১০
৯		মুন্সিগঞ্জ	৩০৫	৫৭৯৫০০০০	৫৭৯৫০০০০	৩৩৫৮৩৮৯০	২৪৩৬৯১১০	০০	১১৬৮
১১০		শরিয়তপুর	১৯৫	৩৭০৫০০০০	৩৭০৫০০০০	৩৭০৫০০০০	০০	০০	০০
১১		রাজবাড়ী	১২০০	২২৮০০০০০০	২২৮০০০০০০	১৯১৬৫৪০০০	৩৬৩৪৬০০০	০০	৪৬৮০
১২		গোপালগঞ্জ	৬৮১	১২৯৩৯০০০০	১২৯৩৯০০০০	১২৯৩৯০০০০	০০	০০	২৭৮৫
১৩		ফরিদপুর	৪৩০	৮১৭০০০০০	৮১৭০০০০০	৮১৭০০০০০	০০	০০	১৭২০
		মোট=	৬০০৬	১১৬৪২৯৪০০০	১১৩৬৮৫৪০০০	১০৫৮৭৪২৮৯০	৭৭৬২৬১১০	৮৯২৫০০০	২০৮৮০
১৪	ময়মনসিংহ	জামালপুর	৭৭৫	১৫১১২৫০০০	১৫১১২৫০০০	১৫১১২৫০০০	০০	০০	৩২৯৫
		মোট=	৭৭৫	১৫১১২৫০০০	১৫১১২৫০০০	১৫১১২৫০০০	০০	০০	৩২৯৫
১৫	চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	২৪৭	৪৮১৬৫০০০	৪৮১৬৫০০০	৪৮১৬৫০০০	০০	০০	১২৩৫
১৬		খাগড়াছড়ি	৩৮৩	৭৩৫৫০০০০	৭৩৫৫০০০০	৭৩৫৫০০০০	০০	০০	১৯১৫
১৭		পঞ্চগড়	৪৫০	৮৫৫০০০০০	৮৫৫০০০০০	৮৫৫০০০০০	০০	০০	২২৫০
		মোট=	১০৮০	২০৭২১৫০০০	২০৭২১৫০০০	২০৭২১৫০০০	০০	০০	৫৪০০
১৮	রাজশাহী	রাজশাহী	৭৬৯	১৫০০৮০০০০	১৫০০৮০০০০	১৫০০৮০০০০	০০	০০	৩০৭৬
১৯		চাপাইনবাবগঞ্জ	১৪১৯	২৬৯৬১০০০০	২৬৯৬১০০০০	২৬৯৬১০০০০	০০	০০	৫৬৭৬
২০		নাটোর	৫৫৮	৯৭৭৪৫০০০	৯৭৭৪৫০০০	৯৭৭৪৫০০০	০০	০০	২১৫
২১		নওগাঁ	৪১৫	৭৮৮৫০০০০	৭৮৮৫০০০০	৭৮৮৫০০০০	০০	০০	৮৩০
২২		সিরাজগঞ্জ	৪৮১	৯১৩৯০০০০	৯১৩৯০০০০	৯১৩৯০০০০	০০	০০	২৪০৫
২৩		জয়পুরহাট	১১৫	২১৮৫০০০০	২১৮৫০০০০	২১৮৫০০০০	০০	০০	১৯৭
২৪		পাবনা	৩৩৭	৬৪০৩০০০০	৬৪০৩০০০০	৬৪০৩০০০০	০০	০০	৩৩৭
২৫		বগুড়া	৮১২	১৫৪২৮০০০০	১৫৪২৮০০০০	১৫৪২৮০০০০	০০	০০	৪০৩
		মোট=	৫৯৫৫	১০৪৯৫১১০০০	১০৪৯৫১১০০০	১০৪৯৫১১০০০	০	০	১৩৩৪৫
২৬	রংপুর	কুড়িগ্রাম	২০	৩৪৮০০০০	৩৪৮০০০০	৩৪৮০০০০	০০	০০	২০
		মোট=	২০	৩৪৮০০০০	৩৪৮০০০০	৩৪৮০০০০	০০	০০	২০
২৭	বরিশাল	পটুয়াখালী	৭৯৩	১৩৭২০৩০০০	১৩৭২০৩০০০	১৩৭২০৩০০০	০০	০০	৪০০১
২৮		ভোলা	২৫৬	৪৮৬৪০০০০	৪৮৬৪০০০০	৪৮৬৪০০০০	০০	০০	৫০০
		মোট=	১০৪৯	১৮৫৮৪৩০০০	১৮৫৮৪৩০০০	১৮৫৮৪৩০০০	০০	০০	৪৫০১
২৯	খুলনা	খুলনা	১৩৫১	২৫৬৬৯০০০০	২৫৬৬৯০০০০	২৫৬৬৯০০০০	০০	০০	৫৪০৪
৩০		বাগেরহাট	৪৩৩	৭৪০৪৩০০০	৭৪০৪৩০০০	৭৪০৪৩০০০	০০	০০	২১৬৫
৩১		সাতক্ষীরা	২১৫	৪১৪৮০০০০	৪১৪৮০০০০	৩৪৪৫০০০০	৭০৩০০০০	০	৯৪০
৩২		যশোর	১০৮	২১১৪০০০০	২১১৪০০০০	২১১৪০০০০	০০	০০	৪৩২

ক্রমিক নং	বিভাগ	জেলার নাম	নির্মিত বাসগৃহের সংখ্যা	বরাদ্দকৃত পরিমাণ	উত্তোলিত টাকা	ব্যয়িত টাকা	অব্যয়িত টাকা	অনুত্তোলিত টাকা	উপকারভোগী লোক সংখ্যা
৩৩		ঝিনাইদহ	২৩৬	৪৪৮৪০০০০	৪৪৮৪০০০০	৪৪৮৪০০০০	০০	০০	৯৪৪
৩৪		নড়াইল	৮৫	১৬১৫০০০০	১৬১৫০০০০	১৬১৫০০০০	০০	০০	২৯৮
৩৫		মাগুরা	১৫০	২৮৫৮০০০০	২৮৫৮০০০০	২৮৫৮০০০০	০০	০০	৪৫০
৩৬		চুয়াডাংগা	১৭৫	৩৩২৫০০০০	৩৩২৫০০০০	৩৩২৫০০০০	০০	০০	৮৭৫
৩৭		কুষ্টিয়া	১৬৫	৩১৩৫০০০০	৩১৩৫০০০০	৩১৩৫০০০০	০০	০০	৮২৫
৩৮		মেহেরপুর	৪৪	৮৩৬০০০০.০০	৮৩৬০০০০.০০	৮৩৬০০০০	০০	০০	২৬৪
		মোট=	২৯৬২	৫৫৫৮৮৩০০০	৫৫৫৮৮৩০০০	৫৪৮৮৫৩০০০	৭০৩০০০০	০০	১৬৬৭৬৫১৯৬২
৩৯	সিলেট	সিলেট	১১৫	২১৮৫০০০০	২১৮৫০০০০	২১৮৫০০০০	০০	০০	৫৭৫
৪০		মৌলভীবাজার	৮০৫	২১৮৬৯০০০০	২১৮৬৯০০০০	১৫৭০৬৭৫০০	৬১৬২২৫০০	০০	২৭৩৪
৪১		হবিগঞ্জ	৩৫৫	৬৯৩৯০০০০.০০	৬৯৩৯০০০০	৬৮৮০৯৬০১	৫৮০৩৯৯	০০	১৭৭৫
৪২		সুনামগঞ্জ	১৩৫	২৬৬৫৫০০০	২৬৬৫৫০০০	২৬৬৫৫০০০	০০	০০	৬৭৫
		নোট=	১৪১০	৩৩৬৫৮৫০০০	৩৩৬৫৮৫০০০	২৭৪৩৮২১০১	৬২২০২৮৯৯	০০	১০০৯৭৫৬৪১০
		সর্বমোট=	১৮৯৫৭	৩৬৫৩৯৩৬০০০	৩৬২৬৪৯৬০০০	৩৪৭৯১৫১৯৯১	১৪৬৮৫৯০০৯	৮৯২৫০০০	২৬৭৭৪৫৫৮১৩

৭.২.১১ অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি:

(বাস্তবায়নকাল : ২০২০-২০২১)

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচির আওতায় বছরের কর্মহীন মৌসুমে কর্মক্ষম বেকার শ্রমিকদের জন্যা ২টি পর্বে (৪০ + ৪০) = ৮০ দিনের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্বল্পমেয়াদি কর্মসংস্থানের মাধ্যমে কর্মক্ষম দুঃস্থ পরিবারগুলো দারিদ্র্য নিরসনের মাধ্যমে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে সক্ষমতা বৃদ্ধি এ কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য। প্রথম পর্ব অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ৪০ দিন এবং দ্বিতীয় পর্ব মার্চ হতে এপ্রিল পর্যন্ত ৪০ দিন কর্মসংস্থান করা হয়।

৭.২.১২ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর-কাবিখা-৩ অধি-শাখার কার্যাবলীঃ

১। অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচির (ইজিপিপি) এর আওতায় বরাদ্দের বিভাজন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।

২। মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত বরাদ্দের প্রেক্ষিতে অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি (ইজিপিপি) এর ১ম ও ২য় পর্যায়ে জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার এর অনুকূলে বরাদ্দ ছাড়করণ।

৩। অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচির (ইজিপিপি) এর ১ম ও ২য় পর্যায়ের অগ্রগতি ও চূড়ান্ত প্রতিবেদন উপজেলা হতে সংগ্রহ এবং প্রতিবেদন প্রস্তুতসহ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।

৪। অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচির (ইজিপিপি) এর কাজের বিষয়ে মাঠ পর্যায়ের কোন অভিযোগ থাকলে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশক্রমে তদন্তের ব্যবস্থা করণ।

৫। অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি (ইজিপিপি) এর নীতিমালা প্রনয়ণ ও হালনাগাদ করণ।

৬। বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে পরিচালক (কাবিখা) মহোদয়কে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দেশিত ও অর্পিত দায়িত্বসমূহ পালন।

৭। শাখার অন্যান্য প্রশাসনিক ও দাপ্তরিক যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন।

৭.২.১৩ ৪৯২ টি উপজেলায় বরাদ্দ বিবরণঃ

৭.২.১৪ ২০২০-২১ অর্থ বছরে "অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান" কর্মসূচীর আওতায় ১ম পর্যায়ে অগ্রগতি প্রতিবেদনঃ

ক্রঃ নং	জেলার নাম	উপজেলা সংখ্যা	বরাদ্দকৃত টাকার পরিমান				বরাদ্দকৃত কার্ড সংখ্যা	নিবন্ধনকৃত উপকারভোগীর সংখ্যা			মোট ইউনিয়ন সংখ্যা	গৃহীত প্রকল্প সংখ্যা	সাইনবোর্ড সংখ্যা	ব্যয়িত টাকার পরিমান				অগ্রগতি শ্রম মজুরী (%)
			শ্রম মজুরী	নন-ওয়েজ কষ্ট	শ্রমিক সর্দার ভাতা	প্রশাসনিক		নারী	পুরুষ	মোট				শ্রম মজুরী	নন-ওয়েজ কষ্ট	শ্রমিক সর্দার ভাতা	প্রশাসনিক	
বরিশাল বিভাগ																		
১	বরগুনা	৬	৩৬৩০৪০০০	১১৯৬৭১১	৪২৩০০০	৬৭৮৪৫৬	৪৫৩৮	১৭৬৬	২৭৭২	৪৫৩৮	৪২	৯৯	৯৯	২১৩০২৬০০	৬৫০০০	১৩০৪০০	১২৬০০০	৫৮.৬৮
২	বরিশাল	১০	১২০৩৪০০০০	১১৭১৫৪১৭৩	১৫৬৬০০০	১৪৪০২৬০	২৭৫৬০	১০৯৭৪	১৬৬০৬	২৭৫৬০	৮৭	৫১৬	৫১৬	১৫২০৬৬৬০০	৭৬৯৯১১১	৭০১৮৫০	৪৬২০০০	৬৮.২২
৩	ভোলা	৭	১১৪১৪৪০০০	৬০৫২৫৮৬১	৮৯৬০০০	১০১১১১৬	১৪২৬৬	৪৫৬৪	৯৬৭৪	১৪২৬৬	৬৯	১৮৯	১৮৯	১১৪০৩৮৪০০	৬০৫২৯৫৭৮	৫২৩৮০০	৩৪২০০০	৯৯.৯৯
৪	ঝালকাঠি	৪	৪৮০৪৮০০০	২৫৫০৬৪০	৫৭৬০০০	৫২৮০৭২	৬০০৬	২১২৫	৩৮৮১	৬০০৬	৩২	১২৬	১২৬	৩৩৮৫৬২০০	২৩০৪৭২৬	৩৭৩০০০	১৫০০০০	৭২.৫৩
৫	পটুয়াখালী	৮	৭৪৪৬৪০০০	৪০০৫২৪৯	৮৩৬০০০	১০৩৭১২৯৬	৯৩৩৩	৩৩৬৮	৬২৬৫	৯৩৩৩	৭৪	২০৯	২০৯	৭৪৪৬৪০০০	৪০০৭১০২	৪৩৬০০০	৩৫৭০০০	১০০.০০
৬	পিরোজপুর	৭	৯২৫৯২০০০	৪২১৫৪৫৭	৯৩৬০০০	৮৭৬৬৬৮	১১৫৭৪	৫১১০	৬৪৬৪	১১৫৭৪	৫২	৩০১	২৭৮	৩৮৫৪৪২০০	১৪৪৬৬১১	৩৭৭৬৫০	১৭৪০০০	৪১.৬৩
	মোট	**৪২**	**৫৮৭১৯২০০০**	**৩১১৭৯৫৮০**	**৫২০২০০০**	**৫৫৭২৭৬৮**	**৭৩০৯১**	**২৭৫০৬**	**৪৫৮৫০**	**৭৩২৯১**	**৩৫৬**	**১৪৪০**	**১৪১৭**	**৪০৩২৭৩০০০**	**২৫৫১২২৫৮**	**২২২৫৭০০**	**১৬৬০০০০**	**৭৪.৩০**
চট্টগ্রাম বিভাগ																		
৭	বান্দরবন	৭	২৭৩৫২০০০	১৪৫৫০৮৩	৫৯৪০০০	৬৬৫০২৮	৩৪১৯	১৭০৮	১৭১১	৩৪১৯	৩৩	১১০	১১০	২৭১১৪৬৫০	১৪৫৫০৮৩	২২০০০০	২৫২০০০	৯৯.১০
৮	বি-বাড়ীয়া	৯	১৫৩৩৬০০০০	৮১৪১৫২৬	১৪২৪০০০	১৩৬৪০৩০	১৯১৭০	৭৯৮৮	১১১৮২	১৯১৭০	১০০	৪১৩	৪১৩	১৫০৭৯২০০০	৭৫৯৭৮০১	১০৩৭৭৫০	৪৮০০০০	৯৮.৩৩
৯	চাঁদপুর	৮	২১৭৩৩৬০০০	১১৫৩৭৬৪১	১৬০২০০০	১৩৮০০০৪	২৭১৬৭	৮৭৪৪	১৮৪২৩	২৭১৬৭	৮৯	৫৪৩	৫৪৩	২১৭৩৩৬০০০	১১৫৩৭৬৪১	১০৮৬০০০	৪৪১০০০	১০০.০০
১০	চট্টগ্রাম	১৫	১৭৮৫৬০০০০	৯৪৭৯৮২১	১৯২০০০০	২২৭৭৮৫০	২২৩২০	৬৮৫৫	১৫৪৬৫	২২৩২০	১৯২	৫০৯	৫০৯	১৭৬৬০০০০০	৯২২১০০০	২৩৬০০০	৮৭০০০০	৯৯.০০
১১	কুমিল্লা	১৭	৩৫২৯২৮০০০	১৮৭৩৫৭৭৫	৩৩২০০০০	২৯৪৯৩৯২	৪৪১১৬	১৯০৮২	২৫০৩৪	৪৪১১৬	১৯৯	১০৪৪	১০৪৪	৩৪৮০৩২৮০০	১৮৭০৪৯০৭	২০৭৯২৫০	৯২২০০০	৯৮.৬৩
১২	কক্সবাজার	৮	১১৯৬৯২০০০	৬৮৬৯৫০৯	১০৫৪০০০	১১০০০৮৮	১৪৯৬৯	৪৯২২	১০০৪৭	১৪৯৬৯	৭৫	৩৩২	৩৩২	১১১৬৮৫০০০	৬৭৫৯৯২০	৬৪৭২০০	৩৯৬০০০	৯৪.১৭
১৩	ফেনী	৬	৭৫৮৩২০০০	৩৯১৯৩৯২	৫৭৪০০০	৭৪০৩৭৮	৯৪৭৯	৩৩৬৬	৬১১৩	৯৪৭৯	৪৩	১১৪	১১৪	৪৫৭৯১০০০	৭১৬০৩১১	২৬৫১৫০	০	৬২.০৬
১৪	খাগড়াছড়ি	৯	২৬৭৪৪০০০	১৪১১৯৮৫২	৪৫২০০০	৮০২১১৬	৩৩৪৩	২৫০৪	৮৩৯	৩৩৪৩	৩৮	১৩৩	১৩৩	২৬৬০২৬০০	১৩১৯৮৪৪	২৬৮৮০০	৩২২০০০	৯৯.৪৭
১৫	লক্ষ্মীপুর	৫	১০৮২৪৮০০০	৫৭৪৯৭৪৪	৮১২০০০	৮২৮৫৭২	১৩৫৩১	২৯২০	১০৬১১	১৩৫৩১	৫৮	২৮২	২৮২	১০৮২৪৮০০০	৫৭৪৯৭৪৪	৫৬৪০০০	২২১০০০	১০০.০০
১৬	নোয়াখালী	৯	৯৩৬০৮০০০	৪৯৬৬২৬০	৯২০০০০	১২২৬৮২১	১১৭০১	২৮৮২	৮৮১৯	১১৭০১	৯২	২৫২	২৪৮	৯০৫৩৬০০০	৪৯৬৬২৬০	৪৯২০০০	৪৫০০০০	৯৬.৭২
১৭	রাঙ্গামাটি	১০	২৩৪৫৬০০০	১২৪৬৭৭২	৫৮৮০০০	৯২৩২৪৪	২৯৩৭	১৭৬৪	১১৭৩	২৯৩৭	৫০	১১৯	১১৯	২৩৪৫৬০০০	১২৪৬৭৭২	২৩৮০০০	৩৩৬০০০	১০০.০০
	মোট	**১০৩**	**১৩৬৮৪৮৬৪০০০**	**৭২৫১৮৪৩৩**	**১০৩০০০০০**	**১২৩৬০৩২৬৪**	**১৭১৩০৭**	**৫৯২৮৫**	**১১৩০১৭**	**১৭১৩০২**	**৯৪৭**	**৩৯৫১**	**৩৯৪৭**	**১৩৩৬৮৮৮৫০৫০**	**৬৭৪০৬৬৩৩**	**৭৮০৩৪৫০**	**৪৭৮২০০০**	**৯৬.৫৪**
ঢাকা বিভাগ																		
১৮	ঢাকা	৫	১১৮৩০৮০০০	৬২২৬৬৩৮৩	৭২৬০০০	৮৬৭২২২	১৪৮২৬	৫৯৮২	৮৮৪৪	১৪৮২৬	৬২	১৯৫	১৯৫	১০৫৫৬৬০০০	৬২৬৬৬৫৪৫	৩৫২০০০	৩১৫০০০	৮৯.২৩
১৯	ফরিদপুর	৯	১১৪৯৬৬০০০	৫৯৯৭০৫১	১৪৫৮০০০	১১৬৯৪৪২	১৪৩২১	৭৬৩৯	৬৬৮২	১৪৩২১	৮১	২২১	২২১	৭৯৪৪৬৮৫০	৩৬০২২২২	৫৬০০০০	৪৭৭০০০	৬৯.১১
২০	গাজীপুর	৫	৬৭৫২০০০০	৩৫৮৪৪৮৬	৫৩০০০০	৬৫৩২৮০	৮৪৪০	৩৩২৪	৫১১৬	৮৪৪০	৩৯	৯৯	৯৯	৫২৮৭৯৪০০	২৭০৫৪১১	১১৭৭৫০	১৮২০০০	৭৮.৩২
২১	গোপালগঞ্জ	৫	৯২১১২০০০	৫১৯২১৬৯	১১২৪০০০	৮৭০১৬৮	১১৫১৪	৬৩৮১	৫১৩৩	১১৫১৪	৬৬	২৭৭	২৭৭	৪৪৯২৮৬০০	৩৭৪২০৪৭	৫৫৩৬০০	২৬৫০০০	৪৮.৭৭
২২	কিশোরগঞ্জ	১৩	১৪৯৯৯২০০০	৭৮০৩০২৪	১৫৫২০০০	১৬১২৫৮৮	১৮৩৭৪	১০৭০৮	৭৬৬৬	১৮৩৭৪	১০৬	৩৮৭	৩৮৭	১২২৫৪৫২০০	৭৪৭৩৩৯০	৬৮৭৯০০	৬২৪০০০	৮১.৭০
২৩	মাদারীপুর	৪	৬৫১২০০০০	৩৪৫২৫৩৬	১০৬২০০০	৭২৫৭৫০	৮১৪০	৩২৯৯	৪৮৪১	৮১৪০	৫৯	১৮০	১৮০	৬৫১২০০০০	৩৪৫২৫৩৬	৫৩০০০০	২৪০০০০	১০০.০০
২৪	মানিকগঞ্জ	৭	৬৮৫৬৬০০০	৩৬৪০৩৭৮	৭২৮০০০	৯২৬৮৫৪	৮৫৭১	৫২১৩	৩৩৫৮	৮৫৭১	৬৫	২২৪	২২৪	৬৭৬৬১৬৫০	৩৬৪০২৬৯২	৪২৬০০০	২১৩০০০	৯৮.৬৮
২৫	মুন্সীগঞ্জ	৬	৭৬১২০০০০	৪০৪০৭৩৬	৮০২০০০	৮৯৪২৮০	৯৫১৫	২৮৩৪	৬৬৮১	৯৫১৫	৬৮	১৪৪	১৪৪	৬৬২৪০৬০০	৩৪০২৯০২	২৭৩২৫০	২১১০০০	৮৭.০২
২৬	নারায়ণগঞ্জ	৫	১০৪৫৮৪০০০	৫৫৫১৮১৩	৪৭০০০০	৭০৬৮৭৬	১৩০৭৩	২২০৫	৪৯৯২	৭২২৭	৩৯	১৩১	১৩১	৫৮০৭৬০০০	৩০২৯৯২১	৪০০০০	১১৮০০০	৫৫.৮২
২৭	নরসিংদী	৬	৯৪৭৬৬০০০	৫০৩০২৭৭	১০২০০০	৯৪০১৫২	১১৮৪৬	৫৮৮৩	৫৯৬৩	১১৮৪৬	৭১	২৭৪	২৭৪	৫৮০৩৫৪০০	৮০৮৭৫৪	৪৪৬৫৫০	২৪৭০০০	৬১.২৪
২৮	রাজবাড়ী	৫	৭৪৯৬২০০০	৪০০১১৫৫	৭২৬০০০	৬৮০২০৪	৯৪৫২	৪১১১	৫৩৪১	৯৪৫২	৪২	১৫০	১৫০	৭৪৯৬২০০০	৪০০১১৫৫	৪৬০০০০	৩৫৫০০০	১০০.০০
২৯	শরীয়তপুর	৬	১১৬৬৪০০০০	৬২০২৬৩৩	১১৭০০০০	১৩০৭২৬০	১৪৫৮০	৫২০১	৯৩৭৯	১৪৫৮০	৬৪	৩৪৪	৩৪৪	১১৫৫১৪৪০০	৬২০২৬৩৫	৭২৩০০০	৩৩১০০০	৯৯.০৩
৩০	টাঙ্গাইল	১২	১৭৮০৩৬০০০	৯৪৬৭৯৬৪	১৫৩০০০০	১৬৮৫৩০৪	২২২৫২	৮৫২২	১৩৭৩০	২২২৫২	১১৩	৫৭৮	৫৩৯	১৬২১২৩২০০	৯৪৬৭৯৬৪	১০৫১৪৫০	৬৩৩০০০	৯১.০৭
	মোট	**৮৮**	**১৩২২৫২২০০০**	**৭০২০৯৪৩৪**	**১২৭৭৬০০০**	**১২৬০৩৭৬৮**	**১৬৫০৩৪**	**৭১৪৯১**	**৮৬২৮৯**	**১৫৭৭৮০**	**৮৮০**	**৩০৬৪**	**৩০২৫**	**১১৩৩০০১৪৬০০**	**৫৫০৯১০৮৩**	**৫৯৬৬৫০০**	**৪১০৩০০০**	**৮৫.৬৭**
ময়মনসিংহ বিভাগ																		
৩১	জামালপুর	৭	২০৭৪৭২০০০	১১০১৩৬৬৪	১২২৮০০০	১১৪৫৩০৮	২৫৯৩৪	১২৩৪৫	১৩৫৮৯	২৫৯৩৪	৬৮	৬২২	১৮	১৫৬০৮৬৪০০	১১০১৩৬৬৪	১০৩৮০০০	৯৮০০০	৭৫.২৩
৩২	ময়মনসিংহ	১৩	৪৭৭৯২৮০০০	২৫৩৭১৭৮৭	২৬২০০০০	২৩৩৬৮৯২	৫৯৭৪১	২১৬০১	৩৮১৪০	৫৯৭৪১	১৪৪	১০৩১	০	২৭৯৪৪৪৫০০	১৮৮২৭৪৯	১৫৯৫০০০	০	৫৮.৪৭
৩৩	নেত্রকোনা	১০	১৩৬২২০০০০	৭২৩৩৪৫৮	১২৪৮০০০	১৩০৮৪২০	১৭০৩৫	৮৩৫২	৮৬৮৩	১৭০৩৫	৮৬	৩৭৮	৩৭৮	৯২৭০৬২০০	৫৫২৯১১০	৬২৪৫৫০	৪১১০০০	৬৮.০৫
৩৪	শেরপুর	৫	১১৮২০০০০০	৬২৭৪৫৬০	৯৫৬০০০	৮০৭৫০০	১৪৭৭৫	৬৯৫৭	৬২০১	১৩১৫৮	৫২	২৫২	২৫২	৮৫১৮৯৮০০	৫১৫৫৫৭৫	৪০৩৪৫০	১৫১০০০	৭২.০৭
	মোট	**৩৫**	**৯৩৯৮৮০০০০**	**৪৯৮৯৪৮৬৯**	**৬০৫২০০০**	**৫৫৯৮১২০**	**১১৭৪৮৫**	**৪৯২৫৫**	**৬৬২৩০**	**১১৫৮৬৪**	**৩৫০**	**২৩৫৩**	**৭২৮**	**৬১৩৪২৬০০০**	**৩৮৫১৯৯০৪**	**৩৭১৮৮০০**	**৬৬০০০০**	**৬৬.২২**

ক্রঃ নং	জেলার নাম	উপজেলা সংখ্যা	বরাদ্দকৃত টাকার পরিমান				বরাদ্দকৃত কার্ড সংখ্যা	নিবন্ধনকৃত উপকারভোগীর সংখ্যা			মোট ইউনিয়ন সংখ্যা	গৃহীত প্রকল্প সংখ্যা	সাইনবোর্ড সংখ্যা	ব্যয়িত টাকার পরিমান				অগ্রগতি শ্রম মজুরী (%)
			শ্রম মজুরী	নন-ওয়েজ কষ্ট	শ্রমিক সর্দার ভাতা	প্রশাসনিক		নারী	পুরুষ	মোট				শ্রম মজুরী	নন-ওয়েজ কষ্ট	শ্রমিক সর্দার ভাতা	প্রশাসনিক	
খুলনা বিভাগ																		
৩৫	বাগেরহাট	৯	১২০৮০০০০০	৬৪১২৪৮৭	১৩৫০০০০	১১৬৫২০০	১৫১০০	৬৫১৩	৮৫৮৭	১৫১০০	৭৫	৪৫৬	৪৫৬	১১৮১০১০০০	৬৩৩৬৬০১	১০৪৮০০	৩৯০০০০	৯৭.৭৭
৩৬	চুয়াডাংগা	৪	৫২৪৫১৬০০০	২৭৮২৯৩২	৫৫৪০০০	৫৮৮৬২৪	৬৫৫২	১৬১৮	৪৯২৪	৬৫৫২	৪১	১১১	১৮১	৫০৯৬৫৭৮৫	২৭৮২৯৩০	৩৮১৪৯৫	২২৫০০০	৯৫.৩৩
৩৭	যশোর	৮	১৮১৫৩৬০০০	৯৬৩৭১৪৯	১৬৭৪০০০	১৭১৩০৫০৪	২২৬৯২	৭৪৯৫	১৫০৯৭	২২৬৯২	৯০	৬৩৩	৫৪৯	৬১৪৯৮৮০০	১২০০৭০৮	৪৮২৪০০		৩৪.৪৩
৩৮	ঝিনাইদহ	৬	৭৮৮৪৮০০০	৪১৬৫৩৪০	৬৭০০০০	৮৯২২৭২	৯৮৫৬	২৯৫৫	৬৮৯৯	৯৮৫৪	৬৭	২৪৭	২৪৭	৭৭৯৫৩২৫০	৪১৬৯১৬১	৪৯২২৫০	৫৫৭০০০	৯৮.৬৮
৩৯	খুলনা	৯	১৩২৭৬০০০০	৭০৪৭৫০২	১২২৪০০০	১১৪১১৪০	১৬৫৯৫	৮০৫১	৮৫৪০	১৬৫৯১	৬৮	৪৫৭	৪৫৭	১১৭৪৩১৬৪০০	৫৭৭১৯৪২	৮১৫৭২৫০	৩৩১০০০	৮৮.৪৪
৪০	কুষ্টিয়া	৬	২০০৩২০০০	১০৬৩৭৫০	৬৭০০০০	৮০৪০৪৮	২৫০৪	৭৫০	১২৬১	১৯৯১	৬৭	৯০	৯০	১২১১৩৬০০	২৩১৭০৭	২১৯২০০	২৫২০০০	৬০.৪৭
৪১	মাগুরা	৪	৭৯৫৫৬০০০	৪২২৬৬৫৪	৬৪৮০০০	৫২৯৪২৪	৯৯৫২	৩৮৬৯	৬০৫৩	৯৯৫২	৩৬	২১৬	২১৬	৭৭৪২১৮০০	৩৫৪৮৬৬৩	৪৩১২০০	১৮৩০০০	৯৭.৩৭
৪২	মেহেরপুর	৩	২৮০৫৬০০০	১৪৮৯১৩৪	১৮০০০০	৩৬০০৮৪	৩৫০৭	১৪১০	২০৯৭	৩৫০৭	১৮	৯১	৭১	২৭৭৩৮২০০	১৪৮৬৩২৭	১৭৮০০০	১২২০০০	৯৮.৮০
৪৩	নড়াইল	৩	৩১০৬৪০০০	১৬৪৯১৬৬	৩৯০০০০	৪০৩৫১৬	৩৮৮৩	১৪৯০	২৩৯৩	৩৮৮৩	৩৯	১১৯	১১৯	২২৫৪৪০০০	১৬৪৯১৬৬	২৪০১০০	১৫৩০০০	৭২.৫৭
৪৪	সাতক্ষীরা	৭	১৮২৫৩৬০০০	৯৬৬৯৬৫৮	১৪০৪০০০	১১৬৭৮০৪	২২৮১৭	৮৩০৯	১৪৫০৮	২২৮১৭	৭৮	৬০২	৬০২	১৮০৮৩৩৯৮০০	৯৬৬৯১৫৮	১২০৪০০০	৪৬২০০০	৯৯.০৮
	মোট	**৫৯**	**৯০৭৬৬৪০০০**	**৪৮১৮০৮৩৪**	**৮৭৬৪০০০**	**৮৫১৯৪৯৬**	**১১৩৪৫৮**	**৪২৫৬০**	**৭০৩৫৯**	**১১২৯১৯**	**৫৮২**	**৩১০২**	**২৯৬৮**	**৭৪৬৬৭৪১০৫**	**৩৬২৬৯১৯০**	**৫০৫৯৯৯৫**	**২৪৯০০০০**	**৮২.২৬**
রাজশাহী বিভাগ																		
৪৫	বগুড়া	১২	১২৯০৮৮০০০	৬৮৫২৪৩২	১০৮০০০০	১৫৩৭৬৫২	১৬১৩৬	৭৮৩৯	৮৩০৭	১৬১৩৬	১০৮	৩৯০	৩৯০	১১২০৭৫০০০	৫০৩৬৯৬৯	৬৬০০৫০	৪৫৩০০০	৮৭.৬০
৪৬	জয়পুরহাট	৫	৪৩২১৬০০০	২২৯৪২৯৭	৩২০০০০	৫৭৪৮৬২৪	৫৪০২	২২২৩	২৬৭৯	৫৪০২	৩২	১৪২	১৪২	৪১৮৩৫৯৯৬	২২৯৪৪২৯৭	২৬২১০০	২২৫০০০	৯৬.৮০
৪৭	নওগাঁ	১১	১১৬৬২৬০০০	৬১৭২৪৪০	৯৯০০০০	১৪২০৩৯৬	১৪৫৩৩	৫০৬৭	৯৪৬৬	১৪৫৩৩	৯৯	৪২১	০	১১১৬৩৫৮০০	৬৪৩০১৬৩	৭৭০৭০০	৫১১০০০	৯৫.৭২
৪৮	নাটোর	৭	৯৩৫৫২০০০	৪৯৬৬০৯৯	৯৩৬০০০	৮৭৮০২৮	১১৬৯৪	৫১৬২	৬৫৩২	১১৬৯৪	৫২	২৫৩	২৫৩	৭৩২০৩৪০০	৩৫২০৭৪২	৪০৫১০০	৩৩৯০০০	৭৮.০৪
৪৯	নবাবগঞ্জ	৫	৭৩৬৪৮০০০	৩৯০৯৮৬৬	৪৫০০০০	৬৯৬৪৭২	৯২০৬	৩৩৪৯	৫৮৫৭	৯২০৬	৪৫	২০৬	১৯৬	২৭০৯৯৬০০	৬০০৬৮৯	৬৯৫০০	১৬২০০০	৩৬.৭৯
৫০	পাবনা	৯	১২৮২১৬০০০	৬৮০৬৬৭৯	১১২৬০০০	১১৭০৩৩৪	১৬০২৭	৭৫৮১	৮৪৪৮	১৬০২৭	৭৪	৩৫৫	৩৫৫	১২৫৭৩৮৬০০	৬৭৫৭৯৮১	৬১১৩৫০	৪৫৬০০০	৯৮.০৫
৫১	রাজশাহী	৯	১২০৪৮৮০০০	৫৮৬৫৪৪৬	১১৪৪০০০	১১৫১৭৫২	১৫০৬১	৫৯৫৮	৮৩২৬	১৩৬৮৪	৭২	৩৭১	৩৭১	১০৪৩০৪২৬০	৫৮৬৫৪৪৯	৭৪১৬০০	৪২৬০০০	৮৪.৯৯
৫২	সিরাজগঞ্জ	৯	২০২১১১৬০০০	১০৭২৩২৭০	১৪২৪০০০	১৬৫২১২৪	২৫২৫৭	১০৭৪২	১৪৫১০	২৫২৫২	৮৩	৪০৮	৪০৮	১৭১৯৪৪১৬০০	১০৭২৭৫৫৪	৮০৬৬০০	৪৬৮০০০	৮৫.৬৫
	মোট	**৬৭**	**৯২৭০৬৮০০০**	**৪৭৬২৩৭০২**	**৭৬১১০০০**	**৮৭০৭৬০২**	**১১২১০৬**	**৪৭৪৯১**	**৬৪৪০৫**	**১১১৮৯৪**	**৫৬৫**	**২৫০৬**	**২০৭৫**	**৭৬৯২৭০৭৫৬**	**৪০২৬৬২৪৬৩**	**৪০৬৭১০০**	**৩০৪৮০০০**	**৮৩.৫০**
রংপুর বিভাগ																		
৫৩	দিনাজপুর	১৩	১৯৩৫৪৯৮০০০	১০২৬৬০৮৭	১৭৭৪০০০	১৬৫৮১৩৬	২৪১৭৮	১০৬৪৩	১৩৫৩৫	২৪১৭৮	১০৩	৭২৩	৭২৩	১৭১৫৩১১৬০০	৮৮৯২৫৭৩	১৩৫০৭৫০	৪৫৭০০০	৮৮.৬৭
৫৪	গাইবান্ধা	৭	২৩৫১৩৬০০০	১২৪৮১০০৫	১৪৭৬০০০	১২৬৪৪২২	২৯৩১১	১৫৭১৩	১৪৭৪০	২৯৩০৩	৮২	৭০১	৭০১	১৬৪২৩৩৮০০	৬০২২৩৩৯	৭০০৫০০	২০৪০০০	৭১.০০
৫৫	কুড়িগ্রাম	৯	২৪৭৮০০০০০	১৩১৭৫৩৩৩	১৬১৪০০০	১৩৫৫৭০০	৩১৬৭৪	১৪৬১৪	১৬৬৬০	৩১২৭৭	৭০	৬৫০	৬৫০	২৪২৩০৮৩০০	১৩১২২৮৭৩	১২১৩১৫০	৪০৫০০০	৯৪.৪১
৫৬	লালমনিরহাট	৫	৭৩১৪৪০০০	৩৮৯১৫০১	৮২০০০০	৬৯৮৯১৬	৯২৪৩	৫১১৯	৪০১৪	৯১৩৩	৪২	২৭৯	২৭৯	৭৩০৯৯৬০০	৩৮৯২৫০১	৭৪৬১০০	১২৮০০০	৯৯.৯৯
৫৭	নীলফামারী	৬	১০৫৪৬৪০০০	৫৫৩১১০৬	১০৪০০০০	৯৯১৬৯৬	১৩০০৮	৭১৪৪	৫৮১৪	১৩০০৮	৬০	৪৭৪	৪৭৪	১০৫৭৯২৪০০	৫৫৯৭৯০২	৯৩৩৫৫০	৩৩১০০০	৯৯.৮৩
৫৮	পঞ্চগড়	৫	৫০৫৬৮০০০	২৬৮৪৯৯৮	৫১০০০০	৬৫১৮৫২	৬৩২১	৩৫৮৮	২৭৩৩	৬৩২১	৪৩	২৫১	২৪৬	৪৮৮৫৩৫৬০	২৫৮০৯৭৯	৪৯২০০০	২৫১০০০	৯৬.৬১
৫৯	রংপুর	৮	২২৪৫০০০০০	১১৯০৩৪২১	১৩৬৬০০০	১২৭২৫০০	২৮০৬২	১৬৩১	২২১১	৪৪৪২	৭৬	৮৩	৮৩	২২২৫২৪৮৫৫	১১১৬৬৫৩৭	১৩৭৭০০	৩৮৭০০০	৯৯.২৮
৬০	ঠাকুরগাঁও	৫	৭১১৩৬০০০	৩৭৭৫৮৯১	৫৭৮০০০	৭৪২৭০৪	৮৮৯২	৩৬০৫	৪২৮৭	৮৮৯২	৫৩	২৮৯	২৮৯	৭১০১৬৬০০	৩৭৭৫৮৮৮	৫৭৭৫০০	২২৪০০০	৯৯.৮৩
	মোট	**৫৮**	**১২০৬৮৬৪০০০**	**৬৪০৬৬৫৭১**	**৮৮৭০০০০**	**৮৫০৩৯৯৬**	**১৫০৬৫৮**	**৬০৫৮৭**	**৬৫৬০৭**	**১২৬১৯৪**	**৫০৫**	**৩৪১৮**	**৩৪১০**	**১০৯৭৮৭৫৫১৪**	**৫৫৩১০৭২০**	**৬১১২০৫০**	**২৬০২০০০**	**৯০.৯৭**
সিলেট বিভাগ																		
৬১	হবিগঞ্জ	৯	১০৭১২৮০০০	৫৬৮৭২৫৭	৮২০০০০	১১৬৬৬৬২	১৩৩৯১	৪২১৮	৯১৭৩	১৩৩৯১	৭৮	২৮৩	২৮৩	১০০৭৪৪৮০০	৪২২৭৪৩২	৪৬১৩৫০	৩২৭০০০	৯৪.০৪
৬২	মৌলভীবাজার	৭	৯৭৮৩২০০০	৫১৯৩৪৮২	৭৯০০০০	৯৭৪৭৪৮	১২২২৯	৪৩০৩	৮১১৩	১২২২৯	৬৭	৩৫০	৩৫০	৯৭৮৩২০০০	৫১৯৩৪৪৪	৭০৬০০০	৩৭১০০০	১০০.০০
৬৩	সুনামগঞ্জ	১১	১১৭৭৫২০০০	৬২৫০১৭২	১০৪৮০০০	১৩৩৬৬৬২৮	১৪৭১৯	৫১৮১	৯৫৩৮	১৪৭১৯	৮৮	৩৭৮	৩৬৯	১১৭৭৫২০০০	৬২৫০১৭২	১০৪৮০০০	৫৬৪০০০	১০০.০০
৬৪	সিলেট	১৩	১৬৭৪৯৪০০০	৮৮৯০০৯৩	১৩৬২০০০	১৬৩১১৯৬	২০৯৩৩	৫৩৬৪	১৫৫৬৯	২০৯৩৩	১০৫	৪৪৮	৪৪৮	১৬৬৩৬০০০০	৭৯০০২৪৯	১০০৪০০০	৬০২০০০	৯৯.৩৪
	মোট	**৪০**	**৪৯০২০৬০০০**	**২৬০২০৯৭৪**	**৪০২০০০০**	**৫১১০২৩৪**	**৬১২৭২**	**১৮৮৬৬**	**৪২৪০৩**	**৬১২৭২**	**৩৩৮**	**১৪৫৯**	**১৪৫০**	**৪৮২৬৮৮৮০০**	**২৩৫৭১২৯৭**	**৩২১৯৩৫০**	**১৮৬৪০০০**	**৯৮.৪৭**
সর্বমোট		**৪৯২**	**৭৭৩৬৬২০২০০০**	**৪১০৬৬২৪৫৫**	**৬৬৯২০০০০**	**৬৮৬২৮০৩৮**	**৯৬৭০২৯**	**৩৭৭৬৮৪**	**৫৫৬৬৫৫**	**৯৩০১৬০**	**৪৫৫৪**	**২১৪২৩**	**১৯০৫৩**	**৬৬২০১০৭৮৬৬**	**৩৩৮৬০৮৩০৮**	**৩৮৫০২৩৪৫**	**২১১৯৫০০০**	**৮৫.৬১**

সর্বমোট বরাদ্দ=	৮২৮২৪৭২৭৯৮
সর্বমোট ব্যয়িত=	৭০২১৫০৮১১০
অগ্রগতি (%)=	৮৪.৭৮

৭.২.১৫ ২০২০-২১ অর্থ বছরে "অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান" কর্মসূচীর আওতায় ২য় পর্যায়ে অগ্রগতি প্রতিবেদনঃ

ক্রঃ নং	জেলার নাম	উপজেলা সংখ্যা	বরাদ্দকৃত টাকার পরিমান: শ্রম মজুরী	নন-ওয়েজ কষ্ট	শ্রমিক সর্দার ভাতা	প্রশাসনিক	বরাদ্দকৃত কার্ড সংখ্যা	নিবন্ধনকৃত উপকারভোগীর সংখ্যা: নারী	পুরুষ	মোট	মোট ইউনিয়ন সংখ্যা	গৃহীত প্রকল্প সংখ্যা	সাইনবোর্ড সংখ্যা	ব্যয়িত টাকার পরিমান: শ্রম মজুরী	নন-ওয়েজ কষ্ট	শ্রমিক সর্দার ভাতা	প্রশাসনিক	অগ্রগতি শ্রম মজুরী (%)
বরিশাল বিভাগ																		
১	বরগুনা	৬	৩৬৩০৪০০০	১৯২৮৭৯৯	৪২০০০০	৮৭৮৪৩৬	৪৫৩৮	১৭৬৬	২৭৭২	৪৫৩৮	৪২	৯৯	৯৯	২১৫০২৬০০	৬৫০০০	১৩০৪০০	১৫৩০০০	৫৮.৬৮
২	বরিশাল	১০	২২০৬৪০০০০	১১৭১৩১৭৩	১৫৫৬০০০	১৪৪০৯৬০	২৭৫৮০	১০২৭৪	১৮৬০৬	২৭৫৮০	৮৭	৫২৯	৫২৯	১৫২০৬২৬০০	৭৬৯৯৯৯১	৭০২৮৫০	৪৮২০০০	৬৮.৯২
৩	ভোলা	৭	১১৫২৪৪০০০	৬০৫৯৫৮২	৮৯৮০০০	১০১১১৯৬	১৪৪৩৮	৪৩২৪	৯৮৭৪	১৪৪৩৮	৬৯	১৮৯	১৮৯	১১৪০৩৮৪০০	৬০৫৯৫৭৮	৩২৩৮০০	৩৪২০০০	৯৯.৯১
৪	ঝালকাঠি	৪	৪৮০৪৮০০০	২৫৫০৩৪০	৫৭৬০০০	৫২৮০৭২	৬০০৬	২২২৪	৩৬৮২	৬০০৬	৩২	১২৬	১২৬	৩৪৮০৫৬০০	২৩০৪৭২৬	২৭৬০০০	১৫০০০০	৭২.৪৪
৫	পটুয়াখালী	৮	৭৫৪৬৪০০০	৪০০৫৯৯৯	৮৩৬০০০	১০৩৭৬৯৬	৯৪৩৩	৩১৬৮	৬২৬৫	৯৪৩৩	৭৪	২০৯	২০৯	৭৫৪৬৪০০০	৪০০৭১০২	৮৩৬০০০	৫৫৭০০০	১০০.০০
৬	পিরোজপুর	৭	৯২৫৯২০০০	৪৯২৫৪৩৭	৯৩৩০০০	৮৭৬৬৬৮	১১২৭৪	৫১১০	৬১৬৪	১১২৭৪	৫২	৩০১	২৭৮	৩৮৫৬৪২০০	১৯৪৬৬১১	১৭৭৬৫০	১৭৪০০০	৪১.৬৫
	মোট	৪২	৫৮৮২৯২০০০	৩১১৭৩৪৫০	৫২০২০০০	৫৫৭২১৮৮	৭৩২৬৯	২৬৮৬৬	৪৬৪০৩	৭৩২৬৯	৩৫৬	১৪৫৩	১৪৩০	৪৩৬৪৩৭০০০	২২০৮৩৪০৮	২৪৪৬৭০০	১৮৫৮০০০	৭৪.৩০
চট্টগ্রাম বিভাগ																		
৭	বান্দরবান	৭	২৭৩৫২০০০	১৪৫২০৪৫	৩২৪০০০	৬৬৫০২৮	৩৫৬৯	১৭০৮	১৮৬১	৩৫৬৯	৩৩	১১০	১১০	২৭২২৪৬৫০	১৪৫২০৪৫	২২০০০০	২৫২০০০	৯৯.৫০
৮	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	৯	১৫৩৩৬০০০০	৮১৪২৫৩৬	১৪২৪০০০	১৫৬৪০৪০	১৯১৭০	৭৯৮৮	১১১৮২	১৯১৭০	১০০	৪১৩	৪১৩	১৫০৭৯২০০০	৭৫৪৭৮০১	১০৩৭৭৫০	৪৮০০০০	৯৮.৩২
৯	চাঁদপুর	৮	২১৭৩৩৬০০০	১১৫৩৭৬৫১	১৬০২০০০	১৫৪০০০৪	২৭১৬৭	৮৭৪৪	১৮৪২৩	২৭১৬৭	৮৯	৫৫৩	৫৫৩	২১৭৩৩৬০০০	১১৫৩৫২৬৪	১০৮৬০০০	৪৪৩০০০	১০০.০০
১০	চট্টগ্রাম	১৫	১৭৮৫৬০০০০	৯৪৭৯৮১১	১২২০০০০	১২৭৭৮৪০	২২৩২০	৬৮৫৫	১৫৪৬৫	২২৩২০	১১২	৫০৯	৫০৯	১৭৬৯০০০০০	৯২২১০০০	৯৩৬০০০	৮৭০০০০	৯৯.০৭
১১	কুমিল্লা	১৭	৩৫২৯২৮০০০	১৮৭৩৫৭৭২	৩৩৯০০০০	২৬৪৫৩৬২	৪৪১১৬	১৬০৮২	২৮০৩৪	৪৪১১৬	১৯১	১০৪৪	১০৪৪	৩৪৮০৯১৬০০	১৭০৪৯২০৭	২০৭৪২৫০	৯২২০০০	৯৮.৬৩
১২	কক্সবাজার	৮																
১৩	ফেনী	৬	৭৫৮৩২০০০	৩৯২২৩৯২	৫৭৪০০০	৭৪০৭৪৮	৯৪৭৯	৩৪০৬	৬০৭৩	৯৪৭৯	৪৩	২২৪	২২৪	৪৫৭৯৯০০০	৭৬০০৩৯১	২৬৫৭৫০	০	৬২.০৩
১৪	খাগড়াছড়ি	৯	২৬৭৪৪০০০	১৪১১৯৫২	৪৫২০০০	৮০২২১৬	৩৩৪৩	২৫০৬	৮৩৭	৩৩৪৩	৩৮	১৩৩	১৩৩	২৬৬০২৬০০	১৩১১৮৬৪	২৬৬০০০	৩১১০০০	৯৯.৪৭
১৫	লক্ষ্মীপুর	৫	১০৮২৪৮০০০	৫৭৪৬৭৪৪	৮১২০০০	৮৯৮৩৭২	১৩৫৩১	২৯৯০	১০৫৪১	১৩৫৩১	৩৮	২৮২	২৮২	১০৮২৪৮০০০	৫৭৪৬৭৪৪	৫৩৪০০০	৩৩১০০০	১০০.০০
১৬	নোয়াখালী	৯	৯৩৬০৮০০০	৪৯৬৯২৮০	৯২০০০০	১১২৬৪৫১	১১৭০১	২৮৮২	৮৮১৯	১১৭০১	৯২	২৫২	২৪৮	৯০৫৪৬০০০	৪৯৬৯২৮০	৪১৮০০০	৪৫০০০০	৯৬.৭৩
১৭	রাঙ্গামাটি	১০	২৩৪৯৬০০০	১২৪৬৭৭২	৫৮৮০০০	৯২৫৪৪৪	২৯৩৭	১৭৬৪	১১৭৩	২৯৩৭	৫০	১১৯	১১৯	২৩৪৯৬০০০	১২৪৬৭৭২	২৩৮০০০	৩৬৬০০০	১০০.০০
	মোট	১০৩	১২৫৭৪৬৪০০০	৬৬৬৪৮৬২২	১১২৭৬০০০	১২৮০৯১৯৬	১৫৬৬০৩	৫৩৮৭৩	১০৩০৮০	১৫৬৬০৩	৮৮০	৩৬১৯	৩৬১৫	১২২৪৩৩০৬৫০	৬৩৬৩৩৫৪৪০	৭১৮৬২৫০	৪০১৫০০০	৯৬.৭৮
ঢাকা বিভাগ																		
১৮	ঢাকা	৫	১১৮৬০৮০০০	৬২২৬৩৮৪	৭১৬০০০	৮০৭৯২৩	১৪৮২৬	৫৯৮২	৮৮৪৪	১৪৮২৬	৬২	১৯৫	১৯৫	১০৯৫৯২০০০	৫৯৯৬৪৫৪	৩৫২০০০	৩৫৪০০০	৯২.৩৭
১৯	ফরিদপুর	৯	১১২২৯৬০০০	৫৯৬৭০৫১	১৪৫৬০০০	১১৬৯৪৫৩	১৪০৩৭	৭৬৫৯	৬৩৭৮	১৪০৩৭	৮১	২৯১	২৯১	৭৯৪৪৯৬৫০	১১৫০৫২৩১	৩৯০০০০	৪৭০০০০	৭০.৭৫
২০	গাজীপুর	৫	৬৭৫২০০০০	৩৫৮৪৪৮৬	৫৯০০০০	৬৫৩৯৮০	৮৪৪০	৩৩২৪	৫৪৫৪	৮৭৭৮	৩৬	৯৯	৯৯	৫২৬৭৯৮০০	২৭০৩৪৩৩	১১৭৭৫০	১৯৫০০০	৭৮.০২
২১	গোপালগঞ্জ	৫	৯৬১১২০০০	৫১০২১১৯	১১১৪০০০	৮৭০১৬৮	১২০৩৪	৬৩৮১	৫৬৫৩	১২০৩৪	৬৮	২৭৭	২৭৭	৯৪৪৩৮৬০০	৩৭৪৩০৪৭	৫৫৩৬০০	১৮৫০০০	৯৮.২৫
২২	কিশোরগঞ্জ	১৩	১৪৬৯৯২০০০	৭৮০৪০২৪	১৫৫২০০০	১৬১৬৪৮৮	১৮৩৭৪	১০৭০৮	৭৬৬৬	১৮৩৭৪	১০৮	৩৮৭	৩৮৭	১২৬৪৫২৫০০	৭৪৭১০৩০	৬৮৭৯০০	৬২৪০০০	৮৬.০৩
২৩	মাদারীপুর	৪	৬৫৩৬০০০০	৩৪৬৯৪০৪	১০৬২০০০	৭৫২৭৪০	৮১৭০	২৩৯৯	৫৫৪৬	৮১৭০	৩৯	১৮০	১৮০	৬৫৩৬০০০০	৩৪৬৯৪০৪	৩৬০০০০	২৪০০০০	১০০.০০
২৪	মানিকগঞ্জ	৭	৬৯৫৩৬০০০	৩৬৯০৩৭৮	৭২৪০০০	৯২১৮৫২	৮৬৭১	৫৩২৩	৩৩৪৮	৮৬৭১	৬২	২২৪	২২৪	৬৭১৬৩২৫০	৩৫৩০২৯২	৪২৬০০০	২২৩০০০	৯৬.৫৮
২৫	মুন্সিগঞ্জ	৬	৭৬১২০০০০	৪০৪০৭৫৬	৮০৯০০০	৮৯৮১৮০	৯৫১৫	২৮২৪	৬৬৯১	৯৫১৫	৬৮	১৫৪	১৫৪	৬৬২৩৯৬০০	৩৫০৩৯০২	২৭৬৫৫০	২২৯০০০	৮৭.০২
২৬	নারায়ণগঞ্জ	৫	১০৪৫৬৮০০০	৫৫৫১৮৫৩	৪৭০০০০	৭০৮৮৭৬	১৩০৭৫	৩১০৫	৫১১১	৭৩২৭	৩৯	১৩১	১৩১	৫৮০৭৬০০০	৩০৩৩৯১৬	৪০০০০	১১৬০০০	৫৫.৮২
২৭	নরসিংদী	৬	৯৪৭৬০০০০	৫০৩০৩৭৭	৯০২০০০	৯৪০৩৫২	১১৮৪৬	৫৮৮৩	৫৯৬৩	১১৮৪৬	৭১	২৭৪	২৭৪	৫৮০৩৩৬০০	৮০৩৮৭৩৫	৪৪৬৬৫০	১৯৭০০০	৬১.২৪
২৮	রাজবাড়ী	৫	৭৫৯৫৩০০০	৪০৩১১৩৩	৭৫৬০০০	৬৬৩৬০৪	৯৪৯২	৫১১১	৪৩৮২	৯৪৯২	৪২	২৫০	২৫০	৭৫৯৫৩০০০	৩৭৫১৫২২	৪৬০০০০	২৪৫০০০	১০০.০০
২৯	শরীয়তপুর	৬	১১৬৬৮০০০০	৬২০৭৬৩৩	১১৭০০০০	৯৩৭২৬০	১৪৬০৪	৫২০১	৯৪০৪	১৪৬০৫	৬৪	৩৪৪	৩৪৪	১১৫৪২৪৪০০	৬২০২৮৮৮	৭২৬০০০	৩৫২০০০	৯৮.৯২
৩০	টাঙ্গাইল	১২	১৭৮৩৩৬০০০	৯৪৬৭৯৬৪	১৫৩৩০০০	১৬৮৩৫০৪	২২২২২	৮৫২২	১৩৭৭০	২২২৯২	১১৩	৫৭৯	৫৭৯	১৬৯৯৭৩২০০	৯৪৬৭৫৪৩	১০৬১৪৫০	৬৩০০০০	৯৫.৩১
	মোট	৮৮	১৩২২৫৫১২০০	৭০২৬৬৫০৪	১৩৭৭৬০০০	১২৬৩৪৭৬৬	১৬৫০৩৪	৭৩৫৪১	৮৯৬৯৬	১৫৭৭৬০	৮৮০	৩৩৮৪	৩৩৮৫	১১৩৩০৩৪৩৬০০	৫৫০৬১০৮৩	৫৯৬৬৬০০	৪৩০৪০০০	৮৫.৬৭
ময়মনসিংহ বিভাগ																		
৩১	জামালপুর	৭	২০৭৪৭২০০০	১১০১৩৬৪৪	১১২৪০০০	১১৪৪২০৮	২৫৯৩৪	১২৩৪৫	১৩৫৮৬	২৫৯৩৪	৬৮	৪২২	৯৮	১৬৪০৮৪৬০০	১১০১৩৬৪৪	১০৯৮০০০	৯৮০০০	৭৯.০৯
৩২	ময়মনসিংহ	১৩	৪৭৭৯২৮০০০	২৫৩৭২৭৮৭	২৬১০০০০	২৩৩৬৬৯২	৫৯৭৪১	২৫৬০১	৩৪১৪০	৫৯৭৪১	১৪৫	১০০১	০	২৭৭৪৪৪৮০০	১৬৮২২৭৪৬	১৫৯৬০০০	০	৫৮.০৫
৩৩	নেত্রকোনা	১০	১৩৬৫২৮০০০	৭২৫৩৪৫৮	১২৪৪০০০	১৩০৬৪৩০	১৭০৬৫	৮৫৬২	৮৫০৩	১৭০৬৫	৮৬	৩৭৮	৩৭৮	৯৩৭০৬২০০	৫৫২৯১১৫	৬৯৪৫৫০	৪২২০০০	৬৮.৬৩
৩৪	শেরপুর	৫	১১৮৩০০০০০	৬২৭৪৫৯০	৯৩৬০০০	৮০৭৫০০	১৪৭৭৫	৬৬৫৭	৮১১৮	১৪৭৭৫	৫২	২৫২	২৫২	৮৫১৮২২০০	৪৫৬৫০৭৩	৪০৩৪৫০	১৫২০০০	৭২.০৭
	মোট	৩৫	৯৪০২২৮০০০	৪৯৯১৪৪৭৯	৫৯১৪০০০	৫৫৯৪৮৩০	১১৭৪৮৫	৪৯২০৫	৬৬৬১৩	১১৫৮৪৮	৩৫১	২০৫৩	৭২৮	৬২২৪৩২০০০	৩৮৫১১৯৬৯	৩৭৯১৮০০	৬৭২০০০	৬৬.২২

ক্রঃ নং	জেলার নাম	উপজেলা সংখ্যা	বরাদ্দকৃত টাকার পরিমান: শ্রম মজুরী	নন-ওয়েজ কষ্ট	শ্রমিক সর্দার ভাতা	প্রশাসনিক	বরাদ্দকৃত কার্ড সংখ্যা	নিবন্ধনকৃত উপকারভোগীর সংখ্যা: নারী	পুরুষ	মোট	মোট ইউনিয়ন সংখ্যা	গৃহীত প্রকল্প সংখ্যা	সাইনবোর্ড সংখ্যা	ব্যয়িত টাকার পরিমান: শ্রম মজুরী	নন-ওয়েজ কষ্ট	শ্রমিক সর্দার ভাতা	প্রশাসনিক	অগ্রগতি শ্রম মজুরী (%)
খুলনা বিভাগ																		
৩৫	বাগেরহাট	৯	১২০৮০০০০০	৬৪১২৪৮৭	১৩৫০০০০	১১৬৫২০০	১৫১০০	৬৫১৩	৮৫৮৭	১৫১০০	৭৫	৪৫৬	৪৫৬	১১৮১০১০০০	৬৩৩৬৬৩১	১০৪৮০০	৩৯০০০০	৯৭.৭৭
৩৬	চুয়াডাঙ্গা	৪	৫২৪১৬০০০	২৭৮২৯৩২	৫৫৪০০০	৫৮৮৬২৪	৬৫৫২	১৬২৮	৪৯২৪	৬৫৫২	৪১	১৯১	১৮১	৪৯৯৬৫৭৮৫	২৭৮২৯০০	৩৮১৪৯৫	২২৪০০০	৯৫.৩৩
৩৭	যশোর	৮	১৮১৫৩৬০০০	৯৬৫৭২৪১	২৬৭৪০০০	১৫২০৫০৪	২২৬৯২	৭৫২৫	১৫০৯৭	২২৬৯২	৯৩	৬৩৩	৫৪৯	৬৯৪২৬৮০০	২২০০৭০৮	৪৮২৪০০		৩৮.৪৫
৩৮	ঝিনাইদহ	৬	৭৮৬৮৪০০০	৪১৬৫৩৪০	৮৭০০০০	৮৯২২৭২	৯৮৩৬	২৮৩৫	৬৯৯৯	৯৮৩৪	৬৭	২৪৭	২৪৭	৭৭৯৬৫২২০	৪১৬২৯৬১	৪৯২২৫০	৩৫৭০০০	৯৮.৯৪
৩৯	খুলনা	৯	১৩২৭৬০০০০	৭০৪৭৫০২	১২২৪০০০	১১৪২১৪০	১৬৫৯৫	৮০১৫	৮৫৮০	১৬৫৯৫	৬৮	৪৫৭	৪৫৭	১১৭৪২৬৮০০	৫৩৭২৯৪২	৮১৫৩৫০	৩৩৯০০০	৮৮.৪৪
৪০	কুষ্টিয়া	৬	২০০৩২০০০	১০৬৫৭৩০	৬৭০০০০	৮০৪০৪৮	২৫০৪	৭৪০	১২৬১	২৫০৪	৬৭	৯০	৯০	১২১১৩৬০০	২৩২৭০৭	২২৯২০০	২৫২০০০	৬০.৪৭
৪১	মাগুরা	৪	৭৯৬১৬০০০	৪২২৬৪৩৪	৬৪৮০০০	৫১১৪১৪	৯৯৫২	৩৮৯৯	৬০৫৩	৯৯৫২	৩৬	২২৬	২২৬	৭৭৫২২৬০০	৩৫৪৪৯৯৩	৪৩১২০০	১৮৩০০০	৯৭.৩৭
৪২	মেহেরপুর	৩	২৮০৫৬০০০	১৪৮৯১৩৪	১৮০০০০	৩৬০০৮৪	৩৫০৭	১৪১০	২০৯৭	৩৫০৭	১৮	৯১	৭১	২৭৭১৮২০০	১৪৮৬৫২৭	১৭৬০০০	১১২০০০	৯৮.৮০
৪৩	নড়াইল	৩	৫১০৬৪০০০	২৬৪৯১৬৬	৩৯০০০০	৪৯০৫৯৬	৬৮৮৩	১৪২০	২৫৬৩	৬৮৮৩	৩৯	১১৯	১১৯	২২৫৪৪০০০	১৬৪৯১৬৬	২৪০১০০	১২৫০০০	৭২.৫৭
৪৪	সাতক্ষীরা	৭	১৮২৫৩৬০০০	৯৬৬৯৮৫৮	১৪০৪০০০	১১৬৭৮০৪	২২৮১৭	৮৩০৯	১৪৫০৮	২২৮১৭	৭৮	৬০২	৬০২	১৮০৮৬২৮০০	৯৬৬৯৮৫৮	১১০৪০০০	৪৬২০০০	৯৯.০৮
	মোট	৫২	৯০৭৬৬৪০০০	৪৮১৮৩৬৩৪	৮৭৬৪০০০	৮৫১২৪৯৬	১১৩৪৫৮	৪৩৫৬০	৭০৩৫২	১১৩৯১১	৫৮২	৩১০২	২৯৮৮	৭৪৬৩৭৪৩৬৫	৩৬২৬৩১১৩	৫৩৫২৯২৫	২৪২০০০০	৮২.২৬
রাজশাহী বিভাগ																		
৪৫	বগুড়া	১২	১২২০৬৬০০০	৬৮৫২৪৩৫	১০৮০০০০	১২৩৭৬৩২	১৫২৩৬	৭৮২৯	৮৫০৭	১৫২৩৬	১০৮	৩৯০	৩৯০	১১৩০৭৫০০০	৫০৩৮১৮৯	৬৬০০৫০	৪৫৩০০০	৯২.৬৩
৪৬	জয়পুরহাট	৫	৪৩২১৬০০০	২২৯৪২২৭	৩২০০০০	৫৭৪৮২৪	৫৪০২	২৫২৩	২৮৭৯	৫৪০২	৩২	১৪২	১৪২	৪১৮০৩৪৯৬	২২৯৪২২৭	২৮২১০০	২২২০০০	৯৬.৮৩
৪৭	নওগাঁ	১১	১১৬২৬৪০০০	৬১৭২৪৪০	৯১০০০০	১৪২০৩৯৬	১৪৫৩৩	৫০৬৭	৯৪৬৬	১৪৫৩৩	৯৯	৪২১	০	১১১৩৫২৪০০	৬৫৩০২৬৬	৭৭০৭০০	৫১১০০০	৯৫.৭৮
৪৮	নাটোর	৭	৯৩৫৫২০০০	৪৯৬৬০৯৯	৯৩৬০০০	৮৭৮৩৬৮	১১৬৯৪	৫১৬২	৬৫৩২	১১৬৯৪	৫২	২৫৩	২৫৩	৭০২০৩৪০০	৩৫৫০৭৪৫	৪০৫১০০	৩৩৯০০০	৭৫.০৪
৪৯	নবাবগঞ্জ	৫	৭৩৬৪৮০০০	৩৯০৯৮৬৬	৪০০০০০	৬৯৮৪৭২	৯২০৬	৩৩৪৯	৫৮৫৭	৯২০৬	৪৪	২০৬	১৯৬	২৭০৬২২৬০০	৬০০৬৯৯	৬৯০০০	১৬২০০০	৩৬.৭৬
৫০	পাবনা	৯	১২৮৩২৬০০০	৬৮০৬৯৭৯	১১২৬০০০	১১৭০৫৩৪	১৬০২৭	৭১৮৩	৮৮৪৪	১৬০২৭	৭৪	৩৫৪	৩৫৪	১২৬৭৫৮৬০০	৪৭৫৭৫৮১	৬৯২০৫০	৪৫৬০০০	৯৮.৩৫
৫১	রাজশাহী	৯	১১০৪৯৬০০০	৫৮৬৫৪৪৬	১১৪৪০০০	১২৬৩৭৩২	১৩৮১১	৫৫৮৮	৮২২৩	১৩৮৪৪	৭২	৩৭১	৩৭১	১০৪২০৪১৬০	৫৮৬৫৪৪৯	৭৪১৮০০	৪২৬০০০	৯৪.৩১
৫২	সিরাজগঞ্জ	৯	২০২২১৬০০০	১০৭৫২২৭০	১৪২৪০০০	১৩৩২৫২৪	২৫২৭১	১০৭৫২	১৪৫১৯	২৫২৮২	৮৩	৪০৮	৪০৮	১৭৩৫২৪১৬০০	১০৭৫২৫৭০	৮০২৮০০	৪৬৬০০০	৮৫.৮৮
	মোট	৬৭	৮৯৭০৮৮০০০	৪৭৬২০৭০২	৭৩৪০০০০	৮৭০৭৬০২	১১১২০৬	৪৭৪৪১	৬৪৪০৫	১১১৮৪৬	৫৬৫	২৫০৬	২০৭৫	৭৬৭২৭০৭৫৬	৪০৯৬৩৬৬৩	৪৩৬৭১০০	৩০৩৬০০০	৮৫.৫০
রংপুর বিভাগ																		
৫৩	দিনাজপুর	১৩	১৯৩৫২৪০০০	১০২৬২০৮৭	১৭৭৪০০০	১৬৫৮১৩৬	২৪৩৭৮	১০৬৪৩	১৩৫৩৫	২৪৩৭৮	১০১	৭২৩	৭২৩	১৭৫২১১৬০০	৮৮৬২৫৭৬	১৩১০৭৫০	৪৮৭০০০	৮৮.৬৭
৫৪	গাইবান্ধা	৭	২৩১০৩৮০০০	১২২৬২০০৫	১৩৭৬০০০	১২৬৪৯৯২	২৮৯১৬	১৫৭৯৩	১৪৭৪০	২৮৯৩৩	৮২	৭০১	৭০১	১৬৪২৫৫৬০০	৬০২৬৫৮৯	৭০০৫০০	৩০৮০০০	৭১.০০
৫৫	কুড়িগ্রাম	৯	২৫৫৮০০০০০	১৩৫৭৯২৩১	১৩১৪০০০	১৩৫৫৭০০	৩১৯৭৫	১৪৬১৪	১৬৬৬৩	৩১৯৭৭	৭৩	৬৫০	৬৫০	২৪১৫০৮৩০০	১৩২২৮৭৪৬	১১১৩৫৫০	৪০৫০০০	৯৪.৪১
৫৬	লালমনিরহাট	৫	৭৩৯৪৪০০০	৩৯২৫৪০১	৮৩০০০০	৬৯৮৯১৬	৯২৪৩	৪২১৯	৪০২৪	৯২৪৩	৪৫	২৭৯	২৭৯	৭৩৩৬১৬০০	৩৯২২৫০১	৭৪৬২০০	২৫৮০০০	৯৯.২১
৫৭	নীলফামারী	৬	১০৬৪৬৪০০০	৫৬৫১৯০৬	১০৪০০০০	৮৯১১৬৬	১৩৩০৮	৭০৯৪	৬২১৪	১৩৩০৮	৬০	৪৭৪	৪৭৪	১০৪৭১২৪০০	৫৬৫০৯০৫	৯৬৩৩৫০	৩৩৬০০০	৯৮.৩৫
৫৮	পঞ্চগড়	৫	৫০৫৬৬০০০	২৬৮৪৬৯৮	৫২০০০০	৬৫২৬৫২	৬৩২১	৩৫৯৮	২৭২৩	৬৩২১	৪৩	২২১	১৪৬	৪৮৮৫৩৫৬০	২৪৬০২৭১	৪৪২০০০	২৫১০০০	৯৬.৬১
৫৯	রংপুর	৮	২২৪২০০০০০	১১৯০২৪৪১	১৩৬৮০০০	১২৭২৩০০	২৮০২৫	১৬৩১	২৪১১	৪০৪২	৭৬	৮১	৮১	২২২৩৬৪৬৫৫	১১১৩০২৫৩৭	১৩৭৭০০	৩৮৭০০০	৯৯.১৮
৬০	ঠাকুরগাঁও	৫	৭২১১৬৬০০০	৩৭৭৫৮৯২	৫৭৮০০০	৭৪২৭০৪	৮৮৯২	৩৬০৫	৪২৮৭	৮৮৯২	৫৩	২৯৯	২৮৯	৭২০১৬৬০০	৩৭৭৫৮৮৮	৫৭৭৯০০	২৯৪০০০	৯৯.৮৩
	মোট	৫৮	১২০৬৮৮৪০০০	৬৪০৮৬৫৭১	৮৮৭০০০০	৮৫৩৬৩৯৬	১৫০৮৫৮	৬০৪৮৭	৬৫৫০৭	১২৬১৯৪	৫৩৫	৩৪১৮	৩৪১০	১০৯৭৮৭৮৫১৫	৫৫৩১৫৭৯০	৬১১১৩৫০	২৯৬২০০০	৯০.৯৭
সিলেট বিভাগ																		
৬১	হবিগঞ্জ	৯	১০৭১১৮০০০	৫৬৮৭২৫২	৮২০০০০	১১৬২৬৯২	১৩৩৯১	৪২১৮	৯১৭৩	১৩৩৯১	৭৮	২৮৩	২৮৩	১০০৭৪৪৮০০	৪৩১৭৪৩২	৪৬১৩৫০	৩২৭০০০	৯৪.০৫
৬২	মৌলভীবাজার	৭	৯৭৮৩২০০০	৫১১৩৮৪২	৭৬০০০০	৯৭৪৭৪৮	১২২২৯	৪২০৬	৮২২৩	১২২২৯	৬৭	৩৫০	৩৫০	৯৭৮৩২০০০	৫১৯৩৪৪৪	৭৬০০০০	৩৭২০০০	১০০.০০
৬৩	সুনামগঞ্জ	১১	১১৭৭৫২০০০	৬২৫০৩৭২	১০৪৮০০০	১৩৪৬৬৬৮	১৪৭১৯	৫১৮১	৯৫৩৮	১৪৭১৯	৮৮	৩৭৮	৩৬৯	১১৭৭৫২০০০	৬২৫০৩৭২	১০৪৮০০০	৫৬৪০০০	১০০.০০
৬৪	সিলেট	১৩	১৬৭৪৬৪০০০	৮৮৯০০৮৩	১৩৬২০০০	১৩৬৫১১৯৬	২০৯৩৩	৫৩৬৪	১৫৫৬৯	২০৯৩৩	১০৫	৪৯৮	৪৯৮	১৬৬৫৬০০০০	৭৯০০২৪৯	১০০৪০০০	৬০৫০০০	৯৯.৪৬
	মোট	৪০	৪৯০১৭৮০০০	২৬০২০৫৪৯	৪০৯০০০০	৫১১৫২৬৪	৬১২৭২	১৮৮৬৯	৪২৪০৩	৬১২৭২	৩৩৮	১৫০৯	১৪৬০	৪৮২৫৮৮৮০০	২৩৬৬৪৩০৭	৩২৭৩৩৫০	১৮৬৮০০০	৯৮.৪৫
	সর্বমোট	৪৯২	৭৬০৬৬৪০০০০	৪০৩৬৮২২২৪১	৫৫৮৬৬০০০	৬৭৫২৮২৬০	৯৫৭৬৫৫	৩৭১৫৭২	৫৮৬৫৩৯	৯৫৭৩৯১	৪৪৮৩	২১০৯১	১৯৫২১	৬৫০১২৫৪৮৮৬	৩৩৬৮০১০৬৯	৩৭৮৫৮৪৪৫	২০৮৮৯০০০	৮৫.৪৭

সর্বমোট বরাদ্দ=	৮১৪৪০৫৭২০১
সর্বমোট ব্যয়িত=	৬৮৯১৬৪৫৬৯০
অগ্রগতি (%)=	৮৪.৬২

বিঃ দ্রঃ কক্সবাজার জেলা EGPP+ G2P এর মাধ্যমে বাস্তবায়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৭.২.১৬ অরিয়েন্টেশন/ওয়ার্কশপ আয়াজনের লক্ষ্যে অরিয়েন্টেশন/ওয়ার্কশপ পরিচালনা ব্যয় বাবদ বরাদ্দ (৬৪ জেলা):

অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচির ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের প্রশাসনিক ব্যয় বাবদ বাজেট বরাদ্দ হতে ২১,৭৮,০০০/- (একুশ লক্ষ আটাত্তর হাজার) টাকা কর্মসূচি বাস্তবায়নের উপর দিনব্যাপী অরিয়েন্টেশন/ওয়ার্কশপ আয়োজনের লক্ষ্যে অরিয়েন্টেশন/ওয়ার্কশপ পরিচালনার ব্যয় নির্বাহের জন্য নিম্নবর্ণিত ছক মোতাবেক মাঠ পর্যায়ে ৬৪ (চৌষট্টি) টি জেলার পার্শ্বে উল্লিখিত অর্থ সংশিষ্ট জেলার ক্যাটাগরি অনুযায়ী জেলা প্রশাসকগণের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করা হয় :

ক্রমিক নং	বিভাগের নাম	জেলার নাম	শ্রেণি	টাকার পরিমাণ
১	ঢাকা	ঢাকা	বিশেষ	৩৭,০০০/-
২		মুন্সীগঞ্জ	বি-শ্রেণি	৩২,০০০/-
৩		মানিকগঞ্জ	বি-শ্রেণি	৩২,০০০/-
৪		গাজীপুর	বিশেষ	৩৭,০০০/-
৫		নারায়নগঞ্জ	বি-শ্রেণি	৩২,০০০/-
৬		নরসিংদী	বি-শ্রেণি	৩২,০০০/-
৭		টাংগাইল	এ-শ্রেণি	৩৭,০০০/-
৮		ফরিদপুর	এ-শ্রেণি	৩৭,০০০/-
৯		মাদারীপুর	সি-শ্রেণি	২৭,০০০/-
১০		শরিয়তপুর	বি-শ্রেণি	৩২,০০০/-
১১		রাজবাড়ী	বি-শ্রেণি	৩২,০০০/-
১২		গোপালগঞ্জ	বি-শ্রেণি	৩২,০০০/-
১৩		কিশোরগঞ্জ	বিশেষ	৩৭,০০০/-
১৪	ময়মনসিংহ	ময়সনসিংহ	এ-শ্রেণি	৩৭,০০০/-
১৫		নেত্রকোনা	এ-শ্রেণি	৩৭,০০০/-
১৬		জামালপুর	বি-শ্রেণি	৩২,০০০/-
১৭		শেরপুর	বি-শ্রেণি	৩২,০০০/-
১৮	চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	বিশেষ	৩৭,০০০/-
১৯		কক্সবাজার	এ-শ্রেণি	৩৭,০০০/-
২০		খাগড়াছড়ি	এ-শ্রেণি	৩৭,০০০/-
২১		বান্দরবান	বি-শ্রেণি	৩২,০০০/-
২২		রাংগামাটি		৩৭,০০০/-
২৩		কুমিল্লা	এ-শ্রেণি	৩৭,০০০/-
২৪		ব্রাহ্মণবাড়িয়া	এ-শ্রেণি	৩৭,০০০/-
২৫		চাঁদপুর	এ-শ্রেণি	৩৭,০০০/-
২৬		নোয়াখালী	এ-শ্রেণি	৩৭,০০০/-
২৭		লক্ষ্মীপুর	বি-শ্রেণি	৩২,০০০/-
২৮		ফেনী	বি-শ্রেণি	৩২,০০০/-
২৯	খুলনা	খুলনা	বিশেষ	৩৭,০০০/-
৩০		বাগেরহাট	এ-শ্রেণি	৩৭,০০০/-
৩১		সাতক্ষীরা	বি-শ্রেণি	৩২,০০০/-
৩২		কুষ্টিয়া	এ-শ্রেণি	৩৭,০০০/-
৩৩		মেহেরপুর	সি-শ্রেণি	২৭,০০০/-
৩৪		চুয়াডাংগা	সি-শ্রেণি	২৭,০০০/-

ক্রমিক নং	বিভাগের নাম	জেলার নাম	শ্রেণি	টাকার পরিমাণ
৩৫		যশোর	এ-শ্রেণি	৩৭,০০০/-
৩৬		নড়াইল	সি-শ্রেণি	২৭,০০০/-
৩৭		মাগুরা	সি-শ্রেণি	২৭,০০০/-
৩৮		ঝিনাইদহ	বি-শ্রেণি	৩২,০০০/-
৩৯	রাজশাহী	রাজশাহী	বিশেষ	৩৭,০০০/-
৪০		চাঁপাইনবাবগঞ্জ	বি-শ্রেণি	৩২,০০০/-
৪১		নওগাঁ	এ-শ্রেণি	৩৭,০০০/-
৪২		নাটোর	বি-শ্রেণি	৩৭,০০০/-
৪৩		পাবনা	এ-শ্রেণি	৩৭,০০০/-
৪৪		সিরাজগঞ্জ	এ-শ্রেণি	৩৭,০০০/-
৪৫		বগুড়া	এ-শ্রেণি	৩৭,০০০/-
৪৬		জয়পুরহাট	বি-শ্রেণি	৩২,০০০/-
৪৭	রংপুর	রংপুর	বি-শ্রেণি	৩২,০০০/-
৪৮		নীলফামারী	বি-শ্রেণি	৩২,০০০/-
৪৯		লালমনিরহাট	বি-শ্রেণি	৩২,০০০/-
৫০		গাইবান্ধা	বি-শ্রেণি	৩২,০০০/-
৫১		কুঁড়িগ্রাম	এ-শ্রেণি	৩৭,০০০/-
৫২		দিনাজপুর	এ-শ্রেণি	৩৭,০০০/-
৫৩		ঠাকুরগাঁও	বি-শ্রেণি	৩২,০০০/-
৫৪		পঞ্চগড়	বি-শ্রেণি	৩২,০০০/-
৫৫	বরিশাল	পটুয়াখালী	এ-শ্রেণি	৩৭,০০০/-
৫৬		পিরোজপুর	বি-শ্রেণি	৩২,০০০/-
৫৭		বরগুনা	বি-শ্রেণি	৩২,০০০/-
৫৮		বরিশাল	এ-শ্রেণি	৩৭,০০০/-
৫৯		ভোলা	বি-শ্রেণি	৩২,০০০/-
৬০		ঝালকাঠি	সি-শ্রেণি	২৭,০০০/-
৬১	সিলেট	সিলেট	এ-শ্রেণি	৩৭,০০০/-
৬২		হবিগঞ্জ	এ-শ্রেণি	৩৭,০০০/-
৬৩		মৌলভীবাজার	বি-শ্রেণি	৩২,০০০/-
৬৪		সুনামগঞ্জ	এ-শ্রেণি	৩৭,০০০/-
সর্বমোট (৬৪ জেলা)=			(একুশ লক্ষ আটাত্তর হাজার)	সর্বমোট= ২১,৭৮,০০০/-

৭.২.১৭ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর কর্তৃক অরিয়েন্টেশন/ওয়ার্কশপ আয়াজনের লক্ষ্যে অরিয়েন্টেশন/ওয়ার্কশপ পরিচালনা ব্যয়ঃ

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর-এর অনুকূলে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে "অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি (ইজিপিপি)" এর আওতায় "কেন্দ্রীয় কর্মসূচি বাস্তবায়ন কমিটি (Central Program Implementation Committee-CPIC) এর সভা ২২/০৬/২০২১ খ্রি. তারিখ এবং মাঠ পর্যায় বাস্তবায়নে সমস্যা ও করণীয় বিষয়ে দিনব্যাপী ২৬/০৬/২০২১ খ্রি. তারিখ কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে। "অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি (ইজিপিপি)" বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কর্মশালার ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রশিক্ষণ, ওয়ার্কশপ ও সেমিনার খাতে সর্বমোট ৩,০৮,৫৮৫/- (তিন লক্ষ আট হাজার পাঁচশত পচাশি) টাকা এবং ৬৬,৬৪০/- (ছেষট্টি হাজার ছয়শত চল্লিশ) টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

বিয়াম মাল্টিপারপাস হলে "অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি (ইজিপিপি)" বাস্তবায়ন সংক্রান্ত দিনব্যাপী কর্মশালা

বিয়াম মাল্টিপারপাস হলে "অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি (ইজিপিপি)" বাস্তবায়ন সংক্রান্ত দিনব্যাপী কর্মশালায় উপস্থিত অংশগ্রহণকারীগণ।

৭.২.১৮ ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা/ কাবিটা) এবং গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর) কর্মসূচি, ইজিপিপি ও বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কাজ পরিদর্শন সংক্রান্ত সচিত্র প্রতিবেদনঃ

"দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট" স্থাপনের এর জন্য প্রস্তাবিত ভূমি (সাতাইশ, টঙ্গি, গাজীপুর) সরেজমিনে পরিদর্শন

ফরিদপুর জেলাধীন সদরপুর উপজেলায় মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে গৃহহীন ও ভূমিহীন পরিবারের জন্য আবাসন প্রকল্প পরিদর্শন

খাগড়াছড়ি সদর উপজেলায় খাগড়াছড়ি ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ডে জিডিওয়েং থেকে বৌদ্ধ বিহার পর্যন্ত ব্রিক সলিং করা রাস্তা।

খাগড়াছড়ি সদর উপজেলায় পেরাছড়া ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ডে মংপ্রু পাড়া সলিং রাস্তা হতে খাগড়াছড়ি ছড়া পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন।

চন্দনাইশ উপজেলায় ইজিপিপি কর্মসূচির আওতায় রাস্তা নির্মাণ পরিদর্শন।

টেকনাফ সদর আনাস বিন মালেক (রাঃ) মাদ্রাসার ঈদগাহ মাঠ হতে পুর্ব পোদারা কিল মৃত হোছেন এর বাড়ির সামনে পর্যন্ত রাস্তার মাটি ভরাট প্রকল্প পরিদর্শন।

খেয়াছড়ি মাষ্টার হাবিব উল্লাহ সড়ক মাটি ভরাটসহ ক্লাট সলিংকরণ প্রকল্প পরিদর্শন। ইউনিয়নঃ হলদিয়া পালং, উপজেলাঃ উখিয়া।

নরসিংদী জেলাধীন রায়পুরা উপজেলায় HBB রাস্তা পরিদর্শন।

দুর্যোগসহনীয় ঘর পরিদর্শন, উপজেলাঃ শিবপুর, জেলাঃ নরসিংদী।

জয়কৃষ্ণপুর ইউনিয়নের কাবিটা প্রকল্প।

ঢাকা জেলাধীন ধামরাই উপজেলার রুয়াইল ইউনিয়নের ইজিপিপি রাস্তা নির্মাণ প্রকল্প পরিদর্শন।

কাবিখা প্রকল্পের আওতায় ওটরা ইউপির ভবানীপুর হাজী তাহের উদ্দিন ডিগ্রি কলেজের মাঠ ভরাট প্রকল্প পরিদর্শন।

সাতক্ষীরা জেলাধীন বংশীপুর হামিজদ্দী গাইনের বাড়ী হইতে ছাদের গাজীর বাড়ী ও জব্বার শেখের বাড়ী হইতে মধু মন্ডলের বাড়ী পর্যন্ত ইট সোলিং রাস্তার দুঃপার্শ্বে মাটি দ্বারা সংস্কার কাজ পরিদর্শন ।

অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসৃজন প্রকল্প এর নন-ওয়েজ ব্যয় দ্বারা ইউ ড্রেন নির্মাণ কাজ পরিদর্শন, ইউনিয়নঃ হোসেনগাঁও, রাণীশংকৈল, ঠাকুরগাঁও।

কবি সুকান্তের বাড়ির সামনের ব্রীজ হতে রমেন মন্ডলের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ কাজ পরিদর্শন।

শেরপুর জেলাধীন নকলা উপজেলার, নকলা ইউনিয়নের দক্ষিণ নকলা গ্রামের কাবিখা প্রকল্প পরিদর্শন।

কাউনপুর খলিল মিয়ার বাড়ী হতে আজাদ মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত টিআর কর্মসূচির আওতায় গ্রামীণ মাটির রাস্তা নির্মাণ ও ইট সলিংকরণ রাস্তা পরিদর্শন ।

শহরবাড়ি আদেশ আলীর বাড়ি হতে বুলুর বাড়ি ভায়া সালাম এর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার নির্মাণ কাজ পরিদর্শন, ইউনিয়নঃ তাজপুর, উপজেলাঃ সিংড়া, জেলাঃ নাটোর।

বিলঘোয়ানী উত্তরপাড়া কামালের বাড়ি হতে বিলের দিঘী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার কাজ পরিদর্শন করেন। ইউনিয়নঃ পিপরুল, উপজেলাঃ নাটোর সদর, জেলাঃ নাটোর।

গবেষণা ও প্রশিক্ষণ অনুবিভাগ

৮.১ গবেষণা ও প্রশিক্ষণ অনুবিভাগে ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের সম্পাদিত কার্যক্রমের বিস্তারিত তথ্যাদিঃ

৮.১.১ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে নবনিয়োগপ্রাপ্ত কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি।

স্থান: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর

অংশগ্রহণকারী: নবনিয়োগপ্রাপ্ত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের কর্মচারীগণ।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে নবনিয়োগপ্রাপ্ত কর্মচারীগণের প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে উপস্থিত কর্মচারীগণ ।

ডাঃ মোঃ এনামুর রহমান এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ও জনাব মোঃ আতিকুল হক, মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর কর্তৃক নবনিযুক্ত কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সমাপনী অনুষ্ঠানের প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ।

৮.১.২ Delegates of Nepal Army Command and Staff College এর প্রতিনিধি দলের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে পরিদর্শনকালীন পারস্পারিক অভিজ্ঞতা বিনিময়।

Delegates of Nepal Army Command and Staff College এর প্রতিনিধি দলের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে পরিদর্শনকালীন পারস্পারিক অভিজ্ঞতা বিনিময় সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ।

Delegates of Nepal Army Command and Staff College প্রতিনিধি দলের দলনেতা-কে শুভেচ্ছা স্মারক প্রদান করেন জনাব মোঃ আতিকুল হক, মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর।

৮.১.৩ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস (পিপিআর) ২০০৮ বিষয়ক প্রশিক্ষণ। স্থানঃ জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট। অংশগ্রহণকারীঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারী। তারিখঃ ০৫ সেপ্টেম্বর, ২০২০

পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস (পিপিআর) ২০০৮ বিষয়ক প্রশিক্ষণে ক্লাস পরিচালনা করছেন জনাব মোঃ শোহেলের রহমান চৌধুরী, মহাপরিচালক, সিপিটিইউ।

৮.১.৪ Introduction of Using ICT on Disaster Management & E-Filing প্রশিক্ষণ।

স্থানঃ জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট।

অংশগ্রহণকারীঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী।

ব্যাচ নং	প্রশিক্ষণের সময়	মোট প্রশিক্ষণার্থী
১	১৭/১১/২০২১ থেকে ১৮/১১/২০২১	২০ জন
২	০৫/১২/২০২১ থেকে ০৬/১২/২০২১	২০ জন
	মোট=	৪০ জন

ই-গাইলিং প্রশিক্ষণ ক্লাস পরিচালনা করছেন জনাব মোঃ ফরহাদ হোসেন, সাবেক পরিচালক, তথ্য কমিশন।

৮.১.৫ দক্ষতা ও নৈতিকতা উন্নয়নের জন্য শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন কৌশল, নিয়মিত উপস্থিতি বিধিমালা, সরকারি কর্মচারি বিধিমালা সচিবালয় নির্দেশমালা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ।

স্থানঃ জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট।

অংশগ্রহণকারীঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী।

ব্যাচ নং	প্রশিক্ষণের সময়	মোট প্রশিক্ষণার্থী
১	০৫/১২/২০২০ থেকে ০৬/১২/২০২০	২৫ জন
২	১৯/১২/২০২০ থেকে ২০/১২/২০২০	২৫ জন
৩	১৯/১২/২০২০ থেকে ২০/১২/২০২০	২৫ জন
৪	০৫/০১/২০২১ থেকে ০৬/০১/২০২১	২৫ জন
	মোট=	১০০ জন

দক্ষতা ও নৈতিকতা উন্নয়নের জন্য শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন কৌশল, নিয়মিত উপস্থিতি বিধিমালা, সরকারি কর্মচারি বিধিমালা সচিবালয় নির্দেশমালা বিষয়ক প্রশিক্ষণ। প্রশিক্ষণে ক্লাস পরিচালনা করছেন জনাব খন্দকার সাদিয়া আরাফিন, উপসচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

৮.১.৬ ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে 'দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক' দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ।

অংশগ্রহণকারীঃ ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য।

প্রশিক্ষণের সময়	স্থান	মোট প্রশিক্ষণার্থী
২৬/১২/২০২০	মুন্সিগঞ্জ জেলার (মুন্সিগঞ্জ সদর, সিরাজদিখান, শ্রীনগর, লৌহজং উপজেলা)	১১৩০ জন
০৯/০১/২০২১	মানিকগঞ্জ জেলার (দৌলতপুর, সিঙ্গাইর, হরিরামপুর, সাটুরিয়া উপজেলা)	১০২৫ জন
০৬/০২/২০২১	মুন্সিগঞ্জ জেলার (গজারিয়া উপজেলা)	২০০ জন
১৩/০২/২০২১	মানিকগঞ্জ জেলার (মানিকগঞ্জ সদর, ঘিওর, শিবালয় উপজেলা)	৬০০ জন
২০/০২/২০২১	মুন্সিগঞ্জ জেলার (টঙ্গীবাড়ী উপজেলা)	৩২৫ জন
		৩,২৮০ জন

মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের মৌলিক প্রশিক্ষণ কোর্স।

মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের মৌলিক প্রশিক্ষণ কোর্সে বক্তব্য রাখছেন জনাব মোঃ আতিকুল হক, মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর।

ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ, মুন্সিগঞ্জ। উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ আতিকুল হক, মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর ও জেলা পর্যায়ের অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

৮.১.৭ ডিআরআরও এবং পিআইও-দের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স।

স্থানঃ জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট।

অংশগ্রহণকারীঃ ডিআরআরও এবং পিআইওগণ।

ব্যাচ নং	প্রশিক্ষণের সময়	ডিআরআরও	পিআইও	মোট প্রশিক্ষণার্থী
১৬তম ব্যাচ	০১/০২/২০২১ থেকে ০৪/০৪/২০২১	০১ জন	২৩ জন	২৪ জন

ডিআরআরও এবং পিআইও-দের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। উপস্থিত আছেন জনাব মোঃ মোহসীন, সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং জনাব মোঃ আতিকুল হক, মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর।

৮.১.৮ মার্কেট/বিপণী বিতানের দোকান মালিক ও অন্যান্য কর্মচারীদের "অগ্নি নিরাপত্তা/নির্বাপন ও ভূমিকম্প প্রস্তুতি" বিষয়ক প্রশিক্ষণ ।

স্থানঃ জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট।

অংশগ্রহণকারীঃ ঢাকায় সংশিষ্ট মার্কেট বিপণী/বিতানের মালিক/ কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ।

ব্যাচ নং	প্রশিক্ষণের সময়	মোট প্রশিক্ষণার্থী
১	২৩/১২/২০২১ থেকে ২৪/১২/২০২১	৩০ জন
২	০৭/০১/২০২১ থেকে ০৮/০১/২০২১	৩০ জন
৩	২৭/০২/২০২১ থেকে ২৮/০২/২০২১	৩০ জন
৪	১৪/০৩/২০২১ এবং ২১/০৩/২০২১	৩০ জন
৫	২১/০৩/২০২১ এবং ২৮/০৩/২০২১	৩০ জন
	মোট=	১৫০ জন

মার্কেট/বিপণী বিতানের দোকান মালিক ও অন্যান্য কর্মচারীদের "অগ্নি নিরাপত্তা/নির্বাপন ও ভূমিকম্প প্রস্তুতি" বিষয়ক প্রশিক্ষণ ।
উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ আতিকুল হক, মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর।

৮.১.৯ যুবক ও স্বেচ্ছাসেবকদের ত্রাণ ও মানবিক সহায়তা ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ।

স্থানঃ জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট।

অংশগ্রহণকারীঃ স্বেচ্ছাসেবকগণ।

ব্যাচ নং	প্রশিক্ষণের সময়	মোট প্রশিক্ষণার্থী
১	০৮/০১/২০২১ থেকে ০৯/০১/২০২১	৪০ জন
২	১৫/০১/২০২১ থেকে ১৬/০১/২০২১	৪০ জন
৩	২২/০১/২০২১ থেকে ২৩/০১/২০২১	৪০ জন
৪	২৯/০১/২০২১ থেকে ৩০/০১/২০২১	৪০ জন
৫	০৫/০২/২০২১ থেকে ০৬/০২/২০২১	৪০ জন
	মোট=	২০০ জন

যুবক ও স্বেচ্ছাসেবকদের ত্রাণ ও মানবিক সহায়তা ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সে ক্লাস পরিচালনা করছেন
জনাব এস এম এনামুল কবির, পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও গবেষণা), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর।

৮.১.১০ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের নাগরিক সেবা উদ্ভাবন (ইনোভেশন) বিষয়ক প্রশিক্ষণ ।

স্থানঃ জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট।

অংশগ্রহণকারীঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী।

ব্যাচ নং	প্রশিক্ষণের সময়	মোট প্রশিক্ষণার্থী
১	১৬/০১/২০২১ থেকে ১৭/০১/২০২১	২৫ জন
২	১৬/০১/২০২১ থেকে ১৭/০১/২০২১	২৫ জন
৩	২৭/০২/২০২১ থেকে ২৮/০২/২০২১	২৫ জন
৪	২৭/০২/২০২১ থেকে ২৮/০২/২০২১	২৫ জন
	মোট=	১০০ জন

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের নাগরিক সেবা উদ্ভাবন (ইনোভেশন) বিষয়ক প্রশিক্ষণ। ক্লাস পরিচালনা করছেন
জনাব খন্দকার সোলায়মান , যুগ্মসচিব, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় (বামে) এবং জনাব গোলাম মোহাম্মাদ ভুঁইয়া, উপসচিব, আইসিটি ডিভিশন।

৮.১.১১ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের আওতায় দিনব্যাপী অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRS) বিষয়ক প্রশিক্ষণ।

স্থান: জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট।

অংশগ্রহণকারী: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা

ব্যাচ নং	প্রশিক্ষণের সময়	মোট প্রশিক্ষণার্থী
১	০৭/০৩/২০২১	২৫ জন
	মোট=	২৫ জন

৮.১.১২ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের আওতায় প্রকল্প প্রণয়ন অনুমোদন ও বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ ।

স্থানঃ জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট।

অংশগ্রহণকারীঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা

ব্যাচ নং	প্রশিক্ষণের সময়	মোট প্রশিক্ষণার্থী
১	২৭/০৩/২০২১ থেকে ২৯/০৩/২০২১	২৫ জন
২	২৫/০৫/২০২১ থেকে ২৭/০৫/২০২১	২৫ জন
	মোট=	৫০ জন

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের আওতায় সংশিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রকল্প প্রণয়ন অনুমোদন ও বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ ।

৮.১.১৩ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের আওতায় বন্যা, বজ্রপাত, ঘূর্ণিঝড় বিষয়ক প্রশিক্ষণ ।

স্থানঃ জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট।

অংশগ্রহণকারীঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী।

ব্যাচ নং	প্রশিক্ষণের সময়	মোট প্রশিক্ষণার্থী
১	২৬/০৫/২০২১	২৫ জন
২	২৬/০৫/২০২১	২৫ জন
৩	২৯/০৫/২০২১	২৫ জন
৪	২৯/০৫/২০২১	২৫ জন
৫	০৮/০৬/২০২১	৩০ জন
	মোট=	১৩০ জন

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের আওতায় বন্যা, বজ্রপাত, ঘূর্ণিঝড় বিষয়ক প্রশিক্ষণ। ক্লাস পরিচালনা করছেন ড. ফাতিমা আক্তার, সহযোগী অধ্যাপক, আবহাওয়া বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

৮.১.১৪ যুবক ও স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য 'দুর্যোগ প্রস্তুতি ও জরুরী সাড়াদান' বিষয়ক প্রশিক্ষণ।

স্থানঃ জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট।

অংশগ্রহণকারীঃ স্বেচ্ছাসেবকগণ।

ব্যাচ নং	প্রশিক্ষণের সময়	মোট প্রশিক্ষণার্থী
১-৫	০৪/০৬/২০২১	২০০ জন
৬-১০	১১/০৬/২০২১	২০০ জন
১১-১৪	১৪/০৬/২০২১	১৬০ জন
১৫-১৭	১৫/০৬/২০২১	৯০ জন
১৮-২১	১৬/০৬/২০২১	১২০ জন
২২-২৬	১৭/০৬/২০২১	১৫০ জন
	মোট=	৯২০ জন

যুবক ও স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য 'দুর্যোগ প্রস্তুতি ও জরুরী সাড়াদান' বিষয়ক প্রশিক্ষণ। ক্লাস পরিচালনা করছেন জনাব মোহাম্মাদ জিয়াউল হাসান, সাবেক উপপরিচালক, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি।

৮.১.১৫ ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন এর Ward Disaster Management Committee-র সদস্যদের জন্য দিনব্যাপী "Orientation Course on Disaster Management" বিষয়ক প্রশিক্ষণ ।

স্থানঃ জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট।

অংশগ্রহণকারীঃ ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন এর Ward Disaster Management Committee-র সদস্যরা

ব্যাচ নং	প্রশিক্ষণের সময়	মোট প্রশিক্ষণার্থী
১-৪	০৫/০৬/২০২১	১৪৪
৫-৭	০৬/০৬/২০২১	১০৮
৮-১০	০৭/০৬/২০২১	১০৮
১১-১৩	০৯/০৬/২০২১	১০৮
১৪-১৬	১০/০৬/২০২১	১০৮
১৭-২০	১২/০৬/২০২১	১৪৪
	মোট=	৭২০ জন

ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন এর Ward Disaster Management Committee-র সদস্যদের জন্য দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ।
ক্লাস পরিচালনা করছেন জনাব এস এম এনামুল কবির, পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও গবেষণা), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর।

পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অনুবিভাগ

৯.১.১ পরিকল্পনা শাখার কার্যাবলীঃ

০১. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের উন্নয়ন প্রকল্প সংক্রান্ত যাবতীয় দায়িত্বপালন করা, এবং এ লক্ষ্যে বিভিন্ন সংস্থার (জাতীয়, আন্তর্জাতিক সরকারি/আধাসরকারি) সাথে যোগাযোগক্রমে সমন্বয়সাধন;

০২. নতুন প্রকল্প প্রস্তাব/ডিপিপি প্রস্তুত ও প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;

০৩. চলমান প্রকল্পসমূহ হতে তথ্য সংগ্রহপূর্বক সমন্বিত প্রতিবেদন প্রস্তুত ও প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;

০৪. উন্নয়ন পরিকল্পনায় দুর্যোগ মোকাবেলা ও দুর্দশা লাঘবের কর্মসূচী অন্তর্ভুক্তির জন্য অগ্রাধিকার নির্ণয়;

০৫. দুর্যোগ মোকাবেলার কাজে নিয়োজিত সংস্থা ও প্রকল্পসমূহের সঙ্গে দুর্যোগের আশঙ্কা মূল্যায়ন, দুর্দশালাঘব ও অন্যান্য ব্যবস্থা সম্পর্কে পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য যোগাযোগকরণ;

০৬. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সাথে সংশিষ্ট সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করা এবং তাদের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, কন্টিনজেন্সি পরিকল্পনা প্রণয়নে সাহায্য করা এবং বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সকল পর্যায়ে যোগাযোগের পথ সুচিহ্নিতকরণ;

০৭. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের এডিপিভুক্ত/এডিপি বহির্ভূত উন্নয়নপ্রকল্প/কর্মসূচিসমূহের মাসিক অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য প্রতি মাসে সভা আয়োজনকরণ;

০৮. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের কাজের গতিশীলতা ও উদ্ভাবনী দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নাগরিক সেবাপ্রদান প্রক্রিয়া সহজীকরণের পন্থা উদ্ভাবন ও চর্চা সংক্রান্ত ইনোভেশন সভা আয়োজন ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন;

০৯. দুর্যোগ মোকাবিলায় বিভিন্ন সংস্থার সমন্বয়ে সভা, নীতি নির্ধারণ সংক্রান্ত সেমিনার, ওয়ার্কশপ ইত্যাদি আয়োজনকরণ;

১০. মহাপরিচালক/পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্বপালন;

১১. শাখার অন্যান্য প্রশাসনিক ও দাপ্তরিক যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন;

১২. SDG সংক্রান্ত কার্যাবলী;

১৩. Disaster Impact Assessment (DIA) চেকলিস্ট এবং গাইডলাইন চূড়ান্তকরণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন;

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মাল্টিপারপাস হলে উপকূলীয় ও ঘূর্ণিঝড় প্রবণ এলাকায় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ (৩য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি'র উপর কর্মশালায় উপস্থিত আছেন জনাব মোঃ আতিকুল হক, মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর ।

৯.১.২ প্রশমন শাখার কার্যাবলীঃ

০১. দুর্যোগের ঝুঁকিহ্রাস ও দুর্যোগ মোকাবিলায় সচেতনতা, সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বছরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সংস্থার সমন্বয়ে সভা, সেমিনার , ওয়ার্কশপের আয়োজন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান।

০২. মন্ত্রি পরিষদ বিভাগ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে সারাদেশে প্রতিবছর ১০ মার্চ জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস পালন উপলক্ষ্যে মন্ত্রণালয় এবং অধিদপ্তর কর্তৃক নির্দেশিত সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন।

০২. জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতিবৎসর ১৩ অক্টোবর দেশব্যাপী আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস (International daz for disaster reduction) যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন উপলক্ষ্যে মন্ত্রণালয় এবং অধিদপ্তর কর্তৃক নির্দেশিত সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন।

০৩. পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অনুবিভাগ হতে SOD-তে বর্ণিত বিভিন্ন কমিটির সভা এবং সকল সভায় দুর্যোগ মোকাবিলায় ও প্রস্তুতি গ্রহণকল্পে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ বিভিন্ন দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

০৪. "দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি ২০১৯" (SOD) অবহিতকরণ প্রশিক্ষণ কর্মশালা দেশের ৪১টি জেলার ১০০টি উপজেলায় আয়োজন করা হয়।

০৫. ভূমিকম্পসহ অন্যান্য দুর্যোগ সম্পর্কে জনগোষ্ঠির মধ্যে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য হাসপাতাল, মার্কেট ও বিদ্যালয়ে দুর্যোগ মহড়া আয়োজন করা হয়।

০৬. দুর্যোগ পূর্ব, দুর্যোগকালীন এবং দুর্যোগ পরবর্তী পরিস্থিতি মোকাবেলার লক্ষ্যে "জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল" পরিচালনা কমিটি গঠন, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য জেলা প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণে একটি চলতি হিসাব খোলার উদ্যোগ গ্রহণ।

মাগুরা জেলায় মার্চ মাসের ১৭ তারিখে ফায়ার সার্ভিসের সহযোগিতায় দুর্যোগ দুর্ঘটনায় অগ্নিকাণ্ডের মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। মহড়া স্থানঃ পৌর কবরস্থান মাদ্রাসা, মাগুরা। এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তাসহ ফায়ার স্টেশনের ডিএডি, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, মাদ্রাসার শিক্ষকবৃন্দ, ছাত্রছাত্রীবৃন্দ ও স্থানীয় জনসাধারন।

মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ অনুবিভাগ

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়িত বিভিন্ন কর্মসূচির নিয়মিত পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা এবং বিস্তারিত তথ্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে ১৯৮৮ সালে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের (তৎকালীন ত্রাণ ওপুনর্বাসন অধিদপ্তর) আওতাধীন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন অনুবিভাগ সৃষ্টি করা হয়। সৃষ্টিলগ্ন হতে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন অনুবিভাগ এ অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়িত গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা) এবং গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টি,আর) কর্মসূচির আওতায় বাস্তবায়িত প্রকল্প যেমন-রাস্তা-কাম-বাঁধ নির্মাণ, পুনঃনির্মাণ/মেরামত ও সংরক্ষণ/পুকুর খনন ও পুনঃখনন/ধর্মীয় শিক্ষা/সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের মাঠ উন্নয়ন ইত্যাদি প্রকল্পসমূহ নিয়মিতভাবে পরিবীক্ষণ,পরিধারণ ও মূল্যায়ন করে আসছে। গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা) কর্মসূচির কাজ শুরু হওয়ার পূর্বে গৃহীত প্রকল্পের প্রাক-জরিপ যাচাই, প্রকল্পের কাজ চলাকালীন পরিবীক্ষণ এবং কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর কর্মোত্তর জরিপ যাচাই করা হয়। এছাড়া গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টি,আর) কর্মসূচির প্রকল্পসমুহ শুধুমাত্র প্রকল্পের কাজ চলাকালীন পরিবীক্ষণ করা হয়। অধিকন্তু এ অনুবিভাগ বিভিন্ন প্রকল্পের অব্যয়িত/আত্মসাৎকৃত খাদ্যশস্যের মূল্য আদায়, অব্যয়িত পরিবহণ ও আনুষংগিক খরচের অর্থ আদায় এবং স্থানীয় অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তসহ অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়িত কর্মসূচিসমুহের বার্ষিক পরিবীক্ষণ, মুল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন ও পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করে থাকে। নিম্নে ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে পরিবীক্ষণ ও মুল্যায়ন অনুবিভাগের কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলো:

- গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা) কর্মসূচির আওতায় বাস্তবায়িত প্রকল্পের প্রাক-জরিপ যাচাই।
- গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টি,আর) কর্মসূচির প্রকল্প পরিবীক্ষণ ।
- অব্যয়িত/আত্মসাৎকৃত খাদ্যশস্যের মূল্য আদায়, অব্যয়িত পরিবহণ ও আনুষংগিক খাতের অর্থ আদায়।
- অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মাধ্যমে বিভিন্ন কর্মসূচির বার্ষিক মুল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশ করা।

১০.১.০ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের উদ্দেশ্যঃ

গ্রমীণ অবকাঠামো সংস্কার কর্মসূচির আওতায় গৃহীত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে গ্রাম অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়ন ও সেচব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান, পুকুর খনন/পুনঃখননের মাধ্যমে মৎস্য সম্পদ বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান এবং শিক্ষা, ধর্মীয় ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এ ছাড়া পল্লী অঞ্চলের বিপুল সংখ্যক বেকার লোকদের কর্মসম্পাদানের মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখা। খাদ্যদ্রব্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখা এ কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য। বর্ণিত উদ্দেশ্যাবলী সামনে রেখে গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কর্মসূচির আওতায় যে সকল প্রকল্প গ্রহণ করা হয় উহার যথাযথ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে কিনা, বাস্তবায়নে কোন সমস্যা হলে তা চিহ্নিত করা এবং সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দেয়া। বরাদ্দকৃত সম্পদ যথাযথ ব্যবহার হচ্ছে কি না চিহ্নিত করা এবং কর্মসূচির গুণগতমান নিরুপণ করা, কর্মসূচির সাফল্য, ব্যর্থতা এবং ভবিষ্যতে অনুসরণীয় দিক তুলে ধরাই পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের মূল উদ্দেশ্য।

১০.১.১ প্রকল্প অনুমোদন এবং বরাদ্দ আদেশ জারী:

২০২০-২০২১ অর্থবছরে গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কর্মসূচির আওতায় প্রকল্প প্রণয়নের নিমিত্ত অক্টোবর/২০২০ মাসে উপজেলা ভিত্তিক বরাদ্দ প্রদান করা হয়। উক্ত বরাদ্দ পাওয়ার পর উপজেলা প্লান বহি হতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রকল্প নির্বাচনপূর্বক প্রকল্প প্রণয়ন করতঃ উপজেলা গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কর্মসূচি কমিটি কর্তৃক অনুমোদনের পর তা জেলা কমিটি কর্তৃক চুড়ান্ত অনুমোদনের জন্য জেলা প্রশাসকের বরাবরে প্রেরণ করা হয়। জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে প্রকল্পসমুহ প্রয়োজনীয়

যাচাই/বাচাই করার পর চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য জেলা কর্ণধার কমিটিতে পেশ করা হয়। উক্ত কমিটি কর্তৃক চূড়ান্ত অনুমোদনের পর জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে প্রকল্প ভিত্তিক বরাদ্দ সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসারের বরাবরে প্রেরণ করা হয়। উক্ত বরাদ্দ পত্রে প্রতিটি প্রকল্পের অনুকূলে পরিবহণ ও আনুষঙ্গিক খরচ প্রদান করা হয়। কাজ আরম্ভের জন্য সর্বশেষ তারিখ সাধারণতঃ পুকুর প্রকল্পের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ১৫ জানুয়ারী এবং রাস্তা, রাস্তা কাম-বাঁধ, মাঠ উন্নয়ন প্রকল্পের ক্ষেত্রে ৩১ জানুয়ারী নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। সরকারী বিশেষ কর্মসূচির আওতায় গৃহীত প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ একসাথে প্রদান করা হয় না। ডিসেম্বর হতে জুন পর্যন্ত এ বরাদ্দ আদেশ জারি করা হয়ে থাকে। ফলে কাজ আরম্ভ করার নির্দিষ্ট তারিখ এবং কাজ শেষ করার তারিখ বর্ধিত করা হয়।

১০.১.২ গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কর্মসুচীর আওতায় গৃহীত প্রকল্পের প্রাক-জরিপ সংক্রান্ত কার্যক্রমঃ

১০.১.৩ প্রাক-জরিপ যাচাইঃ

উপজেলা গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কর্মসূচির প্রকল্প গ্রহণের জন্য উপজেলা ভিত্তিক বরাদ্দ জারীর পর মন্ত্রণালয় হতে প্রণীত ও জারীকৃত পরিপত্র মোতাবেক উপজেলা হতে প্রকল্পসমূহ প্রণয়নপূর্বক প্রকল্প ভিত্তিক বরাদ্দ নির্ধারণ করে উহা অনুমোদনের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলায় প্রেরণ করা হয়। জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার কার্যালয়ে প্রকল্পগুলোতে সঠিক ভাবে প্রণয়ন করা হয়েছে কিনা উহা যাচাই বাছাই করা হয় এবং জেলা কর্ণধার কমিটি কর্তৃক চূড়ান্ত অনুমোদনের পর প্রকল্প ভিত্তিক বরাদ্দপত্র জেলা কার্যালয় হতে জারী করা হয়। প্রকল্প প্রণয়নকালে উপজেলা কমিটি কর্তৃক চূড়ান্ত অনুমোদনের পর প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকল্পের প্রাক-জরিপ গ্রহণ করা হয়। গ্রহীত প্রাক-জরিপে প্রকল্পের কাজ শুরু হওয়ার পূর্বে এ প্রকল্প সঠিকভাবে প্রণয়ন করা হয়েছে কিনা, তা বাস্তবায়নের পূর্বের অবস্থায় পার্শ্ব ভরাট এবং গর্ত ভরাট এর জন্য কি পরিমাণ মাটির প্রয়োজন ইত্যাদি নিরুপণ করা হয়। উপজেলা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত প্রাক-জরিপের সঠিকতা এবং প্রকল্প প্রণয়ন ও প্রাক্কলন সঠিকভাবে করা হয়েছে কিনা উহা নির্ণয়ের জন্য এ অধিদপ্তর হতে মোট প্রকল্পের একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রকল্পের প্রাক-জরিপ যাচাই গ্রহণ করা হয়। জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তাগণকে ও সংশ্লিষ্ট জেলাধীন একটি নির্দিষ্ট সংখ্যাক প্রকল্পের প্রাক-জরিপ গ্রহণ করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়।

১০.১.৪ প্রাক-জরিপ যাচাইয়ের উদ্দেশ্য ঃ

(ক) গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নে গৃহীত প্রকল্পের গুরুত্ব ও উপযোগীতা যাচাই করা।
(খ) ভূমি বিরোধ এবং মাটি প্রাপ্যতার সমস্যা আছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করা।
(গ) প্রস্তাবিত ডিজাইন প্রকল্পটির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কিনা তা যাচাই করা।
(ঘ) প্রকল্পে প্রদর্শিত পূর্বকাজের পরিমাণ যাচাই করা।
(ঙ) প্রকল্প বাস্তবায়নের সম্ভাব্যতা যাচাই করা।

১০.১.৫ প্রকল্প পরিবীক্ষণ ঃ

মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের কাজ চলাকালীন বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ, বাস্তবায়নের মান যাচাই করা, পরিপত্র অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়নের সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং সমস্যা সমাধানকল্পে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা প্রকল্প পরিবীক্ষণের উদ্দেশ্য। প্রকল্পের কাজ সঠিকভাবে বাস্তবায়নের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য প্রকল্প পরিবীক্ষণ অপরিহার্য। প্রকল্পের কাজ চলাকালীন পরিলক্ষিত ত্রুটি বিচ্যুতি চিহ্নিত করে উহা সমাধানকল্পে পরিপত্র মোতাবেক সহায়তা প্রদান এবং কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করলে বাস্তবায়নের মান ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক হয়। এজন্য অত্র অধিদপ্তরের মাধ্যমে গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কর্মসূচির আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ পরিবীক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

১০.১.৬ কর্মোত্তর জরিপ যাচাইঃ

পরিপত্র মোতাবেক প্রকল্পের কাজ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে কিনা বরাদ্দকৃত সম্পদ দ্বারা মাটির কাজ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ করা হয়েছে কি না তা যাচাই করার জন্য কর্মোত্তর জরীপ করা হয়। প্রথমতঃ প্রকল্পের কাজ সমাপ্তির

পর উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা কর্মোত্তর জরিপ গ্রহণক্রমে ব্যয়িত খাদ্যশস্য সমন্বয় করেন। অর্থাৎ প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা কর্মোত্তর পরিমাপে যে পরিমাণ মাটির কাজ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ পান সে পরিমাণ খাদ্যশস্যই প্রকল্পের অনুকূলে সর্বশেষ কিস্তিতে ছাড় করেন। কাজেই ১০০% সম্পাদিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন কমিটির চেয়ারম্যানের নিকট কোন খাদ্যশস্য অব্যয়িত থাকার অবকাশ নেই। যে সমস্ত প্রকল্পের আংশিক কাজ সম্পাদন করা হয়ে থাকে সে সকল প্রকল্পের কর্মোত্তর জরিপ গ্রহণ করে যে পরিমাণ কাজ পাওয়া যায় সে অনুযায়ী খাদ্যশস্য ব্যয়িত দেখিয়ে বাকী খাদ্যশস্য (যদি থাকে) অব্যয়িত দেখানো হয় এবং নিয়মানুযায়ী তা আদায়ের পয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা সঠিকভাবে সমন্বয় করেছেন কিনা কাজ বুঝে নিয়েছেন কিনা, তা দেখার জন্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা এবং জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের দ্বারা সম্ভবত প্রকল্পের কর্মোত্তর জরিপ যাচাই করা হয়।

১০.১.৭ কর্মোত্তর জরিপের উদ্দেশ্য নিম্নরূপ ঃ

(ক) প্রকল্পের জন্য বরাদ্দকৃত ও ব্যয়িত সম্পদ দ্বারা সম্পাদিত কাজের পরিমাণ ঠিক আছে কিনা তা দেখা।
(খ) প্রকল্প ডিজাইন মোতাবেক যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে কি না তা যাচাই করা।
(গ) প্রকল্পের জন্য বরাদ্দকৃত সম্পদের কোন ধরনের অপচয়/আত্মসাৎ হলে তা নিরুপণ করা।
(ঘ) প্রকল্প বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ পরিপত্রে বর্ণিত নিয়ম লংঘন করা হয়েছে কি না তা দেখা।
(ঙ) পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে প্রকল্পের গতিপথ পরিবর্তন করা হয়েছে কি না তা দেখা।
(চ) কোনরুপ ত্রুটি পাওয়া গেলে বিধিমোতাবেক প্রতিবিধান তথা আত্মসাৎ/অপচয়কৃত সম্পদের মূল্য আদায় এবং অনিয়মের সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

১০.১.৮ পরিবীক্ষণে পরিলক্ষিত অনিয়মসমূহের বিবরণঃ

(ক) প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি গঠনঃ
২০২০-২০২১ অর্থ বছরে পরিবীক্ষণকৃত ১৭৭৮ টি প্রকল্পের মধ্যে ৩৪টি প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি গঠনে অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়েছে। অনিয়মসমূহের মধ্যে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার স্বাক্ষর না থাকা, প্রকল্প কমিটি গঠন সম্পর্কিত সভার সিদ্ধান্ত নথিতে না থাকা ইত্যাদি। সঠিকভাবে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি গঠনের হার ৯৮.৬৪%।

(খ) সাইনবোর্ড প্রদর্শনঃ
পরিবীক্ষণকৃত প্রকল্পের মধ্যে ৫০৭টি প্রকল্পের সাইনবোর্ড টানানো হয়নি বলে পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনে প্রতীয়মান হয়। সাইনবোর্ড টানানোর জন্য সংশ্লিষ্ট প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সাইনবোর্ড না টানানোর হার ১.৩৯%।

(গ) খাদ্যশস্য অর্পণাদেশ প্রদানঃ
প্রকল্পের কাজে নিয়োজিত শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনা যথাসময়ে পরিশোধ করা গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কর্মসূচির অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। বিষয়টি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যথাসময়ে খদ্যশস্য/টাকা অর্পণাদেশ প্রদানের মাধ্যমে প্রকল্পের খাদ্যশস্য/টাকা আত্মসাতের প্রবনতা রোধ করা যায় এবং প্রকল্পের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করে নেয়া যায়। কাজেই পরিপত্রে খাদ্যশস্য/টাকার অর্পণাদেশ প্রদানে বাধ্যবাধকতা রাখা হয়েছে।

(ঘ) প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা কর্তৃক রেকর্ড পত্র সংরক্ষণ ঃ
পরিপত্র মোতবেক উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তাগণ পরিবীক্ষণকৃত প্রকল্পের প্রকল্প-ওয়ারী নথি সংরক্ষণ করেছেন বলে পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনে দেখা যায়।

(ঙ) ডিজাইন বিচ্যুতি যাচাই ঃ প্রকল্পের ডিজাইন বিচ্যুতি হয়েছে কিনা তা যাচাই করা হয়।

(ঝ) আনুষঙ্গিক কাজে যথাযথতা যাচাই ঃ
পরিবীক্ষণকৃত প্রকল্পের আনুষঙ্গিক কাজ লেভেলিং/ড্রেসিং যথাযথভাবে না করা পার্শ্ব ফিলিং না করা টার্ফিং না করা লীড লিফট এর প্রয়োজন না থাকা সত্বেও তার জন্য গমের বরাদ্দ ধার্য করা কম্প্যাকশন করা হয়েছে কিনা তা যাচাই/বাছাই করার জন্য সংশ্লিষ্ট সি.পি.পি.কে নির্দেশ দেয়া হয়ে থাকে।

১০.১.৯ চূড়ান্ত প্রতিবেদন সম্পর্কিত বিশ্লেষণ ঃ

প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর প্রকল্পের বাস্তবায়ন বিস্তারিত বিবরণ এবং বরাদ্দকৃত, উত্তোলিত, ব্যয়িত, অব্যয়িত এবং সমন্বয়কৃত খাদ্যশস্যের বিস্তারিত তথ্য ও প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত পরিবহণ ও আনুষংগিক খরচ সমন্বয় সম্পর্কিত তথ্য নির্দিষ্ট ছকে উপজেলা কর্তৃক প্রকল্পওয়ারী প্রেরণ করা হয়। প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন প্রেরণ না করা পর্যন্ত কোন অবস্থাতেই প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে বলে গণ্য করা হবে না এবং সে ক্ষেত্রে কর্মসূচির পরিপত্র মোতাবেক প্রকল্পে ব্যবহৃত অর্থের সমস্ত দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট উপজেলা কর্তৃপক্ষকেই বহন কতে হবে।

১০.১.১০ অব্যয়িত/আত্মসাৎকৃত অর্থ আদায় সম্পর্কিতঃ

২০২০-২০২১ অর্থবছরে গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা/কাবিটা) এবং গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর) কর্মসূচির আওতায় বাস্তবায়িত প্রকল্পের অব্যয়িত/আত্মসাৎকৃত অর্থ আদায় নিম্নরুপ ঃ।

ক্রমিক নং	অর্থবছর	চালান নাম্বার	তারিখ	অব্যয়িত অর্থের পরিমাণ	আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ
০১.	২০২০-২০২১	এঃ-২০৪	২৭-০৭-২০২১	১৭৪০০০০.০০	১৭৪০০০০.০০
০২.	২০২০-২০২১	এঃ-২০৩	২৭-০৭-২০২১	১২৯০০০০.০০	১২৯০০০০.০০
০৩.	২০২০-২০২১	এঃ-২০২	২৭-০৭-২০২১	৩৮৯০০০০.০০	৩৮৯০০০০.০০
০৪.	২০২০-২০২১	এঃ-২০১	২৭-০৭-২০২১	৯৯০০০০.০০	৯৯০০০০.০০
			তারিখ=	৭৯,১০,০০০.০০	৭৯,১০,০০০.০০

১০.১.১১ উপসংহার ঃ

দেশব্যপী অর্থ বছরে গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কর্মসূচির আওতায় গৃহীত প্রকল্প এবং গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ টিআর ও ভিজিডি কর্মসূচির প্রকল্প পরিবীক্ষণের পাশাপাশি বিভিন্ন সময়ে জরুরী ত্রাণ কাজে অংশ গ্রহণের ফলশ্রুতিতে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন অনুবিভাগের কাজের পরিধি সুবিস্তৃত। অপ্রতুল জনশক্তি, প্রশিক্ষণের অভাব, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাজের প্রকৃতির সাথে সংগতিপূর্ণ দক্ষ কর্মকর্তার এবং অন্যান্য সহায়ক সুযোগ সুবিধার অভাব থাকা সত্বেও ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কর্মসূচির প্রাক-জরিপ যাচাই, পরিবীক্ষণ এবং কর্মোত্তর জরিপ যাচাইয়ের কাজ যথাযথ সম্পাদন করা হয়। ফলে গ্রামীণ অবকাঠামো সামাজিক উন্নয়নে সরকারি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার এবং সরকারি সম্পদ সাশ্রয়ের পাশাপাশি ভবিষ্যতে আরও দক্ষ ও কার্যকরভাবে সরকারি সম্পদ ব্যবহার এবং অপচয় রোধে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখা সম্ভব হবে।

ভালনারেবল গ্রুপ ফিডিং (ভিজিএফ) অনুবিভাগ

১১.১.০ ভিজিএফ অনুবিভাগের কার্যক্রম:

(১) পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর এবং ঈদ-উল-আযহা উপলক্ষ্যে ৬৪ টি জেলা এবং ৩২৯ টি পৌরসভায় ভিজিএফ খদ্যশস্য বরাদ্দ।

(২) বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে মানবিক সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন নির্দেশিকা মোতাবেক জেলা প্রশাসকগণের চাহিদার ভিত্তিতে খাদ্যশস্য বরাদ্দ প্রদান:

(৩) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আশ্রয়ণ প্রকল্পের উপকারভোগী পরিবারের জন্য ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় খাদ্যশস্য বরাদ্দ।

(৪) বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্যের পরিবহন ও আনুষংগিক খরচের অর্থ বরাদ্দ প্রদান:

(৫) দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কর্মসূচি এবং সাময়িক বেকারত্বমোচন তহবিল কর্মসূচির বিতরণকৃত ঋণের টাকা আদায়ের হিসাব সংরক্ষণ।

১১.১.১ ভিজিএফ কার্যক্রম:

ভিজিএফ একটি মানবিক সহায়তা কর্মসূচি, যার মাধ্যমে সরকার দরিদ্র পরিবারের মধ্যে ঈদ-উল-ফিতর এবং ঈদ-উল-আযহার মত ধর্মীয় উৎসবের সময় খাদ্য বিতরণ করে থাকে। ভিজিএফ কর্মসূচিতে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ জনগণের মধ্যে খাদ্যশস্য সরবরাহ করা হয়।

১১.১.২ এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য:

(১) দুস্থ ও গরীব জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;

(২) পীড়িত জনগণ এবং শিশুদের রোগ প্রতিরোধ করা;

(৩) বাজারমূল্য স্থিতিশীল রাখা;

(৪) মন্দার সময়ে কর্মহীন জনগণের মধ্যে খাদ্য সরবরাহ করা;

(৫) উপকারভোগীদেরকে সাময়িক সাহায্যের মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসনে অবদান রাখা, বিশেষ করে অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সহায়তা করা।

১১.১.৩ উপকারভোগী নির্বাচন পদ্ধতি:

(১) যার বসতভিটা ব্যতিত অন্য কোন জমি নাই এরুপ ভূমিহীন ব্যক্তি;

(২) দরিদ্র ও অতিদরিদ্র ব্যক্তি / পরিবার, যারা সাধারণত দৈনিক ২ বেলা খাবারের ব্যবস্থা করতে পারে না;

(৩) প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি / পরিবার, যারা তীব্র খাদ্য ও অর্থ সংকটাপন্ন;

(৪) ব্যক্তি / পরিবার যারা বেকারত্বের জন্য খাদ্য ব্যবস্থা করতে পারে না;

(৫) অতি দরিদ্র ব্যক্তি/পরিবার, যারা বিশেষ পেশায় নিয়োজিত এবং যাদেরকে জনস্বার্থে তাদের পেশা থেকে নিবৃত রাখা প্রয়োজন;

(৬) প্রথমিক বিদ্যালয়গামী শিশু, যারা অপুষ্টিতে ভূগছে।

১১.১.৪ ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় খাদ্যশস্য বরাদ্দের বিবরণঃ

ক্রমিক নং	উপলক্ষ্য	মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং ও তারিখ	জেলার সংখ্যা	অধিদপ্তরে স্মারক নং ও তারিখ	কার্ডপ্রতি খাদ্যশস্য বরাদ্দের পরিমাণ	মোট বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য (মেট্রিটন)	মোট বরাদ্দকৃত টাকা	উপকারভোগীর সংখ্যা (পরিবার)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১.	ঈদ-উল-আযহা ২০২০ উপলক্ষ্যে ভিজিএফ চাল বরাদ্দ	২৩৪ ৭/০৭/২০২০	৬৪টি জেলা ৩২৮টি পৌরসভা	৪৮৫ ০৮/০৭/২০১৯	১৫ কেজি	১,০০,০৬৮.৬৯	-	১,০০,০৬,৮৬৯	
২.	আশ্রয়ন প্রকল্প-২ পুনর্বাসিত উপকারভোগী পরিবারের জন্য ভিজিএফ চাল বরাদ্দ।	৮৭ ২৯/০৩/২০২১	১২টি জেলা	৫৪ ১/০৪/২০২১	১০ কেজি ০৩মাস	৫৬.১০০	-	১৮৭০	
৩.	ঈদ-উল-ফিতর, ২০২১ উপলক্ষ্যে ভিজিএফ চাল বরাদ্দ	৮৮ ৩১/০৩/২০২১	৬৪টি জেলা ৩২৮টি পৌরসভা	৫৩ ১/৪/২০২১	৪৫০/-টাকা হারে		৪৫০,১২,৭৬,৮১০/	১,০০,০৯,৯৪৯	
					মোট=	১,০০,১২৪.৭৯	৪৫০,১২,৭৬,৮১০/	২,০০,১৮,৬৮৮	

সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচি উপজেলার রাজাপুর ইউনিয়নে জনাব মোঃ আতিকুল হক, মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর কর্তৃক ত্রাণসামগ্রী বিতরণ।

ঢাকা জেলার সাভার উপজেলার তেতুলঝোড়া ইউনিয়নে পরিচালক (ভিজিডি) জনাব গিয়াসউদ্দিন আহমদ কর্তৃক
ভিজিএফ চাল বিতরণ।

সাতক্ষীরা জেলার দেবহাটা উপজেলার পারুলিয়া ইউনিয়নে উপ-পরিচালক (ভিজিডি-১) জনাব শিবপদ মন্ডল কর্তৃক
ভিজিএফ চাল বিতরণ।

পরিবীক্ষণ ও তথ্য ব্যবস্থাপনা (এমআইএম) অনুবিভাগ

১২.১.১ আইসিটি সম্পর্কিত কার্যক্রমঃ

জরুরি সাড়াদান ড্যাশবোর্ড (Emergencz Operational Dashboard): দুর্যোগ পরিস্থিতিতে জরুরি সাড়াদান এবং দ্রুত পুনরুদ্ধার কার্যক্রমের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে অন্যতম এবং প্রধান শর্ত হচ্ছে-দুর্যোগ উত্তর জরুরি চাহিদা নিরুপন ও ক্ষয়ক্ষতি নিরুপন। গণপ্রজাতনন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা স্থায়ী আদেশাবলী (এসওডি)-তে স্থানীয় পর্যায়ে সকল দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গুলোর (জেলা, উপজেলা, পৌরসভা ও ইউনিয়ন) জন্য এ বিষয় সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা রয়েছে। এসওডি-র নির্দেশনা অনুযায়ী দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরিবর্তীকালে জরুরী চাহিদা ও ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের জন্য "এসওএস" ফরম এবং "ডি" ফরম ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তৃণমূল পর্যায়ে জরিপের মাধ্যমে জরুরী চাহিদা ও ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ফরম দু'টি ব্যবহার করে থাকেন।

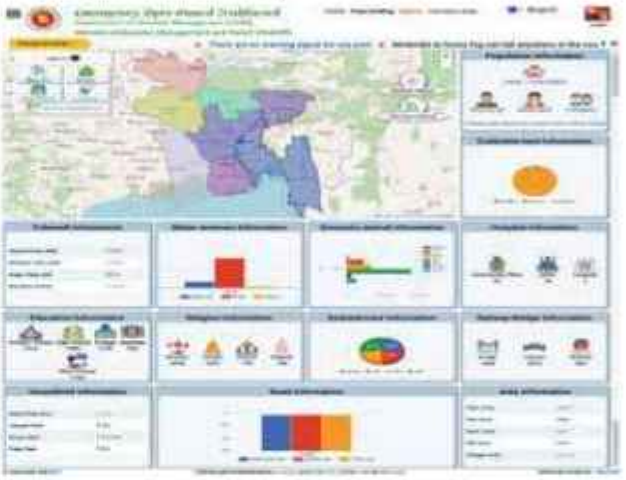

উপজেলা পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য সচিব উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ইউনিয়ন থেকে এসওএস ও ডি-ফরমের তথ্য সংগ্রহ এবং সমন্বিত করে জেলায় প্রেরণ করে থাকেন। একইভাবে জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য-সচিব জেলা ত্রাণ ও পুর্ণবাসন কর্মকর্তা সকল উপজেলার তথ্য সমন্বিত করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে প্রেরণ করে থাকে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের জরুরী সাড়াদান কেন্দ্র হতে সকল জেলার ক্ষয়ক্ষতির তথ্য সমন্বিত করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে থাকে। এ ধরনের ফরমপূরণ ও সমন্বিত করতে একই কাজ বার বার করতে হয় ফলে সময় বেশী লাগে। এজন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর হতে ক্ষয়ক্ষতি, চাহিদা ও ত্রাণ সামগ্রী বিতরণে তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিশেষণ করার জন্য একটি সফটওয়্যার তৈরীর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এ সফটওয়্যারটি তৈরীর কাজ ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে এবং পরীক্ষামূলক তথ্য প্রবেশ করে পরীক্ষা নিরীক্ষাও করা হয়েছে। এছাড়া গত ঘূর্ণিঝড় "ইয়াস" এ সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলার ক্ষয়ক্ষতি এবং ত্রাণ সামগ্রীর তথ্য অনলাইনে সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ ও বিশেষণ সহ বিভিন্ন ধরনের প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়।

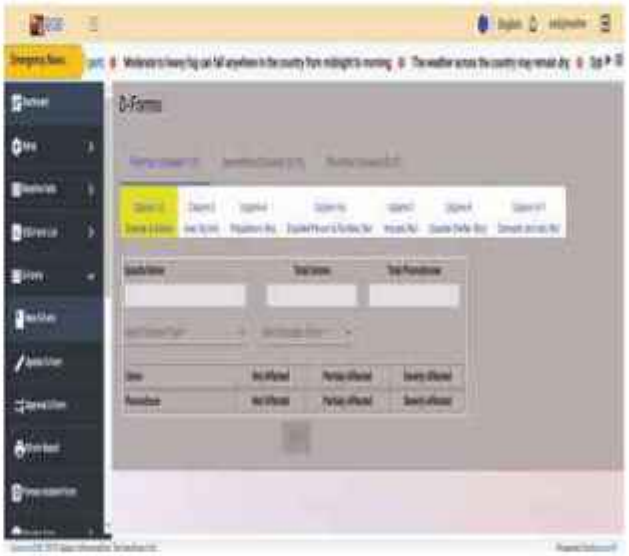

১২.১.২ দুর্যোগের আগাম বার্তা প্রেরণে মোবাইল ফোনে IVR (Interactive Vioce Response) প্রযুক্তি ব্যবহার: মোবাইল ফোনের মাধ্যমে জনসাধারণের বোধগম্য ভাষায় দুর্যোগের আগাম বার্তা Interactive Voice Response (IVR) পদ্ধতিতে প্রচার করা হচ্ছে। এ বিষয়ে যে কোন মোবাইল থেকে টোল ফ্রি নম্বর ১০৯০ কোডে ডায়াল করে ১ চাপ দিয়ে সমুদ্রগামী জেলেদের জন্য আবহাওয়া বার্তা, ২ চাপ দিয়ে নদ/নদী বন্দর সমূহের সতর্কতা বার্তা, ৩ চাপ দিয়ে দৈনিন্দন আবহাওয়া বার্তা, ৪ চাপ দিয়ে ঘূর্নিঝড়ের বার্তা ও ৫ চাপ দিয়ে নদ/নদীর পানির পূর্বাভাস জানা যায়। IVR এর মাধ্যমে দুর্যোগের পূর্বাভাস জানার আগ্রহ বৃদ্ধি পাওয়ায় IVR সিষ্টেমের সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

১২.১.৩ ওয়েব পোর্টাল (ddm.gov.bd) : ২০১৪ সালে ডিডিএম ওয়েব সাইটটি ন্যাশনাল পোর্টাল ফ্রেমওয়ার্কে স্থানান্তরিত হয়। বাংলা এবং ইংরেজি দুই ভাষায় নির্মিত এ ওয়েব সাইটটি নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে। সকল অফিস আদেশ, দরপত্র বিজ্ঞপ্তি, নোটিশ, যোগাযোগ, নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, দুর্যোগ পরিস্থিতি প্রতিবেদন, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সকল বরাদ্দ আদেশ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, নীতিমালা, পরিকল্পনা, নির্দেশিকা, ডিডিএম কর্তৃক বাস্তবায়িত সকল প্রকল্পের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি ইত্যাদি নিয়মিত প্রকাশ করা হচ্ছে। ২০১৯ সালে ডিডিএম.বাংলা ডোমেনে এ পোর্টালটি চালু করা হয়।

১২.১.৪ ফেসবুক পেজ ও গ্রুপ : দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের ফেসবুক পেজ (https://www.facebook.com/ddmbangladesh) এবং ফেসবুক গ্রুপ চালু করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দকে Disaster Management-DDM গ্রুপের মেম্বার করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত কার্যক্রম এই গ্রুপে তুলে ধরা হয়।

১২.১.৫ ই-ফাইল: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে ই-নথি কার্যক্রম মার্চ, ২০১৭ সালে শুরু করা হয়। এ বিষয়ে সকলকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বর্তমানে ই-নথির কার্যক্রম অধিদপ্তরের ০৮টি অনুবিভাগের অধীন সকল শাখাতে চালু আছে। বর্তমানে ই-নথির ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৯০ জন। প্রত্যেক কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দকে ই-নথির উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

১২.১.৬ ইন্টারনেট ও ওয়াইফাই সুবিধা: অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দকে কম্পিউটার ও ল্যান ইন্টারনেট সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। প্রতিটি ফ্লোরে ওয়াই ফাই সুবিধার আওতায় আনা হয়েছে। ইন্টারনেট ব্যান্ড উইথ ২৫মে:বা: হতে ১০০ মে:বা বৃদ্ধি করা হয়েছে। ইন্টারনেট সেবা সার্বক্ষণিক নিশ্চিত করার জন্য বিটিসিএল এর বিকল্প সংযোগ নেয়া হয়েছে। এছাড়া লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্কিং ও ওয়াইফাই ব্যবস্থা আধুনিকায়ন করার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে।

১২.১.৭ DDM MIS Software : SMoDMRPA প্রকল্প হতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত ৫টি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির কার্যক্রম নিয়ে DDM MIS শীর্ষক একটি সফটওয়্যার তৈরী করছে। এ সফটওয়্যারের মাধ্যমে কাবিখা/কাবিটা, টিআর, ইজিপিপি জিআর ও ভিজিএফ এর সকল কার্যক্রম বাস্তবায়িত হবে। এ সফটওয়্যার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের নিকট এখনে হস্তান্তরিত।

১২.১.৮ ইজিপি (Electronic Government Procurement): দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে ই-জিপি প্রক্রিয়ায় মে ২০১৭ তারিখ হতে অনলাইনে দরপত্র আহ্বান কার্যক্রম শুরু করা হয়। এ লক্ষ্যে সকল কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্টদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প, ঝঘঝচ প্রকল্প, বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প, জেলা ত্রাণ গুদাম নির্মাণ প্রকল্প, মুজিব কিল্লা প্রকল্প ও জাইকা প্রকল্পের সকল দরপত্র আহ্বান থেকে শুরু করে সকল কাজ সম্পাদন করছে। পর্যায়ক্রমে সকল অনুবিভাগ ও প্রকল্পে সকল ক্রয় কার্যক্রম ইজিপির মাধ্যমে সম্পাদন করা হবে।

১২.১.৯ অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের GRS (Grievance Redress Szstem) চালু আছে। এ ব্যবস্থায় যে কোন স্থান হতে যেকোন ব্যক্তি অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট কোন বিষয়ে অভিযোগ দাখিল করতে পারবেন এবং প্রতিকার সম্পর্কে অবহিত হতে পারবেন। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সফটওয়্যারের উপর কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

জিআইএস সম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

১২.১.১০ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে স্থাপিত MRVAMM (Multi Hazard Risk Vulnerabilitz Assessment Modeling and Mapping) Cell কর্তৃক জিআইএস রিমোট সেন্সিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে তৈরি ৬টি প্রাকৃতিক আপদের (সুনামি, ভূমিকম্প, পাহাড়ধ্বস, খরা, ঘূর্ণিঝড়, বন্যা) এবং স্বাস্থ্যগত ও প্রযুক্তিগত আপদের ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা সম্পর্কিত তথ্য ও মানচিত্র বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, দপ্তর, দেশি-বিদেশি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এর পিএইচডি ও এমএসসি গবেষকদের চাহিদার প্রেক্ষিতে সরবরাহ করা হয়। এসকল তথ্য অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটে ও অনলাইন geodash পোর্টালে (www.geodash.gob.bd) সন্নিবেশ করা হয়েছে;

- দুর্যোগে জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি নিরুপণ (Communitz Risk Assessment CRA) নগর জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি নিরুপণ (Urban Communitz Risk Assessment-UCRA/URA) কার্যক্রম সমন্বয়ের লক্ষ্যে গঠিত কমিটির সভা অনুষ্ঠান করা হয়েছে;
- CRA ও URA কার্যক্রমের পরিসংখ্যান তৈরির লক্ষ্যে গঠিত কমিটির সভা অনুষ্ঠান করা হয়েছে;
- CRA গাইডলাইন হালনাগাদকরণের লক্ষ্যে গঠিত ওয়ার্কিং গ্রুপ কর্তৃক খসড়া পরিমার্জিত গাইডলাইন প্রণয়ন করা হয়েছে;
- URA গাইডলাইন হালনাগাদকরণের লক্ষ্যে গঠিত ওয়ার্কিং গ্রুপ কর্তৃক খসড়া পরিমার্জিত গাইডলাইন প্রণয়ন করা হয়েছে;
- CRA ও URA গাইডলাইন পরিমার্জনের লক্ষ্যে নিয়োজিত পরামর্শক কর্তৃক প্রেরিত পরিমার্জিত কপি দুটি এ সংক্রান্ত গঠিত ওয়ার্কিং গ্রুপের সদস্যগণের নিকট পুনরায় পর্যালোচনার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে এবং
- CRA ও URA কার্যক্রম সমন্বয়ের লক্ষ্যে GIS and Web-based Data Sharing Platform তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং তথ্য সন্নিবেশের কাজ চলমান।

১২.১.১১ বিশ্ব খাদ্য সংস্থার সহায়তায় Emergencz Operational Dashboard তৈরির কাজ শেষ হয়েছে। এর মাধ্যমে 'এসওএস' ও 'ডি-ফরম' এর তথ্য অনলাইনে আপলোড করা সম্ভব হবে এবং আশ্রয়কেন্দ্র, ত্রাণসামগ্রী বিতরণ তথ্যসহ দুর্যোগের সার্বিক চিত্র প্রদর্শন করা যাবে।

করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় ত্রাণ কার্যক্রম

১৩.১.১ ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে কোভিড-১৯ এর কারণে দেশের ৬৪ জেলায় বরাদ্দকৃত ত্রাণকার্য (নগদ) এর জেলাওয়ারী বরাদ্দের হিসাব বিবরণীঃ

ক্রমিক নং	জেলার নাম	ত্রাণকার্য (নগদ) অর্থ বরাদ্দ	শুকনা ও অন্যান্য খাবার বরাদ্দ (ব্যাগ/বস্তা)
১	ঢাকা	৫৩১১৬০০০	৪৯০০
২	নারায়নগঞ্জ	২৭২৬৪৫০০	-
৩	গাজীপুর	২৭৪১৪৫০০	১৬০০
৪	মুন্সিগঞ্জ	৪২৮১৪০০০	-
৫	মানিকগঞ্জ	৪০১৮৭৫০০	-
৬	টাংগাইল	৭৩০৭৯০০০	৫০০
৭	নরসিংদী	৪৫৬০৫৫০০	-
৮	ফরিদপুর	৫১৩৫৫৫০০	-
৯	মাদারীপুর	৩৭৭৯০০০০	-
১০	গোপালগঞ্জ	৪১৯১৮৫০০	-
১১	শরীয়তপুর	৪১৩২২৫০০	-
১২	রাজবাড়ী	২৭৩৫৬০০০	-
১৩	কিশোরগঞ্জ	৬৭৫৩৯০০০	-
১৪	ময়মনসিংহ	৯৮৪৬৭৫০০	-
১৫	নেত্রকোনা	৬০৮৭৩০০০	-
১৬	জামালপুর	৪৮৬২৯০০০	-
১৭	শেরপুর	৩৭১৬১০০০	-
১৮	চট্টগ্রাম	১৩০২০০৫০০	--
১৯	কক্সবাজার	৫১২৩৫৫০০	-
২০	রাংগামাটি	৩৯৬৭৫০০০	-
২১	খাগড়াছড়ি	৩১৯৪৪০০০	-
২২	কুমিল্লা	১২৪৯৯১৫০০	১০০০
২৩	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	৬৮০৩৫০০০	-
২৪	চাঁদপুর	৫৬০৮৪৫০০	-
২৫	নোয়াখালী	৬৭০৯১০০০	-
২৬	ফেনী	৩২৯০১৫০০	--
২৭	লক্ষীপুর	৪২১৪৪০০০	-
২৮	বান্দরবান	২৭১১১৫০০	-
২৯	রাজশাহী	৬১২৩১০০০	-
৩০	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৩৬২৮৭৫০০	-
৩১	নওগাঁ	৬৭৯৮৪৫০০	-

ক্রমিক নং	জেলার নাম	ত্রাণকার্য (নগদ) অর্থ বরাদ্দ	শুকনা ও অন্যান্য খাবার বরাদ্দ (ব্যাগ/বস্তা)
৩২	নাটোর	৪২৬৪১০০০	৩০০০
৩৩	পাবনা	৫১২৪২০০০	-
৩৪	সিরাজগঞ্জ	৫২৯১৬৫০০	-
৩৫	বগুড়া	৬৭৬৭৪০০০	-
৩৬	জয়পুরহাট	২৬২৫১০০০	-
৩৭	রংপুর	৪৮৫৩৮০০০	-
৩৮	কুড়িগ্রাম	৫২৬৬১৫০০	-
৩৯	নীলফামারী	৪২২৭০০০০	-
৪০	গাইবান্ধা	৫০২৭৫৫০০	-
৪১	লালমনিরহাট	৩২০৯৭৫০০	-
৪২	দিনাজপুর	৭৪৫৩৬৫০০	-
৪৩	ঠাকুরগাঁও	৩৭৬৪১৫০০	-
৪৪	পঞ্চগড়	৩১১৩৬৫০০	-
৪৫	খুলনা	৫৩০০৯০০০	-
৪৬	বাগেরহাট	৫৬৪৭২৫০০	-
৪৭	সাতক্ষীরা	৫০৮৩৪০০০	-
৪৮	যশোর	৬৭৭০৬৫০০	-
৪৯	ঝিনাইদহ	৪৭৩৮৩৫০০	-
৫০	মাগুরা	২৩৯৫৮০০০	২২০০
৫১	নড়াইল	২৬৯৮৪৫০০	-
৫২	কুষ্টিয়া	৪৩১৭২৫০০	-
৫৩	মেহেরপুর	১৭২৯৪০০০	১০০০
৫৪	চুয়াডাংগা	৩০১৪৯৫০০	-
৫৫	বরিশাল	৫৬২৩৪০০০	১০০০
৫৬	পটুয়াখালী	৫৬৩৩৮০০০	-
৫৭	ভোলা	৫১৫০৯৫০০	-
৫৮	পিরোজপুর	৪১৫২১৫০০	-
৫৯	বরগুনা	৩৩৭২১০০০	-
৬০	ঝালকাঠি	২১১৩৬০০০	-
৬১	সিলেট	৭৪৬২৮০০০	-
৬২	মৌলভীবাজার	৪৭৪৯৮৫০০	-
৬৩	হবিগঞ্জ	৫৬৪১৪০০০	-
৬৪	সুনামগঞ্জ	৬২৩৯৯০০০	৬০০
	সর্বমোট=	৩১৮৭০৫৫০০০	১৫৮০০

১৩.১.২ ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে কোভিড-১৯ এর কারণে শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ নগদ অর্থ বরাদ্দের হিসাব বিবরণীঃ

ক্রমিক নং	সিটি কর্পোরেশন	শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ নগদ টাকা বরাদ্দের পরিমান
১	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন	৫০,০০,০০০/-
২	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন	৫০,০০,০০০/-
৩	গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন	২৫,০০,০০০/-
৪	নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন	২৫,০০,০০০/-
৫	রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন	২৫,০০,০০০/-
৬	খুলনা সিটি কর্পোরেশন	২৫,০০,০০০/-
৭	কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন	২৫,০০,০০০/-
৮	রংপুর সিটি কর্পোরেশন	১৫,০০,০০০/-
৯	সিলেট সিটি কর্পোরেশন	১৫,০০,০০০/-
১০	বরিশাল সিটি কর্পোরেশন	১৫,০০,০০০/-
১১	ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন	১৫,০০,০০০/-
	সর্বমোট=	৩,৪০,০০,০০০/-

১৩.১.৩ ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ভূমি উন্নয়ন কর বাবদ বরাদ্দের হিসাব বিবরণী

ক্রমিক নং	জেলার নাম	ভূমি উন্নয়ন কর বাবদ বরাদ্দে পরিমাণ (টাকা)
১	ময়মনসিংহ	১২০০০
২	রংপুর	১০১৩৮৯২
৩	ফরিদপুর	২৫৪৭৬১
৪	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	২২৫৭১৯
৫	কুমিল্লা	১৪৪১৫২
৬	জয়পুরহাট	১০৩৮৯
৭	রাজশাহী	২৫২৫২
৮	চুয়াডাংগা	১৮১৭৪
৯	রাজবাড়ী	১৯৮৯৮৪৩
১০	কুষ্টিয়া	১১৯২
১১	লোয়াখালী	১৫৯৫
১২	গাইবান্ধা	১৫৩৩০৫
১৩	দিনাজপুর	২৫৫৯৩২
১৪	সিলেট	২৫,৫০,৮৬৬
১৫	নীলফামারী	১১,০০,৫৭৯
১৬	কুড়িগ্রাম	৩৩,৫২৪
১৭	যশোর	১,৩৫,৩৮৮
১৮	চট্টগ্রাম	৭,০৭,৯৩১
১৯	কক্সবাজার	৩৪,৬৫২
২০	ফেনী	৪৩,৯৭০
২১	সাতক্ষীরা	৩৪,২০০
২২	বরিশাল	৮৩,২২৮
২৩	বরগুনা	১৭০২
	সর্বমোট=	৯৫,০০,০০০

উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ

গ্রামীণ রাস্তায় ১৫মিটার দৈর্ঘ্য পর্যন্ত সেতু/কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প

১৪.১.১ প্রকল্পের পটভূমিঃ

১৯৮২ সাল হতে পিএল-৪৮০, টাইটেল-২ ও টাইটেল-৩ এর আওতায় প্রদত্ত গমের বিক্রয়লব্ধ অর্থ দ্বারা সীমিত আকারে গ্রামীণ সড়কে কেয়ার বাংলাদেশ এর তত্ত্বাবধানে অনুর্ধ্ব ৪০ফুট (১২মিটার পর্যন্ত) দৈর্ঘ্য পর্যন্ত সেতু/কালভার্ট নির্মাণ শুরু করা হয়। এ পর্যন্ত অত্র অধিদপ্তরে বাস্তবায়িত সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের মাধ্যমে সর্বমোট ২৪৯,৬৬৮মিটার (২৮৪৯৪টি) সেতু/কালভার্ট নির্মিত হয়েছে। চলমান প্রকল্পের আওতায় দেশের ৬৪ জেলার ৪৯২ টি উপজেলায় ১৪'-০ "হতে ১৮'-০" চওড়া ১৫৬০০০ মিটার (সম্ভাব্য ১৩০০০ টি) সেতু/কালভার্ট নির্মিত হবে। তন্মধ্যে ৯৩৬০০ মিটার বক্সটাইপ (৭৮০০টি) এবং ৬২৪০০ মিটার গার্ডার টাইপ (৫২০০ টি) সেতু/কালভার্ট নির্মাণ করা হবে।

১৪.১.২ প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

(ক) গ্রামীণ মাটির রাস্তার গ্যাপে সেতু/কালভার্ট নির্মাণ করে জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ;

(খ) পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং দুর্যোগের সময় জনসাধারণকে দ্রুত নিরাপদ আশ্রয়ণকেন্দ্রে স্থানান্তরের মাধ্যমে দুর্যোগজনিত ঝুঁকি হ্রাসকরণ;

(গ) দেশের স্থানীয় হাট-বাজার, গ্রোথসেন্টার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ইউনিয়ন পরিষদের সাথে কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর আওতায় নির্মিত রাস্তাসমূহের সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে কৃষি উপকরণ সহজভাবে পরিবহণ ও বিপণনে সহায়তা প্রদানসহ গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন;

(ঘ) অবকাঠামো নির্মাণকালীণ সাময়িক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে গ্রামীণ এলাকায় দারিদ্র্য দূরীকরণ ।

১৪.১.৩ বরাদ্দ ও ব্যয়ের বিবরণঃ

১. মোট বরাদ্দ : ৬৫৭৮২০.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি)

২. মেয়াদ কাল : জানুয়ারী ২০১৯ হতে জুন ২০২২

ক্রমিক নং	জেলার সংখ্যা	উপজেলার সংখ্যা	বরাদ্দের পরিমান (লক্ষ টাকা)	প্রকল্প সংখ্যা			এ পর্যন্ত দরপত্র আহবানের পরিমান (লক্ষ টাকা)	এ যাবৎ ব্যয়িত অর্থের পরিমান	অবশিষ্ট অর্থের পরিমান (লক্ষ টাকা)	ক্রমপুঞ্জিত কাজের অগ্রগতি
				মোট প্রকল্প সংখ্যা	গৃহীত প্রকল্প সংখ্যা	বাস্তবায়িত প্রকল্প সংখ্যা				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
০১	৬৪	৪৯২	৬২৮৬৮০	১৩০০০টি	৬৪২৪টি	৬১৩৬টি	১৫১,৫২৮.২৯	১৩৬,৬৬৯.৭৪	১৪,৮৫৮.৫৫	৩৯.৬%

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	বরাদ্দের পরিমাণ	অনুমোদিত সেতুর সংখ্যা	বরাদ্দপ্রাপ্ত সেতুর সংখ্যা	ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ	অবশিষ্ট অর্থের পরিমাণ	কাজের অগ্রগতির হার
১	কক্সবাজার	উখিয়া	২২২.৮৬	৯	৮	১৯৪.৩৬	২৮.৫০	৮৯%
২	কক্সবাজার	কক্সবাজার সদর	২৭০.০৫	১০	১০	২৪৬.৫৪	২৩.৫১	১০০%
৩	কক্সবাজার	কুতুবদিয়া	২১৬.০৯	১৬	১৬	১৯৫.১২	২০.৯৭	১০০%
৪	কক্সবাজার	চকোরিয়া	৬২৬.৭৮	২৪	২৪	৬২৫.৯১	০.৮৭	১০০%
৫	কক্সবাজার	টেকনাফ	২০২.৭৩	৮	৮	১৯২.৫৯	১০.১৪	১০০%
৬	কক্সবাজার	পেকুয়া	২৪২.৪৫	১১	১১	২১৭.৩৩	২৫.১২	১০০%
৭	কক্সবাজার	মহেশখালী	২৯৮.৬৭	১৫	১৫	২৬৮.২১	৩০.৪৬	১০০%
৮	কক্সবাজার	রামু	৩৬৭.৩৬	১৪	১২	৩০৫.৮৯	৬১.৪৭	৮৬%
৯	কুড়িগ্রাম	উলিপুর	৪৫৫.০২	১৪	১৪	৪২২.৯৬	৩২.০৬	১০০%
১০	কুড়িগ্রাম	কুড়িগ্রাম সদর	৩৩১.৫১	১২	১২	২৬৭.১৩	৬৪.৩৮	১০০%
১১	কুড়িগ্রাম	চর রাজিবপুর	৯৭.২৪	৩	২	৬১.৫০	৩৫.৭৪	৬৭%
১২	কুড়িগ্রাম	চিলমারী	১৯৯.১৭	১১	১১	১৮৯.২১	৯.৯৬	১০০%
১৩	কুড়িগ্রাম	নাগেশ্বরী	৩৫১.১৯	১৭	১৭	৩৩৩.৬৩	১৭.৫৬	১০০%
১৪	কুড়িগ্রাম	ফুলবাড়ী	২০০.২৭	১০	১০	১৯০.২১	১০.০৬	১০০%
১৫	কুড়িগ্রাম	ভুরুঙ্গামারী	৩৪১.২৬	১৪	১৪	৩২৪.০১	১৭.২৫	১০০%
১৬	কুড়িগ্রাম	রাজারহাট	১৪৮.০৭	৮	৭	১১৬.২৬	৩১.৮১	৮৮%
১৭	কুড়িগ্রাম	রৌমারী	২১২.৭৬	৭	৭	১৯৬.১২	১৬.৬৪	১০০%
১৮	কুমিল্লা	আদর্শ সদর কুমিল্লা	২৪৮.২৩	১৭	১৬	২২৯.৯১	১৮.৩২	৯৪%
১৯	কুমিল্লা	কুমিল্লা সদর দক্ষিণ	৫১৬.৬	২৬	২২	৪১৫.৫৫	১০১.০৫	৮৫%
২০	কুমিল্লা	চান্দিনা	৪৬৪.৬২	২০	২০	৪৬৪.৫৫	০.০৭	১০০%
২১	কুমিল্লা	চৌদ্দগ্রাম	৪৩০.৪৫	১৯	১৯	৪৩০.০৫	০.৪০	১০০%
২২	কুমিল্লা	তিতাস	৩২৪.৫৯	১৩	১৩	৩১৯.৫১	৫.০৮	১০০%
২৩	কুমিল্লা	দাউদকান্দি	৫৩০.৩৮	১৯	১৯	৫২৫.৪৯	৪.৮৯	১০০%
২৪	কুমিল্লা	দেবিদ্বার	৫২৫.৪৫	২১	২০	৫০৬.৮৩	১৮.৬২	৯৫%
২৫	কুমিল্লা	নাঙ্গলকোট	৪২৭.১১	২২	২২	৪২৫.৫৫	১.৫৬	১০০%
২৬	কুমিল্লা	বুড়িচং	৩০৪.৩৭	১৭	১৬	৩০১.৬৯	২.৬৮	৯৪%
২৭	কুমিল্লা	বরুড়া	৫৩৪.৫৮	২৪	২৪	৫২৪.৪০	১০.১৮	১০০%
২৮	কুমিল্লা	ব্রাহ্মণপাড়া	২৮৯.৮২	১১	১১	২৮৮.০০	১.৮২	১০০%
২৯	কুমিল্লা	মনোহরগঞ্জ	৩৯৬.২১	১৭	১৭	৩৬৫.৫০	৩০.৭১	১০০%
৩০	কুমিল্লা	মুরাদনগর	৭৬০.৭৭	৩৩	৩৩	৭৬০.৭৭	-	১০০%
৩১	কুমিল্লা	মেঘনা	৩০৭.১২	১১	১০	২২৪.৮৪	৮২.২৮	৯১%
৩২	কুমিল্লা	লাকসাম	২৮৩.৬১	১৬	১৫	২৫৩.১১	৩০.৫০	৯৪%
৩৩	কুমিল্লা	শালমাই	২২৪.৩৭	১৪	১৪	২২৪.৩৩	০.০৪	১০০%
৩৪	কুমিল্লা	হোমনা	১৫৫.৫৩	৭	৭	৯৫.৫২	৬০.০১	১০০%
৩৫	কুষ্টিয়া	কুমারখালী	৩৭৩.১৪	১৮	১৮	৩৫১.৭৮	২১.৩৬	১০০%
৩৬	কুষ্টিয়া	কুষ্টিয়া সদর	৪৭৯.৮২	২০	২০	৪৬২.৯২	১৬.৯০	১০০%
৩৭	কুষ্টিয়া	খোকসা	২৯৮.৯৯	১৩	১৩	২৮৪.০৩	১৪.৯৬	১০০%
৩৮	কুষ্টিয়া	দৌলতপুর	৪৪৭.৪৫	২০	২০	৪২৫.০৩	২২.৪২	১০০%
৩৯	কুষ্টিয়া	ভেড়ামারা	১৮৩.৩২	৬	৫	১৪৩.৩২	৪০.০০	৮৩%

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	বরাদ্দের পরিমাণ	অনুমোদিত সেতুর সংখ্যা	বাস্তবায়িত সেতুর সংখ্যা	ব্যয়িত অর্থের পরিমান	অবশিষ্ট অর্থের পরিমাণ	কাজের অগ্রগতির হার
৪০	কুষ্টিয়া	খিরপুর	৪৬০.৭২	২৬	০	-	৪৬০.৭২	০%
৪১	কিশোরগঞ্জ	অষ্টগ্রাম	২৭২.৩১	১১	১১	২৪৬.৬৫	২৫.৬৬	১০০%
৪২	কিশোরগঞ্জ	ইটনা	২৬৪.৪৫	৯	৯	২৫১.২২	১৩.২৩	১০০%
৪৩	কিশোরগঞ্জ	কটিয়াদি	৩০৩.৫৫	১৪	১৪	২৮৮.৩৮	১৫.১৭	১০০%
৪৪	কিশোরগঞ্জ	করিমগঞ্জ	৩০৮.০৫	১২	১২	২৬২.০৬	৪৫.৯৯	১০০%
৪৫	কিশোরগঞ্জ	কুলিয়ারচর	২০৪.২৬	১০	১০	১৯৪.০৩	১০.২৩	১০০%
৪৬	কিশোরগঞ্জ	কিশোরগঞ্জ সদর	৩৯৫.০৮	২২	২২	৩৭৫.১৪	১৯.৯৪	১০০%
৪৭	কিশোরগঞ্জ	তাড়াইল	২৩৩.৯৮	১১	১১	২২২.১৯	১১.৭৯	১০০%
৪৮	কিশোরগঞ্জ	নিকলী	১৫৯.২২	৬	৫	১২৯.৮২	২৯.৪০	৮৩%
৪৯	কিশোরগঞ্জ	পাকুন্দিয়া	২০৯.২২	১২	১২	১৯৮.৭৬	১০.৪৬	১০০%
৫০	কিশোরগঞ্জ	বাজিতপুর	২৮৫.১	১২	১২	২৭০.৮৫	১৪.২৫	১০০%
৫১	কিশোরগঞ্জ	ভৈরব	২৩২.৭৫	৮	৮	২২১.০৭	১১.৬৮	১০০%
৫২	কিশোরগঞ্জ	মিঠামইন	২৫৯.৩১	১০	১০	২৩৬.৮৪	২২.৪৭	১০০%
৫৩	কিশোরগঞ্জ	হোসেনপুর	২৬০.৪৪	২০	২০	২৪৯.৪২	১১.০২	১০০%
৫৪	খুলনা	কয়রা	২৪৬.৯২	৮	৮	২৩৪.৫২	১২.৪০	১০০%
৫৫	খুলনা	ডুমুরিয়া	৪৮৫.৭	২৩	২৩	৪৬১.৩৯	২৪.৩১	১০০%
৫৬	খুলনা	তেরখাদা	২০৯.০১	৮	৮	১৯৮.৫৬	১০.৪৫	১০০%
৫৭	খুলনা	দাকোপ	৩০৮.৪	১৩	১৩	২৯২.৭৮	১৫.৬২	১০০%
৫৮	খুলনা	দিঘলিয়া	২১০.৫৯	৮	৭	১৮৬.৪১	২৪.১৮	৮৮%
৫৯	খুলনা	পাইকগাছা	৩২৬.৮৪	১২	১২	৩১০.৩৭	১৬.৪৭	১০০%
৬০	খুলনা	ফুলতলা	১৪১.৭	৭	৭	১৩৪.৬০	৭.১০	১০০%
৬১	খুলনা	বটিয়াঘাটা	২৪৪.৪৭	১১	১১	২৩৩.৭৩	১০.৭৪	১০০%
৬২	খুলনা	রূপসা	১৭৪.২৯	৮	৮	১৬৫.৩৬	৮.৮৩	১০০%
৬৩	খাগড়াছড়ি	খাগড়াছড়ি সদর	২০৭.৩৪	৬	৫	১৭০.৩১	৩৭.০৩	৮৩%
৬৪	খাগড়াছড়ি	গুইমারা	১০৯.৩৭	৩	৩	১০৯.২৮	০.০৯	১০০%
৬৫	খাগড়াছড়ি	দিঘীনালা	১৪৬.৯৯	৫	৫	১৪৬.৯৪	০.০৫	১০০%
৬৬	খাগড়াছড়ি	পানছড়ি	১৮৩.৪৮	৮	৭	১৬৩.১৪	২০.৩৪	৮৮%
৬৭	খাগড়াছড়ি	মহালছড়ি	১৪০.১২	৪	৪	১৪০.০৫	০.০৭	১০০%
৬৮	খাগড়াছড়ি	মাটিরাঙ্গা	২৬৮.৮৫	৮	৮	২৬৮.৬৭	০.১৮	১০০%
৬৯	খাগড়াছড়ি	মানিকছড়ি	১৪০.১২	৪	৪	১৪০.০৮	০.০৪	১০০%
৭০	খাগড়াছড়ি	রামগড়	১০৯.৩৭	৩	২	৭৭.৫৩	৩১.৮৪	৬৭%
৭১	খাগড়াছড়ি	লক্ষীছড়ি	১০৩.৬৭	৩	২	৮২.১০	২১.৫৭	৬৭%
৭২	গাইবান্ধা	গাইবান্ধা সদর	৫৩১.৮২	২১	২১	৫০৪.৯৪	২৬.৮৮	১০০%
৭৩	গাইবান্ধা	গোবিন্দগঞ্জ	৩৫৩.১৭	১৮	১৮	৩৩৫.৩৪	১৭.৮৩	১০০%
৭৪	গাইবান্ধা	পলাশবাড়ী	১৮৭.৮৩	১৩	১৩	১৭৭.৭৩	১০.১০	১০০%
৭৫	গাইবান্ধা	সুন্দছড়ি	০	০	০	-	-	০%
৭৬	গাইবান্ধা	সুন্দরগঞ্জ	৩১০.১	১২	১২	২৯৪.১৮	১৫.৯২	১০০%
৭৭	গাইবান্ধা	সাঘাটা	১৯৭.৪৪	৮	৮	১৮৭.২২	১০.২২	১০০%
৭৮	গাইবান্ধা	সাদুল্লাপুর	২২১.১	১১	৯	২০৭.৪০	১৩.৭০	৮২%

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	বরাদ্দের পরিমাণ	অনুমোদিত সেতুর সংখ্যা	বাস্তবায়িত সেতুর সংখ্যা	ব্যয়িত অর্থের পরিমান	অবশিষ্ট অর্থের পরিমাণ	কাজের অগ্রগতির হার
৭৯	গাজীপুর	কাপাসিয়া	৩৬৩.৬২	১৬	১৫	৩১৮.৩৩	৪৫.২৯	৯৪%
৮০	গাজীপুর	কালিয়াকৈর	৩২৭.৪	২১	২১	৩১০.৯৯	১৬.৪১	১০০%
৮১	গাজীপুর	কালীগঞ্জ	২৩৩.৫২	১১	৯	১৮১.৫৩	৫১.৯৯	৮২%
৮২	গাজীপুর	গাজীপুর সদর	১১২.০৫	৭	৫	৮৩.৫১	২৮.৫৪	৭১%
৮৩	গাজীপুর	শ্রীপুর	২৬৮.৬৫	১২	১২	২৫৭.৪০	১১.২৫	১০০%
৮৪	গোপালগঞ্জ	কাশিয়ানী	৪৯১.৫২	২১	২১	৪৬৬.৮৬	২৪.৬৬	১০০%
৮৫	গোপালগঞ্জ	কোটালীপাড়া	৩,২৬১.৫৭	৮৫	৩৩	৬৬১.২৪	২,৬০০.৩৩	৩৯%
৮৬	গোপালগঞ্জ	গোপালগঞ্জ সদর	৭৩৯.০৩	৩০	৩০	৭০১.৯৯	৩৭.০৪	১০০%
৮৭	গোপালগঞ্জ	টুঙ্গীপাড়া	৩০৪.৬৩	১৭	৮	১৫৩.৩৯	১৫১.২৪	৪৭%
৮৮	গোপালগঞ্জ	মুকসুদপুর	৫৭১.১১	২৬	২৫	৫১৫.৩৯	৫৫.৭২	৯৬%
৮৯	চট্টগ্রাম	আনোয়ারা	২৬২.৫৫	১১	১১	২৫০.৪২	১২.১৩	১০০%
৯০	চট্টগ্রাম	কর্ণফুলী	১৫২.১৮	১০	১০	১৪৪.৫৮	৭.৬০	১০০%
৯১	চট্টগ্রাম	চন্দনাইশ	৩১৬.৯১	১৩	১৩	৩০২.২৯	১৪.৬২	১০০%
৯২	চট্টগ্রাম	পটিয়া	৬৪০.৫২	৩৬	৩৬	৫৫৮.১৯	৮২.৩৩	১০০%
৯৩	চট্টগ্রাম	ফটিকছড়ি	৬৩৮.১৯	২৭	২৬	৬১৪.২৮	২৩.৯১	৯৬%
৯৪	চট্টগ্রাম	বাঁশখালী	৫৪৮.৪২	২৫	২৫	৫২৩.৬৩	২৪.৭৯	১০০%
৯৫	চট্টগ্রাম	বোয়ালখালী	২৮০.৩৪	১২	১২	২৬৬.২৬	১৪.০৮	১০০%
৯৬	চট্টগ্রাম	মীরসরাই	৫৬৯.২৯	২২	২২	৫৩৯.২৯	৩০.০০	১০০%
৯৭	চট্টগ্রাম	রাউজান	৪৫৩.৪৩	১৮	১৮	৪৫০.১৪	৩.২৯	১০০%
৯৮	চট্টগ্রাম	রাঙ্গুনিয়া	৫২৭.৩৫	২৩	২৩	৫২৭.১২	০.২৩	১০০%
৯৯	চট্টগ্রাম	সোহাগাড়া	৩০৬.০৮	১৪	১৪	২৭৯.৬৭	২৬.৪১	১০০%
১০০	চট্টগ্রাম	সন্দ্বীপ	৫৩৩.০৩	২৬	২৬	৪৮৭.৯৮	৪৫.০৫	১০০%
১০১	চট্টগ্রাম	সাতকানিয়া	৩৩৭.০৫	১৩	১৩	৩২০.০৮	১৬.৯৭	১০০%
১০২	চট্টগ্রাম	সীতাকুণ্ড	৩৮১.২৫	২৬	২৪	৩৫৫.১৫	২৬.১০	৯২%
১০৩	চট্টগ্রাম	হাটহাজারী	৪৬৯.১৬	২২	২২	৪৬৫.০১	৪.১৫	১০০%
১০৪	চুয়াডাঙ্গা	আলমডাঙ্গা	২৯০.৩৬	১৫	১৪	২৩৩.৬৯	৫৬.৬৭	৯৩%
১০৫	চুয়াডাঙ্গা	চুয়াডাঙ্গা সদর	১২৮.৮৮	৫	৫	১২২.৪৪	৬.৪৪	১০০%
১০৬	চুয়াডাঙ্গা	জীবননগর	১৬৫.১২	১০	১০	১৫৬.৮৩	৮.২৯	১০০%
১০৭	চুয়াডাঙ্গা	দামুরহুদা	২৫৮.৫৮	১৮	১৮	২৪৫.৪৯	১৩.০৯	১০০%
১০৮	চাঁদপুর	কচুয়া	৪২৯.১৩	২১	১৭	৩৬৭.০৭	৬২.০৬	৮১%
১০৯	চাঁদপুর	চাঁদপুর সদর	৪৮৩.২১	২১	২১	৪৮২.২৩	০.৯৮	১০০%
১১০	চাঁদপুর	ফরিদগঞ্জ	৫৩০.৮৮	২৮	২৮	৫০৪.৩৩	২৬.৫৫	১০০%
১১১	চাঁদপুর	মতলব উত্তর	৪৯৩.৪২	২৫	২৫	৪৯২.৫৭	০.৮৫	১০০%
১১২	চাঁদপুর	মতলব দক্ষিণ	২২৬	১৩	১৩	২২৪.৬০	১.৪০	১০০%
১১৩	চাঁদপুর	শাহরাস্তি	৩৫৩.৭১	১৬	১৬	৩৩৬.০২	১৭.৬৯	১০০%
১১৪	চাঁদপুর	হাইমচর	৫৯৩.২৪	২১	২১	৫৭৫.১৬	১৮.০৮	১০০%
১১৫	চাঁদপুর	হাজীগঞ্জ	৪৬৩.৭৮	১৮	১৮	৪৬৩.৭১	০.০৭	১০০%
১১৬	চাঁপাই নবাবগঞ্জ	গোমস্তাপুর	২৭৮.২৬	১৪	১৪	২৬৩.৪৩	১৪.৮৩	১০০%
১১৭	চাঁপাই নবাবগঞ্জ	চাঁপাই নবাবগঞ্জ সদর	৪৬২.১২	১৭	১৭	৪৩৮.৫৭	২৩.৫৫	১০০%

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	বরাদ্দের পরিমাণ	অনুমোদিত সেতুর সংখ্যা	বাস্তবায়িত সেতুর সংখ্যা	ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ	অবশিষ্ট অর্থের পরিমাণ	কাজের অগ্রগতির হার
১১৮	চাঁপাই নবাবগঞ্জ	নাচোল	১৩৬.১১	৬	৬	১২৯.১৮	৬.৯৩	১০০%
১১৯	চাঁপাই নবাবগঞ্জ	ভোলাহাট	১৫২.২৯	৫	৫	১৪৪.৪২	৭.৮৭	১০০%
১২০	চাঁপাই নবাবগঞ্জ	শিবগঞ্জ	৫১০.৮৮	২৪	২৪	৪৯১.১১	১৯.৭৭	১০০%
১২১	জয়পুরহাট	আক্কেলপুর	১০৯	৬	৬	১০৩.০৩	৫.৯৭	১০০%
১২২	জয়পুরহাট	ক্ষেতলাল	১১৭.৮	৮	৮	১১৬.৩৫	১.৪৫	১০০%
১২৩	জয়পুরহাট	কালাই	১০৩.০৯	৭	৭	৮৪.৮০	১৮.২৯	১০০%
১২৪	জয়পুরহাট	জয়পুরহাট সদর	১৯৪.৪৮	১৩	১৩	১৮১.৯৬	১২.৫২	১০০%
১২৫	জয়পুরহাট	পাঁচবিবি	১৭৮.০৯	৯	৯	১৬৫.৩২	১২.৭৭	১০০%
১২৬	জামালপুর	ইসলামপুর	৪২১.৩৯	১৩	১৩	৪০০.৩২	২১.০৭	১০০%
১২৭	জামালপুর	জামালপুর সদর	৫১৯.৩৪	২২	২২	৪৭৯.৭৪	৩৯.৬০	১০০%
১২৮	জামালপুর	দেওয়ানগঞ্জ	২৮৫.১৬	৯	৯	২৭০.৯০	১৪.২৬	১০০%
১২৯	জামালপুর	বকশীগঞ্জ	২৪৪.৬২	৮	৮	২৩২.৩৯	১২.২৩	১০০%
১৩০	জামালপুর	মাদারগঞ্জ	২১৭.৮৮	৮	৮	২০৬.৯৯	১০.৮৯	১০০%
১৩১	জামালপুর	মেলান্দহ	৩৪২.৬৫	১৩	১৩	৩২৫.৬৪	১৭.০১	১০০%
১৩২	জামালপুর	সরিষাবাড়ী	২৬৫.৩৯	৯	৯	২৬৫.০৪	০.৩৫	১০০%
১৩৩	ঝালকাঠি	কাঁঠালিয়া	২০৬.৪৮	৯	৭	১৪৭.৭০	৫৮.৭৮	৭৮%
১৩৪	ঝালকাঠি	ঝালকাঠি সদর	৩৭৫.৪৫	১৯	১৮	৩৫৪.৭৪	২০.৭১	৯৫%
১৩৫	ঝালকাঠি	নলছিটি	৩৫৮.২৮	১৮	১৮	৩৫৭.৭৫	০.৫৩	১০০%
১৩৬	ঝালকাঠি	রাজাপুর	২১৯.৮৩	১২	১২	২০৮.৮৪	১০.৯৯	১০০%
১৩৭	ঝিনাইদহ	কালিগঞ্জ	২৫৯.০৭	১৩	১৩	২৪৬.১৯	১২.৮৮	১০০%
১৩৮	ঝিনাইদহ	কোটচাঁদপুর	১৮৫.৩৭	১১	১১	১৭৮.১৭	৭.২০	১০০%
১৩৯	ঝিনাইদহ	ঝিনাইদহ সদর	৫৬৭.৯৪	৩৪	৩৪	৫৩১.৩১	৩৬.৬৩	১০০%
১৪০	ঝিনাইদহ	শৈলকুপা	৪১০.০৪	২২	২২	৩৯৭.৪০	১২.৬৪	১০০%
১৪১	ঝিনাইদহ	হরিণাকুন্ড	৪৮১.১৪	২১	২১	৪৭২.২৩	৮.৯১	১০০%
১৪২	ঝিনাইদহ	হরিণাকুন্ড	২৮৩.০৫	১৪	১৪	২৬৮.৯০	১৪.১৫	১০০%
১৪৩	টাঙ্গাইল	কালিহাতী	৪৮৩.৫২	১৯	১৮	৪২৫.৬৮	৫৭.৮৪	৯৫%
১৪৪	টাঙ্গাইল	গোপালপুর	২৫৩.৩৩	১২	১২	২৪০.৫৭	১২.৭৬	১০০%
১৪৫	টাঙ্গাইল	ঘাটাইল	৩৮১.৬১	১২	১১	৩৩৮.৬৫	৪২.৯৬	৯২%
১৪৬	টাঙ্গাইল	টাঙ্গাইল সদর	৪১১.৮৭	১৩	১৩	৩৯১.২৬	২০.৬১	১০০%
১৪৭	টাঙ্গাইল	দেলদুয়ার	২৭৭.৪	১০	১০	২৬৩.৪৬	১৩.৯৪	১০০%
১৪৮	টাঙ্গাইল	ধনবাড়ী	২৪৯.১৩	১২	১২	২৩৬.৬৭	১২.৪৬	১০০%
১৪৯	টাঙ্গাইল	নাগরপুর	৪০৪.৭১	১৫	১৫	৩৬৯.৩৩	৩৫.৩৮	১০০%
১৫০	টাঙ্গাইল	বাসাইল	২০৫.২৫	৮	৮	১৮৮.৯৯	১৬.২৬	১০০%
১৫১	টাঙ্গাইল	ভুঞাপুর	২০৬.৯৩	৭	৭	১৯৬.৫৮	১০.৩৫	১০০%
১৫২	টাঙ্গাইল	মধুপুর	২১৩.৬৫	১০	১০	২০২.৯১	১০.৭৪	১০০%
১৫৩	টাঙ্গাইল	মির্জাপুর	৫০১.৪৫	২৪	২১	৪২৪.৪১	৭৭.০৪	৮৮%
১৫৪	টাঙ্গাইল	সখিপুর	২৭৬.৩১	১১	১১	২৬২.২৯	১৪.০২	১০০%
১৫৫	ঠাকুরগাঁও	ঠাকুরগাঁও সদর	৩৭৫.২	১৬	১৬	৩৫৬.৪৪	১৮.৭৬	১০০%
১৫৬	ঠাকুরগাঁও	পীরগঞ্জ	৩৩৫.৬৫	১৭	১৭	৩১৮.৮৬	১৬.৭৯	১০০%

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	বরাদ্দের পরিমাণ	অনুমোদিত সেতুর সংখ্যা	বাস্তবায়িত সেতুর সংখ্যা	ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ	অবশিষ্ট অর্থের পরিমাণ	কাজের অগ্রগতির হার
১৫৭	ঠাকুরগাঁও	বালিয়াডাঙ্গী	২৫৭.০৪	১০	১০	২৪৪.১৮	১২.৮৬	১০০%
১৫৮	ঠাকুরগাঁও	রাণীশংকৈল	২৮৩.২	১০	১০	২৫২.৯৯	৩০.২১	১০০%
১৫৯	ঠাকুরগাঁও	হরিপুর	১৯২.৮১	৭	৭	১৮৩.১৭	৯.৬৪	১০০%
১৬০	ঢাকা	কেরাণীগঞ্জ	৩৯৭.৯৬	১৫	১৫	৩৯৭.৪৩	০.৫৩	১০০%
১৬১	ঢাকা	দোহার	২২৯.৫	১০	১০	২২৯.৪০	০.১০	১০০%
১৬২	ঢাকা	ধামরাই	৫৪৪.০৬	২১	২১	৫৪২.৯৮	১.০৮	১০০%
১৬৩	ঢাকা	নবাবগঞ্জ	৫০৫.১	২৫	২৫	৫০৪.৯৩	০.১৭	১০০%
১৬৪	ঢাকা	সাভার	২৮৭.১৬	১১	৭	২১৭.৪৭	৬৯.৬৯	৬৪%
১৬৫	দিনাজপুর	কাহারোল	১৯৮.০৭	৭	৭	১৮৮.১৭	৯.৯০	১০০%
১৬৬	দিনাজপুর	খানসামা	১৯৪.৫৯	৭	৭	১৮৪.৭৩	৯.৮৬	১০০%
১৬৭	দিনাজপুর	ঘোড়াঘাট	১১২.৬১	৬	৬	১০৬.৯৮	৫.৬৩	১০০%
১৬৮	দিনাজপুর	চিরিরবন্দর	৪৭৫.৭৮	১৯	১৯	৪৫১.৯৯	২৩.৭৯	১০০%
১৬৯	দিনাজপুর	দিনাজপুর সদর	৩২৮.১৯	১৩	১৩	৩১১.৬৭	১৬.৫২	১০০%
১৭০	দিনাজপুর	নবাবগঞ্জ	৩০৬.০৮	১৪	১৪	২৮৯.২৭	১৬.৮১	১০০%
১৭১	দিনাজপুর	পার্বতীপুর	৩২৩.২৮	১৪	১০	২২৮.৩৬	৯৪.৯২	৭১%
১৭২	দিনাজপুর	ফুলবাড়ী	২৩১.০২	১১	৮	১৬৪.৩৬	৬৬.৬৬	৭৩%
১৭৩	দিনাজপুর	বিরল	৩৬৬.৮৮	১৮	১৮	৩৪৮.৫২	১৮.৩৬	১০০%
১৭৪	দিনাজপুর	বিরামপুর	১৪৫.৪৭	৬	৬	১৪৪.৫৪	০.৯৩	১০০%
১৭৫	দিনাজপুর	বীরগঞ্জ	৩৯২.২১	১৪	১৪	৩৭১.৭৪	২০.৪৭	১০০%
১৭৬	দিনাজপুর	বোচাগঞ্জ	১৯৩.৯৯	৮	৮	১৮৪.২৬	৯.৭৩	১০০%
১৭৭	দিনাজপুর	হাকিমপুর	৭২.২৪	৫	৫	৬৯.৩৮	২.৮৬	১০০%
১৭৮	নওগাঁ	আত্রাই	২৭৬.৩৫	১১	১১	২৪৭.৪০	২৮.৯৫	১০০%
১৭৯	নওগাঁ	ধামুরহাট	২৬১.৮৪	১১	১১	২৪৯.৮১	১২.০৩	১০০%
১৮০	নওগাঁ	নওগাঁ সদর	৩৯২.৩৫	১৬	১৬	৩৭২.৪৭	১৯.৮৮	১০০%
১৮১	নওগাঁ	নিয়ামতপুর	২৬১.৯৮	১১	১১	২৪০.৪৩	২১.৫৫	১০০%
১৮২	নওগাঁ	পত্নীতলা	২৬০.৬৬	১৫	১৫	২৫০.৫৯	১০.০৭	১০০%
১৮৩	নওগাঁ	পোরশা	১১৪.৯১	৪	৪	১০৫.৬৪	৯.২৭	১০০%
১৮৪	নওগাঁ	বদলগাছী	২২৯.২৪	১২	১২	২১৫.৮১	১৩.৪৩	১০০%
১৮৫	নওগাঁ	মহাদেবপুর	৩৩৭.৫২	১৮	১৭	২৯১.৬৯	৪৫.৮৩	৯৪%
১৮৬	নওগাঁ	মান্দা	৪৮২.২৩	১৭	১৭	৪৪৩.৮৩	৩৮.৪০	১০০%
১৮৭	নওগাঁ	রাণীনগর	২৬১.২১	১৩	১৩	২৪০.৫১	২০.৭০	১০০%
১৮৮	নওগাঁ	সাপাহার	২০৫.৭৭	৯	৯	১৯৬.৩৪	৯.৪৩	১০০%
১৮৯	নড়াইল	কালিয়া	৪৫১.৫১	১৬	১৬	৪৪৬.২৮	৫.২৩	১০০%
১৯০	নড়াইল	নড়াইল সদর	৪৫৬.৭৫	১৯	১৬	৩৭৬.২৪	৮০.৫১	৮৪%
১৯১	নড়াইল	লোহাগড়া	৪১৯.১১	১৬	১১	৩০৫.২৩	১১৩.৮৮	৬৯%
১৯২	নরসিংদী	নরসিংদী সদর	৫০৩.৭১	২৫	২৫	৪২৯.১৩	৭৪.৫৮	১০০%
১৯৩	নরসিংদী	পলাশ	১৪৩.০৩	৭	৭	১৪৩.০৩	-	১০০%
১৯৪	নরসিংদী	বেলাব	২৫১.১১	১৩	১২	১৮৭.৬৪	৬৩.৪৭	৯২%
১৯৫	নরসিংদী	মনোহরদী	৪২৯.৩৩	১৯	১৯	৪২২.৩৩	৭.০০	১০০%

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	বরাদ্দের পরিমাণ	অনুমোদিত সেতুর সংখ্যা	বরাদ্দপ্রাপ্ত সেতুর সংখ্যা	ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ	অবশিষ্ট অর্থের পরিমাণ	কাজের অগ্রগতির হার
১৯৬	নরসিংদী	রায়পুরা	৬৪৯.১২	৩২	৩২	৬২৬.৩৯	২২.৭৩	১০০%
১৯৭	নরসিংদী	শিবপুর	৩০০.০১	১৫	১২	২০৪.৬৪	৯৫.৩৭	৮০%
১৯৮	নাটোর	গুরুদাসপুর	১৮১.৫৬	৯	৯	১৭২.৪২	৯.১৪	১০০%
১৯৯	নাটোর	নলডাঙ্গা	১৬৬.১৯	৬	৬	১৫৮.৩৮	৭.৮১	১০০%
২০০	নাটোর	নাটোর সদর	২২৭.৯৮	১১	১১	২১৬.৪৬	১১.৫২	১০০%
২০১	নাটোর	বড়াইগ্রাম	২০৩.৯১	১২	১২	১৯৩.৬৪	১০.২৭	১০০%
২০২	নাটোর	বাগাতিপাড়া	১৬৮.৬৬	৯	৯	১৬০.১৭	৮.৪৯	১০০%
২০৩	নাটোর	লালপুর	২২৪.৯৫	৯	৮	১৯৭.৪৬	২৭.৪৯	৮৯%
২০৪	নাটোর	সিংড়া	৩৯৫.৪৩	১৩	৫	১৯১.৬৪	২০৩.৭৯	৩৮%
২০৫	নারায়ণগঞ্জ	আড়াইহাজার	৩২৮.৬	১৪	৯	২২৩.৭৬	১০৪.৮৪	৬৪%
২০৬	নারায়ণগঞ্জ	নারায়ণগঞ্জ সদর	১০৪.৫৯	৫	৪	৯২.৭৭	১১.৮২	৮০%
২০৭	নারায়ণগঞ্জ	বন্দর	১০৮.২৩	৪	৩	৭২.০৩	৩৬.২০	৭৫%
২০৮	নারায়ণগঞ্জ	রূপগঞ্জ	২০৬.৬৭	১১	১০	১৬০.০০	৪৬.৬৭	৯১%
২০৯	নারায়ণগঞ্জ	সোনারগাঁও	৩২৬.৭৭	১৩	৬	১৯৪.৪২	১৩২.৩৫	৪৬%
২১০	নীলফামারী	কিশোরগঞ্জ	৩০৯.৪৩	১৬	১৬	২৯৩.৯৬	১৫.৪৭	১০০%
২১১	নীলফামারী	জলঢাকা	৩৮০.২৬	১৫	১৫	৩৬১.২৪	১৯.০২	১০০%
২১২	নীলফামারী	ডিমলা	৩৬৩.৪২	১৩	১৩	৩৫৮.৫৮	৪.৮৪	১০০%
২১৩	নীলফামারী	ডোমার	৩৪৪.৩১	১৩	১৩	২৫৮.০০	৮৬.৩১	১০০%
২১৪	নীলফামারী	নীলফামারী সদর	৩৯৩.২৮	১৭	১৭	৩৭৩.৪৭	১৯.৮১	১০০%
২১৫	নীলফামারী	সৈয়দপুর	১৭৮.০৮	১০	১০	১৬৪.১৮	১৩.৯০	১০০%
২১৬	নেত্রকোনা	আটপাড়া	২৫৪.৪	১৪	১৪	২৪১.৬৮	১২.৭২	১০০%
২১৭	নেত্রকোনা	কলমাকান্দা	২৭৬.৭৬	১০	১০	২৬২.৯২	১৩.৮৪	১০০%
২১৮	নেত্রকোনা	কেন্দুয়া	৪৬১.৫	২২	২১	৪২৮.০৬	৩৩.৪৪	৯৫%
২১৯	নেত্রকোনা	খালিয়াজুড়ী	২১৪.২৬	৯	৯	১৫৬.১৮	৫৮.০৮	১০০%
২২০	নেত্রকোনা	দুর্গাপুর	২৪৫.১৭	৮	৮	২৩৩.৬৪	১১.৫৩	১০০%
২২১	নেত্রকোনা	নেত্রকোনা সদর	৪১৭.৯৩	১৪	১৪	৩৯৯.২২	১৮.৭১	১০০%
২২২	নেত্রকোনা	পূর্বধলা	৩৯৭.১২	১৯	১৯	৩৭৬.৯৮	২০.১৪	১০০%
২২৩	নেত্রকোনা	বারহাট্টা	২৫১.২৮	১০	১০	২৩৮.৭২	১২.৫৬	১০০%
২২৪	নেত্রকোনা	মদন	২৯৩.৫৯	১৯	১৮	২৬৫.৩৪	২৮.২৫	৯৫%
২২৫	নেত্রকোনা	মোহনগঞ্জ	২৪১.৩৭	৯	৮	২০৭.৬২	৩৩.৭৫	৮৯%
২২৬	নোয়াখালী	কবিরহাট	২৪২.২৩	৯	৯	১৯১.৫৫	৫০.৬৮	১০০%
২২৭	নোয়াখালী	কোম্পানীগঞ্জ	২৭৭.৬৯	১২	১১	২৫০.২৪	২৭.৪৫	৯২%
২২৮	নোয়াখালী	চাটখিল	২৯৬.৫	১৪	১৪	২৯১.৬৮	৪.৮২	১০০%
২২৯	নোয়াখালী	নোয়াখালী সদর	৪৬৯.৩২	১৮	১৮	৪৫৮.৫৮	১০.৭৪	১০০%
২৩০	নোয়াখালী	বেগমগঞ্জ	৪৭২.৭৯	২০	২০	৪২৬.৭৯	৪৬.০০	১০০%
২৩১	নোয়াখালী	সুবর্ণচর	২৭০.৩৭	১০	১০	২৬৯.৮২	০.৫৫	১০০%
২৩২	নোয়াখালী	সেনবাগ	৩১৬.৯৯	১৬	১৬	৩০৩.৮২	১৩.১৭	১০০%
২৩৩	নোয়াখালী	সোনাইমুড়ী	৩৩৮.০২	১৩	১৩	৩২৮.০২	১০.০০	১০০%
২৩৪	নোয়াখালী	হাতিয়া	৪২৫.৪	১৭	১৭	৪১৮.১৭	৭.২৩	১০০%

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	বরাদ্দের পরিমাণ	অনুমোদিত সেতুর সংখ্যা	বাস্তবায়িত সেতুর সংখ্যা	ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ	অবশিষ্ট অর্থের পরিমাণ	কাজের অগ্রগতির হার
২৩৫	পঞ্চগড়	আটোয়ারী	২০৪.৪৪	৭	৭	১৯৩.১০	১১.৩৪	১০০%
২৩৬	পঞ্চগড়	তেঁতুলিয়া	২৩০.৩৫	৯	৯	১৮৩.৭৫	৪৬.৬০	১০০%
২৩৭	পঞ্চগড়	দেবীগঞ্জ	৩২৯.৫৭	১১	১১	৩০৬.৭৬	২২.৮১	১০০%
২৩৮	পঞ্চগড়	পঞ্চগড় সদর	৩৩১.৩৬	১২	১২	৩১৩.৫৫	১৭.৮১	১০০%
২৩৯	পঞ্চগড়	বোদা	৩৩০.৫৭	১২	১২	২৫২.২৩	৭৮.৩৪	১০০%
২৪০	পটুয়াখালী	কলাপাড়া	৪০৭.৭৬	১৪	১৩	৩১০.৯০	৯৬.৮৬	৯৩%
২৪১	পটুয়াখালী	গলাচিপা	৪৪৭.২৩	১৪	১৪	৪১৪.৮৭	৩২.৩৬	১০০%
২৪২	পটুয়াখালী	দুমকী	১৭৬.৬৭	৭	৭	১৫৩.৩৭	২৩.৩০	১০০%
২৪৩	পটুয়াখালী	দশমিনা	২০৯.৫৬	৮	৮	১৯৯.০৮	১০.৪৮	১০০%
২৪৪	পটুয়াখালী	পটুয়াখালী সদর	৪৩৪.০৫	১৭	১৭	৪০০.৭০	৩৩.৩৫	১০০%
২৪৫	পটুয়াখালী	বাউফল	৪৯১.৫৮	২১	২১	৪৫৬.৬৬	৩৪.৯২	১০০%
২৪৬	পটুয়াখালী	মির্জাগঞ্জ	২১২.২১	৭	৭	২০১.৫৩	১০.৬৮	১০০%
২৪৭	পটুয়াখালী	রাঙ্গাবালী	১৯৪.৪৯	৬	৪	১৩৯.৯৩	৫৪.৫৬	৬৭%
২৪৮	পাবনা	আটঘরিয়া	১৬৭.১৬	৭	৭	১৫৮.৭৭	৮.৩৯	১০০%
২৪৯	পাবনা	ঈশ্বরদী	২৫০.৮২	১১	১১	২৩৬.৯৪	১৩.৮৮	১০০%
২৫০	পাবনা	চাটমোহর	৩০১.৬৪	১১	১১	২৮২.৩৫	১৯.২৯	১০০%
২৫১	পাবনা	পাবনা সদর	৩৪৬.৩	১৫	১৪	৩০৪.৩৮	৪১.৯২	৯৩%
২৫২	পাবনা	ফরিদপুর	১৮৩.৫৭	৬	৬	১৭৪.৩৯	৯.১৮	১০০%
২৫৩	পাবনা	বেড়া	২৯৪.০৮	১২	১২	২৯৩.০২	১.০৬	১০০%
২৫৪	পাবনা	ভাঙ্গুরা	২০৮.৩২	৮	৬	১৭১.৬১	৩৬.৭১	৭৫%
২৫৫	পাবনা	সুজানগর	৩০৩.৯৯	১০	১০	২৮৮.৩৩	১৫.৬৬	১০০%
২৫৬	পাবনা	সাঁথিয়া	২১৩.৪৯	৭	৭	২০৪.১১	৯.৩৮	১০০%
২৫৭	পিরোজপুর	ইন্দুরকানী	১১৫.২	৬	৬	১০৯.৪৪	৫.৭৬	১০০%
২৫৮	পিরোজপুর	কাউখালী	১৬৯.৮৬	৬	৩	১০৫.৫৭	৬৪.২৯	৫০%
২৫৯	পিরোজপুর	নাজিরপুর	৩০৯.১২	১১	১১	৩০৯.১২	-	১০০%
২৬০	পিরোজপুর	নেছারাবাদ	৩৩২.২৩	১৪	১৪	৩৩১.৯৬	০.২৭	১০০%
২৬১	পিরোজপুর	পিরোজপুর সদর	১৮৪.২৩	৯	৯	১৭৩.৫৬	১০.৬৭	১০০%
২৬২	পিরোজপুর	ভান্ডারিয়া	২২৬.০৭	৯	৯	২১৪.৭৭	১১.৩০	১০০%
২৬৩	পিরোজপুর	মঠবাড়িয়া	৩৭৮.০১	১৭	১৭	৩৫৪.৯৫	২৩.০৬	১০০%
২৬৪	ফরিদপুর	আলফাডাঙ্গা	২১০.৫৭	৭	৭	২০০.০৪	১০.৫৩	১০০%
২৬৫	ফরিদপুর	চরভদ্রাসন	১৩৫.৫৪	৫	৪	৯৭.৯৭	৩৭.৫৭	৮০%
২৬৬	ফরিদপুর	নগরকান্দা	৩১৬.৬৫	১১	১১	৩১৬.৬৪	০.০১	১০০%
২৬৭	ফরিদপুর	ফরিদপুর সদর	৩৯০.৯৩	১৪	১৪	৩৯০.৯৩	-	১০০%
২৬৮	ফরিদপুর	বোয়ালমারী	৩৮৮.৮৩	১৫	১৫	৩৬৯.৩৬	১৯.৪৭	১০০%
২৬৯	ফরিদপুর	ভাঙ্গা	৪১৭.৪২	১৬	১৬	৩৯৬.১৯	২১.২৩	১০০%
২৭০	ফরিদপুর	মধুখালী	৩৭৯.০৮	১৫	১৫	৩৬০.০৬	১৯.০২	১০০%
২৭১	ফরিদপুর	সদরপুর	৩১৬.৪৬	১৩	১৩	৩০০.৪৬	১৬.০০	১০০%
২৭২	ফরিদপুর	সালথা	২৮৬.৯২	১৪	১৪	২৮৬.৯১	০.০১	১০০%
২৭৩	ফেনী	ছাগলনাইয়া	১৩৪.৯৬	৯	৯	১৩৪.৯৬	-	১০০%

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	বরাদ্দের পরিমাণ	অনুমোদিত সেতুর সংখ্যা	বরাদ্দপ্রাপ্ত সেতুর সংখ্যা	ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ	অবশিষ্ট অর্থের পরিমাণ	কাজের অগ্রগতির হার
২৭৪	ফেনী	দাগনভূঞা	২৮৫.৪৪	১৩	১২	২০০.২৫	৮৫.১৯	৯২%
২৭৫	ফেনী	পরশুরাম	৪৬.০৮	৩	০	-	৪৬.০৮	০%
২৭৬	ফেনী	ফুলগাজী	২২৩.১	১২	১২	২২২.৪৫	০.৬৫	১০০%
২৭৭	ফেনী	ফেনী সদর	৪৩১.২১	২৩	২৩	৪৩১.২০	০.০১	১০০%
২৭৮	ফেনী	সোনাগাজী	১৫২.৯২	৮	৭	১২৬.০৯	২৬.৮৩	৮৮%
২৭৯	বগুড়া	আদমদিঘী	২১৫.৮৭	১৬	১৬	২০৫.১০	১০.৭৭	১০০%
২৮০	বগুড়া	কাহালু	১৮২.৪১	১৩	১২	১৬০.৬৫	২১.৭৬	৯২%
২৮১	বগুড়া	গাবতলী	৩৮১.৪৩	১৯	১৯	৩৬৪.২২	১৭.২১	১০০%
২৮২	বগুড়া	ধুনট	৩৪৪.২২	১২	১২	৩৪৩.০০	১.২২	১০০%
২৮৩	বগুড়া	ধুপচাচিয়া	১৫১.৮৩	১১	১১	১৪৪.৪৫	৭.৩৮	১০০%
২৮৪	বগুড়া	নন্দীগ্রাম	১২৩.৭৯	৮	৮	১১৭.৬০	৬.১৯	১০০%
২৮৫	বগুড়া	বগুড়া সদর	৩৪৯.২	১৫	১৫	৩৩২.৬৭	১৬.৫৩	১০০%
২৮৬	বগুড়া	শাহজাহানপুর	২৯১.২৫	১৯	১৯	২৭৬.৬৮	১৪.৫৭	১০০%
২৮৭	বগুড়া	শিবগঞ্জ	৩৮৭.৪	২৬	২৬	৩৬৮.০৩	১৯.৩৭	১০০%
২৮৮	বগুড়া	শেরপুর	২৯১.১৮	১২	১২	২৮৯.৬২	১.৫৬	১০০%
২৮৯	বগুড়া	সারিয়াকান্দি	৩৯১.৮৪	১৩	১৩	৩৭১.৩২	২০.৫২	১০০%
২৯০	বগুড়া	সোনাতলা	১৯৬.৩৭	১০	৯	১৬৯.৪৯	২৬.৮৮	৯০%
২৯১	বরগুনা	আমতলী	২৪৯.৭২	৮	৮	২৩৭.২৩	১২.৪৯	১০০%
২৯২	বরগুনা	তালতলী	২৪৩.৩	৮	৮	২৩১.০১	১২.২৯	১০০%
২৯৩	বরগুনা	পাথরঘাটা	২৩০.১	১০	৯	২০৬.৩০	২৩.৮০	৯০%
২৯৪	বরগুনা	বরগুনা সদর	৩৪২.০২	২০	২০	৩২৪.৯১	১৭.১১	১০০%
২৯৫	বরগুনা	বামনা	১৪২.৮৯	৭	৭	১৩৪.৭৫	৮.১৪	১০০%
২৯৬	বরগুনা	বেতাগী	২৩১.২৯	৮	৭	১৮৯.৬৮	৪১.৬১	৮৮%
২৯৭	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	আখাউড়া	১৭১.৮৬	৮	৮	১৬৩.২৬	৮.৬০	১০০%
২৯৮	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	আশুগঞ্জ	২৭৬.৫৯	১৬	১৬	২৬১.০০	১৫.৫৯	১০০%
২৯৯	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	কসবা	৩৫৩.৮২	১৫	১৫	৩৩৬.০৮	১৭.৭৪	১০০%
৩০০	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	নবীনগর	৭১০.৯২	২৫	২৫	৬৭৪.৩৩	৩৬.৫৯	১০০%
৩০১	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	নাসিরনগর	৪৫২.৬	২২	২২	৪২৯.৯৩	২২.৬৭	১০০%
৩০২	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর	৩৬৫.২৯	১৫	১৫	৩৪৮.৩৭	১৬.৯২	১০০%
৩০৩	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	বাঞ্ছারামপুর	৪৩৯.৮৪	১৭	১৭	৪১৭.৮২	২২.০২	১০০%
৩০৪	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	বিজয়নগর	৩৪১.৩৮	১৬	১৬	৩২৪.৩০	১৭.০৮	১০০%
৩০৫	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	সরাইল	৩২২.০২	১৫	১৫	৩০৫.৬৮	১৬.৩৪	১০০%
৩০৬	বরিশাল	আগৈলঝড়া	১৮৫.১	৮	৮	১৮৫.০৭	০.০৩	১০০%
৩০৭	বরিশাল	উজিরপুর	৩০২.২৩	১০	৮	২২৭.০৭	৭৫.১৬	৮০%
৩০৮	বরিশাল	গৌরনদী	২৩৪.০৪	৯	৯	২২৩.৮৪	১০.২০	১০০%
৩০৯	বরিশাল	বরিশাল সদর	৩৪২.৪৩	১৩	১৩	৩২৫.৩১	১৭.১২	১০০%
৩১০	বরিশাল	বাকেরগঞ্জ	৪৫৩.১৮	১৮	১৮	৪৩০.৫২	২২.৬৬	১০০%
৩১১	বরিশাল	বানারীপাড়া	২৮৮.৫৫	১৪	১৪	২৮৭.৬২	০.৯৩	১০০%
৩১২	বরিশাল	বাবুগঞ্জ	২০৮.৮১	৯	৯	১৮৪.৮৪	২৩.৯৭	১০০%

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	বরাদ্দের পরিমাণ	অনুমোদিত সেতুর সংখ্যা	বাস্তবায়িত সেতুর সংখ্যা	ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ	অবশিষ্ট অর্থের পরিমাণ	কাজের অগ্রগতির হার
৩১৩	বরিশাল	মুলাদী	২৩৯.০১	৯	৯	২৩৫.২০	৩.৮১	১০০%
৩১৪	বরিশাল	মেহেন্দীগঞ্জ	৪৫৬.৪৪	২০	২০	৪৫৬.৪৪	-	১০০%
৩১৫	বরিশাল	হিজলা	২০৬.৮৯	১০	৮	১৬৮.৪৪	৩৮.৪৫	৮০%
৩১৬	বাগেরহাট	কচুয়া	২৪৯.৮৬	১২	১২	২২৩.৬২	২৬.২৪	১০০%
৩১৭	বাগেরহাট	চিতলমারী	২৪২.৬৪	১০	১০	২১৭.৫৫	২৫.০৯	১০০%
৩১৮	বাগেরহাট	ফকিরহাট	১৩৫.২৩	৭	৫	৯৩.৭৫	৪১.৪৮	৭১%
৩১৯	বাগেরহাট	বাগেরহাট সদর	৩৪৮.৪৬	১২	১১	৩১৫.৯২	৩২.৫৪	৯২%
৩২০	বাগেরহাট	মোংলা	২২২.৬৩	১০	১০	২২২.৬৩	-	১০০%
৩২১	বাগেরহাট	মোড়েলগঞ্জ	৫৫৭.১৭	২৪	২৪	৫১৪.৮১	৪২.৩৬	১০০%
৩২২	বাগেরহাট	মোল্লাহাট	২৪৫.৩	১২	১২	২৪৪.৯৭	০.৩৩	১০০%
৩২৩	বাগেরহাট	রামপাল	৩৫৭.০২	১২	১২	৩৪৬.৪১	১০.৬১	১০০%
৩২৪	বাগেরহাট	শরণখোলা	১৩৯.৪৩	৭	৭	১৩৯.৪৩	-	১০০%
৩২৫	বান্দরবান	আলীকদম	১৪৫.৮২	৪	৪	১৩৮.৫৩	৭.২৯	১০০%
৩২৬	বান্দরবান	থানচি	১৪৫.৮২	৪	৪	১৩৮.৫৩	৭.২৯	১০০%
৩২৭	বান্দরবান	নাইক্ষ্যংছড়ি	১৪৫.৮২	৪	৪	১৩৮.৫৩	৭.২৯	১০০%
৩২৮	বান্দরবান	বান্দরবান সদর	১৮২.২৮	৫	৫	১৬৯.২০	১৩.০৮	১০০%
৩২৯	বান্দরবান	রুমা	১৪৫.৮২	৪	৪	১২৩.৫৩	২২.২৯	১০০%
৩৩০	বান্দরবান	রোয়াংছড়ি	১০৯.৩৭	৩	৩	৮৩.৯০	২৫.৪৭	১০০%
৩৩১	বান্দরবান	লামা	২৩৮.০৯	৭	৭	২২৬.১৯	১১.৯০	১০০%
৩৩২	ভোলা	চরফ্যাশন	৬৬৯.৫	২২	২২	৬৬৯.৫০	-	১০০%
৩৩৩	ভোলা	তজুমদ্দিন	১৭৩.৩৮	১০	৯	১৬০.১৮	১৩.২০	৯০%
৩৩৪	ভোলা	দৌলতখান	২৮২.৬	১০	৯	২৫৭.৫৬	২৫.০৪	৯০%
৩৩৫	ভোলা	বোরহানউদ্দিন	২৯৪.৯৩	১২	১২	২৯৪.৭৮	০.১৫	১০০%
৩৩৬	ভোলা	ভোলা সদর	৬৬২.৭৪	২৬	২৬	৬৬১.১৬	১.৫৮	১০০%
৩৩৭	ভোলা	মনপুরা	১২৫.২	৫	৫	১২৫.২০	-	১০০%
৩৩৮	ভোলা	লালমোহন	২৭৬.৭৯	১০	১০	২৭৬.৪৯	০.৩০	১০০%
৩৩৯	মুন্সিগঞ্জ	গজারিয়া	২৭৬.১৩	৯	৯	২৭৫.২০	০.৯৩	১০০%
৩৪০	মুন্সিগঞ্জ	টংগিবাড়ী	৪৪৭.৭৭	১৮	১৫	৩৫২.৮০	৯৪.৯৭	৮৩%
৩৪১	মুন্সিগঞ্জ	মুন্সিগঞ্জ সদর	৩১১.৫১	১০	৯	২৭৮.০১	৩৩.৫০	৯০%
৩৪২	মুন্সিগঞ্জ	সৌরহাং	৩৪৫.৭৫	১৩	১৩	৩৪৫.০৪	০.৭১	১০০%
৩৪৩	মুন্সিগঞ্জ	শ্রীনগর	৪৮০.৮১	১৭	১৫	৪৪২.৫৭	৩৮.২৪	৮৮%
৩৪৪	মুন্সিগঞ্জ	সিরাজদীখান	৪৮০.৬	১৬	১৫	৪৩৪.৪০	৪৬.২০	৯৪%
৩৪৫	ময়মনসিংহ	ঈশ্বরগঞ্জ	৩৭৩.৩৩	১৭	১৭	৩৫৪.৫৭	১৮.৭৬	১০০%
৩৪৬	ময়মনসিংহ	গফরগাঁও	৩৪৭.০৩	১৫	১৫	৩২৯.৬৭	১৭.৩৬	১০০%
৩৪৭	ময়মনসিংহ	গৌরীপুর	৩৪৭.৪৯	১৬	১২	২৪৮.১৩	৯৯.৩৬	৭৫%
৩৪৮	ময়মনসিংহ	ত্রিশাল	৪১৫.১৬	১৯	১৮	৩৬৯.৮৪	৪৫.৩২	৯৫%
৩৪৯	ময়মনসিংহ	তারাকান্দা	৩৩৭.৬৪	১৪	১৪	৩২২.২৯	১৫.৩৫	১০০%
৩৫০	ময়মনসিংহ	ধোবাউড়া	২৩১.৮	১০	৮	১৭৩.০৬	৫৮.৭৪	৮০%
৩৫১	ময়মনসিংহ	নান্দাইল	৪১৬.৫৮	১৯	১৯	৩৯৫.৫৪	২১.০৪	১০০%

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	বরাদ্দের পরিমাণ	অনুমোদিত সেতুর সংখ্যা	বাস্তবায়িত সেতুর সংখ্যা	ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ	অবশিষ্ট অর্থের পরিমাণ	কাজের অগ্রগতির হার
৩৫২	ময়মনসিংহ	ফুলপুর	৩৩৬.৬৩	১২	১১	২৬৭.৪০	৬৯.২৩	৯২%
৩৫৩	ময়মনসিংহ	ফুলবাড়িয়া	৪৩১.৫৬	১৯	১৯	৩৮৯.৭৭	৪১.৭৯	১০০%
৩৫৪	ময়মনসিংহ	ভালুকা	৩৬৫.৪৯	১৪	১৪	৩৪৬.৮৮	১৮.৬১	১০০%
৩৫৫	ময়মনসিংহ	মুক্তাগাছা	৩৪২.৪৪	১৩	১২	৩০৭.১৮	৩৫.২৬	৯২%
৩৫৬	ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ সদর	৪৩১.৯৬	১৭	১৬	৩৮৫.৭০	৪৬.২৬	৯৪%
৩৫৭	ময়মনসিংহ	হালুয়াঘাট	৪৩২.৯৭	১৪	১৪	৪০১.৩২	৩১.৬৫	১০০%
৩৫৮	মাগুরা	মাগুরা সদর	৪৩০.৫৯	১৭	১৭	৪২২.৯৫	৭.৬৪	১০০%
৩৫৯	মাগুরা	মোহাম্মদপুর	২৭৬.৬৪	১০	১০	২৫৯.৭১	১৬.৯৩	১০০%
৩৬০	মাগুরা	শ্রীপুর	২৭০.১২	১১	১১	২৬৯.৫৩	০.৫৯	১০০%
৩৬১	মাগুরা	শালিখা	২২১.৯৯	৯	৯	২০৫.৮৬	১৬.১৩	১০০%
৩৬২	মাদারীপুর	কালকিনি	৪৮৭.৫৭	২১	২১	৪৬৫.৪৫	২২.১২	১০০%
৩৬৩	মাদারীপুর	মাদারীপুর সদর	৫২১.৮৪	১৮	১৮	৪৯৫.৩৭	২৬.৪৭	১০০%
৩৬৪	মাদারীপুর	রাজৈর	৩৮৩.৮৩	১৬	১৫	৩৪৮.০৮	৩৫.৭৫	৯৪%
৩৬৫	মাদারীপুর	শিবচর	৬৭৯.৮৩	৩৪	৩১	৬৩৯.৮৯	৩৯.৯৪	৯১%
৩৬৬	মানিকগঞ্জ	ঘিওর	২৩৭.৮৭	১০	১০	২২৬.২৪	১১.৬৩	১০০%
৩৬৭	মানিকগঞ্জ	দৌলতপুর	১৬৫.৮৪	৫	৫	১৪৮.৫৫	১৭.২৯	১০০%
৩৬৮	মানিকগঞ্জ	মানিকগঞ্জ সদর	৩৪০.৫৭	১১	১১	৩১৪.০১	২৬.৫৬	১০০%
৩৬৯	মানিকগঞ্জ	শিবালয়	২৩৯.৯	১০	৯	২০৩.৩৭	৩৬.৫৩	৯০%
৩৭০	মানিকগঞ্জ	সাটুরিয়া	৩১০.২৮	১২	১২	২৮৪.৭৬	২৫.৫২	১০০%
৩৭১	মানিকগঞ্জ	সিংগাইর	৩৭৫.৮৩	১২	১২	৩৬১.০১	১৪.৮২	১০০%
৩৭২	মানিকগঞ্জ	হরিরামপুর	৪৩৭.১২	১৬	১৬	৪১৯.৭৫	১৭.৩৭	১০০%
৩৭৩	মেহেরপুর	গাংনী	২১৫.৬	১৬	১৬	২০৪.৮২	১০.৭৮	১০০%
৩৭৪	মেহেরপুর	মুজিবনগর	৪৪.৭৯	৩	৩	৪২.৫৫	২.২৪	১০০%
৩৭৫	মেহেরপুর	মেহেরপুর সদর	১০৭.৮	৮	৮	১০২.৪১	৫.৩৯	১০০%
৩৭৬	মৌলভীবাজার	কমলগঞ্জ	৩০৩.৮৬	১১	১১	২৯৯.৪৭	৪.৩৯	১০০%
৩৭৭	মৌলভীবাজার	কুলাউড়া	৪৫২.০২	১৮	১৮	৪২৯.১২	২২.৯০	১০০%
৩৭৮	মৌলভীবাজার	জুড়ি	২০৩.৫৫	৮	৮	১৯৩.৩৭	১০.১৮	১০০%
৩৭৯	মৌলভীবাজার	বড়লেখা	৩৪৫.২৭	১৫	১৩	২৭৩.৯৯	৭১.২৮	৮৭%
৩৮০	মৌলভীবাজার	মৌলভীবাজার সদর	৪১৬.৫১	২০	১৯	৩৮৯.১৯	২৭.৩২	৯৫%
৩৮১	মৌলভীবাজার	রাজনগর	২৬৫.৮৬	১০	১০	২২৯.২৭	৩৬.৫৯	১০০%
৩৮২	মৌলভীবাজার	শ্রীমঙ্গল	৩১০.৭৮	১২	১২	৩০৩.৮০	৬.৯৮	১০০%
৩৮৩	যশোর	অভয়নগর	১৭৫.৬৫	১১	১১	১৬৬.৭৭	৮.৮৮	১০০%
৩৮৪	যশোর	কেশবপুর	২৪৮.৩৫	১৬	১৫	২২৩.৫০	২৪.৮৫	৯৪%
৩৮৫	যশোর	চৌগাছা	২১৯.৮৩	১১	১১	২০৮.৯৪	১০.৮৯	১০০%
৩৮৬	যশোর	ঝিকরগাছা	২৩৩.৯৬	১৫	১৩	১৯২.৩৭	৪১.৫৯	৮৭%
৩৮৭	যশোর	বাঘারপাড়া	১৭৬.৩৮	৭	৭	১৬৭.৫৩	৮.৮৫	১০০%
৩৮৮	যশোর	মনিরামপুর	৩৫৬.৭১	২৩	২১	২৯৪.০১	৬২.৭০	৯১%
৩৮৯	যশোর	যশোর সদর	৩২৫.৯৬	১৬	১৬	৩২৫.৯৫	০.০১	১০০%
৩৯০	যশোর	শার্শা	২১৮.৯২	৯	৯	১৯৫.৩২	২৩.৬০	১০০%

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	বরাদ্দের পরিমাণ	অনুমোদিত সেতুর সংখ্যা	বরাদ্দপ্রাপ্ত সেতুর সংখ্যা	ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ	অবশিষ্ট অর্থের পরিমাণ	কাজের অগ্রগতির হার
৩৯১	রংপুর	কাউনিয়া	২০৪.২৩	৭	৬	১৬৪.৬৩	৩৯.৬০	৮৬%
৩৯২	রংপুর	গংগাচড়া	৩৩৬.৪২	১৫	১৫	৩১৯.৬০	১৬.৮২	১০০%
৩৯৩	রংপুর	তারাগঞ্জ	১৭২.৫২	৮	৮	১৬৩.৮৯	৮.৬৩	১০০%
৩৯৪	রংপুর	পীরগঞ্জ	৪৯৬.৬৪	১৮	১৭	৪৩৬.৯০	৫৯.৭৪	৯৪%
৩৯৫	রংপুর	পীরগাছা	২৮৬.৩৮	১১	১০	২৩০.৮১	৫৫.৫৭	৯১%
৩৯৬	রংপুর	বদরগঞ্জ	৩২৮.৬২	১৫	১৫	৩১২.১৮	১৬.৪৪	১০০%
৩৯৭	রংপুর	মিঠাপুকুর	৫৪৩.৪৮	২৫	২০	৪১৩.২৭	১৩০.২১	৮০%
৩৯৮	রংপুর	রংপুর সদর	১৪৬.৩৫	৯	৯	১৩৯.০৪	৭.৩১	১০০%
৩৯৯	রাংগামাটি	কাউখালী	১৪২.৩৮	৫	৪	১১৯.০০	২৩.৩৮	৮০%
৪০০	রাংগামাটি	কাপ্তাই	১৭০.৮৮	৫	৫	১৬২.৩৩	৮.৫৫	১০০%
৪০১	রাংগামাটি	জুরাছড়ি	১৩৪.৩৭	৫	৫	১২৭.৫৫	৬.৮২	১০০%
৪০২	রাংগামাটি	নানিয়ারচর	৬৭.৩	৩	৩	৬৩.৮৪	৩.৪৬	১০০%
৪০৩	রাংগামাটি	বরকল	১০০.৯৬	৪	৪	৯৭.৯১	৩.০৫	১০০%
৪০৪	রাংগামাটি	বাঘাইছড়ি	৪৯৯.১৯	১৫	১৫	৪৭৪.২২	২৪.৯৭	১০০%
৪০৫	রাংগামাটি	বিলাইছড়ি	১২৬.৪৯	৪	৪	১১৮.৮০	৭.৬৯	১০০%
৪০৬	রাংগামাটি	রাংগামাটি সদর	১০৩.৬৭	৩	৩	৯৮.৩৫	৫.৩২	১০০%
৪০৭	রাংগামাটি	রাজস্থলী	১১৬.১১	৪	৪	১১০.৩০	৫.৮১	১০০%
৪০৮	রাংগামাটি	লংগদু	২৫৯.২২	৯	৯	২৪৬.২৬	১২.৯৬	১০০%
৪০৯	রাজবাড়ী	কালুখালী	২৫৫.৫৬	৯	৯	২৫৫.৪৮	০.০৮	১০০%
৪১০	রাজবাড়ী	গোয়ালন্দ	১৩৬.৪৭	৫	৫	১২৯.৬২	৬.৮৫	১০০%
৪১১	রাজবাড়ী	পাংশা	২৫৫.২১	৮	৮	২৫৫.০৮	০.১৩	১০০%
৪১২	রাজবাড়ী	বালিয়াকান্দি	২৬২.৫	৯	৯	২৬২.৪৯	০.০১	১০০%
৪১৩	রাজবাড়ী	রাজবাড়ী সদর	৩৪৩.৪	১৫	১৫	৩৪৩.২৩	০.১৭	১০০%
৪১৪	রাজশাহী	গোদাগাড়ী	৩১৭.৮২	১২	৯	২৪৪.০৩	৭৩.৭৯	৭৫%
৪১৫	রাজশাহী	চারঘাট	১৭০.২৫	৭	৬	১৩২.৬১	৩৭.৬৪	৮৬%
৪১৬	রাজশাহী	তানোর	২১১.৬৮	৯	৯	১৯৯.৫২	১২.১৬	১০০%
৪১৭	রাজশাহী	দুর্গাপুর	২৬.৫২	২	২	২৪.৯৬	১.৫৬	১০০%
৪১৮	রাজশাহী	পুঠিয়া	১১৩.৪৮	৬	৬	১০৭.৫৪	৫.৯৪	১০০%
৪১৯	রাজশাহী	পবা	২১৬.১১	১১	৯	১৭৭.৩৮	৩৮.৭৩	৮২%
৪২০	রাজশাহী	বাঘমারা	৫৪৪.৮৮	১৮	১৮	৫১৭.৬৪	২৭.২৪	১০০%
৪২১	রাজশাহী	বাঘা	৪৬.১১	২	২	৪৩.৮১	২.৩০	১০০%
৪২২	রাজশাহী	মোহনপুর	৭০.২৫	৪	৪	৬১.৫৫	৮.৭০	১০০%
৪২৩	লক্ষীপুর	কমলনগর	৩০৮.৩৫	১৩	৯	২১৭.৩৯	৯০.৯৬	৬৯%
৪২৪	লক্ষীপুর	রামগঞ্জ	৩৫৭.১৩	১৬	১৬	৩৪২.০৫	১৫.০৮	১০০%
৪২৫	লক্ষীপুর	রামগতি	২৮৪.৪৩	১৫	১২	২৩২.০০	৫২.৪৩	৮০%
৪২৬	লক্ষীপুর	রায়পুর	৩৬৪.০৬	১৬	১৬	২৫৯.৫৭	১০৪.৪৯	১০০%
৪২৭	লক্ষীপুর	লক্ষীপুর সদর	৭৩৯.২৪	২৭	২৭	৬৭১.২৪	৬৮.০০	১০০%
৪২৮	লালমনিরহাট	আদিতমারী	২০২.৯২	৭	৭	১৯২.২৮	১০.৬৪	১০০%
৪২৯	লালমনিরহাট	কালীগঞ্জ	২০৭.৯৪	৭	৭	১৯৮.১৭	৯.৭৭	১০০%

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	বরাদ্দের পরিমাণ	অনুমোদিত সেতুর সংখ্যা	বাস্তবায়িত সেতুর সংখ্যা	ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ	অবশিষ্ট অর্থের পরিমাণ	কাজের অগ্রগতির হার
৪৩০	লালমনিরহাট	পাটগ্রাম	১৫৯.৯৬	৬	৬	১৫১.৪০	৮.৫৬	১০০%
৪৩১	লালমনিরহাট	লালমনিরহাট সদর	১৬৯.৩৫	৬	৬	১৬০.৮৮	৮.৪৭	১০০%
৪৩২	লালমনিরহাট	হাতীবান্ধা	২৪৮.১৮	১০	১০	২৩৩.০৪	১৫.১৪	১০০%
৪৩৩	শরীয়তপুর	গোসাইরহাট	১৭২.১৯	৮	৭	১৪৫.০১	২৭.১৮	৮৮%
৪৩৪	শরীয়তপুর	জাজিরা	৪১২.৬৪	১৬	১৪	৩৪৮.৯১	৬৩.৭৩	৮৮%
৪৩৫	শরীয়তপুর	ডামুড্যা	২৮১.৫৫	১১	১১	২৬৮.৭৩	১২.৮২	১০০%
৪৩৬	শরীয়তপুর	নড়িয়া	৪৮৫.০৫	২০	১৯	৪৪৩.৯৮	৪১.০৭	৯৫%
৪৩৭	শরীয়তপুর	ভেদরগঞ্জ	৪৫০.৮৬	১৯	১৯	৪২৮.০১	২২.৮৫	১০০%
৪৩৮	শরীয়তপুর	শরীয়তপুর সদর	৩৮০.৯৫	১৪	১৪	৩৫৭.৬১	২৩.৩৪	১০০%
৪৩৯	শেরপুর	ঝিনাইগাতী	২১৭.৬৫	৮	৮	২০৬.৬৭	১০.৯৮	১০০%
৪৪০	শেরপুর	নকলা	২৯৮.৪৬	১৩	১৩	২৪৪.০০	৫৪.৪৬	১০০%
৪৪১	শেরপুর	নালিতাবাড়ী	৪০০.৩২	১৭	১৭	৩৮০.২৬	২০.০৬	১০০%
৪৪২	শেরপুর	শ্রীবর্দী	৩৪৪.৩২	১৮	১৭	৩১২.৪০	৩১.৯২	৯৪%
৪৪৩	শেরপুর	শেরপুর সদর	৪৫১.৮৪	১৯	১৯	৪৫১.৭৪	০.১০	১০০%
৪৪৪	সুনামগঞ্জ	ছাতক	৪৪২.৩২	১৯	১৯	৪২০.২০	২২.১২	১০০%
৪৪৫	সুনামগঞ্জ	জগন্নাথপুর	২৭২.১৩	১০	১০	২৫৮.৫৩	১৩.৬০	১০০%
৪৪৬	সুনামগঞ্জ	জামালগঞ্জ	১৭৭.৮২	৯	৯	১৭৫.৯২	১.৯০	১০০%
৪৪৭	সুনামগঞ্জ	তাহিরপুর	২৩৮.৭	৮	৭	২০০.৩৬	৩৮.৩৪	৮৮%
৪৪৮	সুনামগঞ্জ	দক্ষিণ সুনামগঞ্জ	২৭৩.৩২	৯	৯	২৫৯.৬৫	১৩.৬৭	১০০%
৪৪৯	সুনামগঞ্জ	দিরাই	৩০৭.৭	১০	১০	২৯২.৩২	১৫.৩৮	১০০%
৪৫০	সুনামগঞ্জ	দোয়ারাবাজার	৩০৫.৮৩	১৩	১১	২৫৯.৬৩	৪৬.২০	৮৫%
৪৫১	সুনামগঞ্জ	বিশ্বম্ভরপুর	১৭০.৯	৯	৯	১৫৯.৫৯	১১.৩১	১০০%
৪৫২	সুনামগঞ্জ	ধর্মপাশা	৩৩০.৪২	১১	১০	২৮১.৯৯	৪৮.৪৩	৯১%
৪৫৩	সুনামগঞ্জ	শাল্লা	১৬১.৩১	৬	৬	১৫২.৫৪	৮.৭৭	১০০%
৪৫৪	সুনামগঞ্জ	সুনামগঞ্জ সদর	২৮৩.৪৫	১১	১১	২৬৯.২৪	১৪.২১	১০০%
৪৫৫	সাতক্ষীরা	আশাশুনি	৩৬১.২৫	১৫	১৪	৩১৪.০১	৪৭.২৪	৯৩%
৪৫৬	সাতক্ষীরা	কলারোয়া	৩৩৩.১	১৪	১৪	৩১৬.৪৪	১৬.৬৬	১০০%
৪৫৭	সাতক্ষীরা	কালিগঞ্জ	৩৯৫.৯৮	১৪	১৪	৩৫৬.৮৪	৩৯.১৪	১০০%
৪৫৮	সাতক্ষীরা	তালা	৪০৩.৭৩	২০	২০	৩৫১.৭৮	৫১.৯৫	১০০%
৪৫৯	সাতক্ষীরা	দেবহাটা	১৭৩.৭৩	৬	৬	১৬৫.০৪	৮.৬৯	১০০%
৪৬০	সাতক্ষীরা	শ্যামনগর	৪১৩.৬৯	১৫	১৫	৩৯২.৯৭	২০.৭২	১০০%
৪৬১	সাতক্ষীরা	সাতক্ষীরা সদর	৪২৯.৬৪	১৮	১৮	৩৬৬.৮৭	৬২.৭৭	১০০%
৪৬২	সিরাজগঞ্জ	উল্লাপাড়া	৪৩৭.৯৩	১৪	১৪	৪১৪.৩৭	২৩.৫৬	১০০%
৪৬৩	সিরাজগঞ্জ	কাজীপুর	৪২২.৭৫	১৫	১৪	৩৭৮.৩৫	৪৪.৪০	৯৩%
৪৬৪	সিরাজগঞ্জ	কামারখন্দ	১৩৬.৪৭	৫	৪	১০৪.৩৪	৩২.১৩	৮০%
৪৬৫	সিরাজগঞ্জ	চৌহালী	২২৪.০৭	৮	৮	২১২.৮৬	১১.২১	১০০%
৪৬৬	সিরাজগঞ্জ	তাড়াশ	১৭২.৫	৭	৭	১৬৩.৮৮	৮.৬২	১০০%
৪৬৭	সিরাজগঞ্জ	বেলকুচি	২০২.২৫	৮	৮	১৯২.১৪	১০.১১	১০০%
৪৬৮	সিরাজগঞ্জ	রায়গঞ্জ	৩০৬	১৪	১৪	২৯০.৬৬	১৫.৩৪	১০০%

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	বরাদ্দের পরিমাণ	অনুমোদিত সেতুর সংখ্যা	বাস্তবায়িত সেতুর সংখ্যা	ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ	অবশিষ্ট অর্থের পরিমাণ	কাজের অগ্রগতির হার
৪৬৯	সিরাজগঞ্জ	শাহজাদপুর	৪০৩.৫৩	১৫	১২	৩৪০.৯৮	৬২.৫৫	৮০%
৪৭০	সিরাজগঞ্জ	সিরাজগঞ্জ সদর	৩০৭.০৭	১৪	১৪	২৯১.৬৭	১৫.৪০	১০০%
৪৭১	সিলেট	এসমাঈলগঞ্জ	৩১৪.৫৫	১৬	১৬	২৯৮.৫৬	১৫.৯৯	১০০%
৪৭২	সিলেট	কানাইঘাট	৩২৭.৪২	১৩	১১	২৬১.৬০	৬৫.৮২	৮৫%
৪৭৩	সিলেট	কোম্পানীগঞ্জ	২২৪.৪৫	৮	৮	২১২.৯০	১১.৫৫	১০০%
৪৭৪	সিলেট	গোয়াইনঘাট	৩১৬.১১	১০	৯	২৭৬.০৬	৪০.০৫	৯০%
৪৭৫	সিলেট	গোলাপগঞ্জ	৩৯৪.০৩	২১	২১	৩৫৬.৪৫	৩৭.৫৮	১০০%
৪৭৬	সিলেট	জকিগঞ্জ	৩০৪.৬৫	১২	১২	২৮৮.৩৪	১৬.৩১	১০০%
৪৭৭	সিলেট	জৈন্তাপুর	২১০.৭৯	৮	৮	১৯৫.১০	১৫.৬৯	১০০%
৪৭৮	সিলেট	দক্ষিণ সুরমা	৩৫৯.৯৬	২০	১৯	২৬৭.২৮	৯২.৬৮	৯৫%
৪৭৯	সিলেট	ফেঞ্চুগঞ্জ	১৮৯.৬৭	৬	৬	১৭২.১৯	১৭.৪৮	১০০%
৪৮০	সিলেট	বালাগঞ্জ	৫১১.৮৩	৩১	৩১	৪৮৩.৮৫	২৭.৯৮	১০০%
৪৮১	সিলেট	বিয়ানীবাজার	৩৫১.২৭	১৪	১৪	৩৩২.৭২	১৮.৫৫	১০০%
৪৮২	সিলেট	বিশ্বনাথ	২৭৩.৬৫	১২	১২	২৫৯.৮১	১৩.৮৪	১০০%
৪৮৩	সিলেট	সিলেট সদর	৩৪৯.৮৩	১৩	১৩	৩২৯.৬৯	২০.১৪	১০০%
৪৮৪	হবিগঞ্জ	আজমিরীগঞ্জ	১৭২.১	৮	৮	১৬৬.৪৭	৫.৬৩	১০০%
৪৮৫	হবিগঞ্জ	চুনারুঘাট	২৯৭.২৮	১৪	১৪	২৮২.৪২	১৪.৮৬	১০০%
৪৮৬	হবিগঞ্জ	নবীগঞ্জ	৪৭৬.০৩	১৬	১৬	৩৬১.০৫	১১৪.৯৮	১০০%
৪৮৭	হবিগঞ্জ	বানিয়াচং	৪৬৪.৩৫	১৪	১৪	৩৮৭.৫০	৭৬.৮৫	১০০%
৪৮৮	হবিগঞ্জ	বাহুবল	২০১.৯	৮	৮	১৯০.২৩	১১.৬৭	১০০%
৪৮৯	হবিগঞ্জ	মাধবপুর	২৬১.৮	১১	৬	১৫০.৪০	১১১.৪০	৫৫%
৪৯০	হবিগঞ্জ	শায়েস্তাগঞ্জ	২১০.৭২	১০	১০	২০০.১৯	১০.৫৩	১০০%
৪৯১	হবিগঞ্জ	শায়েস্তাগঞ্জ	১৩৯.৯	৭	৭	১৩২.৯১	৬.৯৯	১০০%
৪৯২	হবিগঞ্জ	হবিগঞ্জ সদর	৩৩৫.৭৪	১৩	১৩	২৮৯.২৪	৪৬.৫০	১০০%
			১৫১,৫২৮.২৯	৬৪২৪	৬১৩৬	১৩৬,৬৬৯.৭৬	১৪,৮৫৮.৫৫	৯৬%

অর্থ বছরঃ ২০২০-২১ (উপজেলা ওয়ারী বিস্তারিত বিবরণ)

পাবনা জেলার সাঁথিয়া উপজেলায় ধুলাউড়ি ও নাগডেমড়া সংযোগ সড়কে বারআনি গ্রামে নির্মিত সেতু।

"গ্রামীণ রাস্তায় ১৫ মিটার দৈর্ঘ্য পর্যন্ত সেতু/কালভার্ট নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় পঞ্চগড় জেলার তেতুলিয়া উপজেলায় নির্মিত সেতু পরিদর্শন।

"গ্রামীণ রাস্তায় ১৫ মিটার দৈর্ঘ্য পর্যন্ত সেতু/কালভার্ট নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় কুমিল্লা জেলার মেঘনা উপজেলায় নির্মিত সেতু পরিদর্শন।

উপকূলীয় ও ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকায় বহুমূখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প

প্রকল্পের শিরোনাম: উপকূলীয় ও ঘূর্ণিঝড় প্রবণ এলাকায় বহুমূখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প।
মন্ত্রণালয়: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
বাস্তবায়নকারী সংস্থা: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর।
বাস্তবায়নকাল: জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০২২ (সংশোধিত)।
প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়: মোটঃ ৫৫৬০৬.৩১১ (লক্ষ টাকায়) সংশোধিত, (জিওবি)।

১৪.২.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

- দরিদ্র ও সহায় সম্বলহীন জনগোষ্ঠিকে দুর্যোগকালে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা; গবাদিপশু সম্পদ এবং গৃহস্থলীর অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্যাদি/সামগ্রী দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষা/সংরক্ষণ করা এবং আশ্রয়কেন্দ্রগুলোকে দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য জনহিতকর কাজে ব্যবহার করা।

১৪.২.২ প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রাঃ

- মাধ্যমিক বিদ্যালয়/কলেজ/মাদ্রাসার জমিতে আশ্রয়কেন্দ্র গুলো নির্মাণ করা হচ্ছে;
- আশ্রয়কেন্দ্রের সংখ্যা ২২০টি (প্রত্যকটি আশ্রয়কেন্দ্রের মেঝের আয়তন ৭৮০.০২ বর্গমিটার বিশিষ্ট)।
- প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্র তিন তলা বিশিষ্ট, তন্মধ্যে নীচ তলা ফাঁকা;
- দ্বিতীয় তলায় প্রতিবন্ধীদের অবস্থানের জন্য একটি কক্ষ নির্দিষ্ট করা আছে;
- গর্ভবতী মায়েদের জন্য এবং শিশুদের মায়ের বুকের দুধ খাওয়ানোর জন্য বিশেষ কক্ষের সংস্থান রয়েছে;
- ২য় এবং ৩য় তলায় দুর্গত মানুষের অবস্থানের জন্য আটটি (০৮) কক্ষের ব্যবস্থা করা হয়েছে;
- পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পৃথক টয়লেট ও প্রতিবন্ধীদের জন্য হাই কমোডের সংস্থান করা হয়েছে। মহিলাদের জন্য ০৩টি ও পুরুষদের জন্য ০২টি এবং শারিরীক প্রতিবন্ধিদের জন্য ০১টি পৃথক টয়লেট স্থাপন।

১৪.২.৩ প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রমঃ

- ৩টি বিভাগের ১৬টি জেলার ৮৬টি উপজেলায় ২২০টি বহুমূখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা।
- ২২০টির মধ্যে ১২০টি আশ্রয়কেন্দ্রে গবাদি পশুর আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা।
- ৩২০টি আশ্রয়কেন্দ্রে সোলার প্যানেল সিস্টেম স্থাপনের কাজ নির্মাণ করা।
- ২২০টির আশ্রয়কেন্দ্রে মধ্যে ১৮৬টি আশ্রয়কেন্দ্রে গভীর নলকুপ স্থাপন করা।
- ২২০টির আশ্রয়কেন্দ্রে মধ্যে ১৮৫টি আশ্রয়কেন্দ্রে আরসিসি সংযোগ সড়ক নির্মাণ করা।

১৪.২.৪ প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতিঃ

- ২২০টি আশ্রয়কেন্দ্রের মধ্যে ২১৩টি আশ্রয়কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং ০৫টি আশ্রয়কেন্দ্রের কাজ ফিনিশিং পর্যায়ে আছে।
- ৩২০টি আশ্রয়কেন্দ্রের মধ্যে ৩০৫টি আশ্রয়কেন্দ্রে সোলার প্যানেল সিস্টেম স্থাপনের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।
- ১৮৬টি আশ্রয়কেন্দ্রের মধ্যে ১৬৮টি বহুমূখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রে ডিপ টিউবওয়েল স্থাপনের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।
- ১২০টি গবাদি পশুর আশ্রয়কেন্দ্রের মধ্যে ১১৬টির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলাধীন শেখেরখিল ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পভুল সরেজমিন পরিদর্শন।

বাগেরহাট জেলার মোড়েলগঞ্জ উপজেলাধীন তোরার মেমোরিয়াল মাধ্যমিক বিদ্যালয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পভুল সরেজমিন পরিদর্শন।

বন্যা প্রবণ ও নদী ভাঙ্গন এলাকায় বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ (৩য় পর্যায়) প্রকল্প

ক্রমিক নং	জেলার নাম	ভূমি উন্নয়ন কর বাবদ বরাদ্দে পরিমাণ (টাকা)
১.	প্রাক্কলিত ব্যয়	১৫০৭৪৩.০০ (লক্ষ)
২.	অর্থের উৎস	জিওবি
৩.	বাস্তবায়নকাল	জানুয়ারী/২০১৮ হতে জুন/২০২২
৪.	মোট প্রস্তাবিত বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রের সংখ্যা	৪২৩টি
৫.	প্রতি তলার আয়তন	৩৯৬.০২ বঃমিঃ / ৪২৬২.৭৫ বঃফুঃ
৬.	ভবনের মোট আয়তন	১১৮৮.০৬ বঃমিঃ / ১২৭৮৮.২৫ বঃফুঃ
৭.	প্রকল্পভুক্ত জেলা	৪২ টি
৮.	প্রকল্পভুক্ত উপজেলা	২৪৭ টি
৯.	ভবনের ফাউন্ডেশন	০৩ (তিন) তলা বিশিষ্ট
১০.	ভবন	০৩ (তিন) তলা
১১.	সোলার সিস্টেম ২০০০ ওয়াট প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্রে- ০১টি	৪২৩ টি
১২.	ডিপটিউবওয়েল (পাম্পসহ)	০১ টি
১৩.	দুর্যোগ আক্রান্ত মানুষ আশ্রয়ের ব্যবস্থা (প্রতিটি কেন্দ্রে)	৪০০ জন
১৪.	গবাদি পশু আশ্রয়ের ব্যবস্থা (প্রতিটি কেন্দ্রে)	১০০ টি

সম্পাদিত কার্যক্রম সমূহ

প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিভূত বাস্তব অগ্রগতি ৩৭.০০% এবং আর্থিক অগ্রগতি ২৫.৩০%। ১ম, ২য় ও ৩য় ধাপে ২৮৮টি বন্যা আশয়কেন্দ্র নির্মাণের জন্য চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। ২৮৫টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ চলমান আছে। ০৩টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র পুরাতন অবকাঠামো থাকায় নির্মাণ কাজ শুরু করতে বিলম্ব হচ্ছে। কোভিড-১৯ এর কারণে লক-ডাউন ও নির্মাণ সামগ্রীর স্বল্পতার কারণে প্রকল্পের অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে। ২৩মে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৩০টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করেছেন। এছাড়া ৩৫টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ শেষ পর্যায়ে। ২১টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রের দরপত্র মূল্যায়ন চলমান আছে। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন সুচকের ১২৫.০০ হাজার বর্গমিটার অবকাঠামো নির্মাণের লক্ষমাত্রা ১০০% অর্জিত হয়েছে।

২০২০-২০২১ আরএডিপিতে প্রাপ্ত বরাদ্দ ৩১৯৫৯.০০ লক্ষ টাকা। বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয় ২৯৬৩৩.৩৮৪ লক্ষ টাকা। বরাদ্দের ভিত্তিতে অগ্রগতি ৯২.৭২%।

২৩ মে/২০২১ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনকৃত ৩০টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রের তালিকা

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	বাস্তবায়নাধীন বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রের নাম
১	গাইবান্ধা	সাদুল্লাপুর	ইদ্রাকপুর উচ্চ বিদ্যালয় বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ।
২	রংপুর	গঙ্গাচড়া	চর ইশোরকুল নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ।
৩	বগুড়া	গাবতলী	টিওর পাড়া হাছনা আলতাফ স্কুল এন্ড কলেজ বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ।
৪	পাবনা	বেড়া	নাকালিয়া মঞ্জুর কাদের কলেজ বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ।
৫	নাটোর	সিংড়া	ছাপনদিঘী উচ্চ বিদ্যালয় বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ
৬	সিরাজগঞ্জ	চৌহালী	আপশিমুলিয়া দাখিল মাদ্রাসা বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ।
৭	সিরাজগঞ্জ	সদর	মলিকা ছানাউলাহ আনছারী উচ্চ বিদ্যালয় বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ।

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	বাস্তবায়নাধীন বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রের নাম
৮	মাদারীপুর	কালকিনী	ডি কে আইডিয়াল সৈয়দ আতাহার আলী স্কুল এন্ড কলেজ বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ।
৯	গোপালগঞ্জ	গোপালগঞ্জ সদর	বঙ্গবন্ধু স্মৃতি উচ্চ বিদ্যালয় বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ।
১০	শরীয়তপুর	জাজিরা	মাহফুজা মোজাম্মেল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র
১১	শরীয়তপুর	নড়িয়া	রাহ্যপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ।
১২	কিশোরগঞ্জ	নিকলী	শহীদ স্মরনিকা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ
১৩	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	বাঞ্ছারামপুর	উজানচর কে.এন উচ্চ বিদ্যালয় বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ।
১৪	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	নাসিরনগর	চাতলপাড় ওয়াজ উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয় বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ।
১৫	চাঁদপুর	হাজীগঞ্জ	রাজারগাঁও উচ্চ বিদ্যালয় বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ।
১৬	চাঁদপুর	হাজীগঞ্জ	কাপাইকাপ ইসলামীয়া সিনিয়র মাদ্রাসা বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ।
১৭	চাঁদপুর	হাজীগঞ্জ	প্যারাপুর উচ্চ বিদ্যালয় বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ
১৮	চাঁদপুর	হাজীগঞ্জ	রামপুর উচ্চ বিদ্যালয় বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ।
১৯	চাঁদপুর	মতলব উত্তর	এখলাছপুর উচ্চ বিদ্যালয় বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ।
২০	চাঁদপুর	সদর	হরিনা চালিতাতলী এডওয়ার্ড ইনষ্টিটিউশন বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ।
২১	কুমিল্লা	হোমনা	আছাদপুর হাজী সিরাজ উদ-দৌলা ফারুকী উচ্চ বিদ্যালয় বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ
২২	জামালপুর	বকশীগঞ্জ	আইরমারী নতুন পাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ।
২৩	জামালপুর	দেওয়ানগঞ্জ	মৌলভীর চর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ
২৪	টাংগাইল	নাগরপুর	বাড়ীগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয় বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ
২৫	মৌলভীবাজার	কুলাউড়া	ভুকশিমইল উচ্চ বিদ্যালয় বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ।
২৬	সুনামগঞ্জ	তাহিরপুর	পৈড়ুপ দ্বিজেন্দ্র কুমার নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ।
২৭	যশোর	কেশবপুর	এম এম গোবিন্দপুর উচ্চ বিদ্যালয় বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ।
২৮	মানিকগঞ্জ	ঘিওর	কে.বি.এম উচ্চ বিদ্যালয় বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ।
২৯	সাতক্ষীরা	সদর	নুনগোলা এন,বি,বি,কে, আল মদিনা দাখিল মাদ্রাসা বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ।
৩০	সাতক্ষীরা	তালা	ধান্দিয়া কাটাখালী আদর্শ দাখিল মাদ্রাসা বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ।

গোপালগঞ্জ জেলার টুংগীপাড়া উপজেলার ত্রিপল্লী শেখ আবু নাসের মাধ্যমিক বিদ্যালয় বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করেন জনাব মোঃ আতিকুল হক, মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর।

গাইবান্ধা জেলার সাদুল্লাপুর উপজেলায় নব-নির্মিত ইদ্রাকপুর উচ্চ বিদ্যালয় বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র পরিদর্শন।

জামালপুর জেলার দেওয়ানগঞ্জ উপজেলায় নব-নির্মিত মৌলভীর চর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র পরিদর্শন।

আরবান রেজিলিয়েন্স প্রকল্প (ডিডিএম অংশ)

ক্র: নং	সম্পাদিত কার্যক্রম সমূহ	
১	প্রকল্পের নাম : আরবান রেজিলিয়েন্স প্রকল্প (ডিডিএমঅংশ)।	
২	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : (ক) অংশীদারী মন্ত্রণালয় : দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। (খ) বাস্তবায়নকারী সংস্থা : দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর। (গ) প্রকল্পের অর্থায়ন : IDA (World Bank) (ঘ) ঋণ চুক্তি স্বাক্ষরিত : ৩০ জুন ২০১৫ (ঋনচুক্তিনং:-৫৫৯৯)।	
৩	প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল : ১লা জুলাই ২০১৫ ইং- এপ্রিল ২০২২ ইং।	
৪	প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় : ১২৫.১৫ কোটি	জিওবি ৯.৬৫ কোটি
		প্রকল্প সাহায্য: ১১৫.৫০কোটি
৫	প্রকল্প এলাকা : ঢাকা ও সিলেট।	
৬	প্রকল্পের উদ্দেশ্য : দুর্যোগ (ভূমিকম্প) হ্রাসে কার্যকরী পরিকল্পনা, দুর্যোগকালীন ব্যবস্থাপনা ও পুনরুদ্ধার কার্যক্রমে সরকারের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।	
৭	প্রকল্পের মূল কাজ : i) জাতীয় পর্যায়ে Emergency Response and Communication Center (ERCC) এবং National Disaster Management Research and Training Institute (NDMRTI) এর Disaster Risk Management (DRM) সুযোগ সুবিধা (Facilities) সমূহের নকসা প্রস্তুত ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংস্থাপন (Out fit) করা।	
	ii) Training Exercise and Drills (TED) এর মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ে ERCC ও NDMRTI এবং ঢাকা ও সিলেট জেলায় স্থানীয় পর্যায়ে সিটি কর্পোরেশন ও Fire Service & Civil Defence (FSCD) এর জরুরী পরিস্থিতি মোকাবেলার ব্যবস্থাপনা ও প্রস্তুতির সক্ষমতা বৃদ্ধি করণের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ প্রদান করা।	
	প্রকল্পের সম্পাদিত কাজসমূহঃ নিম্নোক্ত সম্পাদিত কাজসমূহ RDPP র প্রভিশন অনুযায়ী সম্পন্ন করা হয়েছে। I. ERCC : আরবান রেজিলিয়েন্স (ডিডিএম অংশ) প্রকল্পের Renovation Work for ERCC at DDM; প্যাকেজ নংঃ BD-44875-CW-RFB এর রেনোভেশন কাজ সম্পূর্ণ এবং চূড়ান্ত বিল প্রদান করা হয়েছে। II. NDMRTI: আরবান রেজিলিয়েন্স (ডিডিএম অংশ) প্রকল্পের Renovation Work for NDMRTI at DDM প্যাকেজ নংঃ BD-44877-CW-RFB এর রেনোভেশন কাজ সম্পূর্ণ এবং চূড়ান্ত বিল প্রদান করা হয়েছে। III. আরবান রেজিলিয়েন্স প্রকল্প (ডিডিএম অংশ) এর Procurement of computer & Related Equipment for ERCC & NDMRTI প্যাকেজ নং- URP- DDM/G-7 এর মাধ্যমে মালামাল ক্রয় সম্পূর্ণ হয়েছে এবং বিল প্রদান করা হয়েছে। IV. আরবান রেজিলিয়েন্স প্রকল্প (ডিডিএম অংশ) এর Procurement of Office Equipment for ERCC & NDMRTI প্যাকেজ নং- URP- DDM/G-8 এর মাধ্যমে মালামাল ক্রয় সম্পূর্ণ হয়েছে এবং বিল প্রদান করা হয়েছে। V. **Training Exercises and Drills (TED) Program :** বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাস Pandemic এর কারণে TED চুক্তিটির চুক্তিপত্র অনুসারে ১৮ নভেম্বর ২০২০ তারিখে স্বাভাবিক সমাপ্তির (Completion) বিষয়ে ১৭/১১/২০২০খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত ১২তম প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (পিআইসি) সভায় এবং ১০/১২/২০২০খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত ৩য় প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির (পিএসসি) সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান REM-DTCL JV এর সাথে চূড়ান্ত আর্থিক নিষ্পত্তির বিষয়ে Amicable Settlement এর চেষ্টা অব্যাহত রাখা হয়েছে।	

ক্র: নং	সম্পাদিত কার্যক্রম সমূহ	
	বিশ্বব্যাংকের সম্মতিক্রমে জাতিসংঘ অধীনস্থ সংস্থা United Nations Development Programme (UNDP) এর সাথে একক উৎস ভিত্তিক নির্বাচন পদ্ধতিতে চুক্তি করে Training Exercises and Drills (TED) Program পুনরায় শুরু করার প্রস্তাব ১৩/০৬/২০২১ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত ১৫তম পিআইসি সভা এবং ৩০/০৬/২০২১ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত ৫ম প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি (পিএসসি) সভায় সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়েছে।	
	কাজের অগ্রগতি:	
	1.TED (Training Exercises & Drill) :	বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাস Pandemic এর কারণে TED চুক্তিটির চুক্তিপত্র অনুসারে ১৮ নভেম্বর ২০২০ তারিখে স্বাভাবিক সমাপ্তির (Completion) বিষয়ে ১৭/১১/২০২০খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত ১২তম প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (পিআইসি) সভায় এবং ১০/১২/২০২০খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত ৩য় প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির (পিএসসি) সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান REM-DTCL JV এর সাথে চূড়ান্ত আর্থিক নিষ্পত্তির বিষয়ে Amicable Settlement এর চেষ্টা অব্যাহত রাখা হয়েছে। বিশ্বব্যাংকের সম্মতিক্রমে জাতিসংঘ অধীনস্থ সংস্থা United Nations Development Programme (UNDP) এর সাথে একক উৎস ভিত্তিক নির্বাচন পদ্ধতিতে চুক্তি করে Training Exercises and Drills (TED) Program পুনরায় শুরু করার প্রস্তাব ১৩/০৬/২০২১ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত ১৫তম পিআইসি সভা এবং ৩০/০৬/২০২১ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত ৫ম প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি (পিএসসি) সভায় সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়েছে।
	2. Renovation Work of ERCC	ERCC রেনভেশন কাজের উপর মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ২০/১০/২০১৯ তারিখে পাওয়ার পর ২১/১০/২০১৯ তারিখে উক্ত কাজের চুক্তি সম্পাদন নোটিশ ইস্যু করা হয় এবং ০৫/১১/২০১৯ তারিখে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান SS Engineering & Construction Ltd কর্তৃক গত ৩০ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে কাজ সমাপ্ত করে ও সাইট বুঝে পাওয়া যায়। উক্ত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কাজের Variation ও সংশোধিত স্থাপত্য নকশা (As Built Drawing) দাখিল করলে গত ০৬-০৬-২০২১ তারিখে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় Variation ও সংশোধিত স্থাপত্য নকশা (As Built) ও বিল গত ১৩-০৬-২০২১ তারিখে অনুমোদন প্রদান করে। Renovation Work for NDMRTI at DDM এর সম্পাদিত কাজ ডিজাইন, ড্রয়িংও স্পেসিফিকেশন অনুসারে হয়েছে মর্মে ডিজাইন এবং সুপারভেশন ফার্ম ডেভলপমেন্ট ডিজাইন কনসালটেন্টস লিমিটেড কর্তৃক যাচাই-বাছাই পূর্বক প্রত্যায়ন করায় ১৪-০৬-২০২১ তারিখে চূড়ান্ত বিল প্রদান করা হয়েছে।
	3. Renovation Work of NDMRTI	NDMRTI এর রেনভেশন কাজের উপর মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ২০/১০/২০১৯ তারিখে পাওয়ার পর ২১/১০/২০১৯ তারিখে উক্ত কাজের চুক্তি সম্পাদন নোটিশ ইস্যু করা হয়। ২৭/১০/২০১৯ তারিখে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান M/S Kazi Arfanur Rahman কর্তৃক গত ৩০ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে কাজ সমাপ্ত করে ও সাইট বুঝে পাওয়া যায়। উক্ত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কাজের Variation ও সংশোধিত স্থাপত্য নকশা (As Built Drawing) দাখিল করলে গত ০৬-০৬-২০২১ তারিখে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় Variation ও সংশোধিত স্থাপত্য নকশা (As Built) ও বিল গত ১৩-০৬-২০২১ তারিখে অনুমোদন প্রদান করে। Renovation Work for NDMRTI at DDM এর সম্পাদিত কাজ ডিজাইন, ড্রয়িং ও স্পেসিফিকেশন অনুসারে হয়েছে মর্মে ডিজাইন এবং সুপারভেশন ফার্ম ডেভলপমেন্ট ডিজাইন কনসালটেন্টস লিমিটেড কর্তৃক যাচাই-বাছাই পূর্বক প্রত্যায়ন করায় ১৪-০৬-২০২১ তারিখে চূড়ান্ত বিল প্রদান করা হয়েছে।

ক্র: নং	সম্পাদিত কার্যক্রম সমূহ	
	Procurement of Computer & Related Equipment for ERCC & NDMRTI	আরবান রেজিলিয়েন্স প্রকল্প (ডিডিএম অংশ) এর Procurement of computer & Related Equipment for ERCC & NDMRTI প্যাকেজ নং- URP- DDM/G-7 এর মাধ্যমে ট্যাবলেট কম্পিউটার ৫টি, ডেস্কটপ কম্পিউটার ৫০টি, আন- ইন্টারাপটেড পাওয়ার সাপলাই (ইউপিএস)-৫০টি, ল্যাপটপ কম্পিউটার ৩৫টি, কালার লেজার প্রিন্টার ১০টি, A3 লেজার প্রিন্টার-২টি, A3 স্কানার ২টি ও স্কানার শল ১০টি ইত্যাদি মালামাল ক্রয়ের লক্ষ্যে e-gp তে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। উক্ত প্যাকেজের মূল্যায়ন কমিটি দরপত্র মূল্যায়ন করে রেসপনসিপ লোয়েস্ট হিসেবে Smart Technologies LtD কে সুপারিশ করে। গত ৩০ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে e-gp এর মাধ্যমে Smart Technologies LtD civei Notification of Award (NOA) ইস্যু করা হয়। গত ০৪ জানুয়ারী ২০২১ তারিখে উক্ত প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি সম্পাদন করা হয়। চুক্তি অনুযায়ী smart Technologies LtD এর গত ০৯ জুন ২০২১ তারিখে মালামাল সরবরাহ করায় উক্ত প্রতিষ্ঠানকে বিল প্রদান করা হয়।
	Procurement of Office Equipment for ERCC & NDMRTI	আরবান রেজিলিয়েন্স প্রকল্প (ডিডিএম অংশ) এর Procurement of Office Equipment for ERCC & NDMRTI প্যাকেজ নং- URP- DDM/G-৪ এর মাধ্যমে ডিজিটাল ফোটোকপিয়ার (ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট) ০৩টি, ডিজিটাল ফোটকপিয়ার (কালার) ০২টি, এয়ারকন্ডিশনার (সিলিং স্পিলিট টাইপ) ০৪টি, লেমিনেটিং মেশিন ০৫ টি, বাইন্ডিং মেশিন (স্পাইরাল) ০৯টি ও ফ্যাক্স মেশিন ১০টি ইত্যাদি মালামাল ক্রয়ের লক্ষ্যে e-gp তে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। উক্ত প্যাকেজের মূল্যায়ন কমিটি দরপত্র মূল্যায়ন করে রেসপনসিপ লোয়েস্ট হিসেবে Flora LtD কে সুপারিশ করে। গত ২৫ এপ্রিল ২০২১ তারিখে e-gp এর মাধ্যমে Flora LtD কে Notification of Award (NOA) ইস্যু করা হয়। গত ০৫ মে ২০২১ তারিখে উক্ত প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি সম্পাদন করা হয়। Flora LtD গত ১০ জুন/২০২১ তারিখে মালামাল সরবরাহ করলে উক্ত প্রতিষ্ঠানকে বিল প্রদান করা হয়।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	জেলার নাম	উপজেলার সংখ্যা	২০২০-২১ অর্থ বছরে RADP বরাদ্দের পরিমাণ	প্রকল্প সংখ্যা			ব্যয়িত অর্থের পরিমান	অব্যয়িত অর্থের পরিমান	কাজের অগ্রগতির হার (%)	মন্তব্য
				মোট প্রকল্প সংখ্যা	গৃহীত প্রকল্প সংখ্যা	বাস্তবায়নধীন প্রকল্প সংখ্যা				
১	২	৩	৪	৫	৮	৯	১০	১১	১০	১১
০১	ঢাকা ও সিলেট	২	২৯০০.০০	১	১	১	৯৯৭.৬১	১৯০২.৩৯	৩৪.৪০%	

Urban Resilience Project (DDM Part) এর আওতায় প্রস্তুতকৃত Emergencz Response Coordination Center (ERCC).

সিলেট জেলায় ট্রেনিং সেশন।

গ্রামীণ মাটির রাস্তাসমূহ টেকসইকরণের লক্ষ্যে হেরিং বোন বন্ড (এইচবিবি) করণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প

বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়	:	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
প্রকল্প দৈর্ঘ্য	:	৫২০৫.০০ কি.মি.
প্রকল্প ব্যয়	:	৩৩৪৭২৩.৭২ লক্ষ (৩৩৪৭.২৩৭২ কোটি)
		(রাজস্ব- ২৩১১.৬৯ লক্ষ টাকা, মূলধন- ৩৩২৪১২.০৩ লক্ষ টাকা)
প্রকল্পের উৎস	:	জিওবি
প্রকল্প মেয়াদ	:	জানুয়ারী' ২০১৯ - জুন' ২০২২ খ্রি.
একনেক সভায় অনুমোদন	:	৪ নভেম্বর ২০১৮ খ্রি.
প্রকল্প এলাকা	:	৬৪ জেলার ৪৯২ টি উপজেলা

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পটভূমিঃ

স্বাধীনতার পর থেকে এই মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে কাবিখা ও টিআর প্রকল্পের আওতায় গ্রামীণ কাঁচা সড়ক নির্মাণ কাজ শুরু হয়। তাছাড়া ২০০৮-২০০৯ সাল হতে ইমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন প্রোগ্রাম ফর দ্য পুওর (ইজিপিপি) কর্মসূচি চালু রয়েছে। এ সকল কর্মসূচির মাধ্যমে এ যাবৎ প্রায় ০৩ (তিন) লক্ষ কিলোমিটার মাটির রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ১.৫ লক্ষ কিলোমিটার রাস্তা কাচা রয়েছে। বর্ষা মৌসুমে মাটির রাস্তাগুলি কর্দমাক্ত ও ক্ষয় হয়। এতে প্রতিবছর রাস্তাগুলি যোগাযোগ উপযোগি রাখতে সরকারের বিপুল পরিমান অর্থের প্রয়োজন হয়। যা দেশের অবকাঠামো উন্নয়নে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। এ পরিস্থিতিতে রাস্তা মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় কমিয়ে আনার লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ডাটা বেইজের মাধ্যমে গ্রামীণ মাটির রাস্তাগুলিকে ক্যাটাগরী-ক এবং ক্যাটাগরী-খ দুইভাগে বিভক্ত করেছে। ক্যাটাগরী-খ (২ কিলোমিটারের নিম্নে দৈর্ঘ্য) গ্রামীণ রাস্তা রয়েছে প্রায় ৬৩ হাজার কিলোমিটার। উক্ত ৬৩ হাজার কিলোমিটার মাটির রাস্তাগুলি টেকসই করণের লক্ষ্যে ৫২০৫.০০ কিলোমিটার রাস্তা হেরিং বোন বন্ড (এইচবিবি) করার নিমিত্ত অত্র প্রকল্পটি গ্রহন করা হয়।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

১। দেশের প্রতিটি উপজেলায় স্থানীয় হাট-বাজার, গ্রোথ সেন্টার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ইউনিয়ন পরিষদ যে সকল মাটির রাস্তা দ্বারা সংযুক্ত রয়েছে সেগুলোকে এইচ বি বি করণের মাধ্যমে দীর্ঘস্থায়ী ও টেকসই করা।

২। সারাবছর চলাচল উপযোগি ও টেকসই রাখতে, উৎপাদিত কৃষিপণ্য বিপণনে সহায়তা প্রদানের জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি করা এবং পরিবহনব্যয় কমিয়ে আনা।

৩। দুর্যোগের সময় অল্প সময়ে দুর্গত এলাকার জনগণ যাতে আশ্রয়কেন্দ্রে আসতে পারে, সহজে চিকিৎসা সেবা পেতে পারে, গবাদিপশু দ্রুত নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেয়া এবং দুর্যোগে ঝুঁকি হ্রাস করে স্থানীয় জনগোষ্ঠির কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

৪। বর্ষামৌসুমে মাটির রাস্তাগুলি কর্দমাক্ত ও ক্ষয় হয়। এতে প্রতি বছর যোগাযোগ উপযোগি রাখতে সরকারের অনেক অর্থের প্রয়োজন হয়। এইচবিবি করণের মাধ্যমে মাটির ক্ষয় রোধ করা ও ভবিষ্যতে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় কমিয়ে আনা।

৫। সারাদেশের গ্রামীণ ক্ষুদ্ররাস্তাসমূহ মূল যোগাযোগ নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত করে গ্রামীণ জনপদের অনগ্রসর জনগোষ্ঠিকে জাতীয় উন্নয়নে সম্পৃক্ত করা।

বছরভিত্তিক বরাদ্দ বিভাজন ও দরপত্র আহবানঃ

অর্থবছর	মোট কিলোমিটার (ডিপিপি অনুযায়ী)	দরপত্র আহবান (কি.মি.)	মন্তব্য
২০১৯-২০২০	২৬০২৫০.	২৬৯৪৩৯৯.	
২০২০-২০২১	১৩০১২৫.	২০২৪৪.	
২০২১-২০২২	১৩০১২৫.	-	
মোট	৫২০৫০০.	২৭১৪৬৪৩.	

২০২০-২০২১ অর্থ বছরে গৃহিত কার্যক্রমঃ

- ২০১৯-২০ অর্থ বছরের এইচবিবি রাস্তা খাতে বকেয়া রয়েছে- ৬৪১৪০.০০ লক্ষ টাকা।
- ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে 'বিশেষ কার্যক্রম' হিসেবে দরপত্র আহ্বান মোট ২০.২৪৪ কি.মি.।
- ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে আহ্বানকৃত দরপত্রের মোট কার্যাদেশ মূল্য- ১০৩২.৯৪ লক্ষ টাকা।
- ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে RADP'তে বকেয়া বিল পরিশোধসহ সর্বমোট প্রয়োজন- (৬৪১৪০.০০ + ১০৩২.৯৪) = ৬৫১৭২.৯৪ লক্ষ টাকা।
- ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে RADP'তে প্রাপ্ত বরাদ্দ- ৪৯৯৭৫.০০ লক্ষ টাকা (রাজস্ব- ৩০২.০০ লক্ষ টাকা + মূলধন- ৪৯৬৭৩.০০ লক্ষ টাকা)।
- প্রাপ্ত বরাদ্দ হতে অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক অর্থ ছাড়- ৪৪৪৪৪.৭০ লক্ষ টাকা (রাজস্ব- ৩০২.০০ লক্ষ + মূলধন- ৪৪১৪২.৭০ লক্ষ) টাকা)।
- ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে এইচবিবি খাতে বকেয়াসহ বিল পরিশোধ মোট- ৪৪১৩৭.৫৯ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের অগ্রগতির হার: আর্থিক- ৯৯.৬৬% ও বাস্তব- ৯৮%।
- ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে বকেয়া থাকবে-(৬৫১৭২.৯৪ - ৪৪১৩৭.৫৯)= ২১০৩৫.৩৫ লক্ষ টাকা।

কুষ্টিয়া জেলার খোকসা উপজেলার 'বেতবাড়িয়া বৈরাগীপাড়া মোড় দুখির বাড়ি হইতে হান্নানের বাড়ি ভায়া বেতবাড়িয়া ফুড ব্রীজ পর্যন্ত (৫০০ মিটার) (ইউপি- বেতবারিয়া) রাস্তায় এইচবিবি করণ'।

নারায়নগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলার এইচবিবি প্রকল্প পরিদর্শন।

The Disaster Risk Management Enhancement Project (RMEP)

প্রকল্পের তথ্যাবলিঃ

০১ প্রকল্পের নাম	:	Disaster Risk Management Enhancement Project (Component 2&3)
০২ প্রকল্পের মেয়াদ	:	এপ্রিল, ২০১৭ হতে জুন, ২০২২ পর্যন্ত।
০৩ প্রকল্পের মোট বরাদ্দ	:	৬২০২২.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি: ১৫৭৩৪.০০ লক্ষ টাকা, পিএ: ৪৬২৮৮.০০ লক্ষ টাকা)
০৪ বরাদ্দের উৎস	:	JICA ও GoB।
০৫ প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	- প্রাকৃতিক দুর্যোগের উচ্চ ঝুঁকিতে অবস্থান করা অবকাঠামোসমূহ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারের সমন্বিত দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া শক্তিশালী করা; - দুর্যোগের সময় কার্যকরী জরুরী যোগাযোগ ব্যবস্থা শক্তিশালী করা; - দ্রুত ও কার্যকরী উদ্ধার কার্যক্রম ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা; - দুর্যোগ প্রতিরোধী সমাজ গঠনে অবদান রাখা।
০৬ প্রকল্পে জড়িত সংস্থা	:	Department of Disaster Management (DDM), Bangladesh Water Development Board (BWDB), Local Government Engineering Department (LGED)

ভৌত অগ্রগতি:

- Component-3 এর আওতায় ঘূর্ণিঝড় আমফানে ক্ষতিগ্রস্ত দেশের দক্ষিণাঞ্চলীয় ০৩ জেলায় BWDB এর জন্য স্থিরকৃত ১৬টি প্যাকেজের মধ্যে ১৫টি প্যাকেজে ৫২,৪২,৯১,৮৯০/- (বায়ান্ন কোটি বিয়ালিশ লক্ষ একানব্বই হাজার আটশত নব্বই) টাকা, LGED'র জন্য ০২ জেলায় ০৪টি প্যাকেজে ১৩,১৫,৬৬,৫৯৫/- (তেরো কোটি পনের লক্ষ ছেষট্টি হাজার পাঁচশত পঁচানব্বই) টাকা ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ১৩ জেলার ৩০ উপজেলায় DDM এর জন্য ১৫টি প্যাকেজে ৩৮,৬৭,২৭,৫৪৫/- (আটত্রিশ কোটি সাতষট্টি লক্ষ সাতাশ হাজার পাঁচশত পয়তাল্লিশ) টাকা মোট ১০৪,২৫,৮৬,০৩১/- (একশত চার কোটি পঁচিশ লক্ষ ছিয়াশি হাজার একত্রিশ) টাকার ৩৪ টি প্যাকেজে টেন্ডার আহবান ও NOA প্রদান করা হয়েছে যার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। BWDB'র আওতাধীন ০১টি প্যাকেজের পুন:দরপত্র আহবান করা হয়েছে।
- এছাড়াও BWDB'র ০৪টি ও LGED'র ০২টি প্যাকেজের টেন্ডার আহবান কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- Component-2 এর আওতায় দুর্যোগকালীন জরুরী উদ্ধারকার্যে DDM কর্তৃক ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন উদ্ধার সরঞ্জামাদী ক্রয়ের নিমিত্ত ৩,১৭,৫৫,৮৩৫ (তিন কোটি সতের লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার আটশত পঁয়ত্রিশ) টাকার ০৩টি প্যাকেজে টেন্ডার আহবান করত: NOA প্রদান করা হয়েছে। মালামাল সংগ্রহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

সার্বিক ভৌত অগ্রগতি: ৪৫%

২০২০-২১ অর্থ বছরের আর্থিক অগ্রগতি:

ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয়-	জিওবি	= ১৫১৫.৫১ (লক্ষ টাকা)
	পিএ	= ৬০৩৯.৪৭ (লক্ষ টাকা)
	মোট	= ৭৫৫৪.৯৮ (লক্ষ টাকা)
	আর্থিক অগ্রগতি	= ৫৯.৯৫%

সার্বিক আর্থিক অগ্রগতি: ১২.৬৫%

গোপালগঞ্জ জেলায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ রাস্তা পরিদর্শন।

পটুয়াখালী সদর উপজেলার বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ স্থাপনা পরিদর্শন।

মানিকগঞ্জ জেলার হরিরামপুর উপজেলার চালা ইউনিয়নের কাঁচা রাস্তা সংস্কার ও মেরামতের কাজ উদ্বোধন।

Strengthening of the Ministry of Disaster Management and Relief Program Administration (SMoDMRPA) প্রকল্প

১। প্রকল্পেরে সংক্ষিপ্ত বিবরণ

২। প্রকল্প ব্যয় (প্রাক্কলিত) মোট : ৩৫০০৮.০০ লক্ষ টাকা
জিওবি : ৩০৮.০০ লক্ষ টাকা
প্র: সা: : ৩৪৭০০.০০ লক্ষ টাকা (ঋণ ৩০৫০০.০০ লক্ষ টাকা এবং অনুদান ৪২০০.০০ লক্ষ টাকা)
অর্থায়নের উৎস : জিওবি ও আইডিএ

৩। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজের দরিদ্রতম পরিবারসমূহের কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে প্রধান প্রধান সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহ মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নে সমতা আনায়ন এবং সক্ষমতা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ।

৪। প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যসমূহ হলোঃ

(ক) অধিকতর দরিদ্রবান্ধব কর্মসূচি প্রণয়ন এবং সম্পদ বিতরণে দরিদ্রতম পরিবার নির্বাচন ব্যবস্থার উন্নয়ন;
(খ) কর্মসূচি সমূহের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা, কর্মসূচির তথ্য ব্যবস্থাপনা এবং পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা জোরদারকরণ;
(গ) কার্যক্রমে স্বচ্ছতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সুশাসন এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ;

৫। প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বিবরণ : প্রকল্পের তিনটি কম্পোনেন্ট রয়েছে, যার প্রথম দু'টি কম্পোনেন্ট দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং তৃতীয় কম্পোনেন্টটি বাংলাদেশ ব্যুরো অব স্ট্যাটিসটিকস কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের টিএপিপিএর ১ম সংশোধনীর পর বরাদ্দসহ কম্পোনেন্টগুলো হলোঃ-

(১) Support to MoDMR Social Safetz Net Programs (USD. 622 Million)

(২) Strengthening of the Ministrz of Disaster Management and Relief (MoDMR) Program Administration (SMoDMPA) (USD. 32 Million) এবং

(৩) Natonal Housedhold Database (NHD) (USD. 89 Million)

বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের ৫টি প্রধান সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির কার্যকর ও সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য কারিগরী সহায়তা হিসেবে Strengthening of the Ministrz of Disaster Management and Relief (MoDMR) Program Administration শীর্ষক প্রকল্পটি পরিচালিত হচ্ছে।

৬। প্রকল্পের বাস্তবায়ন এলাকা : সমগ্র দেশ

৭। প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল : জুলাই ২০১৩ থেকে জুন-২০২৩ পর্যন্ত

৮। প্রকল্পের উপকারভোগী : এই প্রকল্পের আওতায় সুবিধাভোগী হবেন দেশের দরিদ্রতম জনগোষ্ঠী যারা প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট উভয় প্রকার দুর্যোগে ও বছরের কর্মহীন মৌসুমে দূর্দশার সম্মুখীন হয়। লক্ষ্যভুক্ত দরিদ্র পরিবার নির্বাচন ও সুশাসন নিশ্চিত করার মাধ্যমে দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বিশাল অংশ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির আওতাভুক্ত হবে বলে আশা করা যায়।

প্রকল্পের কাজের অগ্রগতিঃ

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের ৫টি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির অপারেশন ম্যানুয়ালের উপর ১ম পর্যায়ে ৬৪টি ট্রেনিং সম্পন্ন হয়েছে;
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের ৫টি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির অপারেশন ম্যানুয়ালের উপর উপজেলা পর্যায়ে ইউপি চেয়ারম্যান ও সচিব, ট্যাগ অফিসার এবং PIC কমিটির সদস্যসদের ওয়ার্কশপ সম্পন্ন;
- Sznergz কর্তৃক DDM এবং BBS MIS দুইটির Prototzpe উপস্থাপন;
- EGPP MIS এবং Safeguard এর উপর PIO এবং SAE কে প্রশিক্ষণ প্রদান;
- জুলাই ২০২১ পর্যন্ত ১৫ লক্ষ VGF ও EGPP উপকারভোগীদের তথ্য Digitize করা হয়েছে;
- জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তাগণকে প্রকল্পের কার্যক্রম অবহিতকরণের লক্ষ্যে ২দিন ব্যাপি প্রশিক্ষণ কর্মশালা সম্পন্ন এবং উপ-সহকারী প্রকৌশলীগণদের প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ও কর্মপরিকল্পনা সংক্রান্ত ১দিনের কর্মশালা সম্পন্ন;
- বাংলদেশ ডাক বিভাগের সহায়তা EGPP কর্মসূচির উপকারভোগীকে পোষ্টাল ক্যাশ কার্ডের মাধ্যমে মজুরী পরিশোধ এবং পরবর্তীতে A2i এর সহযোগিতায় ০৮টি উপজেলায় ৮২২৫জন উপকারভোগীকে বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে মজুরী পরিশোধ করা হয়েছে;
- ১৯টি উপজেলায় ২২,০০০ জন উপকারভোগীকে G2P এবং electronic pazment পদ্ধতিতে মজুরি পরিশোধের জন্য পেমেন্ট পাইলট সম্পন্ন করা হয়েছে ।;
- HR Performance Management Szstem প্রস্তুত সম্পন্ন হয়েছে। HR PMS এর Hardware BCC এর Data Center এ স্থাপন;
- মন্ত্রণালয়ের আদর্শ নেটওয়ার্ক স্থাপনের ও DDM এর LAN স্থাপনের দরপত্র আহবান ও মূল্যায়ন চূড়ান্ত করণ;
- BTV তে ০৫টি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির উপর টিভি স্পট প্রচার করা হয়েছে। এ ছাড়া ০৪টি প্রাইভেট চ্যানেলে উক্ত TV Spot প্রচারিত হয়েছে। রেডিও তে প্রচার এবং টিভি ব্রল প্রচার;
- ইজিপিপি+ নির্দেশিকা চূড়ান্তকরণ কর্মশালা;
- রাজশাহী বিভাগীয় কর্মশালা গৃহহীনদের জন্য দুর্যোগ সহনীয় বাসগৃহ নির্মাণ নির্দেশিকার উপর দিন ব্যাপি সেমিনার;
- অতিদরিদ্রের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি (ইজিপিপি) বাস্তবায়ন ও বর্তমান প্রেক্ষাপট শীর্ষক বিষয়ক কর্মশালা;
- পাঁচটি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও গনসচেতনতার সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রচারভিযান এর ঋসড়া প্রতিবেদন চূড়ান্তকরণ কর্মশালা এবং
- HR Performance Management Szstem (HR-PMS) সফটওয়ার এর উপর প্রশিক্ষণ।

২০২০-২১ অর্থ বছরের এডিপিতে বরাদ্দ অনুযায়ী আর্থিক অগ্রগতিঃ

বরাদ্দ			অবমুক্তি			ব্যয়					
মোট	জিওবি	প্রসা:	মোট (%)	জিওবি (%)	প্রসা: (%)	(মে-২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত)		(জুন-২০২১)		(জুন-২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত)	
						আর্থিক (%)	বাস্তব %	আর্থিক (%)	বাস্তব %	আর্থিক (%)	বাস্তব %
১৯৪১.০০	৪১.০০	১৯০০.০০	১৯৪১.০০	৪১.০০	১৯০০.০০	১৪২২.৭১ (জিওবি-৩৭.৪৬, আরপিএ-১৩৮৫.১৫) ৭৩.৩০%	৭৫	৩৯০.৭০ (জিওবি-৩.২০, আরপিএ-৩৮৭.৫০) ২০.১৩%	২৫	১৮১৩.৪১ (জিওবি-৪০.৭৬, আরপিএ-১৭৭২.৬৫) ৯৩.৪৩%	১০০

প্রকল্পের সর্বমোট বরাদ্দ অনুযায়ী আর্থিক অগ্রগতিঃ

বরাদ্দ			অবমুক্তি	
মোট	জিওবি	প্রসাঃ	আর্থিক (%)	বাস্তব %
৩৫০০৮.০০	৩০৮.০০	৩৪৭০০.০০	১৮০৯৭.১৩ (জিওবি-১৮৫.৩৭, আরপিএ-১৭৯১১.৭৬) ৫১.৬৯%	৬২%

প্রকল্প পরিচালকের নাম : মোঃ সিদ্দিকুর রহমান (অতিরিক্ত সচিব)।

টেলিফোন/ মোবাইল : ০২-২২২২৯০৩৬০

SMoDMRPA প্রকল্পের আওতায় ইজিপিপি+ নির্দেশিকা চূড়ান্তকরণ কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ মোহসীন, সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং মহাপরিচালক, জনাব মোঃ আতিকুল হক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর ।

চিত্রঃ ০২ প্রকল্পের আওতায় পাঁচটি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও গনসচেতনতার সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রচারভিযান এর ফলড়া প্রতিবেদন চূড়ান্তকরণ কর্মশালা। উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান, প্রকল্প পরিচালক ও জনাব মোঃ আতিকুল হক, মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর।

মুজিব কিল্লা নির্মাণ, সংস্কার ও উন্নয়ন প্রকল্প

প্রকল্পের তথ্যাবলিঃ

১। প্রকল্পের নাম : মুজিব কিল্লা নির্মাণ, সংস্কার ও উন্নয়ন

২। প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত

৩। প্রকল্পের মোট বরাদ্দ : ১৯৫৭৪৯.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি: ১৯৫৭৪৯.০০ লক্ষ টাকা)

৪। বরাদ্দের উৎস : জিওবি

৫। প্রকল্পের উদ্দেশ্য :
১) দুর্যোগকালে কিল্লার আশেপাশের জনসাধারণ এবং তাদের মূল্যবান দ্রব্য-সামগ্রী রক্ষা;
২) দুর্যোগের সময় গৃহপালিত প্রাণীদের নিরাপদ আশ্রয় নিশ্চিতকরণ;
৩) স্বাভাবিক সময়ে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা এবং খোলা মাঠ ও হাট-বাজার হিসেবে ব্যবহার;
৪) গ্রাম ও ইউনিয়ন কমিউনিটি কর্তৃক বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানের এবং বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের বৈঠক/সভার ভেন্যু হিসেবে ব্যবহার;
৫) বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের জন্য ব্যবহার; এবং
৬) দুর্যোগপূর্ব/দুর্যোগকালীন/দুর্যোগ-উত্তর সময়ে অস্থায়ী সেবাকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার।

৬। লক্ষ্যমাত্রাঃ

প্রকল্পের আওতায় দেশের ঘূর্ণিঝড়প্রবণ ১৬টি জেলার ৬৪টি উপজেলায় এবং বন্যা ও নদী ভাঙনপ্রবণ ২৪টি জেলার ৮৬টি উপজেলায় বিদ্যমান ১৭২টি মুজিব কিল্লার সংস্কার ও উন্নয়ন এবং নতুন ৩৭৮টি মুজিব কিল্লা নির্মাণ করা (মোট মুজিব কিল্লার সংখ্যা ৫৫০টি)।

৭। বাস্তব অগ্রগতিঃ

জুন/২০২১ পর্যন্ত সম্পাদিত কাজ	জুলাই/২০২১ পর্যন্ত সম্পাদিত কাজ
১। ৯৯টি প্রকল্পের NoA প্রদান করা হয়েছে ২। আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে ৫০জন জনবল নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে (জুলাই, ২০২০) ৩। e-GP web portal এ ১০০টি প্রকল্পের tender document প্রস্তুত করা হয়েছে ৪। আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে নিয়োগকৃত উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) ৩৮ (আটত্রিশ) জন এবং উপ-সহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ) ০২ (দুই) জনকে প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক স্ব-স্ব জেলায় পদায়ন করা হয়েছে	১। মোট ১২৮টি প্রকল্পের দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে ২। ১০৫টি প্রকল্পের NoA প্রদান করা হয়েছে ৩। ছাদ ঢালাই হয়েছে ৪০টি ৪। বেজ ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে ৫টি ৫। গ্রেডবিম সম্পন্ন করা হয়েছে ১৬টি

৮। আর্থিক অগ্রগতিঃ

- প্রকল্প ব্যয় : ১৯৫৭৪৯.০০ লক্ষ টাকা
- শুরু হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় : ৮৫৫৪.২৯ লক্ষ টাকা
- চলতি অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দ : ৩০০০০.০০ লক্ষ টাকা
- চলতি অর্থবছরের ১৮/৮/২১ তারিখ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় : ২৩১৮.০০ লক্ষ টাকা (বরাদ্দের ৭.৭৩%)
- প্রকল্পের ১৮/৮/২১ তারিখ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি : ১৪.৪১%

চর দরবেস মুজিব কিল্লা, সুবর্ণচর, নোয়াখালী।

চর কাজী মোকলেস মুজিব কিল্লা, সুবর্ণচর, নোয়াখালী।

জেলা ত্রাণ গুদাম কাম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প

বাস্তবায়নকারী সংস্থা : দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
মন্ত্রণালয় : দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
প্রকল্প ব্যয় : ১৪৩৯৩.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি)
প্রকল্প মেয়াদ : জানুয়ারি-২০১৮ হতে জুন-২০২২

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

- দুর্যোগে তাৎক্ষণিক সাড়াদানের অংশ হিসেবে ত্রাণসামগ্রী সরবরাহের নিমিত্ত পর্যাপ্ত ত্রাণ মজুদকরণ ও অবকাঠামো তৈরী;
- দুর্যোগ পরবর্তী কার্যক্রম তদারকি করার নিমিত্ত জেলা পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় সেল-এর কার্যালয় স্থাপন ও প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংরক্ষণ;
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সার্বিক উন্নয়ন কর্মকান্ড মনিটরিং এর নিমিত্ত পরিদর্শন বাংলো নির্মাণ;

প্রকল্পটির প্রধান প্রধান কার্যক্রমঃ

- ৮ টি বিভাগে ৬৪ টি জেলায় ৬৬ টি জেলা ত্রাণ গুদাম কাম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কেন্দ্র নির্মাণ।
- প্রতিটি ৫৭৭০.০০ বঃফুট হিসেবে মোট-৩৮০৮২০.০০ বঃফুট
- প্রতিটি জেলা ত্রাণ গুদাম কাম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কেন্দ্রে ১৫০০ ওয়াট হিসেবে ৬৬ টিতে মোট ৯৯ কিলোওয়াট সোলার সিস্টেম স্থাপন।
- প্রতিটি জেলা ত্রাণ গুদাম কাম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কেন্দ্রে বাউন্ডারী ওয়াল ও সংযোগের জন্য আরসিসি এপ্রোচ রাস্তা নির্মাণ।

মৌলভীবাজার জেলা ত্রাণ গুদাম কাম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প পরিদর্শন।

নাটোর জেলা ত্রাণ গুদাম কাম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কেন্দ্র পরিদর্শন।

ন্যাশনাল রেজিলিয়েন্স প্রোগ্রাম (এনআরপি): ডিডিএম অংশ

প্রকল্পের শিরোনাম : "ন্যাশনাল রেজিলিয়েন্স প্রোগ্রাম (এনআরপি): ডিডিএম অংশ"।
প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় : ৩১৯৭.৯১ লক্ষ টাকা। [প্র: সা: ২৯২৩.৫৩ লক্ষ টাকা এবং জিওবি: ২৭৪.৩৮ লক্ষ টাকা]
বাস্তবায়নকাল : প্রকল্প মেয়াদঃ জানুয়ারী ২০১৮ – ডিসেম্বর ২০২১।

টেকসই উন্নয়নের জন্য দুর্যোগ সহনশীলতার (রেজিলিয়েন্স) গুরুত্ব অনুধাবন করে ন্যাশনাল রেজিলিয়েন্স প্রোগ্রাম (এনআরপি) শীর্ষক একটি সমন্বিত কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। চারটি মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে এই কর্মসূচির আওতায় প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তিমূলক, জেন্ডার রেসপন্সিভ এবং ঝুঁকি অবহিতিমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের কৌশল ও টুলস উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য।

ন্যাশনাল রেজিলিয়েন্স প্রোগ্রাম (এনআরপি): ডিডিএম অংশের উদ্দেশ্যঃ

- দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক বাস্তবায়ন ও সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক বাস্তবায়ন মনিটরিং দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য অ্যাডভোকেসী করা;
- প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তিমূলক ও জেন্ডার রেসপন্সিভ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় পুনঃপুনঃ ঘটে এমন এবং বড় মাত্রার দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য কার্যক্রমের মাধ্যমে জাতীয় সক্ষমতা বৃদ্ধি (উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ);
- দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় পর্যায়ে জনগোষ্ঠীর প্রস্তুতি, সাড়াদান ও পুনরুদ্ধারের দক্ষতা বৃদ্ধি।

২০২০-২০২১ অর্থ-বছরে প্রকল্পের অগ্রগতি:

প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তিমূলক, জেন্ডার রেসপন্সিভ এবং ঝুঁকি অবহিতিমূলক জাতীয় নীতিমালা ও স্ট্রাটেজি প্রণয়ণে কারিগরি সহযোগিতা: National Plan for Disaster Management (NPDM) ২০২১-২৫ এর বাংলা ও ইংরেজী ভার্সন প্রণয়নে কারিগরি সহযোগিতা প্রদান, পাশাপাশি মুদ্রণ ও প্রচারনায় সহযোগিতা করা হয়। এই NPDM ২০২১-২৫ প্রণয়ন সংক্রান্ত জাতীয় কর্মশালা করা হয়। পরবর্তীতে কর্মশালার মাধ্যমে আন্তঃমন্ত্রণালয় পর্যায়ে NPDM ২০২১-২৫ চূড়ান্ত করা হয়। উক্ত কর্মশালাসমূহে ১৮টি মন্ত্রণালয়, বিশ্ববিদ্যালয় ও উন্নয়ন সহযোগী হতে প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারীগণের মতামতের মাধ্যমে ৫০টি অগ্রাধিকারভিত্তিক কার্যক্রম নির্ধারণ করা হয়।

এআরপি প্রকল্পের আওতায় এনপিডিএম ২০২১-২০২৫ প্রণয়ন কর্মশালা। উপস্থিত আছেন ডাঃ মোঃ এনামুর রহমান এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও সচিব, জনাব মোঃ মোহসীন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং মোঃ আতিকুল হক, মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর।

দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি ২০১৯ এর ইংরেজী ভার্সন চূড়ান্তকরণ, মুদ্রণ, বিতরণ ও প্রচারণা করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি (এসওডি) ২০১৯-এর ওপর 'বাংলাদেশ সেক্রেটারিয়েট রিপোর্টার্স ফোরাম'- এর ১০০ সাংবাদিককে এবং মানিকগঞ্জ জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির ১২০জন সদস্যকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সেখানে এনআরপি প্রকল্প কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করে। SOD ২০১৯ অনুসারে এনআরপি প্রকল্পের জাতীয় প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটরের উদ্যোগে FbF/Action টাস্কফোর্স গঠনে সহযোগিতা প্রদান করা হয়।

অবকাঠামো ও অ-অবকাঠামোগত ভূমিকম্প ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থা নিরূপণপূর্বক ভবিষ্যত করণীয় বিষয়ে সুপারিশমালা প্রণয়নের জন্য একজন আন্তর্জাতিক পর্যায়ের ভূমিকম্প বিষয়ক পরামর্শক কর্তৃক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে।

করোনার দ্বিতীয় ঢেউ মোকাবেলার প্রস্তুতি হিসেবে আপদকালীন পরিকল্পনা প্রণয়নে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়কে কারিগরী সহায়তা প্রদান করা হয়। COVID-19 সাড়াদানের নির্দেশিকা প্রণয়নে কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হয়।

সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক বাস্তবায়ন ও সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক বাস্তবায়ন মনিটরিং সিস্টেম গঠনঃ দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক বাস্তবায়ন ও সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক বাস্তবায়ন মনিটরিং বিষয়ক কারিগরি দিক নির্দেশনা ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য এ সংক্রান্ত কারিগরি কমিটিকে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়। সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক মনিটরে লক্ষ্য অনুযায়ী তথ্য আপলোডের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সন্নিবেশকরণে কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করা হয়। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত ১৯৭০ হতে ২০২০ সালের বিভিন্ন দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতির তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও সমন্বয় করে উক্ত তথ্য ভেলিডেশনের মাধ্যমে সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক মনিটরে আপলোড করা হয়।

ভূমিকম্পের কার্যকর প্রস্তুতির মডেল তৈরির জন্য রংপুর সিটি কর্পোরেশন, টাঙ্গাইল, রাঙামাটি ও সুনামগঞ্জ পৌরসভায় পাইলটিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে এর আওতায় ১৫৪০ জন নগর স্বেচ্ছাসেবককে ভূমিকম্প সার্চ অ্যান্ড রেসকিউ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ভূমিকম্প ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা নিরূপণপূর্বক ১০টি ওয়ার্ডের কন্টিনজেন্সি পরিকল্পনা তৈরি হয়েছে। বুয়েট (বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়)-জিডপাসের এবং ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সমন্বিত উদ্যোগে ওয়ার্ড পর্যায়ে ভূমিকম্প প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রমের মডেল বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

ভূমিকম্প প্রস্তুতিতে নগর স্বেচ্ছাসেবকদের জেন্ডার বিষয়ক সচেতনতা ও করণীয় বিষয়ে ৩০ জন প্রশিক্ষককে অনলাইনে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ঢাকা, রংপুর, টাঙ্গাইল, রাঙামাটি ও সুনামগঞ্জ জেলার নির্বাচিত প্রশিক্ষকগণ এই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। ভূমিকম্প মোকাবিলায় প্রস্তুতিমূলক মডেলের আওতায় রংপুর সিটি কর্পোরেশন, টাঙ্গাইল, রাঙামাটি ও সুনামগঞ্জ পৌরসভায় প্রায় ৮২ জন ইঞ্জিনিয়ার, ডেভেলাপার ও নগর পরিকল্পনাবিদদের ভূমিকম্প প্রস্তুতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। কভিড-১৯ সহ অন্যান্য দুর্যোগে সাড়াদান ও মানবিক সহায়তা কার্যক্রমে অংশগ্রেহণে জন্য নগর স্বেচ্ছাসেবকদের ৩৫০টি সুরক্ষা সামগ্রী (পিপিই) প্রদান করা হয়েছে।

রংপুর সিটি কর্পোরেশন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন ও কার্যকর করা হয়। উক্ত কমিটি সভায় রংপুরে স্থাপিত সিসমিক ওয়ার্নিং সেন্টার চালুকরণের ওপর জোর দেওয়া হয়। এছাড়াও সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা পর্যায়ে ভূমিকম্প ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কার্মসূচির নিয়মিত কার্যক্রম হিসেবে ওয়ার্ড পর্যায়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির মিটিং এবং পৌরসভা, ফায়ার সার্ভিসের প্রতিনিধিবৃন্দের উপস্থিতিতে নগর স্বেচ্ছাসেবকদের অভিজ্ঞতা বিনিময় কর্মশালার আয়োজন করা হয়। ৩টি পৌরসভায় বিল্ডিং কন্সট্রাকশন কমিটি কার্যকর করা হয়। এই সকল কমিটির মাধ্যমে ভবনের ডিজাইন পর্যালোচনার মাধ্যমে চূড়ান্তকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। উলেখ্য যে, ভবন নির্মাণ বিধিমালা বাস্তবায়নে উক্ত বিল্ডিং কন্সট্রাকশন কমিটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

কোভিড সচেতনতা প্রচারে সুনামগঞ্জের মেয়র ও নগর স্বেচ্ছাসেবকগণ।

রাঙ্গামাটিতে ভূমিধ্বসের সতর্কতা করনীয় প্রচারনায় নগর স্বেচ্ছাসেবকগণ।

নগর স্বেচ্ছাসেবকদের সার্চ এন্ড রেসকিউ প্রশিক্ষণ

সুনামগঞ্জ নগর স্বেচ্ছাসেবকদের প্রশিক্ষণ পরিদর্শনে প্রকল্প পরিচালক জনাব আবুল খায়ের মোঃ মারুফ হাসান।
জনাব আবুল খায়ের মোঃ মারুফ হাসান গত ১৫-০৪-২০২১ তারিখ করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) এ আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

প্রশিক্ষিত নগর স্বেচ্ছাসেবকরা কোভিড-১৯ এর ২য় ঢেউ মোকাবিলায় গণসচেতনতা বৃদ্ধিতে ও বিনামূল্যে মাস্ক বিতরণের কাজ করছে। এছাড়াও স্থানীয় প্রশাসনকে মানবিক সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনায় সহযোগিতা করে। এছাড়া নগর স্বেচ্ছাসেবকদের অংশগ্রহণে রংপুর, টাঙ্গাইল, রাঙ্গামাটি ও সুনামগঞ্জে করোনা বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি, জীবাণু নির্বীজকরণ ও মানবিক সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনা করে। রাঙামাটি পৌরসভার জেলা প্রশাসনকে পাহাড় ধস রোধ বিষয়ক কার্যক্রমে সহযোগিতা করে। FSCD এর সহযোগি হিসেবেও তারা অগ্নি-নির্বাপনেও তারা সক্রিয় ভূমিকা রেখেছে।

ফ্লাড প্রিপায়ার্ডনেস প্রোগ্রাম (FPP): পানির নিমজ্জন মাত্রা নির্ণয় করে বন্যার বৈজ্ঞানিক পূর্বাভাস স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে জনগোষ্ঠীতে পৌছে দেবার জন্য কুড়িগ্রাম ও জামালপুরে বন্যা প্রস্তুতি মডেল উন্নয়ন ও মডেল বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। আন্তর্জাতিক এনজিও কেয়ার বাংলাদেশ ও ইন্সটিটিউট অব ফ্লাড অ্যান্ড ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট (আইডবিওএফএম), বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় কুড়িগ্রাম ও জামালপুর জেলায় এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

FPP এর আওতায় জেন্ডার রেসপন্সিভ ও প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তিমূলক আগাম সতর্ক বার্তা প্রচার ও বন্যা প্রস্তুতির জন্য প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ১৪৪০ স্বেচ্ছাসেবক তৈরি করা হয়েছে। স্বেচ্ছাসেবকদের প্রশিক্ষণ মডিউল প্রণয়ন করা হয়েছে। ফ্লাড প্রিপেয়ার্ডনেস প্রোগ্রামের পানির নিমজ্জন মাত্রার ভিত্তিতে বন্যার আগাম সতকবার্তা মডেল প্রণয়ন করা হয়েছে। বন্যার আগাম সতর্কীকরণ মডেল মাঠ পর্যায়ে পাইটলিংয়ের কাজ চলছে।

বন্যা পস্তুতি কর্মসূচি (FPP)'র আওতায় কুড়িগ্রাম ও জামালপুর জেলায় ২০ ইউনিয়নে কমিউনিটি রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট (CRA) এর মাধ্যমে ঝুঁকি বিশেষণ করে বন্যা ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হয়েছে। পরিকল্পনা চূড়ান্তকরণের অংশ হিসেবে ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে ভেলিডেশন কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

ফ্লাড প্রিপেয়ার্ডনেস প্রোগ্রামের পানির নিমজ্জন মাত্রার ভিত্তিতে বন্যার আগাম সতর্কবার্তা মডেল বাস্তবায়ন সংক্রান্ত TOT বিষয়ক প্রশিক্ষণ মডিউল প্রস্তুত করা হয়েছে। পরবর্তীতে সম্ভাব্য বন্যা বিবেচনায় ফ্লাড প্রিপেয়ার্ডনেস প্রোগ্রামের পানির নিমজ্জন মাত্রার ভিত্তিতে বন্যার আগাম সতর্কবার্তা মডেল বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারী ও এনজিও পর্যায়ে ৪৫ জনকে TOT প্রদান করা হয়েছে। ফ্লাড প্রিপেয়ার্ডনেস প্রোগ্রামের আওতায় পানির নিমজ্জন মাত্রার ভিত্তিতে বন্যার আগাম সতর্কবার্তা মডেল বাস্তবায়নের লক্ষে ইতোমধ্যে তৈরীকৃত ১৩২০ জন স্বেচ্ছাসেবকে রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিসমূহকে দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস অন্তর্ভূক্তিমূলক করার নিমিত্ত একটি পাইলটিং হাতে নেওয়া হয়েছে। এ সংক্রান্ত মডেল তৈরির জন্য অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসৃজন কর্মসূচি (ইজিপিপি)-এর ওপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হচ্ছে। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি কর্তৃক গৃহীত স্কীমকে দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস অন্তর্ভূক্তিকরণের লক্ষ্যে খসড়া নির্দেশিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। এ কার্যক্রমের শিক্ষণের ওপর ভিত্তি করে পর্যায়ক্রমে সংশিষ্ট অন্যান্য সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীতে এ মডেল বাস্তবায়নের সুপারিশ করা হবে। মাঠ পর্যায়ে এ কার্যক্রম বাস্তবায়নে Eco-Social Development Organization (ESDO) নামক একটি জাতীয় সংস্থা সহযোগিতা করছে।

অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসৃজন কর্মসূচির মাধ্যমে দুর্যোগসহনশীল অবকাঠামো (বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, আশ্রয়কেন্দ্রে সংযোগ সড়ক ইত্যাদি) তৈরি, মেরামত কার্যক্রম এ ঝুঁকি বিবেচনায় স্কীম নির্বাচন ও প্রকল্প বাস্তবায়নে এনআরপি সহযোগিতা করছে। সংশিষ্ট বিষয়ে পাইলটিং কার্যক্রম জামালপুর ও কুড়িগ্রাম জেলায় 'দুর্যোগঝুঁকি অন্তর্ভূক্তিমূলক সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি'র আওতায় সর্বমোট ১৫ টি স্কিম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এর মধ্যে আছে ঈদগাহ মাঠ, বসত বাড়ির ভিটা উচুকরণ, আশ্রয়কেন্দ্র/স্কুল সংযোগ রাস্তা তৈরী ও উচুঁ মাটির কাজ, অবকাঠামোগুলোর স্থায়ীত্ব বাড়াতে ঘাস ও গাছ রোপন, বন্যার স্তর বিবেচনায় রাস্তা উচু করা, রাস্তার স্থায়ীত্বশীলতার জন্য দুই ধারে ভেটিবার ঘাস ও বৃক্ষ রোপন, বক্স কালভার্ট, প্রটেকশন ওয়াল, ফ্লাড শেল্টারের সংযোগ সড়ক নির্মাণ। উল্লেখিত কার্যক্রম সিআরএ/আরআরএপি'র মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয় এবং তা দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

বন্যা পরবর্তী সময়ে প্রাণিসম্পদের দুর্যোগ সহনশীলতা বৃদ্ধির জন্য ২টি ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্প আয়োজন করা হয়। এছাড়াও বন্যাকালিন সময়ে গবাদি পশুর আশ্রয়ের জন্য ভিটি উচুঁকরণ করা হয়েছে। এছাড়াও ইজিপিপি'র উপকারভোগিদের জন্য ভাসমান সজি চাষ পদ্ধতির মডেল বাস্তবায়ন করা হয়।

জামালপুরে ইজিপিপি'র আওতায় বন্যা থেকে রাস্তা রক্ষায় নির্মিত গাইড ওয়াল।

কুড়িগ্রাম ঈদগাহ/অস্থায়ী বন্যা আশ্রয় স্থান উচুঁকরণ পরিদর্শনে প্রকল্প পরিচালক জনাব আবুল খায়ের মোঃ মারুফ হাসান । জনাব আবুল খায়ের মোঃ মারুফ হাসান গত ১৫-০৪-২০২১ তারিখ করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) এ আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। ইন্না লিলাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

জামালপুর ও কুড়িগ্রামের ইসলামপুর ও চিলমারীতে ইজিপিপি'র ২০০ জন অতি দরিদ্র নারী, পুরুষ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দুর্যোগ-সহনীয় জীবিকায়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে আয়-বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ ও সহায়ক উপকরণ প্রদান করা হয়েছে। জলবায়ু বিপদাপন্নতায় প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি বিষয়ক প্রশিক্ষণ মডিউল প্রস্তুত করা হয়েছে।

দুর্যোগঝুঁকি অন্তর্ভুক্তিমূলক সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি'র আওতায় স্থানীয় পর্যায়ের দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস পরিকল্পনা বিষয়ে ৩৮০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির আওতায় ৩৮০ জন স্বেচ্ছাসেবককে অন্তর্ভুক্তিমূলক দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও জামালপুর ও কুড়িগ্রামে বহুখাত সংশিষ্ট দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস পরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ে ২০০জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ভেটিভার ঘাস প্রযুক্তি সংক্রান্ত কর্মশালা করা হয়; গ্রাম ভিত্তিক আপদকালিন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। ইউনিয়ন পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন ও কার্যকর করা হয়।

প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তিমূলক দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস (DiDRR) মডেল উন্নয়নে একটি পাইলটিং কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। পাইলটিং-এর শিক্ষণ ব্যবহার করে একটি নীতি সুপারিশ পেশ করা হবে যাতে দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সকল পর্যায়ে প্রতিবন্ধিতার বিষয়াবলি বিবেচনা করা হয়। মাঠ পর্যায়ে এ কার্যক্রম বাস্তবায়নে Center for Disabilitz in Development (CDD) নামক জাতীয় এনজিও সহযোগিতা করছে। প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তিমূলক দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস (DiDRR) কর্মসূচি কুড়িগ্রাম ও জামালপুর জেলায় বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠন তৈরি ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তিমূলক দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস (DiDRR) বিষয়ে ৪০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করাসহ দুর্যোগে প্রথম সাড়াদানকারীদের জন্য সন্ধান ও উদ্ধার বিষয়ে ৫৮ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তিমূলক দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস কর্মসূচির আওতায় ১০ প্রতিবন্ধি ব্যক্তিকে নেতৃত্ব ও অ্যাডভোকেসি বিষয়ে ১০ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় ।

বন্যায় সুরক্ষা ও ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসে প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তিমূলক আগাম সতর্ক বার্তা তৈরি ও প্রচার কার্যক্রমর উপকরণের খসড়া তৈরি করা হয়েছে। কভিড ১৯ এর সচেতনতা বৃদ্ধিতে প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তিমূলক উপকরণ– লিফলেট, অডিও-ভিডিও প্রণয়ন ও প্রচার করা হয়েছে।

এই পাইলটিং কার্যক্রমের আওতায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বন্যাকালীন চলাচল নির্বিঘ্ন করার জন্য কুড়িগ্রামে ১৪ টি গণস্থাপনা প্রতিবন্ধীবান্ধব করা হয়েছে; যার মধ্যে আছে নৌ-ঘাটে কাঠের র‍্যাম্প তৈরি, প্রবেশগম্য টিউবওয়েল স্থাপন, কমিউনিটি ক্লিনিক ও ইউনিয়ন পরিষদে র‍্যাম্প স্থাপন।

প্রতিবন্ধীতার ধরণ অনুযায়ী ১০ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে সহায়ক উপকরণ প্রদান করা হয়। এটি পরবর্তীতে স্থানীয় প্রশাসনের প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তিমূলক কার্যক্রম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করবে।

কুড়িগ্রামের চিলমারী ও সদর উপজেলায় জনগোষ্ঠী পর্যায়ে নিয়মিত কার্যক্রম হিসেবে উঠোন, প্রতিবন্ধি ব্যক্তিদের সংগঠন ও স্ব-সহায়ক দল পর্যায়ে বৈঠক আয়োজন করা হয়। ৩৬টি ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি কার্যকর করা হয়েছে।

'দুর্যোগঝুঁকি অন্তর্ভুক্তিমুলক সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি' এবং প্রতিবন্ধিতা অন্তর্ভুক্তিমূলক দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস কর্মসূচির আওতায় কুড়িগ্রামে বন্যা সহনশীল ও প্রতিবন্ধি প্রবেশগম্য গৃহ মডেল তৈরীর কাজ চলমান আছে। উল্লেখ্য যে, অংশগ্রহণমূলক উপায়ে স্কীম নির্বাচন করা হয়েছে এবং উপকারভোগির যৌথ অংশীদারিত্ব রয়েছে।

ভূমিকম্প ও অন্যান্য দুর্যোগকালে অনুসন্ধান, উদ্ধার অভিযান পরিচালনা এবং জরুরি যোগাযোগের জন্য যন্ত্রপাতি সংগ্রহ প্রকল্প (৩য় পর্যায়)

উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/ বিভাগ	:	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়)	:	মোট (সম্পূর্ণ জিওবি) ২২৭৫.৯৯১০
প্রকল্পের মেয়াদকাল	:	নভেম্বর ২০২০ থেকে অক্টোবর ২০২৩

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পটভূমিঃ

- ভৌগলিক অবস্থান, ভূ-প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য এবং জনসংখ্যার ঘনবসতির কারনে বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম দুর্যোগপ্রবণ একটি দেশ। প্রায়শঃই বিভিন্ন দুর্যোগে দেশের বহুলোকের প্রানহানিসহ জীবন ও জীবিকা, পরিবেশ এবং অর্থনীতির ব্যাপকক্ষতি সাধিত হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগের পাশাপাশি মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগ তথা অগ্নিকান্ড, সড়ক দুর্ঘটনা এবং পাহাড় ও ভবন ধ্বসের ঘটনা দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে;
- বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে অনুসন্ধান ও উদ্ধারকার্য পরিচালনার জন্য বাংলাদেশের প্রভূত সক্ষমতা অর্জিত হলেও ভূমিকম্প ও মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগ মোকাবিলাসহ অনুসন্ধান ও উদ্ধারকার্যে সক্ষমতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন;
- অনুসন্ধান ও উদ্ধার কার্যক্রমের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইত:পূর্বে ১ম ও ২য় ফেজের প্রকল্পের আওতায় কিছু যন্ত্রপাতি (এক্সকেভেটর, মোটরযান, ক্রেন, ফোর্ক লিফটার, জেনারেটর ইত্যাদি) সংগ্রহ করা হয়েছে;
- ১ম ফেজটি সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে ৬৯.০৯ কোটি টাকা ব্যয়ে জুলাই'২০০৩ থেকে ডিসেম্বর'২০১০ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়। মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনা মোতাবেক এ প্রকল্পের ২য় ফেজ জিওবি ১৫৩.৫২ কোটি টাকা ব্যয়ে জুলাই'২০১৩ থেকে ডিসেম্বর'২০১৭ মেয়াদে বাস্তবায়ন করা হয়;

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

ক) উদ্দেশ্যঃ

- দুর্যোগকালীন উদ্ভূত পরিস্থিতিতে উন্নত প্রযুক্তিসম্পন্ন ও সমন্বিত জরুরি সাড়া প্রদান;
- পেশাগত দক্ষতা ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অনুসন্ধান ও উদ্ধার অভিযান পরিচালনা; এবং
- দেশের সম্পদহানি হ্রাস এবং জনগণের জীবন ও সম্পদ রক্ষা করা।

খ) লক্ষ্যমাত্রাঃ

- যে কোন দুর্যোগ পরিস্থিতিতে জরুরি সাড়া প্রদানের লক্ষ্যে অনুসন্ধান ও উদ্ধার অভিযান পরিচালনার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি;
- দুর্যোগকালে ও দুর্যোগের পরে দ্রুত সাড়া প্রদান এবং উদ্ধার অভিযান পরিচালনায় হালকা ও ভারি যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মাধ্যমে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি;
- দেশের যে কোন দুর্যোগ কবলিত এলাকায় স্বল্প সময়ে অফিস ও যোগাযোগ নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা, যা National Emergencz Operation Center (NEOC) এর সম্পূরক হিসেবে কাজ করবে :

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পটভূমি:

প্রকল্পের ১ম ও ২য় ফেজের আওতায় ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতি সিটি কর্পোরেশন, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ও সশস্ত্র বাহিনীর নিকট হস্তান্তর করা হয়;

- ভূমিকম্প সহ অন্যান্য দুর্যোগ উদ্ধারকাজ পরিচালনার জন্য যন্ত্রপাতি সংগ্রহের বিষয়ে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের দায়ের হওয়া রিট পিটিশন নং ৯৩২৯/২০০৮ অনুযায়ী প্রদত্ত রায়ের নির্দেশনা বাস্তবায়ন এবং অনুসন্ধান ও উদ্ধার কার্যক্রমের কাঙ্ক্ষিত সক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যে আরো এজেন্সী অন্তর্ভূক্ত করে পূর্বের প্রকল্পের ধারাবাহিকতায় আধুনিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহের লক্ষ্যে ৩য় ফেজের প্রকল্প গ্রহনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;
- জরুরি সাড়ায় নিয়োজিত সংস্থাসমূহকে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি/সরঞ্জামাদিসহ প্রস্তুত রাখা গেলে দুর্যোগকালে মানুষের সম্পদ ও জানমাল রক্ষায় তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে;
- উল্লেখ্য, প্রস্তাবিত প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ভূমিকম্প ও অন্যান্য দুর্যোগকালে অনুসন্ধান এবং উদ্ধার অভিযান পরিচালনার জন্য দেশের মোট চাহিদার প্রায় ৮% মেটানো সম্ভব হবে।

প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রমঃ

- জরুরি যোগাযোগের ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট ব্যবহার করে নিজস্ব যোগাযোগ/ সার্ভিস সম্প্রসারণ;
- LTE (Long Term Evolution) Based Core Network স্থাপন;
- একটি Intelligent Network স্থাপনের জন্য HSS (Human Service Software) Billing সিস্টেম, Application সমূহ এবং অন্যান্য কার্যাদি সম্পন্ন;
- ১১টি বিভিন্ন জোনের অধিনস্ত জেলাসমূহে ১৩২টি eNodeB, রেডিও সংযোগ, Cloud Server and Antenna Subszstem স্থাপন;
- অবকাঠামোগত সুবিধাসহ ৬২টি Emergencz Response Vehicle (ERV) স্থাপন;
  যোগাযোগ সরঞ্জামাদি যথাঃ VSAT (Verz Small Aperture Terminal)
- LTE (Long Term Evolution) enable Handset, CPE (Customer-Provided Equipment), UDB (Universal Data Bank) Dongle, SIM Card সরবরাহ করা ও স্থাপন;
- দুর্যোগকালিন সময়ে দেশের যে কোন স্থানে স্থাপনযোগ্য ও স্থানান্তর উপযোগী, উচ্চমানসম্পন্ন (যেমনঃ 4th Generation) সেলুলার কমিউনিকেশন এর মাধ্যমে জরুরি যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন;
- দুর্যোগকালিন সময়ে ও দুর্যোগের পরে ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজে নিয়োজিত গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা/ব্যক্তিকে যোগাযোগের আওতায় নিয়ে আসার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;
- সেড কাম স্টোরেজসহ অন্যান্য নির্মাণ ও মেরামত;
- প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান ও কারিগরি পরিদর্শন;
- পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কারিগরি এবং O&M প্রশিক্ষণ প্রদান;
- জনবল নিয়োগ।

প্রকল্পের আওতায় সংস্থাভিত্তিক সংগৃহীতব্য প্রধান প্রধান যন্ত্রপাতিসমূহঃ

সংস্থাসমূহ যন্ত্রপাতির ধরণ	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর	আর্মড ফোর্সেস	বিজিবি	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স	র‍্যাব	পুলিশ	নৌ বাহিনী+কোষ্ট গার্ড
জলযান (রেসকিউ ইঞ্জিন বোট, হোভার ক্রাফট, এয়ার বোট, স্পীড বোট, স্যান্ড টিগার)	১০০টি ইঞ্জিন বোট+৬০টি এয়ার বোট+৫০টি স্পীড বোট)		৮টি স্যান্ড টিগার		৫টি এয়ার বোট+১০টি স্পীড বোট	১টি হোভার ক্রাফট+ ১০টি এয়ার বোট	(২+১)টি হোভার ক্রাফট
আইসিইউ এম্বুলেন্স/ওয়াটার এম্বুলেন্স/এমার্জেন্সী রেসপন্স এম্বুলেন্স			৭টি আইসিইউ এম্বুলেন্স			(৪+৪+৮) =১৬টি	
অগ্নি নির্বাপক সরঞ্জামাদি				৩০৩টি			
মোটরযান ইমার্জেন্সী রেসপন্স ভেহিকেল প্রাইম মুভার		৬২টি					

প্রকল্পের আওতায় সংস্থাভিত্তিক সংগৃহীতব্য প্রধান প্রধান যন্ত্রপাতিসমূহঃ

সংস্থাসমূহ যন্ত্রপাতির ধরণ	প্রকল্প অফিস	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর	সিপিপি	আর্মড ফোর্সেস	ফায়ার সার্ভিস	র‍্যাব	পুলিশ	নৌ বাহিনী+ কোষ্ট গার্ড	রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি
	পরিমাণ/প্রস্তাবিত ব্যয়								
মোটরযান	৪টি	১টি	১১টি		৪টি		৯টি		৮টি
মোটরসাইকেল	৫টি		৮০টি						
টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি			২০.১৯ কোটি টাকা	৩৩০.২৯ কোটি টাকা					
বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি-সার্চ এন্ড রেসকিউ				৩৩৩.৫৬ কোটি টাকা		১৪.০৯ কোটি	৬৯.৩৪ কোটি টাকা		
তাঁবু ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি		৬.৪১ কোটি টাকা	১২০ কোটি টাকা						৭.৯৯ কোটি টাকা

অগ্রগতিঃ

- ১৪/০২/২০২১ তারিখে একজন প্রকল্প পরিচালক ও ১৬/০২/২০২১ তারিখে একজন উপপ্রকল্প পরিচালক অতিরিক্ত দায়িত্বে নিয়োগ করা হয়;
- আউট সোর্সিং জনবল নিয়োগের জন্য টেন্ডার আহবান করা হয়েছে এবং মূল্যায়ন চলমান রয়েছে;
- বাসা ভাড়া প্রক্রিয়া চলমান আছে;
- পরিকল্পনা কমিশনের ডাটা বেইজে প্রয়োজনীয় তথ্য সন্নিবেশ করা হয়েছে।
- ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের জন্য ১.৫০ কোটি এবং ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের জন্য ১৫০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রস্তাব করা হয়েছে এবং
- PIC, PSC ,সরবরাহ ও সমন্বয় কমিটি ও TEC/PEC গঠনের জন্য মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)

ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) কর্মীদের সাথে ওয়ারলেসে কথা বলছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (১৯৭৩)

ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)

১৫.১ ভূমিকা

ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি এর একটি যৌথ কর্মসূচি। ১৯৭০ সালের নভেম্বর মাসের প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের পর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অনুরোধক্রমে তৎকালীন লীগ অব রেড ক্রস বর্তমানে ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব রেড ক্রস এন্ড রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি বাংলাদেশের উপকূলীয় জনসাধারণের জীবন ও সম্পদ রক্ষার্থে ১৯৭২ সালে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি প্রতিষ্ঠা করে। এই কর্মসূচির গুরুত্ব বিবেচনা করে বাংলাদেশ সরকার ১ জুলাই ১৯৭৩ হতে কর্মসূচিটির দায়িত্ব গ্রহণ করে। কর্মসূচিটি তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক অনুমোদিত হয়। ফলে ১৯৭৩ সালের ১ জুলাই হতে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি বাংলাদেশ সরকার ও বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি এর একটি যৌথ কর্মসূচি হিসেবে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বিশেষ করে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে সতর্ক সংকেত প্রচার, দুর্গতদের আশ্রয় কেন্দ্রে আনয়ন, উদ্ধার ও অনুসন্ধান, প্রাথমিক চিকিৎসা এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজে সহায়তা ইত্যাদি সফলতার সাথে করে আসছে।

১৫.২ ভিশন

বাংলাদেশের উপকুলীয় ও নদী তীরবর্তী জনসাধারণের দুর্যোগ মোকাবিলায় সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ঘূর্ণিঝড়ে প্রাণহানি ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস/কমিয়ে আনা।

১৫.৩ উদ্দেশ্য

১। দুর্যোগে সাড়া প্রদানের সক্ষমতা বৃদ্ধি।

২। দুর্যোগে প্রাণহানি ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করা।

৩। সমাজ কল্যাণে মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে স্বেচ্ছাসেবক দলের দক্ষতা, স্পৃহা, অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি ও আত্মত্যাগী মনোভাব সৃষ্টি করা।

৪। দুর্যোগ প্রস্তুতি কার্যক্রম শক্তিশালী এবং উন্নয়ন করা।

৫। ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির স্বেচ্ছাসেবক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

৬। দুর্যোগে দ্রুত সাড়া প্রদানের জন্য বেতার যোগাযোগ শক্তিশালী করা।

৭। আবহাওয়ার সতর্ক সংকেত বোধগম্য ও প্রতিষ্ঠিত করা এবং ঘূর্ণিঝড় সংকেতের সাথে সম্পৃক্ত জনসাধারণের কার্যকরি সাড়া প্রদান নিশ্চিত করা।

১৫.৪ কর্মসূচির কর্ম এলাকা

- কক্সবাজার জেলার টেকনাফ উপজেলা হতে সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলা।
- ১৩টি জেলায় (কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, ফেনী, নোয়াখালী, লক্ষীপুর, ভোলা, বরগুনা, বরিশাল, পটুয়াখালী, পিরোজপুর, বাগেরাহাট, খুলনা এবং সাতক্ষীরায়) সিপিপির কার্যক্রম বিস্তৃত।
- নদী তীরবর্তী আরো ৬টি জেলায় (চাঁদপুর, মাদারীপুর, ফরিদপুর, শরীয়তপুর, গোপালগঞ্জ, ঝালকাঠি সম্প্রসারণ করা হয়েছে) সিপিপির কার্যক্রম বিস্তৃত করার কার্যক্রম রয়েছে।
- এ কর্মসূচিতে বর্তমানে উপকুলীয় ১৩টি জেলার আওতাধীন ৪২টি উপজেলার ৩৬৬টি ইউনিয়নে মোট ৩৮০১টি ইউনিটে (গ্রাম কমিটি) ৩৮০১০ জন মহিলাসহ সর্বমোট ৭৬০২০ জন সাংকেতিক যন্ত্রাদি সজ্জিত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবক রয়েছে।

১৫.৫ সিপিপির কার্যক্রম

- ঘূর্ণিঝড়ের সংকেত প্রচার
- দুর্গতদের আশ্রয়কেন্দ্রে স্থানান্তর
- উদ্ধার ও অনুসন্ধান কার্যক্রম
- প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান
- ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমে সহায়তা
- স্বেচ্ছাসেবক টিম গঠন
- স্বেচ্ছাসেবকদের প্রশিক্ষণ প্রদান, জেলে, ইমাম প্রমুখ কমিউনিটিকে মোটিভেশনাল প্রশিক্ষণ প্রদান
- স্বেচ্ছাসেবক গিয়ার ও সাংকেতিক যন্ত্রপাতি বিতরণ
- ঘূর্ণিঝড় বিষয়ক মাঠ মহড়া আয়োজন
- সচেতনতামূলক স্বেচ্ছাসেবক র‍্যালী আয়োজন
- পোস্টার-লিফলেট বিতরণ
- বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ
- ওয়্যারলেস নেটওয়ার্ক সুষ্ঠুভাবে রক্ষণাবেক্ষণ

১৫.৬ ঘূর্ণিঝড় পূর্ব এবং ঘূর্ণিঝড় চলাকালীন কার্যক্রম

সতর্ক সংকেত প্রচার

- ❖ ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি এইচএফ এবং ভিএইচএফ ওয়্যারলেস সেটের মাধ্যমে সরাসরি প্রধান কার্যালয় থেকে বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় যোগাযোগ রক্ষা করে থাকে।
- ❖ বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর থেকে আবহাওয়ার বার্তা পাওয়ার সাথে সাথে ওয়্যারলেস সেটের মাধ্যমে সিপিপির উপকূলীয় এলাকায় প্রেরণ করা হয়ে থাকে। একইভাবে স্বেচ্ছাসেবকগণ আবহাওয়ার বার্তা গ্রহণ করেন এবং ঘূর্ণিঝড়ের সতর্ক সংকেত স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রচার করে থাকেন। তাছাড়া সতর্ক সংকেত পাওয়ার পর কখন কি করতে হবে সে বিষয়ে সম্যক ধারণা দেওয়া হয়ে থাকে।

১৫.৭ সংকেত প্রচার প্রক্রিয়া

সংকেত প্রচার পদ্ধতিঃ

সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি প্রচার

- ➢ সংকেত নং ১-৩:
  - জনে জনে (মৌখিক) প্রচার
- ➢ সংকেত নং ৪
  - সিপিপি বোর্ড মিটিং, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা আহবান
  - ১টি পতাকা উত্তোলন
  - মাইক, মেগাফোনে বহুল প্রচার
- ➢ সংকেত নং ৫-৭:
  - মাইক, মেগাফোনে বহুল প্রচার
  - ২টি পতাকা উত্তোলন
  - বিপদাপন্নদের আশ্রয়কেন্দ্রে আনয়ন (কর্তৃপক্ষের নির্দেশক্রমে)

- সংকেত নং ৮-১০
  - মাইক, মেগাফোন, সাইরেনের মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার
  - ৩টি পতাকা উত্তোলন
  - দুর্গতদের আশ্রয়কেন্দ্রে অবস্থান নিশ্চিতকরণ

১৫.৮ সিপিপির সাংগঠনিক কাঠামো

ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির প্রধান কার্যালয় ঢাকার নিয়ন্ত্রণাধীন ৭টি জোনাল কার্যালয় রয়েছে। জোনাল কার্যালয়ের আওতাধীন ৪২টি উপজেলা রয়েছে এবং উপজেলা কার্যালয়ের আওতাধীন ৩৬৬টি ইউনিয়ন রয়েছে। উক্ত কার্যালয়ের আওতাধীন ৩৮০১টি ইউনিট রয়েছে। প্রতিটি ইউনিটে ২০ জন স্বেচ্ছাসেবক রয়েছে। এর মধ্যে ১০ জন পুরুষ এবং ১০ জন নারী স্বেচ্ছাসেবক রয়েছে। উক্ত ইউনিটে ৫টি বিভাগ প্রতি বিভাগে যথা, সংকেত, আশ্রয়, উদ্ধার, প্রাথমিক চিকিৎসা এবং ত্রাণ বিভাগ। প্রতিটি বিভাগে ৪ জন করে স্বেচ্ছাসেবক রয়েছে।

১৫.৯ স্বেচ্ছাসেবক প্রশিক্ষণ

১। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে সরকারি অর্থায়নে ৪২টি উপজেলায় মোট ২৬,১৭৭ জন স্বেচ্ছাসেবককে (দুর্যোগে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, অনুসন্ধান-উদ্ধার, ভূমিকম্প ও প্রাথমিক চিকিৎসা) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

সিপিপি স্বেচ্ছাসেবকদের প্রশিক্ষণ

১৫.১০ বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মায়ানমার নাগরিকদের ক্যাম্পসমূহে সিপিপি

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় সিপিপি স্বেচ্ছাসেবকগণ প্রথম রেসপন্ডার হিসেবে যোগদান করে।
- প্রাথমিকভাবে তাঁবু সরবরাহ, খাদ্য বিতরণ, খাবার পানির সংস্থান ইত্যাদি কাজে এবং পথ প্রদর্শক ও দোভাষী হিসেবে সিপিপি স্বেচ্ছাসেবকগণ কাজ করেন।

- প্রতিটি ক্যাম্পে ক্যাম্প-ইন-চার্জগণের সহায়তাকারী হিসেবে শুরু থেকে সিপিপি স্বেচ্ছাসেবকগণ নিয়োজিত আছেন।
- দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কর্মসূচির অংশ হিসেবে প্রতিটি ক্যাম্পে ১০০ জন করে মোট ৩,৪০০ জন অস্থায়ী স্বেচ্ছাসেবক রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির মধ্য হতে নির্বাচন করে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ভলান্টিয়ার গিয়ার ও সাংকেতিক যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়েছে।
- উক্ত জনগোষ্ঠির বোধগম্য ভাষায় আবহাওয়া সতর্কতা ও দুর্যোগ তথ্য প্রচারের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।
- প্রতিটি ক্যাম্পে দুর্যোগ নিয়ন্ত্রণ কক্ষ এবং ওয়্যারলেস স্টেশন স্থাপনের কাজ চলছে।

১৫.১১ ঘূর্ণিঝড় বিষয়ক মাঠ মহড়া

২০২০-২১ অর্থ বছরে সরকারি অর্থায়নে ৪২টি উপজেলায় ৪১টি ঘূর্ণিঝড় বিষয়ক মাঠ মহড়ার আয়োজন করা হয়েছে এবং ৩৬৭ টি ইউনিয়নে গণসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সিপিপি স্বেচ্ছাসেবকদের মহড়া

১৫.১২ সাংকেতিক যন্ত্রপাতি এবং স্বেচ্ছাসেবক গিয়ার সরবরাহ ও বিতরণ

২০২০-২১ অর্থ বছরে সরকারি অর্থায়নে ১৩টি উপজেলায় (দাকোপ, কয়রা আশাশুনি, শ্যামনগর, গলাচিপা, দশমিনা, মঠবাড়িয়া, শরনখোলা, মনপুরা, তজুমদ্দিন, লালমোহন, চরফ্যাশন ও পাথরঘাটা) স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য সাংকেতিক যন্ত্রপাতি এবং স্বেচেছাসেবক গিয়ার এর ১৪টি আইটেম রেইনকোর্ট, মেগাফোন, হ্যান্ড সাইরেন, সিগনাল ফ্লাগ মাষ্ট, সিগনাল ফ্লাগ, সিপিপি ভেষ্ট, টর্চ লাইট, লাইফ জ্যাকেট, প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যাগ, গামবুট, উদ্ধার ব্যাগ, হার্ডহেট, এইচএফ ওয়্যারলেস সেট এবং ভিএইচএফ ওয়্যারলেস সেট ইত্যাদি) দরপত্রের মাধ্যমে ক্রয় করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট উপজেলার স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে এবং ওয়্যারলেসটসমূহ সংশ্লিষ্ট উপজেলায় সরবরাহ এবং যথাযথভাবে স্থাপন করা হয়েছে।

১৫.১৩ স্বেচ্ছাসেবক ডাটা বেইজ

সিপিপির সর্বমোট ৭৬,০২০ জন স্বেচ্ছাসেবকের ডাটাবেজ জাতীয় তথ্য বাতায়নে যুক্ত করা হয়েছে।

১৫.১৪ স্বেচ্ছাসেবক সমাবেশ/সভা

২০২০-২১ অর্থ বছরে সিপিপির মাঠ পর্যায়ে ১০৩টি উপজেলা কমিটির সভা, ৭৩০টি ইউনিয়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

১৫.১৫. ঘূর্ণিঝড় 'ইয়াস' মোকাবিলা

মে, ২০২১ মাসে ঘটে যাওয়া ঘূর্ণিঝড় 'ইয়াস' মোকাবিলায় সিপিপি কর্তৃক নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়-

- জনগণের মাঝে আবহাওয়া সতর্ক সংকেত প্রচার করা হয়।
- মানুষকে আশ্রয় কেন্দ্রে আসতে সহায়তা করা হয়।
- বিপদসংকুল এলাকায় আটকে পড়া মানুষকে অনুসন্ধান ও উদ্ধার করা হয়।
- দেশের উপকুলীয় জেলাসমূহের বিপদজনক ও বিচ্ছিন্ন এলাকা হতে মানুষকে নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে আসা হয়।

ঘূর্ণিঝড়ে সিপিপি স্বেচ্ছাসেবকদের কার্যক্রম

ঘূর্ণিঝড়ে সিপিপি স্বেচ্ছাসেবকদের কার্যক্রম

১৫.১৬ কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে গৃহীত কার্যক্রম

- সিপিপি স্বেচ্ছাসেবকগণ স্বাস্থ্যবিধি মেনে সতর্কতার সাথে সচেতনতামূলক প্রচার, লক ডাউন মনিটরিং, স্বজনবিহীন করোনায় মৃতদেহ ব্যবস্থাপনার কাজ করছে।
- কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলার দ্বৈত ঝুঁকিতে প্রয়োগ করার জন্য একটি কন্টিনজেন্সি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

সিপিপি স্বেচ্ছাসেবকদের কোভিড-১৯ কার্যক্রম

১৫.১৭ সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক পুরস্কার প্রদান

১৩ অক্টোবর ২০২০ তারিখে আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবসে ৮৪ জন স্বেচ্ছাসেবককে পুরস্কৃত করা হয়।

সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক পুরস্কার প্রদান

১৫.১৮ বাজেট

২০২০-২১ অর্থ বছরে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির জন্য ২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। তন্মধ্যে ২১,৫০,০০০০০ (একুশ কোটি পঞ্চাঁশ লক্ষ) টাকা খরচ হয়েছে। কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে কতিপয় কার্যক্রম সম্পন্ন না করতে পারার কারণে অব্যয়িত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা দেওয়া হয়েছে।

১৫.১৯ অর্জন

- সারা বিশেষ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সিপিপি একটি মডেল হিসেবে স্বীকৃত।
- লক্ষ মানুষের জীবন রক্ষার স্বীকৃতিস্বরূপ থাইল্যান্ডের 'স্মিথ টুমসারক এওয়ার্ড-১৯৯৮' অর্জন ।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক 'চ্যাম্পিয়ন অব দি আর্থ' সম্মাননা অর্জনের অন্যতম নেপথ্য সহায়ক।
- ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ৩ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে AMCDRR সম্মেলনে বাংলাদেশের কমিউনিটি বেইজড সাইক্লোন প্রিপেয়ার্ড প্রোগ্রামকে "গোবাল বেস্ট প্রাকটিস" নামে অভিহিত করেন।
- উপকূলীয় জনগণ কর্তৃক কর্মসূচিটিকে সাদরে গ্রহণ এবং স্বেচ্ছাসেবকগণের নিবেদিতপ্রাণ সেবার কারণে সমাজে বিশেষ সম্মানজনক অবস্থান।
- কোনরূপ আর্থিক কিংবা অনুরূপ প্রাপ্তির আশা ব্যতিরেকে দেশ ও জাতির স্বার্থে স্বেচ্ছাসেবার মনোভাব সৃষ্টি।
- স্বেচ্ছাসেবকগণের মাঝে ঘূর্ণিঝড় দুর্যোগের সীমারেখা ছাড়িয়ে সড়ক দুর্ঘটনা, নৌ-যানডুবি, নদীভাঙনসহ অন্যান্য দুর্যোগ, যেমন- বন্যা, ভূমিকম্প, বজ্রপাত, ভূমিধস ইত্যাদি দুর্যোগে সেবা প্রদানের মনোভাব ও সক্ষমতা সৃষ্টি।
- সিপিপির কার্যক্রমের বিশ্বাসযোগ্যতা ও নির্ভরতার কারণে জনগণের মধ্যে দুর্যোগে সাড়া প্রদানের প্রবণতা বৃদ্ধি।
- উপকূলীয় এলাকায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি সমাজ কল্যাণমূলক বিভিন্ন কর্মকান্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণ।
- নারীর ক্ষমতায়ন ও অংশগ্রহণ বৃদ্ধি। কঠিন, শ্রমসাধ্য, বিপদসংকুল সেবায় নারী স্বেচ্ছাসেবকদের অংশগ্রহণ।
- জীবন ও সম্পদহানি উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস। জীবনহানির ক্ষেত্রে লক্ষ্যের অংককে একক অংকে নামিয়ে আনা।

শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার কার্যালয়
কক্সবাজার

১৬.০ শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার কার্যালয়, কক্সবাজার

বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহণকারী বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের জন্য ২০২০-২১ অর্থ বছরে মানবিক সহায়তা কার্যক্রমের প্রতিবেদন

১৬.১ ভূমিকা:

১৯৯২ এর পর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বাংলাদেশে আশ্রয়গ্রহণকারী বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের সংখ্যা ১১ লক্ষাধিক। ২০১৭ সালের ২৫ আগস্টের পর মাত্র কয়েক সপ্তাহে সাড়ে ছয় লক্ষের অধিক নির্যাতিত বিতাড়িত বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিক বাংলাদেশে প্রবেশ করে। নজিরবিহীন এ ঘটনা বিশ্ব বিবেককে নাড়া দেয়। এসময় মানবিক কারণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁদের সাময়িক আশ্রয়ের নির্দেশ দেন। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সাথে সমন্বয়পূর্বক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় স্থানীয় জনসাধারণ, প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সহযোগিতায় তাৎক্ষণিক তাঁদের জন্য বাসস্থান, খাদ্য, চিকিৎসাসহ সকল প্রকার মানবিক সহায়তার ব্যবস্থা করে। এরপর থেকে বাংলাদেশ সরকার জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সহযোগিতায় ১১ লক্ষাধিক রোহিঙ্গার নিত্যদিনের সকল প্রকার মৌলিক চাহিদা, নিরাপত্তা ও মানবিক মর্যাদা নিশ্চিত করে আসছে। গত চার বছরে একজন মানুষও অনাহারে কিংবা বিনা চিকিৎসায় মারা যায়নি, লঙ্ঘিত হয়নি কারো মৌলিক মানবাধিকার। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ সকল মিয়ানমার নাগরিকদের পরম মমতায় বাংলাদেশে আশ্রয় দিয়ে বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম মানবিক বিপর্যয় রোধ করেছে। আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা রক্ষা ও মানবিক বিপর্যয় রোধ করে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কুটনৈতিক বিচক্ষণতা ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগ মোকাবেলায় সফল নেতৃত্ব সারা বিশ্ব অকুণ্ঠচিত্তে প্রশংসা করে এবং বাংলাদেশকে উদার সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সাথে বাংলাদেশও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, মর্যাদাপূর্ণভাবে নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন এবং মানবাধিকারের সাথে বসবাস করতে পারাই জাতিগত নিধনের শিকার বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিক সংকট সমাধানের একমাত্র পথ। এ লক্ষ্যে মিয়ানমারের সাথে দ্বিপাক্ষিকভাবে এ সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টার পাশাপাশি রোহিঙ্গা এ সংকটের স্থায়ী সমাধানের লক্ষে মিয়ানমারের উপর চাপ সৃষ্টির জন্য জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক অঙ্গনের সকল পর্যায়ে বাংলাদেশ কাজ করে যাচ্ছে।

১৬.২. মানবিক সহায়তা কার্যক্রম

১৬.২.১ আশ্রয় শিবিরের বিন্যাস ও আবাসন

সেপ্টেম্বর, ২০১৭ মাসে ২,০০০ একর ভূমিতে আশ্রয় শিবির নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। আশ্রয়প্রার্থীদের সংখ্যা ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় উখিয়ার কুতুপালং-বালুখালী নতুন ক্যাম্প এলাকার আওতা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ভূমির পরিমাণ প্রাথমিকভাবে বরাদ্দকৃত ২,০০০ একরের স্থলে ৩,৫০০ একরে পুন:নির্ধারণ করা হয়। পরে ভূমিধস ও বন্যার ঝুঁকিতে থাকা রোহিঙ্গাদের নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরের জন্য আরও ৫০০ একর ভূমি বরাদ্দ করা হয়েছে। এছাড়া, উখিয়া উপজেলার হাকিমপাড়া, জামতলী, পুটিবুনিয়া এবং টেকনাফ উপজেলার চাকমারকুল, উনচিপ্রাং, শামলাপুর, লেদা, আলীখালী, জাদীমুরা এবং নয়াপাড়া সম্প্রসারিত এলাকা ক্যাম্পের আওতায় আনা হয়েছে। নতুন ক্যাম্পসমূহে ব্যবহৃত মোট ভূমির পরিমাণ প্রায় ৬,৫০০ একর। প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে উখিয়ার কুতুপালং-বালুখালী আশ্রয় শিবিরটিকে ২০টি ক্যাম্পে বিভক্ত করা হয়েছে। ফলে পূর্বের দু'টি সহ বর্তমানে ক্যাম্পের মোট সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩৪টি। নতুন ৩৪টি ক্যাম্পে সর্বমোট ২১২,৬০৭টি অস্থায়ী শেল্টারে আশ্রয়প্রার্থীদের আবাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ক্যাম্প ব্যবস্থাপনার জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক পদায়িত কর্মকর্তাদেরকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। নতুন ক্যাম্পগুলোতে প্রশাসনিক অবকাঠামো তৈরীসহ এর তত্ত্বাবধান ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে UNHCR আর্থিক ও কারিগরী সহায়তা প্রদান করছে। ২০২০ সালে এ খাতে UNHCR হতে মোট ৩৯ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকার বাজেট বরাদ্দ পাওয়া গেছে। UNHCR এর পাশাপাশি আন্তর্জাতিক সংস্থা, দাতা দেশ ও এনজিওসমূহের সমন্বয়ে সার্বিক মানবিক সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। ক্যাম্পে রোহিঙ্গাদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ৮, ১৪ ও ১৬ এপিবিএনের ১,৪৩৬ জন সদস্য নিয়োজিত রয়েছে। মূল ক্যাম্প থেকে বিচ্ছিন্ন ও সমুদ্র সৈকতের নিকটবর্তী ক্যাম্প ২৩ (শামলাপুর) এর বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগকিকদের সরিয়ে কুতুপালং মেগাক্যাম্প ও ভাসানচরে স্থানান্তর করা হচ্ছে।

রোহিঙ্গা ক্যাম্পের অংশবিশেষ

১৬.৩ খাদ্য নিরাপত্তা ও খাদ্য বহির্ভূত আইটেম (NFI)

বর্তমানে নতুন ৩৪টি ক্যাম্পে WFP কর্তৃক ৮,৫৮,৪০১ জন আশ্রয়প্রার্থীকে খাদ্য সহায়তা, জেনারেল ফুড ডিস্ট্রিবিউশন (GFD) এর আওতায় ১,৭৩,৮৪০ জনকে চাল, ডাল, তেল এবং ই-ভাউচার এর মাধ্যমে ৬,৮৪,৫৬১ জনকে ১০ প্রকার খাদ্য সামগ্রী প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়াও ICRC ৪৪,০৭০ জনের খাদ্য সামগ্রী প্রদান করে থাকে। জেলা প্রশাসন ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় সেপ্টেম্বর, ২০১৭ হতে বিভিন্ন সরকারী দফতর, বেসরকারী সংস্থা, স্থানীয় দানশীল ব্যক্তিবর্গ ও বন্ধুপ্রতিম দেশ হতে প্রাপ্ত খাদ্য ও খাদ্য জাতীয় অন্যান্য ত্রাণ বিতরণ করা হচ্ছে।

WFP কর্তৃক পুরনো নয়াপাড়া এবং কুতুপালং ক্যাম্পে অবস্থানরত শরণার্থীদের দৈনিক রেশন সামগ্রী হিসাবে চাল, ডাল, লবন, তৈল, চিনি, আলু, মরিচ, হলুদ ইত্যাদি ই-ভাউচারের মাধ্যমে প্রদান করা হচ্ছে। এ দু'টি ক্যাম্পে উপরিউক্ত প্রধান খাদ্যদ্রব্য ছাড়াও বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির মাধ্যমে জ্বালানী, টুথ পাউডার, সাবান ও অন্যান্য নন-ফুড আইটেমও সরবরাহ করা হয়।

১৬.৪ স্বাস্থ্য সেবা

আশ্রয় গ্রহণকারীদের জন্য স্থাপিত নতুন ৩৪টি ক্যাম্পে ও সংলগ্ন স্থানে মোট ৩৮টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা কেন্দ্র ও ৪টি ফিল্ড হাসপাতাল সহ মোট ১২৪টি স্বাস্থ্য পরিচর্যা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। তন্মধ্যে ৩১টি হাসপাতাল/স্বাস্থ্য কেন্দ্র ২৪ ঘন্টা সেবা প্রদান করছে। হাসপাতাল/স্বাস্থ্য কেন্দ্রসমূহে সর্বমোট ৯৬৩টি নতুন IPD (In-patient Department) শয্যা চালু করা হয়েছে। MMedecins Sans Frontieres (MSF) ও RHU পরিচালিত বিদ্যমান স্বাস্থ্য কেন্দ্রসমূহের সক্ষমতাও (৩৫ শয্যার কলেরা হাসপাতালসহ) বৃদ্ধি করা হয়েছে।

Orbis International এর সহায়তায় আশ্রয় গ্রহণকারীদের আই কেয়ার সার্ভিস প্রদানের লক্ষ্যে স্থানীয় বায়তুশ শরফ চক্ষু হাসপাতাল এর সাথে একটি চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। এর আওতায় ১,০০০ জনের ক্যাটার‍্যাক্ট আই সার্জারী সম্পাদন ও ৫,০০০ জনকে চশমা প্রদানের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। তাছাড়া, পেডিয়াট্রিক অপথালমোলজি কর্মসূচীর অধীনে এ বছরে ৫০,০০০ শিশুকে স্ক্রিনিং করাসহ প্রয়োজনীয় চিকিৎসা প্রদানের কার্যক্রমও চলমান আছে।

নতুন আশ্রয়প্রার্থীদের মাঝে মহামারী রোধ ও স্বাস্থ্য ঝুঁকি হ্রাসের লক্ষ্যে ১,৩৫,৫১৯ (১ম রাউন্ড) ও ৩,৫৪,৯৮২ (২য় রাউন্ড) জনকে এমআর, ৭২,৩৩৪ (১ম রাউন্ড) ও ২,৩৬,৬৯৬ (২য় রাউন্ড) জনকে ওপিভি এবং ২,২৫,৪৪৬ জনকে ভিটামিন এ ক্যাপসুল দেয়া হয়েছে। প্রথম দফায় ৭,০০,৪৮৭ জন এবং ২য় দফায় ১,৯৯,৪৭২ জন এবং পরবর্তীতে আরো ৮,৭৯,২৭৩ জনকে কলেরা ভ্যাকসিনও দেয়া হয়েছে। এর পাশাপাশি ৩,১৫,৮৮৯ (১ম রাউন্ড), ৩,৬৩,৯৮৭ (২য় রাউন্ড) ও ৪,২৩,৫৬৩ (৩য় রাউন্ড) জনকে ডিপথেরিয়া ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। এ পর্যন্ত ২৮,১৫৫ জন গর্ভবতী নারীকে সনাক্ত ও প্রি-ন্যাটাল সেবা প্রদান করা হয়েছে।

নয়াপাড়া ও কুতুপালং ক্যাম্পের স্বাস্থ্য ইউনিট শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনারের কার্যালয়ের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। প্রতি ক্যাম্পে ২ জন করে ডাক্তার নিয়মিত স্বাস্থ্য কেন্দ্রের বহির্বিভাগের (OPD) মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে থাকেন। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে উখিয়া/টেকনাফ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং কক্সবাজার সদর হাসপাতাল ও চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফারেল পদ্ধতিতে শরণার্থী রোগীদের চিকিৎসা প্রদান করা হয়। উভয় ক্যাম্পে পরিবার পরিকল্পনা, টিকাদান কর্মসূচী, প্রসুতি-পূর্ব, প্রসুতি উত্তর সেবা প্রদানের জন্য হাসপাতালের বর্হিবিভাগ এবং থেরাপিউটিক ও সাপিমেন্টারী ফিডিং সেন্টার রয়েছে।

এ বছর বিশ্বব্যাপি কোভিড বিস্তারের প্রেক্ষাপটে রোহিঙ্গা ক্যাম্পেও পর্যাপ্ত প্রতিরোধ ও প্রতিকার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে ২৩টি নমুনা সংগ্রহকেন্দ্র, ১০টি আইসোলেশন সেন্টার, ১০৮০ শয্যা সম্বলিত ১৪টি শ্বাসতন্ত্রের তীব্র সংক্রমণ চিকিৎসাকেন্দ্র (SARI) প্রতিষ্ঠাসহ কক্সবাজার সদর হাসপাতালে সক্ষমতা বাড়ানো হয়েছে। আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সহায়তায় কক্সবাজার সদর হাসপাতালে এ্যাম্বুলেন্স, পিসিআর মেশিন, ১০টি আইসিইউ, ১০ টি এইচডিইউ ও ১৫০টি বেড ও পর্যাপ্ত সংখ্যক টেস্টিং কিট, সুরক্ষা সামগ্রীর ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফলে এখন পর্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ স্থানে বসবাসরত বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার জনগোষ্ঠীর মধ্যে সংক্রমনের বিস্তার যথেষ্টভাবে নিয়ন্ত্রণে আছে। ২৩২ জন ডাক্তার ও ২০৭৩ জন সেবাকর্মী সার্বক্ষনিক চিকিৎসা সেবা দিয়ে যাচ্ছে।

১৬.৫ পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন

(ক) সবগুলো ক্যাম্পে এ পর্যন্ত ৬,০০৭টি অগভীর নলকূপ, ৩,৬৩২টি গভীর নলকূপ ও ১১টি কুয়া স্থাপন করা হয়েছে। তন্মধ্যে ২৪৬টি অগভীর নলকূপ ইতোমধ্যে অকেজো (Decommissioning) করা হয়েছে। বর্তমানে কোন অগভীর নলকূপ স্থাপন করতে দেয়া হচ্ছে না।

(খ) উখিয়ার কুতুপালং-বালুখালী নতুন ক্যাম্প এলাকার ১২ নং ক্যাম্পে জাইকা ও আইওএম যৌথ উদ্যোগে ৩০,০০০ লোকের জন্য পানি সরবরাহের উপযোগি ১,৪০০ ফুট গভীরতাসম্পন্ন একটি বৃহৎ নলকূপ স্থাপনের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে।

স্থানীয়সহ রোহিঙ্গাদের জন্য এ ধরণের আরো উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন নলকূপ স্থাপনের কাজ চলমান আছে। সর্বশেষ এডিবি'র সহায়তায় ডিপিএইচই'র ব্যবস্থাপনায় টেকনাফে একটি নতুন পানি শোধনাগার স্থাপন, পাইপলাইনের মাধ্যমে ৪০টি পানি সরবরাহ ব্যবস্থা এবং ৭টি নতুন ভ্রাম্যমাণ পানির ট্যাংকার (Mobile Water Career) সরবরাহের পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে।

নতুন ক্যাম্পসমূহে শৌচ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে ৫৮,০৩০ হাজারের অধিক ল্যাট্রিন স্থাপন করা হয়েছে। প্রথম দিকে স্থাপিত অস্থায়ী ল্যাট্রিনের মধ্যে ৮,৬৯৪টি ইতোমধ্যে অকেজো (Decommissioning) করা হয়েছে। অকেজো হওয়া ল্যাট্রিন প্রতিস্থাপনসহ প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নতুন ল্যাট্রিন স্থাপনের পরিকল্পনা বাস্তবায়নাধীন আছে। ইতোমধ্যে উখিয়ার কুতুপালং-বালুখালী নতুন ক্যাম্প এলাকায় ইউনিসেফের আর্থিক সহায়তায় দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ১৬ ইসিবির মাধ্যমে ১০,০০০টি ল্যাট্রিন নির্মিত হয়েছে। আরো ১,৫০০টি ল্যাট্রিন স্থাপনের কার্যক্রম চলমান আছে। বর্তমানে মোট ৪৯,৯৩০টি ল্যাট্রিন সম্পূর্ণ সচল রয়েছে। ল্যাট্রিনসমূহের ব্যবহারযোগ্যতা অক্ষুন্ন রাখার লক্ষ্যে ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বড় আকারে পয়ঃব্যবস্থাপনার (Fecal Sludge Management) উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

ক্যাম্প এলাকায় এ পর্যন্ত ১৬,৯৫৭টি গোসলখানা স্থাপন করা হয়েছে। ইউনিসেফের আর্থিক সহায়তায় দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ১৬ ইসিবির মাধ্যমে আরো ৫,০০০টি গোসলখানা স্থাপনের কার্যক্রম

চলমান আছে। এডিবি'র সহায়তায় নতুন আরো ১,০০০টি গোসলখানা স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এডিবি'র অর্থায়নে ক্যাম্প এলাকায় ২টি সমন্বিত কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা (Solid Waste Management) কাঠামো নির্মাণের প্রস্তাবও চূড়ান্ত হয়েছে। সম্প্রতি কুতুপালং ক্যাম্পে পৃথিবীর শরণার্থী ক্যাম্পসমূহের মধ্যে সর্ববৃহৎ Fecal Sludge Management Plant স্থাপন করা হয়েছে । নয়াপাড়া ক্যাম্পে জলাধারের ধারণক্ষমতা সম্প্রসারণ করে ৬ লক্ষ ৫০ হাজার লিটারে উন্নীত করা হয়েছে।

১৬.৬ অবকাঠামো ও বিদ্যুৎ

এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন মোট ৫২ কি.মি. দৈর্ঘের ১৪টি রাস্তার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ইউএনএইচসিআর এর অর্থায়নে এএফডি কর্তৃক নির্মাণাধীন ১০.০০ কি.মি. দীর্ঘ মূল সড়কের কাজ শেষ হয়েছে। আইওএম ও ইউএনএইচসিআর এর সহায়তায় ৩টি বক্স কালর্ভাট ও ৯টি পাইপ কালর্ভাটও ইতোমধ্যে নির্মিত হয়েছে। আইওএম কর্তৃক ৫টি এক্সেস রোডে ৬.৪ কি.মি. এইচবিবি রাস্তা নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। এডিবি'র অর্থায়নে নতুন প্রকল্পের আওতায় ক্যাম্প এলাকায় আরো ৩০ কি.মি. সড়ক নির্মাণ ও মেরামত প্রকল্প গৃহীত হয়েছে, যা এলজিইডি বাস্তবায়ন করবে। সড়ক ও মহাসড়ক বিভাগের (RHD) ব্যবস্থাপনায় কক্সবাজার-টেকনাফ সড়ক, এন আই চৌধুরী সড়ক এবং ফলিয়াপাড়া সড়ক উন্নয়নের কাজও এই প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এডিবি এসব প্রকল্প ২০১৮-২০২১ সালের মধ্যে বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। প্রত্যাবাসনের নির্মিত টেকনাফে কেরনতলী ও নাইক্ষনছড়ীর ঘুনধুমে প্রত্যাবাসন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

ক্যাম্পের নিরাপত্তার স্বার্থে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে ১৪৫ কি:মি: ব্যাপী কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের কাজ চলমান আছে।

ডবিউএফপি কর্তৃক ২০টি অস্থায়ী গুদাম নির্মাণ করা হয়েছে। আরো গুদাম নির্মাণের কাজ চলমান আছে। এডিবি'র অর্থায়নে ১৩টি স্থানে নতুন ৫০টি Food distribution Outlet নির্মাণ করা হবে। ক্যাম্পবহির্ভূত এলাকায় ১০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এডিবি'র সহায়তায় এলজিইডি'র ব্যবস্থাপনায় "সাইক্লোন আশ্রয় কেন্দ্র-কাম-প্রাথমিক বিদ্যালয়" স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে, যা আপদকালীন সময়ে রোহিঙ্গা এবং স্থানীয় বাঙ্গালি উভয়ের জন্য ব্যবহার করা হবে।

পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির মাধ্যমে উখিয়ার কুতুপালং-বালুখালী নতুন ক্যাম্প এলাকায় প্রস্তাবিত ২০ কি.মি. লাইন নির্মাণের কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। উল্লেখ্য, উল্লিখিত বিদ্যুৎ লাইন কেবল ক্যাম্প কার্যালয়সহ অন্যান্য প্রশাসনিক স্থাপনায় বিদ্যুৎ সংযোগের কাজে ব্যবহৃত হবে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং এনজিওদের সহায়তায় সবক'টি ক্যাম্প এলাকায় এ পর্যন্ত ৬,৬৮৬টি সোলার স্ট্রিট লাইট স্থাপন করা হয়েছে। তা'ছাড়া, প্রায় সকল রোহিঙ্গা পরিবারকে ঘরে ব্যবহারের উপযোগি সোলার টর্চ লাইট সরবরাহ করা হয়েছে।

১৬.৭ শিক্ষা

আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের তথ্যানুসারে ৫ লক্ষ ৩০ হাজার ছেলে-মেয়ের শিক্ষা সহায়তা প্রয়োজন। ইতোমধ্যে ৫,৪৯৫ টি শিক্ষা কেন্দ্র (Functional) স্থাপন ও ৯,৭২৭ জন শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে এবং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ১৪ বছরের কম বয়সী ৪,৩১,৮১৮ জন বালক-বালিকাকে এসব শিক্ষা কেন্দ্রে মিয়ানমার ও ইংরেজী ভাষায় অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে। ১,৫১৭টি শিক্ষা কেন্দ্রের জন্য পরিচালনা কমিটি গঠন ও কার্যকর করা হয়েছে। এ পর্যন্ত শিক্ষার্থী ও শিক্ষক মিলিয়ে ১,৭১,১০১ জনকে শিক্ষাসহায়ক কিট সরবরাহ করা হয়েছে। নতুন শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন ও শিক্ষাসহায়ক কিট সরবরাহ কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

১৬.৮ পুষ্টিমান উন্নয়ন

আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের তথ্যানুসারে নতুন ৩০টি ক্যাম্পে বর্তমানে ৩১৮,৭৭৮ জন রোহিঙ্গা অপুষ্টিজনিত সমস্যায় আক্রান্ত। এর মধ্যে ১৪২,৮২৩ জনকে (৪৫%) পুষ্টিসেবা প্রদান করা হয়েছে। অপুষ্টিজনিত সমস্যায় আক্রান্তদের অধিকাংশই শিশু ও গর্ভবতী মহিলা। এ পর্যন্ত ১২,৬৬৮ জন শিশু ভর্তি হয়েছে পুষ্টিজনিত সমস্যা নিয়ে। অনুর্ধ্ব ৫ বছরের ১৩৬,৮৮২ জন শিশুকে তীব্র অপুষ্টি রোধকল্পে ব্যাংকেট সাপ্লিমেন্টারী ফিডিং প্রোগ্রামের আওতায় আনা হয়েছে। গর্ভবতী ও প্রাপ্ত বয়স্ক মোট ৮৩,১৪৫ জন মহিলাকে পুষ্টিজনিত সেবা প্রদান করা হয়েছে।

১৬.৯ পরিবেশ সংরক্ষণ ও বিকল্প জ্বালানী

আশ্রয় গ্রহণকারীদের রান্নার জন্য বিকল্প জ্বালানীর ব্যবস্থা না থাকায় শুরু থেকেই ক্যাম্প সংলগ্ন বনভূমির ওপর চাপ পড়ে। বন থেকে সংগৃহীত জ্বালানী কাঠের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস এবং নিকটস্থ বনভূমির উপর চাপ কমাতে জ্বালানী সাশ্রয়ী চুলাসহ প্রথম দিকে ধানের তুষ দিয়ে তৈরী Compressed Rice Husk সরবরাহের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

ইতোমধ্যে ১,৯২,৫৪৭টি রোহিঙ্গা পরিবার ও ২০,০৫৩টি স্থানীয় পরিবারকে LPG (এলপিজি) সরবরাহ করা হয়েছে। ইউএনএইচসিআর, আইওএম ডাবিউএফপি, আইসিআরসি, আইএফআরসি, কারিতাস, এফএকিউ, এফআইভিডিবি এলপিজি সরবরাহ করছে। সরবরাহকৃত এলপিজি'র ২৫% হোষ্ট কমিউনিটিকে দেয়া হয়।

বিভিন্ন এনজিও বৃক্ষরোপন কার্যক্রমের মাধ্যমে ক্যাম্পসমূহে গত বর্ষা মৌসুমে সর্বমোট ২,০৪,৩০০টি বৃক্ষ রোপন করেছে। এ বছরের বর্ষা মৌসুমে ৫ লক্ষ বৃক্ষ রোপনের লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে। ২০১৮ সালে ক্যাম্প এলাকায় ২,৯০,০০০ টি, ২০১৯ সালে ৩,৮০,০০০ টি, ২০২০ সালে ৬,৯০,০০০ টি গাছ লাগানো হয়েছে, ২০২১ সালে ৫,৩০,০০০ টি গাছ লাগানোর হয়েছে। তাছাড়া, ব্র্যাক ও কারিতাস ২১ লক্ষ বিন্না ঘাসের চারা বিতরণ করেছে। এফএও ৫টি বৃহৎ এলাকায় প্রদর্শনীমূলক বৃক্ষরোপন এর ব্যবস্থা করেছে। এফএও'র সহায়তায় আরণ্যক ফাউন্ডেশন ৯টি ও বন বিভাগ ৮টি নার্সারি সৃজন করেছে। এফএও ৫০ হাজার পরিবারের মধ্যে Micro-gardening kit বিতরণ করেছে। স্থানীয় কৃষক সমিতিকে ১২২টি পাওয়ার টিলারও বিতরণ করা হয়েছে।

হাতির বিচরণ ও চলাচলের পথ সংকুচিত হয়ে পড়ায় উখিয়ার কুতুপালং-বালুখালী ক্যাম্প এলাকায় এ পর্যন্ত বন্য হাতির আক্রমণের ৫টি ঘটনা ঘটেছে। ভবিষ্যতে এ ধরণের ঘটনা পুনরাবৃত্তি রোধকল্পে হাতির চলাচলের পথ নির্দিষ্টকরণের লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ইউএনএইচসিআর এর আর্থিক সহায়তায় আইইউসিএন (International Union for Conservation of Nature) কাজ শুরু করেছে। ইতোমধ্যেই ৫০টি ERT কমিটি গঠন করা হয়েছে।

১৬.১০ দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও ব্যবস্থাপনা

(ক) ইউএনএইচসিআর এর অর্থায়নে Asian Disaster Preparedness Centre (ADPC) ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে সম্ভাব্য ভূমিধস ও পাহাড়ী ঢলে আক্রান্ত হতে পারে এমন এলাকা চিহ্নিত করা হয়েছে। Cyclone Preparedness Programme (CPP)-কে আইওএম ও ইউএনএইচসিআরসহ বিভিন্ন সংস্থার সমন্বয়ে গঠিত দুর্যোগ মোকাবেলা সংক্রান্ত ওয়ার্কিং গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সম্ভাব্য ঘুর্ণিঝড় হতে রক্ষার উদ্দেশ্যে ইতোমধ্যে নির্মিত অস্থায়ী শেল্টারসমূহকে মজবুত করার লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ঝুর্কিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত মোট ১,৯০,৯২৬টি শেল্টারের জন্য মজবুতিকরণ সামগ্রী সরবরাহ করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ১, ৩, ৪, ৫, ৭, ৮, ৯, ১০, ১২, ১৪, ১৫, ১৬ ও ১৮ নং ক্যাম্প হতে ১১,০৯৭ পরিবারের মোট ৪৮,৬৪৬ জনকে সম্প্রসারণশীল ৪, ৫, ৬, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ২০, নং ক্যাম্পে স্থানান্তর করা হয়েছে।

সিপিপি (Cyclone Preparedness Programme)-কে আইওএম ও ইউএনএইচসিআরসহ বিভিন্ন সংস্থার সমন্বয়ে গঠিত দুর্যোগ মোকাবেলা সংক্রান্ত ওয়ার্কিং গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সিপিপি'র সহায়তায় প্রতিটি ক্যাম্পে দূর্যোগ মোকাবেলা কার্যক্রমে সহায়তা প্রদানের জন্য স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন এবং তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও সরঞ্জাম সরবরাহ করা হয়েছে। সম্ভাব্য ঘুর্ণিঝড় হতে রক্ষার উদ্দেশ্যে ইতোমধ্যে নির্মিত অস্থায়ী শেল্টারসমূহকে মজবুত করার লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ঝুর্কিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত মোট ১৯০,৯২৬টি শেল্টারের জন্য মজবুতিকরণ সামগ্রী সরবরাহ করা হয়েছে।

১৬.১১ প্রত্যাবাসন প্রস্তুতি

কক্সবাজার জেলার টেকনাফ উপজেলার কেরণতলী ও বান্দরবান জেলার নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার ঘুমঘুমে দু'টি প্রত্যাবাসন কেন্দ্র নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। আরো ২টি স্থানে প্রত্যাবাসন কাঠামো নির্মাণের প্রস্তুতি চলমান আছে। জেলা প্রশাসনের নিকট এ জন্য প্রয়োজনীয় ভূমি বরাদ্দের আবেদন করা হয়েছে।

কক্সবাজারে আশ্রয়গ্রহণকারী মিয়ানমার নাগরিকদের প্রত্যাবাসনের লক্ষ্যে সম্মত ভেরিফিকেশন ফর্ম অনুযায়ী তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম ২৪/০৬/২০১৮ তারিখে শুরু ২৩/১২/২০১৯ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে। মোট ১,৭৯,০০৬ পরিবারের ৮,১৭,০৪৭ জনের তথ্য সংগ্রহ সম্পন্ন হয়েছে।

১ লক্ষ রোহিঙ্গাকে কক্সবাজার হতে নোয়াখালী জেলার ভাসানচরে স্থানান্তরের জন্য গৃহীত কার্যক্রম

নিজ দেশে নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ প্রত্যাবাসনের পূর্বে কক্সবাজারে ঝুঁকিপূর্ণভাবে বসবাসরত ০১ লক্ষ রোহিঙ্গাকে ভাসানচরে বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর মাধ্যমে প্রায় ৩০০০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত আশ্রয়কেন্দ্রে স্থানান্তরের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের ব্যবস্থাপনায় ভাসানচরে মানবিক সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। সেখানে ১২০ টি ক্লাস্টারে সকল সুযোগসুবিধা সম্বলিত ১ লক্ষ লোকের বাসস্থান এবং ১২০টি ৪ তলা বিশিষ্ট বহুমুখী সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণ করা হয়েছে। যোগাযোগ, অবকাঠামো সুবিধার পাশাপাশি সেখানে রয়েছে জীবিকায়নের ব্যবস্থা।

ভাসান চরে নির্মিত একটি ক্লাস্টার

ভাসানচরে নির্মিত একটি সাইক্লোন শেল্টার

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রোহিঙ্গা সংকট মোকাবিলায় জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ অধিবেশনে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন

রোহিঙ্গা সংকটের স্থায়ী সমাধান ও প্রত্যাবাসন :

মায়ানমারের সাথে ২০১৭ ও ২০১৮ সালে রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন বিষয়ে দুটি দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়। চুক্তি অনুসারে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে রোহিঙ্গাদের তালিকা হস্তান্তরসহ সকল ব্যবস্থা করা সত্ত্বেও মিয়ানমার পক্ষ প্রত্যাবাসনের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টিতে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করে নাই। বিভিন্ন অজুহাতে তারা প্রত্যাবাসনকে বিলম্বিত করছে। মিয়ানমারের সাথে দ্বিপাক্ষিকভাবে এ সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টার পাশাপাশি রোহিঙ্গা সংকটের স্থায়ী সমাধানের লক্ষে মিয়ানমারের উপর চাপ সৃষ্টির জন্য জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক অঙ্গনের সকল পর্যায়ে বাংলাদেশ কাজ করে যাচ্ছে।

রোহিঙ্গা সংকটের স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭২তম, ৭৩তম ও ৭৪তম অধিবেশনে রাখাইন রাজ্যে সহিংসতা ও জাতিগত নিধন বন্ধ করা, সকল নাগরিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, রোহিঙ্গাদের নিজ বাড়িতে স্থায়ীভাবে প্রত্যাবর্তন, আনান কমিশন রিপোর্ট বাস্তবায়ন ও জাতিসংঘের তদন্তদল প্রেরণ, রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আইন বিলোপ, তাদের নাগরিকত্ব প্রদানের উপায় নির্ধারণ, রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে নৈরাজ্য সৃষ্টিকারীদের বিচারের মুখোমুখি করার প্রস্তাবসহ রোহিঙ্গাদের নিজ দেশে ফিরিয়ে মুল ধারায় অন্তর্ভুক্তকরণে আবশ্যিকভাবে মিয়ানমারে রাজনৈতিক সদিচ্ছার ঘোষণা, বৈষম্যমূলক আইন বিলোপের মাধ্যেমে আবশ্যিকভাবে রোহিঙ্গাদের মধ্যে আস্থা তৈরি, তাঁদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার জন্য নিশ্চয়তা বিধানে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের তত্ত্বাবধান এবং এই সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য দাবী পেশ করেন।

"তারা মানুষ, আমরা তাদের ধাক্কা দিয়ে
বের করে দিতে পারিনা।"

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

রোহিঙ্গা সংকটে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অসামান্য মানবিকতার স্বীকৃতি স্বরূপ আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম কর্তৃক তাঁকে Mother of Humanity উপাধিতে আখ্যায়িত করা হয়েছে। নেতৃত্ব, মানবিকতা ও সুবিবেচনাপ্রসূত নীতি গ্রহণের জন্য তিনি মর্যাদাপূর্ণ দুটি আন্তর্জাতিক পুরস্কারে ভূষিত হন এগুলো হলঃ

Inter Press Service (IPS) International Achievement Award and 2018 Special Distinction Award for Leadership

অসহায় নির্যাতিত মিয়ানমারের সংখ্যালঘু মুসলিম রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জীবন রক্ষার্থে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাহসী, দূরদর্শী ও মানবিক পদক্ষেপকে সারা বিশ্ব সশ্রদ্ধ চিত্তে সমর্থন জানায়। তাঁর এই মানবিক সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সুপ্রাচীন ও বিখ্যাত Diplomat Magazine এর মূল্যায়ন ছিল "Sheikh Hasina, leader of the highly densely populated developing country demonstrated a unique example of an altruistic gesture". ২০১৭ সালের সেপ্টেম্বরে IOM Chief Antonio Vitorino, UNHCR Chief Fillippo Grandi, WFP Chief Mark Lowcock প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে সাক্ষাৎ করে রোহিঙ্গাদের সংকট মোকাবেলায় তাঁর বিপুল ও আন্তরিক প্রচেষ্টার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। UNHCR Chief Fillippo Grandi বলেন, I thanked Sheikh Hasina and I thank Bangladesh to receive these refugees, in today's world that is something that cannot be taken for granted and should be appreciated.

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কক্সবাজারে রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্প পরিদর্শনকালে
শরণার্থীদের খোঁজখবর নিচ্ছেন ও সহানুভূতি প্রকাশ করছেন

এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন সময়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যাক্তিবর্গ, সিভিল সোসাইটির সদস্য, রাষ্ট্রদূতগণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্ব ও সিদ্ধান্তের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করে উচ্ছসিত প্রশংসা করেন। যেমন কানাডার Prime Minister Justin Trudeau বলেন,"Prime Minister Sheikh Hasina has been showing an outstanding leadership in handling the Rohingya Refugee, Common Wealth leaders must support her". UN Secretary General Antonio Gutererres লক্ষ লক্ষ রোহিঙ্গাকে আশ্রয়দানের জন্য ("for giving a safe haven to hundreds of thousands of Rohingya") মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের প্রশংসা করে ধন্যবাদ জানান। "স্বাধীনতার পর থেকে উন্নয়ন ও এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশের প্রচেষ্টাকে বিশেষভাবে বর্ণনা করে জাতিসংঘের মহাসচিব এ্যন্তোনিয় গুতেরেস বলেন "Example that many other can follow"

"আমরা যদি ১৬ কোটি মানুষকে খাওয়াতে পারি,
আমরা ১০ লক্ষ রোহিঙ্গাকেও খাওয়াতে পারবো।
প্রয়োজনে খাবার ভাগ করে খাব।"

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

"আমরা প্রতিবেশী দেশের (মায়ানমার) সাথে শান্তি ও সুসম্পর্ক বজায় রাখতে চাই; কিন্তু অন্যায় কাজ মেনে নিতে পারি না।"

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

জাতিসংঘের মহাসচিব জনাব আন্তোনিয় গুতেরেস মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে সাক্ষাৎ করেন।

জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুপ প্রভাব ও দুর্যোগ মোকাবিলায় সফল রাষ্ট্রনায়ক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাফল্যকে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। রোহিঙ্গা সংকটকে জাতিসংঘ "লেভেল-৩" পর্যায়ের বিপর্যয় হিসেবে চিহ্নিত করলেও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের সুদক্ষ ব্যবস্থাপনায় বিশেষ পদক্ষেপের মাধ্যমে সাইক্লোন ও ভূমিধ্বসপ্রবন কক্সবাজারে ঘনবসতিপূর্ণভাবে বসবাসরত রোহিঙ্গাদের এ ধরণের সকল দূর্যোগ থেকে সুরক্ষা দেয়া সম্ভব হয়েছে। দূর্যোগ দুর্বিপাকে কোন রোহিঙ্গার প্রাণহানি ঘটেনি। রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শনকালে রোহিঙ্গাদের জন্য মানবিক সহায়তার প্রশংসা করার পাশাপাশি দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুপ মোকাবেলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বের সাফল্য বর্ণনা করে জাতিসংঘের মহাসচিব (সাবেক) বান কি মুন বলেন Bangladesh has been wisely investing with a vision of Prime Minister Sheikh Hasina. That is why we are here to learn the lessons from Bangladesh and to disseminate their message to the world far and wide. বিশ্ব গণমাধ্যম ও গবেষণা পত্রগুলোতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দক্ষ মানবিক সহায়তা ব্যবস্থাপনা, শান্তি ও আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা রক্ষায় কূটনৈতিক দক্ষতা এবং অনন্য উচ্চতার রাষ্ট্রনায়োকচিত ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে। যুক্তরাজ্য ভিত্তিক সুপ্রসিদ্ধ গণমাধ্যম Channel 4 news মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে "The Mother of Humanity" হিসেবে আখ্যায়িত করেছে, মধ্যপ্রাচ্যভিত্তিক বিখ্যাত সংবাদ মাধ্যম "Khaleej Times" রোহিঙ্গা সঙ্কট মোকাবিলায় বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভূমিকা মূল্যয়ন করে লিখেছে Bangladesh Prime minister is the new star of east ...expression has no better hero than her.

শোকবার্তা

মরহুম আবুল খায়ের মোঃ মারুফ হাসান

প্রকল্প পরিচালক এনআরপি প্রকল্প এবং উপসচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, জনাব আবুল খায়ের মোঃ মারুফ হাসান গত ১৫-০৪-২০২১ তারিখ করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) এ আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তাঁর অকাল মৃত্যুতে আমরা গভীর শোক প্রকাশ করছি। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে মরহুমের আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

দুর্যোগের আগাম বার্তা পেতে ডায়াল করুন
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের
টোল ফ্রি ১০৯০ নম্বরে

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার